বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যা-
দি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

পঞ্চম পর্ব্ব।

বাপ্তিস্ত-মিশন-যন্ত্রে মদ্রিত।

কলিকাতা।

শকাব্দা ১৭৮০।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

৫ পর্ব্ব] শকাব্দা ১৭৮০, বৈশাখ। [৪৯ খণ্ড

ভূমিকা।
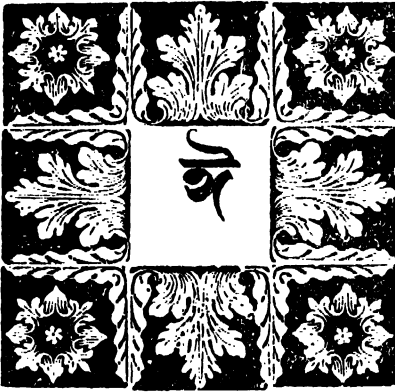
শ্বরানুরক্ত মহোদয়েরা কহিয়া থাকেন যে জীবন-যাত্রা নির্বিঘ্নে নির্ব্বাহিত করিবার নিমিত্ত সময়ে সময়ে গত কাল কি প্রকারে অতিবাহিত হইয়াছে তাহার পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য। তাহাতে সকলেই অনায়াসে আপন২ গুণ দোষের নিরূপণ করত ভবিষ্যতে দোষের পরিবর্ত্তে সদ্গুণের অনুধাবনে নিযুক্ত হইতে পারেন। যিনি রজনীযোগে শয্যারূঢ় হইয়া দিবসে কি কি সৎ ও কি কি অসৎ কর্ম্ম করিয়াছেন তাহার পর্য্যালোচনা করেন, তিনি কদাপি দুষ্কর্ম্মান্বিত হইবেন না; যেহেতু তিনি প্রত্যহঃ স্বকৃত অসৎকর্ম্মের নিদর্শন দেখিয়া অবশ্যই ভীত হইবেন, সন্দেহ নাই; এবং তাহা হইলেই পাপের দমন হইল; কারণ দুষ্কর্ম্মে ঘৃণাই পাপের মহৌষধি। এই প্রযুক্তই স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য সায়ং প্রাতঃ অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠীয়মান কর্ম্মের আলোচনা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। সেই অনুরোধের অনুরোধে আমরা গত বৎসরে বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে কি পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহার আলোচনা করিলে বোধ হয় ভবিষ্যতে কি কর্ত্তব্য তাহার অনেক সদুপায় দৃষ্ট হইবে। ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে উক্তকালে আমাদিগের প্রযত্ন নিতান্ত ব্যর্থ হয় নাই। উক্ত কালমধ্যে নানা স্থানের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে; বহুল প্রাচীন-ঘটনার উল্লেখ হইয়াছে; শাক্যসিংহ, মহাবীর, হুমায়ুনশাহ, টীপুসুলতান্ প্রভৃতি সুবিখ্যাত মনুষ্যদিগের জীবন-চরিত্র অনুকীর্ত্তিত হইয়াছে; পিরামিড প্রভৃতি প্রাচীন কীর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে; বিবিধ আশ্চর্য্যজনক জীবের বর্ণনা হইয়াছে; ছীট, সাবান, বাতি, কর্পূরাদি দ্রব্য প্রস্তুত করণের প্রথা প্রদর্শিত হইয়াছে; নানা প্রকার নীতি-গর্ভ উপন্যাস ও কৌতুহলজনক আখ্যান কথিত হইয়াছে, ও কএকখানি নূতন গ্রন্থের আলোচনা করা হইয়াছে। বোধ হয় ঐ সকল প্রস্তাবের পাঠে গ্রাহক ও পাঠক মহাশয়েরা তৃপ্ত হইয়া থাকিবেন, যেহেতু বিবিধার্থের পুনরারম্ভাবধি তাহার গ্রাহকের সঙ্খ্যা প্রত্যহ বর্দ্ধিত হইতেছে, এবং তাহার পাঠকসঙ্খ্যা অধুনা সহস্র সহস্র হইয়াছে বলিলে সত্যের অপনয়ন হইবেক না। এ ঘটনা আমারদিগের পক্ষে অত্যন্ত আনন্দজনিকা, এবং তাহার মননে আমরা অনায়াসে আপনাকে কৃতার্থ মানিতে পারি।

পরন্তু এই সুখদায়ক বিষয়ের অনুধাবনে আমরা

যাদৃশ সন্তুপ্ত হইতেছি, তাদৃশ উত্তেজিতও হইতেছি; অতএব গ্রাহকবৃন্দ আমাদিগকে যে প্রকারে উৎসাহান্বিত করিয়াছেন ও করিবেন, আমরাও তাঁহাদিগকে সেই প্রকারে সন্তুষ্ট করিতে অবশ্যই সচেষ্ট হইব। অন্য কর্ম্মে ব্যাপৃতথাকাপ্রযুক্ত বিবিধার্থে আমাদিগের যে পর্য্যন্ত লেখা কর্ত্তব্য চতুর্থ পর্ব্বে তৎসমস্ত আমরা স্বয়ং লিখিতে পারি নাই, এবং মধ্যে ২ কএকটি সামান্য প্রস্তাব-প্রকটনেও বাধ্য হইয়াছিলাম; ভরসা করি বর্ত্তমান বৎসরে সে দোষের নিমিত্ত আমাদিগকে আক্ষেপ করিতে হইবে না।

উত্তরামরিকার আদিমবাসীদিগের বিবরণ।

তিন শত পঞ্চাশৎ বৎসরেরও কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ইউরোপীয়েরা উত্তরামরিকার পূর্ব্বাংশে গিয়া উপনিবেশ সংস্থাপিত করে। তৎকালে উক্ত দেশ নির্জন ছিল না; প্রত্যুত তথায় অনেক জাতীয় আদিমবাসীরা অবস্থিতি করিত। যে এক্ষুইমজাতির বৃত্তান্ত বিবিধার্থের ৪১ খণ্ডে লিখিত হইয়াছে তাহা এই আদিমবাসীদিগের অন্তর্গত এক জাতি। ইহাদিগের অনেকেই অসভ্য ও মৃগয়ানুরক্ত ছিল, কেবল মেক্সিকো ও অন্যান্য কএক প্রদেশীয় মনুষ্যেরা সুসভ্য সদ্গুণান্বিত হইয়াছিল।

প্রস্তাবিত জাতীয়েরা প্রথমতঃ ইউরোপীয়দিগের সহিত সদ্ভাব করিতে আগ্রহী হইয়াছিল; কিন্তু পরে নানা কারণে ইংরাজদিগের সহিত বিবাদে প্রায়ঃ সকলেই বিনষ্ট হয়। এই আদিমবাসী ইণ্ডীয়নামক জাতীয়দের অবস্থা জানিবার নিমিত্ত কাট্লিন নামা এক জন সাহেব ৪৮ ভিন্ন ভিন্ন ইণ্ডীয় দলের মধ্যে ৮ বৎসর কাল যাপন করেন। তাঁহার লিপ্যনুসারে আদিমবাসীদিগের সঙ্খ্যা দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ ছিল; ইউরোপীয়দের পাদার্পণ হওনাবধি এক কোটি ষষ্টি লক্ষ ব্যক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। আদিমবাসীরা যে মহারণ্যে শিকার করিয়া জীবন ধারণ করিত ইউরোপীয়দ্বারা ক্রমশঃ তাহা পরিষ্কৃত হওয়াতে আহারপ্রাপ্তির অত্যন্ত ব্যাঘাত ঘটে, ইহাতেই অনেকে ক্রমশঃ কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছে। অপর বসন্তরোগাক্রান্ত হওয়াতেও বহু প্রাণির মৃত্যু হইয়াছে। বিচক্ষণ পণ্ডিতেরা ইণ্ডীয়দিগের এতাদৃশ নাশের আর এই এক কারণ নির্দ্দিষ্ট করেন, যে তাহারা প্রথমতঃ সুরাশক্ত ছিল না; ইউরোপীয়দিগের সহবাসে তাহারা সুরাপানে অত্যন্ত অনুরক্ত হয়, এবং তাহাতে বহু ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে, এক্ষুইমজাতির বিবরণ-মধ্যে লিখিত হয়াছে, তাহারা মদ্যপান করিতে প্রিয় নহে, প্রত্যুত তাহারা মদ্যকে বিষসদৃশ নিশ্চয় মারাত্মক বলিয়া জ্ঞান করে। আমরা নিষ্কপটান্তঃকরণের সহিত ঈশ্বরসন্নিধানে প্রার্থনা করি যে এক্ষুইমদিগের এই জ্ঞান যেন অস্মদ্দেশীয় জনগণের মনোমধ্যে নিয়ত জাগরূক থাকে।

উত্তরামরিকার আদিমবাসিদিগের কোন পুরাবৃত্ত গ্রন্থ নাই; এই প্রযুক্ত তাহাদিগের আদ্যবস্থার বিবরণ স্থির করা সুসাধ্য নহে। কেট্লিন্ সাহেব তাহাদিগের মস্তকের গঠন ও আচার ব্যবহারের অনেক লক্ষণ দেখিয়া তাহাদিগকে যিহুদী জাতিহইতে উৎপন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

ইণ্ডীয়জাতীয়েরা স্বভাবতঃ দীর্ঘাকার ও ঋজু। তাহাদিগের দেহ অত্যন্ত স্থূলও নহে, নিতান্ত
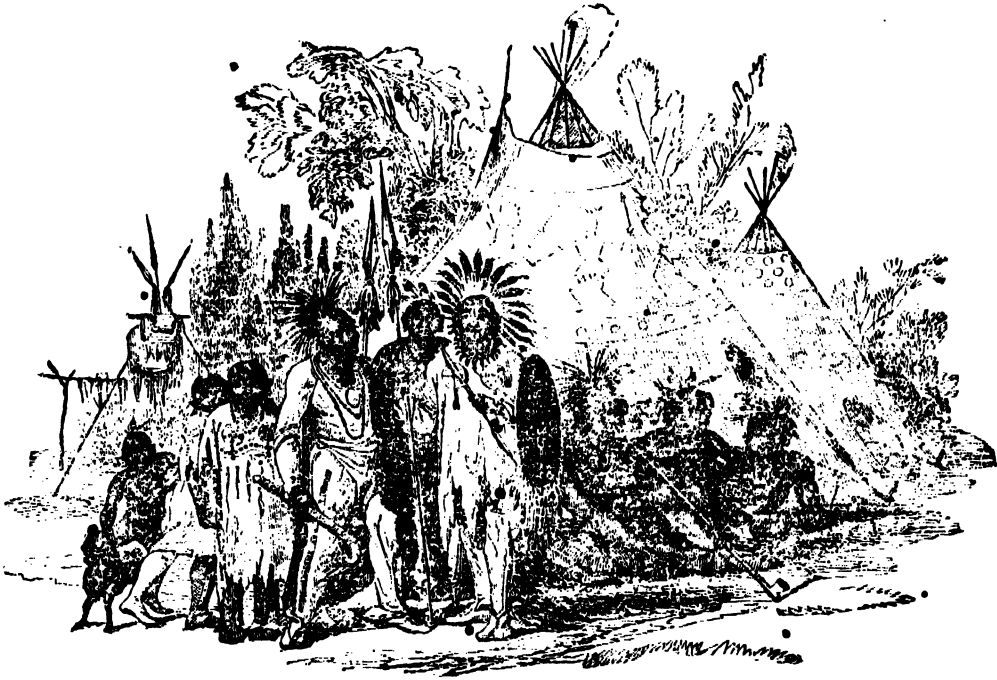
ইণ্ডীয় মনুষ্য।

কৃশও নহে। তাহাদের কপালাস্থি পাতলা, স্কন্ধ-দেশ সরু নাসিকার মূল থেবড়া এবং অগ্রভাগ উচ্চ। তাহাদের দন্তের গঠন সুন্দর বটে, কিন্তু পীতাভাযুক্ত। লবণ ও মিষ্ট সামগ্রী ব্যবহার না করাতে তাহাদের দন্ত বৃদ্ধাবস্থাপর্য্যন্তও দৃঢ় থাকে। শ্মশ্রু প্রায়ঃ জন্মে না। তাহাদিগের দেহের বর্ণ তাম্রবৎ; এবং মস্তকের কেশ কৃষ্ণ-বর্ণ ও অতি দীর্ঘ; কাট্‌লিন্‌ সাহেব এক ব্যক্তির কেশ সপ্তহস্তদীর্ঘ দেখিয়াছিলেন।

আদ্যাবস্থাপন্ন আদিমবাসীরা কৃষিকর্ম্মে বি-রত; পশুসংহনদ্বারা আহার সম্পাদিত করে; তন্মধ্যে মার্কিন দেশীয় মহিষ * ও কুক্কুরমাংস ইহাদিগের প্রধান খাদ্য।

* বিবিধার্থের দ্বিতীয় পর্ব্বের ১৩৮ পৃষ্ঠায় মার্কিন মহিষের বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে ইউরোপীয়দিগের দৃষ্টান্তানু-সারে অগত্যা অনেক ইণ্ডীয়জাতীয় মনুষ্যেরা কৃষিকর্ম্ম অবলম্বন করিতেছে। কিন্তু স্ত্রীরাই হল যোজনা কর্ম্ম করিয়া থাকে।

ইণ্ডীয়জাতীয়েরা খাদ্য সামগ্রী পাক করিবার সুপ্রথা অবগত নহে। এই নিমিত্ত ধূম বা সূর্য্য পক্ব করে এবং অবকাশমতে আমমাংসও ভক্ষণ করে। কোন কোন জাতীয়েরা গর্ত্ত খনন-পূর্ব্বক তন্মধ্যে চর্ম্ম পাতিয়া জল ও মাংস রাখে; এবং অগ্নিতপ্ত প্রস্তরখণ্ড পুনঃপুনঃ সংলগ্ন করত পাক-কার্য্য নির্ব্বাহিত করিয়া থাকে।

ইণ্ডীয়জাতীয়দের গৃহ পশ্বাদির চর্ম্মেতেই প্রস্তুত হয়। গৃহ তাম্বু-বিশেষ; মনে করিলেই অল্পক্ষণ মধ্যে তাহা স্থানান্তরিত করা যাইতে পারে।

প্রস্তাবিত জাতীয়দের পরিচ্ছদও চর্ম্মে নির্ম্মিত। কোন কোন জাতীয়েরা ঐ পরিচ্ছদের ভিতর ও বাহিরে শল্কের চিক্কণ কর্ম্মদ্বারা পরিপাটি সোভা সংসিদ্ধ করে। বীরপুরুষেরা সংহৃত ব্যক্তিদিগের কেশ লইয়া পরিচ্ছদের উপর নিবেশনপূর্ব্বক আ-পনাদিগের বীরত্বের গর্ব্ব প্রচারিত করে। অপর

মস্তকে শৃঙ্গ ও পক্ষ সংলগ্ন না করিলে শোভার অপলাপ জ্ঞান করা।

ইণ্ডীয়জাতিয়দের মধ্যে বালবিবাহ প্রচলিত আছে; স্ত্রী ক্রয় করা হইয়া থাকে। গিহনীদিগের প্রতিই তাবৎ সাংসারিক কার্য্যের নির্ব্বাহ করিবার ভার; এই প্রযুক্ত আবশ্যকমতে অনেকে বহুদারপরিগ্রহ করে।

প্রস্তাবিত আদিমবাসীরা অসভ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ; সুতরাং ইহাদিগের দ্বারা মনুষ্যানুচিত কর্ম্ম হওয়া সম্ভাবনীয়; কিন্তু কেট্‌লিন সাহেব নির্ণীত করিয়া বলিয়াছেন, ইহারা স্বভাবতঃ সরল ও আতিথ্যসাধনে তৎপর; ফলতঃ বিরক্ত না হইলে কখন কাহার প্রতি গর্হিতাচরণ করে না।

বিগ্রহ উপস্থিত হইলে ইণ্ডীয়দিগের প্রধান ব্যক্তি স্বীয় ধূমপানের পাত্র (হুকা) সকলের নিকট প্রেরণ করেন; তাহাতে ধূমপান করিলেই সৈন্যকর্ম্ম স্বীকার করা হইল। সৈন্যেরা উলঙ্গ থাকে ও সমস্ত গাত্র রঞ্জিত করে; কেবল প্রধান ব্যক্তিরই পরিধেয় থাকে। প্রাগুক্ত ধূমপানপাত্রদ্বারা সন্ধিকার্য্যও সিদ্ধ হয়।

ইণ্ডীয়জাতীয়দিগের আমোদ অত্যন্ত কৌতুকাবহ। তাহারা পশুবৎ নৃত্য করিয়া সন্তৃপ্ত হয়। তন্নিমিত্ত কোন মহিষ বা অন্য কোন প্রকার পশুর সমুদয় চর্ম্ম গাত্রে আবৃত করিয়া নৃত্য করিতে থাকে। পরে আমোদে উন্মত্ত হইলে যে পশু অনুকরণীয় তাহার মত সকলকে মস্তক বা দন্তদ্বারা আঘাত করিতে প্রবৃত্ত হয়।

এই জাতীয়েরা নাস্তিক বা পৌত্তলিক নহে; কেবল ঈশ্বরেই বিশ্বাস করে, এবং ইহকালের সদসদাচরণানুরূপ ফল পরকালে লব্ধ হইবেক ইহা নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করে।

প্রস্তাবিত আদিমবাসীদিগের কোন কোন জাতির সমাধি আছে। অপর কোন কোন জাতীয় মনুষ্যেরা ব্যাঘ্রাদি হিংস্র পশুর অগম্য স্থানে মঞ্চের উপর মৃত ব্যক্তিকে রাখিয়া দেয়। পরে, ক্রমশঃ তাহার শরীর গলিত হইয়া পড়িলে মস্তক লইয়া অন্যান্য মৃত ব্যক্তির মস্তকের সহিত একত্রে সংস্থাপিত করে। তাহাতে ঐ সমাধিগৃহে অসংখ্য করোটী-পঙ্‌ক্তি মুণ্ডমালার ন্যায় দৃষ্ট হয়। ইহারা মৃতব্যক্তির সহিত পরিচ্ছদ তীর ধনু তামকূট, প্রভৃতি দ্রব্যাদি রাখিয়া দেয়, এবং মধ্যে মধ্যে তাহার সহিত বাক্যালাপও করিতেছে এই প্রকার অনুকরণ করিয়া থাকে। অপর সম্পর্কের ইতর বিশেষ মস্তকমুণ্ডন বা দুই এক কবরী চ্ছেদন পূর্ব্বক শোকাবস্থা বিজ্ঞপ্ত করে।

সম্প্রতি কতকগুলি ইউরোপীয়েরা ইণ্ডীয়জাতির শুভানুধ্যায়ী হইয়া তাহাদিগকে বিদ্যা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত অনেক স্থানে বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিয়াছেন। আদিমবাসীদিগের পুত্রেরাও বিশেষ মনোযোগের সহিত বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে। অপর তাহাদিগের আচার ব্যবহারের অবশ্যম্ভাবি পরিবর্ত্তন ঘটিয়া আসিতেছে।

জ্যেষ্ঠী।

কোচবেহারের বিবরণ।
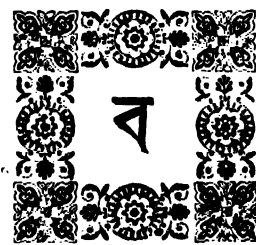
বঙ্গদেশের উত্তরাংশে ৩০ ক্রোশ দীর্ঘ ও প্রায়ঃ ১১ ক্রোশ প্রস্থ পরিমিত একটি ক্ষুদ্র রাজ্য আছে। তাহার সমস্ত আয়তন ১৩০২ চতুরস্র ক্রোশের অধিক হইবেক না। ঐ রাজ্যের নাম কোচবেহার। এরূপ প্রবাদ আছে যে ঐ রাজ্যে মহাদেব কোচজাতীয় হীরা নাম্নী কোন রমণীর পাণিগ্রহণ করেন; একারণ তাহা উক্ত নামে

বিখ্যাত হইয়াছে। পরন্তু বোধ হয় সে প্রবাদ প্রবাদমাত্র। বিহারশব্দকে বৌদ্ধেরাই বিশেষতঃ প্রচলিত করে; তাহাদিগদ্বারাই মগধরাজ্য বিহারশব্দে বিখ্যাত হয়; এবং তাহাদিগ কর্তৃক প্রস্তাবিত রাজ্য কুশতৃণের আধিক্য প্রযুক্ত কুশবিহার নামে ব্যক্ত হইয়া থাকিবে। অধুনা ঐ কুশবিহারশব্দের অপভ্রংশে কোচবেহার এবং তথাকার মনুষ্যেরা কোচ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। অপর কোচজাতি নবসম্ভূত; জাতিমালায় তাহার উল্লেখ নাই, অতএব তাহার নামহইতে দেশের নাম উৎপন্ন না হইয়া দেশের নামহইতে তাহার নাম হওয়াই অধিক সম্ভাবনীয়।

কোচবেহারের দক্ষিণাংশ উর্ব্বর। তথাকার লোকেরা কৃষিকর্ম্মদ্বারা আপন২ অবস্থার উন্নতি করিয়াছে। তথায় অহিফেন, নীল, তুলা, ও গোধূম উৎপন্ন হয়। কোচবেহারের উত্তরাংশ নিম্ন ও কচ্ছভূমি; তথায় অনেক বন আছে। উত্তরাঞ্চলবাসীরা অসভ্য ও কর্কশস্বভাব, গোমাংস ব্যতীত শূকরমাংসপর্য্যন্ত সকল আমিষ ভক্ষণ করিয়া থাকে। দক্ষিণাংশের লোকেরাও সরল বলিয়া বর্ণিত হইতে পারে না; যেহেতু তাহাদের আচরণেরও অনেক দোষ লক্ষিত হইয়াছে।

কোচবেহার কোনকালে কামরূপের সহিত সংলগ্ন ছিল, অতএব ইহার পুরাবৃত্ত সুন্দররূপে অবগত হইতে হইলে প্রথমতঃ কামরূপের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। তদ্বিধায়ে এস্থলে কামরূপের বৃত্তান্ত কিঞ্চিৎ উল্লেখিতব্য।

কামরূপসম্বন্ধে প্রাচীন প্রবাদ আছে শ্রীকৃষ্ণ যে প্রসন্ন হইয়া নরক রাজাকে ঐ প্রদেশ প্রদান করেন। নরক অবাধ্য অসুরজাতি হইয়াও কিয়ৎকালের নিমিত্ত কৃষ্ণের প্রিয়পাত্র ছিল। তিনি নরককে কামরূপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কামাক্ষ্যার মন্দিরের রক্ষক বলিয়া নিযুক্ত করেন। গৌহাটীর সন্নিকটে দেবীর মন্দির ছিল, এবং তাহা অদ্যাপি হিন্দুদিগের মধ্যে তীর্থস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

কামরূপ চারি পীঠে বিভক্ত; যথা কাম, রত্ন, সোণী ও যোনি। অবগত হওয়া গিয়াছে যে, যে স্থান অধুনা বেহার নামে প্রসিদ্ধ পূর্ব্বে তাহা রত্নপীঠ বলিয়া বিখ্যাত ছিল।

নরক কৈলাশনাথ মহাদেবের প্রতি অন্যায়াচরণ করাতে কৃষ্ণ তাহার প্রতি কুপিত হন; এবং তাহাকে সংহার করিয়া তদীয় পুত্র ভগদত্তকে কামাক্ষ্যা দেবীর দ্বারপালত্বকর্ম্মে নিযুক্ত করেন।

ভগদত্ত গৌহাটীতেই বাস করিতেন; মধ্যে মধ্যে বিলাস করিবার মানসে রঙ্গপুরে * আগমন করিতেন। কিন্তু অধুনা ভগদত্তের কোন কীর্ত্তি বা স্মারক বস্তু কি আসাম কি রঙ্গপুর কোন স্থানেই বর্ত্তমান নাই।

কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধসময় ভগদত্ত কুরুদিগের পক্ষ অবলম্বন করাতে অর্জ্জুনকর্তৃক বিনষ্ট হন। কিন্তু তাঁহার বংশজাত ব্যক্তি বহুকালপর্য্যন্ত কামরূপে রাজত্ব করেন।

ভগদত্তের বংশোচ্ছেদ হইলে কামরূপে কএক জন শূদ্র রাজা হইয়াছিল. বোধ হইতেছে; যেহেতু যোগিণীতন্ত্রে শিবোক্তি আছে "শকারম্ভে কামরূপে কতিপয় শূদ্র রাজা হইবেক। ঐ শূদ্র রাজাদিগের মধ্যে প্রথম রাজার নাম দেবেশ্বর। তাঁহার সময় কামাক্ষাদেবীর পূজাপ্রণালী আপামরসাধারণের নিকট প্রচারিত হইবেক। তাহার কিছুকাল পরে জলপেশ্বর জলপাইতে এক মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিবেন।" অধুনা জলপাইর অনতিদূরে যে সকল অট্টালিকাদির

* এই কারণেই ঐ স্থানের নাম রঙ্গপুর হইয়াছে।

ভগ্ন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। তত্তাবৎ পৃথু-রাজার কীর্ত্তি বলিয়া প্রচারিত আছে।

পৃথুরাজের শুচিতাও আচার সম্বন্ধে এক চমৎকার-জনক উপাখ্যান বিখ্যাত আছে। কথিত আছে এক সময়ে কিরাত জাতীয়েরা তাঁহার রাজ্যাক্রমণ করিতে আগমন করে। রাজা তাহাদিগের সংস্পর্শে দেহ অশুচি হইবেক এই আশঙ্কা করিয়া ঝম্পদিয়া এক দীর্ঘিকায় নিপতিত হন। তদ্দৃষ্টে তাঁহার পরিজন ও সৈন্যসামন্তেরাও তাঁহার অনুগামী হয়; এবং তাহাতেই পৃথুর বংশ এককালে নিঃশেষ হয়। কিরাত জাতীয়েরা এক প্রকার জিপসী *। তাহারা ভারতবর্ষের উত্তরে বাস করে। ব্যাধ ও দৈবজ্ঞের কর্ম্মই তাহাদিগের জীবনের অবলম্বন।

প্রাগুক্ত শূদ্রাজাদিগের অব্যবহিত পরে ন্যূনাধিক আটশত বৎসর গত হইলে ব্রহ্মপুত্র নদ অবধি কামরূপের পশ্চিমাংশ পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানে পালবংশীয় রাজাদিগের অধিকার ছিল। ধর্ম্মপাল ঐ বংশের প্রথম রাজা। তাঁহার ভ্রাতার নাম মাণিকচন্দ্র। মাণিকচন্দ্রের স্ত্রী মৌনবতী অদ্বিতীয়া সুন্দরী বলিয়া ভুবনবিখ্যাতা ছিলেন। পরম্পরাগত এরূপ প্রবাদ আছে, মৌনবতী তিষ্ঠানদীর কূলে যুদ্ধ করিয়া ধর্ম্মপালকে বিনষ্ট করেন। মাণিকচন্দ্রের পুত্র গোপীচন্দ্র ধর্ম্মপালের নিঃসন্তান হওয়াপ্রযুক্ত রাজ্যপ্রাপ্ত হন। তিনি ইন্দ্রিয়সুখাভিরত হইয়া রাজ্যের কর্তৃত্বভার মাতার প্রতি অর্পণ করিয়াছিলেন। গোপীচন্দ্রের শত নারী ছিল। তন্মধ্যে তাঁহার প্রধানা দুই স্ত্রী হদ্ম ও পদ্ম, রূপলাবণ্যবিষয়ে প্রসিদ্ধা ছিলেন। তাহাদিগের এক জনের পিতার নাম হরিশ্চন্দ্র। গোপীচন্দ্র যৌবনে ইন্দ্রিয়সুখানুরক্তিতে চরিতার্থ হইয়া বুদ্ধির পরিপক্কদশা উপস্থিত হইলে বিষয়-ভার-গ্রহণস্পৃহা মাতার নিকট জ্ঞাত করাইলেন। মৌনবতী কৌশলপূর্ব্বক পুত্রকে সেই অভিলাষহইতে বিরত করাইয়া তাহাকে হারিপ নামা এক জন প্রসিদ্ধ যোগীর নিকট যোগাভ্যাসের নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। বিষয়-ভোগবাসনা সম্বরণ করত বনভ্রমণযাত্রাবধি গোপীচন্দ্রের নিরুদ্দেশ হয় তৎপ্রযুক্ত অদ্যাপি কামরূপে জনরব আছে যে তিনি কখন না কখন প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। গোপীচন্দ্রের পুত্র ভবচন্দ্রের গবচন্দ্র নামা এক ব্যক্তি ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ছিল। ঐ রাজা ও মন্ত্রী উভয়ে দিন যামিনী প্রভেদ করিতে অক্ষম ছিলেন; এবং বুদ্ধিমত্ব ও কীর্ত্তিকুশলতাবিষয়ে এপ্রকার খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন যে অদ্যাপি তাঁহারা তদ্বিষয়ের প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত বলিয়া উদ্দিষ্ট আছেন।

ভবচন্দ্র পর্য্যন্ত মাণিকচন্দ্রের বংশ শেষ হয়। তদনন্তর নীলধ্বজ পাল নামা এক ব্যক্তি প্রস্তাবিত দেশের রাজত্ব গ্রহণ করেন। তিনি বিদ্যালোচনায় অনুরক্ত ছিলেন, এবং তদর্থে মিথিলা হইতে কতিপয় ব্রাহ্মণকে কামরূপে আনয়ন করেন। ইহার পূর্ব্বে কামরূপে মৈথিল ব্রাহ্মণ গিয়াছিল, তাহার কোন নিদর্শন নাই; অতএব ইনি যে সভ্যতার সংবর্দ্ধক ছিলেন ইহা স্বীকার করিতে হইবে। নীলধ্বজ কমতাপুর নগর নির্ম্মিত করেন, এবং ঐ নগরহইতে তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগের উপাধি কমতেশ্বর হইয়াছে। নীলধ্বজের উত্তরাধিকারী চক্রধ্বজ, ও চক্রধ্বজের উত্তরাধিকারী নীলাম্বর। নীলাম্বরের রাজ্যসময়ে মুসলমানেরা বঙ্গাধিপতি হোসেন শাহের অনুমতিতে কামরূপ আক্রমণ করিয়া কিয়দ্দিবস তাহা আপন অধীনে রাখিয়া ছিল; কিন্তু তথাকার জল বায়ু সহ্য না হওয়াতে তাহারা ত্বরায় প্রত্যাগমন করে। ঐ প্রত্যাগমন

* বিবিধার্থের ৪০ খণ্ডে জিপ্সিদিগের বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে।

সময়ে নীলাম্বর তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন; এবং দৈবাৎ তাহাদিগকর্তৃক বিনষ্ট হন।

নীলাম্বরের পর চন্দ্র ও মদন নামা দুই ভ্রাতা কমতাপুরের উত্তরে পঞ্চদশ ক্রোশবিস্তীর্ণ নরলোক নামক স্থানে রাজ্য স্থাপিত করেন। কিন্তু সে রাজ্য অষ্টাদশ বৎসর মধ্যেই তৎসন্নিকটস্থ কএক অসভ্য জাতীয় মনুষ্যকর্তৃক বিনষ্ট হয়। ঐ সকল অসভ্যের মধ্যে ঐ সময়ে হাজো নামা এক ব্যক্তি কামরূপের পশ্চিম প্রদেশে প্রবল হইয়া সমুদায় কমতাপুর ও আসামের কিয়দংশ অধিকার করে। তাহার পুত্র ছিল না, কেবল হীরা ও জীরা তাহার দুই কন্যা।

হাজোর জাতি কি তাহা ব্যক্ত নাই; পরন্তু তাহার এক কন্যা মেচীজাতীয় পাত্রে অপর কন্যা কোচজাতীয় পাত্রে সমর্পিত হওয়াতে বোধ হয় সে স্বয়ং কোচজাতীয় ছিল। বিস্তৃতঃ উক্ত কোচজাতিরও কোন উত্তম নির্ণয় করা হয় নাই। যোগিনীতন্ত্রে তাহা অতি হীন সঙ্করবর্ণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; পরন্তু ইহাও প্রবাদিত আছে যে কোচেরা ক্ষত্রিয় বর্ণ। যখন পরশুরাম ক্ষত্রিয়দিগকে বিনষ্ট করেন তখন অনেক ক্ষত্রিয় পলাইয়া কামরূপে লুক্কাইত হয়। কালসহকারে ও দেশভেদে ঐ সকল ক্ষত্রিয়বংশের মধ্যে হিন্দু ধর্ম্মানুরূপ বিশুদ্ধ আচরণ রক্ষা করিতে যাহাদিগের ক্ষমতার হ্রাস হইয়াছিল তাহারাই কোচ। অপর যাহারা শুদ্ধাচারে কালযাপন করিয়াছিল তাহাদিগের বংশোৎপন্ন ব্যক্তিরা রাজবংশীয় বলিয়া অভিমান করে। কেহ কেহ কহেন যে ঐ ক্ষত্রিয়েরা অতি কদর্য্যস্বরে কথোপকথন করিত বলিয়া "কুবচ" নামে খ্যাত হয়, এবং ঐ শব্দের অপভ্রংসে অধুনা কোচ হইয়াছে।

কোচেরা আপন অভিমান বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত কহিয়া থাকে যে হাজোর কন্যা হীরার সহিত মহাদেবের প্রেমানুরাগ জন্মিয়াছিল। হীরা সেই অনুরাগবলে বিশু নামক পুত্র লাভ করে। মহাদেব হইতেজন্ম হইয়াছে বলিয়া বিশু শিব বংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ হন, ও জীরার শিশুকে শিবসিংহ উপাধি প্রদান করেন। অপর হীরার বংশধরেরা "দেব" ও জীরার বংশধরেরা "নারায়ণ" উপাধি গ্রহণ করে। এই বিশু ও শিশু কর্তৃক কোচবেহারের রাজ্য সংস্থাপিত হয়। অধুনা তাহাদের বংশ কোচবেহার রাজ্যের রাজা, নাজির দেব, ও বৈকণ্ঠপুরের রায়কত পরিবারে বর্ত্তমান আছে।

বিশু শ্রীহট্টহইতে কতিপয় বৈদিক শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ কামরূপে আনয়ন করেন; তাহারাই কামরূপী ব্রাহ্মণ। বিশু বিদ্যানুরাগী ছিলেন, এবং তাঁহার সময়ে অনেক তান্ত্রিক গ্রন্থও প্রচরিত হয়।

বিশ্বসিংহের পুত্র নরনারায়ণ পূর্ব্বদিকে আসামের সমুদায় সরল ভূমিতে আপন অধিকার বিস্তারিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে দিনাজপুরের অধিকাংশ ও রঙ্গপুর এবং কামরূপ-সংশ্লিষ্ট যে সকল দেশ ছিল তত্তাবতে কোচদিগের অধিকার ছিল, সন্দেহ নাই। নরনারায়ণ আসামের নিম্নদেশ অধিকার করিয়া শিলারায়ের হস্তে কামরূপ সমর্পিত করেন। দুরঙ্গের রাজারা এই শিলা রায়ের বংশজ। বৈকুণ্ঠপুরের রায়কতেরা আটপুরুষ অবধি কোচবেহারের অধীন থাকে। রাজছত্র বহন করা তাহাদিগের কর্ম্ম ছিল। অষ্টম রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ অপুত্রক হইয়া কালপ্রাপ্ত হন; তাহাতে রায়কত ও ভগদেব এবং জগদেব এই তিন ব্যক্তি কোচবেহারের রাজ্যাধীশ হইবার চেষ্টা করে। পরন্তু প্রকৃত উত্তরাধিকারী রূপনারায়ণ ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ মোগল সৈন্যদিগের সহায়তায় উল্লিখিত দেব প্রভৃতিকে আপন দেশহইতে বহিষ্কৃত করেন। তদবধি তা-

হাদের বংশ আর কোচবেহারে আগমন করে নাই। এই সময় কোচবেহারের পশ্চিমাংশস্থ জেলা সকল পৃথক্ হয়, এবং এই সময় অর্থাৎ ইং ১৭০৩ শালে রাঙ্গামাটীর মোগল ফৌজদার সৈন্য লইয়া বেহারের অধিকাংশ আক্রমণ করে; ও তাহার কিঞ্চিৎ পরে রঙ্গপুরের অন্তঃপাতি বোদা চাকলা পাটগাও ও পূর্ব্বভাগ সামান্য জমিদারী বলিয়া বাঙ্গালার সামিল করে। আইন আকবরীতে দৃষ্ট হইবেক, কোচবেহারের সীমা এই রূপে বদ্ধ হইয়াছে; যথা পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মপুত্র নদ, উত্তরে তিব্বতীয় পর্ব্বত, পশ্চিমে ত্রিহুত, এবং দক্ষিণে ঘোড়াঘাট। উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে তৎকালে বেহারের রাজার একলক্ষ সৈন্য ছিল।

কোচবেহারের এই রূপ অবস্থা ইংরাজি ১৭৭২ শাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। ঐ শালে রাজকার্য্য বিষয়ে ইংরাজদিগের সম্বন্ধ ঘটনা হয়। পূর্ব্বে এই রূপ প্রথা ছিল, ভোটদেশীয় লোকেরা কোচবেহারে উপস্থিত হইলে রাজা তাহাদিগকে ভোজন করাইতেন। কিন্তু কোন সময়ে ঐ প্রথার অন্যথা হওয়াতে ভোটদিগের রাজা রুষ্ট হইয়া ইংরাজ গবরর্ণমেণ্টের নিকট অভিযোগ করেন। এমত সময় রাজগুরু সর্ব্বানন্দ গোস্বামীর ভ্রাতা রামানন্দ গোস্বামির পরামর্শানুসারে কোন বিপ্র রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণকে নাজিরদেবের * পরামর্শে নিহত করে। কিন্তু ঐ রাজহন্তা রামানন্দের তাহাতে কোন উপকার হয় নাই; যেহেতু সে এই দারুণ ব্যাপারের প্রবর্ত্তক বলিয়া ভোটদিগকর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়।

এই অবকাশে ধৃর্য্যেন্দ্রনারায়ণ নাজির দেবের সহায়তায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামনারায়ণের বর্ত্তমানে রাজা হন। তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তির সময় রামণারায়ণ তাঁহার পিতার দাওয়ান দেব ছিলেন, সুতরাং নাজির দেবের উন্নতির প্রতি অনেক ব্যাঘাত হইতে লাগিল। এই প্রযুক্ত তিনি অপ্রাপ্ত বয়স্ক ধৃর্য্যেন্দ্রের নামে রামনারায়ণকে দিবানিপদহইতে চ্যুত করেন। তাহাতে রামনারায়ণ ভোটদিগের শরণ লইয়া তাহাদের সাহায্যে পুনঃ দাওয়ানদেব পদ প্রাপ্ত হন। কোচবেহারের রাজ্যে ভোটদিগের ক্ষমতাবৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া ধৃর্য্যেন্দ্রনারায়ণ অবকাশমতে রামনারায়ণকে বিনষ্ট করেন। ইহাতে ধৃর্য্যেন্দ্রনারায়ণের প্রতি ভোটদিগের রোষ জন্মে; এবং তাঁহাকে ধৃত করিয়া তাহারা আপনাদিগের দেশস্থ পর্ব্বতোপরি লইয়া যায়; ও তাহার পরিবর্ত্তে রাজেন্দ্রনারায়ণকে রাজা করে। রাজেন্দ্রনারায়ণ অতি অল্পদিবশ রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর নাজিরদেব ধৃর্য্যেন্দ্রনারায়ণের পুত্র ধরেন্দ্রনারায়ণকে রাজ্য প্রদান করেন। তাহাতে ভোটিয়ারা বিরক্ত হইয়া ধরেন্দ্রনারায়ণের রাজ্যচ্যুতির নিমিত্ত নাজিরদেবকে আদেশ করিল। নাজিরদেব তাহা না করাতে ভোটিয়ারা ধৃর্য্যেন্দ্রনারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্র বৃজেন্দ্রনারায়ণকে রাজা করে। এই প্রকারে দুই জনকে রাজা করিয়া উভয় পক্ষই আপনাপন মনোনীত পাত্রকে রক্ষা করিতে যত্নবান্ হয়; তথা উভয়ে কিয়ৎকাল বিবাদ করিয়া নাজিরদেব ভোটিয়াদিগের প্রতাপে স্বদেশহইতে পলায়ন করত বাঙ্গালার গবর্ণরমেণ্টের আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। ইংরাজেরা এই প্রার্থনা পূর্ণ করিতে অস্বীকৃত হয়েন নাই, এবং তাহাতেই অপগৌণ্ডরাজা ধরেন্দ্রনারায়ণের নামে নাজিরদেবকর্ত্তৃক গবণরমেণ্টের সহিত ১৭৭২ শালে সন্ধিপত্র সংস্থাপিত হয়।

এই সন্ধিপত্রের অনুসারে কোচবেহারের রাজস্বের অর্দ্ধেক গবণরমেণ্টেকে দিতে স্বীকৃত হইলে

* প্রধান মন্ত্রির উপাধি।

কাপ্তেন জোন্‌স্ চারিশত সিপাহী ও একটা কামান সঙ্গে লইয়া ভোটিয়াদিগকে কোচবেহারহইতে দূরীকৃত করত তাহাদের পশ্চাতে ধাবমান হইয়া দালানকোটা দুর্গ অধিকৃত করেন। এই ঘটনায় ভোটিয়ারা তিশুলামাদ্বারা * ইংরাজদিগের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করে।

১৭৭৪ শালের ২৫ এপ্রেলে ভোটিয়াদিগের সহিত সন্ধি হয়, এবং তদনুসারে ভোটিয়ারা রাজা ধুর্য্যেন্দ্রনারায়ণকে নিষ্কৃতি দেয়। তিনি স্বদেশে আসিয়া ছয় বৎসর কাল রাজ্যভার গ্রহণ করেন নাই; তাঁহার পুত্র রাজপদে অভিষিক্ত ছিলেন। ১৭৮০ শালে ধরেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হইলে ধুর্য্যেন্দ্রনারায়ণ রাজ্যের ভার গ্রহণ করেন; কিন্তু তিনি স্বভাবতঃ নিতান্ত অক্ষম ও অলস হওয়া প্রযুক্ত সমস্তরাজকার্য্যনির্ব্বাহের ভার তাঁহার রাণী ও রাজগুরু সর্ব্বানন্দ গোস্বামী গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৭৮৩ অব্দে ধুর্য্যেন্দ্রনারায়ণ দুগ্ধপোষ্য শিশু হরেন্দ্রনারায়ণকে রাজ্যভার দিয়া ইহলোকহইতে অপসৃত হন এবং রাণী কর্তৃত্ব পদ গ্রহণ করেন; কিন্তু তাহাতে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। রাজ্যের প্রধান কর্ম্মকারক সকলকে নির্ব্বল করিয়া রাণী ও গোঁসাই আপন স্বেচ্ছানুসারে রাজকার্য্যে করিতে লাগিলেন, ইহাতে নাজিরদেব, দিবানদেব, ও ভাণ্ডরদেব একত্রিত হইয়া ১৭৮৮ শালে সৈন্য সংগ্রহ করত রাজবাটী আক্রমণ করে, এবং রাজা রাণী ও গুরুকে ধৃত করত বলরামপুরে লইয়া যায়। মার্কুইস্ অফ্ কর্ণবালিস্ ঐ সময় ভারতবর্ষের গবর্ণর ছিলেন। তিনি লরেন্‌স্ মর্সর্ ও লুইস্ চবেং সাহেবকে কোচবেহারের রাজকার্য্য সুসৃঙ্খল করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত করেন। তাঁহারা রাজা রাণী ও প্রধান প্রধান কর্ম্মকারকদিগকে স্বস্বপদে সংস্থাপিত করিয়া ভবিষ্যতে গোলযোগ নিবারণের নিমিত্ত এক জন কমিশনর নিযুক্ত করা অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া উপরোধ করেন। তদনুসারে গবর্ণমেণ্ট ১৭৮৯ শালে ডগ্‌লাস্ সাহেবকে কমিশ্যনরপদে নিযুক্ত করেন। উক্ত সাহেবের পরে রিচার্ড আমটী সাহেব কমিশনরী পদে নিযুক্ত হন।

১৮০১ শালে রাজা হরেন্দ্রনারায়ণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে গবর্ণমেণ্ট কোচবেহারে কমিশনর রাখার প্রথা রহিত করেন। পরন্তু সে নিয়ম বহুকাল রক্ষা পায় নাই। ১৮০২ শালের ২৩ আগষ্ট পিয়রার্ড সাহেব কোচবেহারের কমিশনর পদে নিযুক্ত হন। রাজার রাজকার্য্য নির্ব্বাহোপযুক্ত কতিপয় নিয়ম প্রস্তুত করাই এই নিয়োগের উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু রাজার তাহাতে কোনমতেই সম্মতি না হওয়াতে ১৮০৪ শালে পিয়রার্ড সাহেব কোচবেহারহইতে প্রত্যাগমন করেন। ইহার পর কোন কমিশনর ঐ অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারেন নাই।

লার্ড কর্ণবালিস্ রাজা হরেন্দ্রনারায়ণকে সুশিক্ষিত করিবার নিমিত্ত বিশেষ প্রযত্ন করিয়াছিলেন। রাজাকে বিদ্যাশিক্ষা করান কমিশনর ডগ্‌লাস্ সাহেবের কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে নির্ণীত হইয়াছিল; কিন্তু সে প্রযত্ন সফল হয় নাই। রাজশাসনের সুসৃঙ্খলা করিবার নিমিত্তও কমিশনর সাহেবেরা অনেক প্রযত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজপরিচাকদিগের বিপক্ষতায় সে সমস্ত পরিশ্রম নিরর্থক হয়। হরেন্দ্রনারায়ণ অতি দীর্ঘকাল রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন; এবং আপন অজ্ঞতা ও লাম্পট্যের দোষে রাজ্যের অনেক অনিষ্ট করিয়া ঋণগ্রস্ত হন। ১৮৩৯ অব্দে কাশীধামে তাহার দেহযাত্রার শেষ হয়। তাঁহার সময়ে মেজর জেঙ্কিন্‌স্ কমিশনর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সমক্ষে হরেন্দ্রনারায়ণের

* ভোটিয়াদিগের প্রধান গুরু।

পুত্র শিবেন্দ্রনারায়ণ কোচবেহারের সিংহাসন গ্রহণ করেন। মিতব্যয়িতা ও অন্যান্য উপায়দ্বারা কোম্পানিতে দেয় রাজস্বের বক্রীটাকা তাঁহাকর্তৃক পরিশোধিত হয়। শিবেন্দ্রনারায়ণ রাজকার্য্যবিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করিতেন; তাহাতে হরেন্দ্রনারায়ণের অজ্ঞতাজাত অনেক অনিষ্টের অপনয়ন হইয়াছিল। ১৮৪৩ শালে শিবেন্দ্রনারায়ণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহেন্দ্রনারায়ণের প্রতি রাজ্যের ভার অর্পণ করিয়া কাশীধামে গমন করেন; এবং তথায় একবৎসর কাল অবস্থিতি করত ১৮৪৭ শালের ২৩ আগষ্টে ইহলোকহইতে নিঃসৃত হন। রাজা শিবেন্দ্রনারায়ণ স্বীয় ভ্রাতা বৃজেন্দ্রনারায়ণের সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র নরেন্দ্রনারায়ণকে পোষ্যপুত্র লইয়া মৃত্যুকালে এই মানস প্রকাশ করেন যে ইংরাজ রাজপুরুষেরা তাঁহার অপৌগণ্ড পুত্রকে সুশিক্ষিত করিবার ভার গ্রহণ করেন। ঐ অভিপ্রায়ের অনুসারে বেহার রাজ্য আপন মাতা ও দিবানের হস্তে সমর্পণ করত নরেন্দ্রনারায়ণ তিন বৎসর কাল কৃষ্ণনগরের প্রধান বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস করত অধুনা কলিকাতাস্থ "ওয়ার্ডস্ ইনিষ্টিটুসন্" নামক বিদ্যালয়ে পঠনার্থ অবস্থিতি করিতেছেন। আমরা ভরসা করি ইনি আপন পিতামহের দৃষ্টান্তের বিরুদ্ধে বিদ্যালোচনায় মনোনিয়োগপূর্ব্বক সত্য সদাচার সদ্ব্যবহার ও সুশাসনদ্বারা তাঁহার একবিংশ পূর্ব্বপুরুষ বিশ্বসিংহের নাম উজ্জ্বল কবিবেন।

ব. চাঁ. সি.

ডোসে বা অশ্বপাদ-বিমর্দ্দন পার্ব্বণ।

সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ইহা স্থির হইবেক যে কেবল ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানই মনুষ্যকে ইতর প্রাণিহইতে শ্রেষ্ঠ করিতেছে; বস্তুতঃ ধর্ম্মহীন মনুষ্য আর পশু এক; কোন মতেই ঐ দুইয়ের অন্যতরকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না। পরন্তু ঐ পরমশুভকর মিত্র স্বরূপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠানবিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় মনুষ্যের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ব্যবহার লক্ষিত হইয়া থাকে। কোন কোন জাতীয় মনুষ্যেরা কেবল আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি দ্বারা ধর্ম্মের সেবন করিয়া থাকেন; বাহ্য আড়ম্বর কিছুই করেন না। অপর কোন কোন জাতীয় মনুষ্যেরা অন্তে মোক্ষফলপ্রাপ্তির নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করিয়া কঠোর তপস্যার সাধনপূর্ব্বক আপন ধর্ম্মনিষ্ঠতা প্রকাশিত করেন।

আমাদিগের দেশে পঞ্চাগ্নিসেবন প্রভৃতি কতকগুলি কঠোর তপস্যা প্রসিদ্ধ আছে। অনেক তাপসেরা তপস্যার বিধ্যনুসারে দিবাভাগে প্রচণ্ডতপনতাপে চতুর্দ্দিগে অগ্নি প্রজ্বলিত করত তন্মধ্যে বসিয়া, ও দারুণ শীতে জলমধ্যে গলদেশ অবধি নিমগ্ন করিয়া, এবং প্রাবৃট্কালে অবিশ্রান্ত জলধারায় আর্দ্র হইয়া তপস্যাকার্য্য সিদ্ধ করেন। ফলতঃ এতাদৃশ তাপসেরা ক্ষণবিনশ্বর অকিঞ্চিৎকর শরীরের রক্ষা-করণ-বিষয়ে অবশ্য প্রতিপাদ্য নিয়ম প্রতিপালিত করিতে যত্ন স্বীকার করেন না, প্রত্যুত তাঁহারা যোগের নিয়মানুসারে যোগকার্য্য সিদ্ধ করণেই সম্পূর্ণরূপে অনুরাগী থাকেন।

পূর্ব্বে বিলাতে ড্রুইড্ নামক পুরোহিতেরা প্রকাণ্ড শূন্যগর্ভ কাষ্ঠপুত্তলিকা প্রস্তুত করত তা-

অশ্বপাদ-বিমর্দ্দন-ক্রিয়া।

হার মধ্যে অনেক ব্যক্তিকে প্রবিষ্ট করত অনল-দ্বারা ঐ কাষ্ঠমূর্ত্তি দগ্ধ করিয়া সকলকে ভস্ম-সাৎ করিতেন। রোমান্ কাথলিক্ সাম্প্রদায়িক খ্রীষ্টীয়ানেরা স্বাবলম্বিত ধর্ম্মের প্রতি একান্ত নি-ষ্ঠান্বিত হইয়া বিরুদ্ধমতাবলম্বী প্রটেষ্টাণ্ট খ্রীষ্টী-য়ানদিগকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মানুগত সমাধির অন্যথা করিবার নিমিত্ত দগ্ধ করিতেন।

উৎকলদেশীয় গোঁড়জাতীয়েরা পৃথ্বী-দেবীর সন্তোষ জন্মাইবার নিমিত্ত বিজাতীয় মনুষ্য প্রাপ্ত হইলেই নানা প্রকারে আঘাত করত তাহাকে বি-নষ্ট করিত। পূর্ব্বে চামুণ্ডাদেবীর পুরোহিতেরা নর-বলি প্রদান করিতেন। আফরিকাদেশে রেকুআনা জাতীয়ের মধ্যে কোন প্রধান ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার সমভিব্যাহারে থাকিয়া সেবাশুশ্রূষা করি-বেক এই অভিপ্রায়ে প্রধান প্রধান দশ বা দ্বাদশ ভৃত্যকে বধ করিবার রীতি আছে। এই সকল আচ-রণের তুলনায় মিসরদেশ-প্রসিদ্ধ বক্ষ্যমাণ উদাহরণ বিশেষ নৃশংস বোধ হইবেক না, তত্রাপি তাহার বর্ণনে পাঠকবর্গ বিস্ময়ান্বিত হইতে পারেন।

মিসরদেশের রাজধানী কায়রো নগরীতে মুহ-ম্মদের জন্মতিথির উপলক্ষে দশ দিবস মহোৎসব হইয়া থাকে। মহোৎসবারম্ভের পূর্ব্বরাত্রিতে সাদি-য়দর্বেশ * শ্রেণীর প্রধান শেখ যথানিয়মে কোরা-ণাদি পাঠ করিয়া পরদিবস প্রাতঃকালে হাসেনীয় নামক মসজিদে উপস্থিত হন। তথায় মধ্যাহ্নকা-লিক আরাধনা সমাপ্ত করিয়া তিনি এক যৎসা-মান্য কৃশ ঘোটকারোহণে সকল শ্রেণীয় দর্বেশের সর্ব্বপ্রধান সেখের নিকট গমন করেন। ঐ সময় সাদীদর্বেশ-শ্রেণীস্থ মুসলমানেরা পতাকা হস্তে লইয়া নানা স্থান হইতে তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়।

প্রধান সেখ সর্ব্বপ্রধান সেখের বাটীর নিকট উপস্থিত হইলে, তাঁহার সম্মুখে রাজপথের মধ্য-ভাগে বহুসঙ্খ্যক দর্বেশ ও অপরাপর ব্যক্তিরা সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া অঙ্গসম্মর্দ্দিত করত ভূমিতে অধোমুখে শয়ন করে। তদনন্তর দ্বাদশ মনুষ্য প্রণত ব্যক্তিদিগের পৃষ্ঠোপরি আরোহণ করত পা-দদ্বারা তাহাদের দেহ মর্দ্দতি করিতে থাকে। তৎস-ময়ে ঐ মর্দ্দক ব্যক্তিদিগের মধ্যে কাহার কাহার পদে পাদুকা দৃষ্ট হইয়াছে। এই প্রকারে রাজ-পথেপতিত ব্যক্তিদিগের দেহ সম্যগ্রূপে বিমর্দ্দিত হইলে দুই ব্যক্তি দর্বেশ ঐ শেখের সারোহি অশ্বের মুখ ধরিয়া তাহাদিগের দেহোপরি ভ্রমণ করায়। ঐ ভ্রমণসময়ে অশ্বের পদ পতিত মনুষ্যদিগের

* উদাসীন।

পৃষ্ঠোপরি স্থাপিত করা হয়, এবং অশ্বসঞ্চালকদ্বয়ের এক ব্যক্তি মস্তকোপরি ও অপর ব্যক্তি জঙ্ঘোপরি পাদনিক্ষেপ করিয়া গমন করে। এই ব্যাপারের নাম "ডোসে" বা অশ্বপাদ-বিমর্দ্দন পার্ব্বণ। ইহার সম্যক্ বোধার্থে অপর পৃষ্ঠায় এক চিত্র মুদ্রিত করা গেল; তাহাতে এই বিমর্দ্দন-করণ-ব্যাপার সুন্দররূপে ব্যক্ত হইবে।

এই বিমর্দ্দন-সময়ে বিমর্দ্দিত ব্যক্তিরা যাতনার লক্ষণ জ্ঞাপক কোন কাতরধ্বনি ব্যক্ত করে না, প্রত্যুত বিমর্দ্দিত হইবার পরক্ষণেই "আল্লা আল্লা" শব্দ উচ্চারণ করিতে২ সম্যক্ আগ্রহিতার সহকারে শেখের পশ্চাদ্গমন করিয়া থাকে। কথিত আছে, প্রস্তাবিত দর্বেশেরা এই পদ-বিমর্দ্দন সহ্য করিতে সমর্থ হইবেক বলিয়া উৎসবের পূর্ব্বদিবস একান্তমনে ঈশ্বরের স্তব করিয়া থাকে; যেহেতু স্তবদ্বারা ঈশ্বরানুগৃহীত না হইলে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ভোগ করিতে হয়।

মুহম্মদের স্বর্গারোহণের নির্দ্দিষ্ট বার্ষিক রজনীতেও এই রূপ পাদ-বিমর্দ্দন প্রথা প্রচলিত আছে; এবং তৎসময়েও বহুসংখ্যক মনুষ্য পরমাহ্লাদে বিমর্দ্দিত হইয়া থাকে; পরন্তু ইহা স্মর্তব্য যে আমরা যাহাকে বিমর্দ্দন বলিয়া ব্যক্ত করিতেছি, বিমর্দ্দিত ব্যক্তিদিগের তাহা কখনই বিমর্দ্দন বলিয়া বোধ হয় না। কেহ একান্ত কোমলতম ভুজযুগল কাহার গাত্রে সস্নেহে সঞ্চালিত করিলে যেরূপ সুখানুভব হয়, এই ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরাও শেখের অশ্বপদ সেইরূপ কোমল বলিয়া জ্ঞান করে; কদাপি কেহ অসুখিতা ব্যক্ত করে না। এক সময় কোন ব্যক্তির গাত্র চূর্ণ প্রায় হইয়া গিয়াছিল, তথাপিও সে কোন অসুখের লক্ষণ প্রকাশিত করে নাই। কয়রো-নিবাসিরা কহে যে প্রধান শেখ অশ্বারোহণ করিয়া ভ্রমণ করিলেই এই বিমর্দ্দনকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়; তাঁহার পরিবর্ত্তে অন্য কোন ধর্ম্মযাজক তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে নিশ্চয় ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে, ও ঐ ধর্ম্মযাজকও ত্বরায় প্রাণত্যাগ করে।

বঙ্গভাষার উৎপত্তি।

ভূমণ্ডলের সকল পদার্থের পরিবর্ত্তন হইতেছে—কিছুই একাবস্থায় বা একাকারে বা একভাবে দীর্ঘকাল অবস্থিতি করে না। মনুষ্যের বাল্য প্রৌঢ় বৃদ্ধাদি অবস্থার ভেদ সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। বৃক্ষসকলও ঐ নিয়মের অধীন; তাহাদের জন্ম বৃদ্ধি মৃত্যু মনুষ্যের ন্যায় অখণ্ডনীয়। যে পৃথিবী সর্ব্বপদার্থের আধার, যাহার অবলম্বনে অতলস্পর্শ সমুদ্র ও দৃঢ়ত্বের উপমাস্বরূপ পর্ব্বতসকল স্ব২ স্থানে বিরাজমান আছে—তাহাও নিত্য নহে; তাহার উপরিভাগের যে কতবার অবস্থাভেদ হইয়াছে তাহার নির্ণয় করা অসাধ্য। আশু বোধ হয় যে ভাষা এই নিয়মের অধীন নহে। যে হেতু অপোগণ্ড শিশুরা মাতার দুগ্ধের সহিত মাতৃভাষার শিক্ষা করে; মাতা যে প্রকারে যে ভাবে যে সময়ে যে কথার উচ্চারণ করে, তাহার অপত্যেরা অবিকল অনুকরণে নিয়ত চেষ্টা করিয়া অবশেষে অবশ্যই কৃতকার্য্য হয়। অপর তাহার আত্মীয় পরিজন সকলেই একভাষা একভাবে এক নিয়মে ব্যবহৃত করাতে কোন মতে ভাষার পরিবর্ত্তন সম্ভবে না। অধিকন্তু ঐতিহ্য প্রমাণে পুত্র পৌত্রক্রমে ভাষার একাবস্থা থাকাই অবশ্য সম্ভাব্য। মাতার নিকট যাহা আমরা শিক্ষা করি তাহা বিস্মৃত হওয়া নিতান্ত কষ্টসাধ্য, এবং প্রয়োজন বিরহে চেষ্টার অভাবে ভাষা একাবস্থায় থাকিবেক আশু বিবেচনায় ইহাই সিদ্ধ হয়। কিন্তু বস্তুতঃ অবনীমণ্ডলের

অপরাপর পদার্থের ন্যায় ভাষারও সতত পরিবর্ত্তন হইতেছে; প্রচলিত কোন ভাষাই বহুকাল এক রূপে ব্যবহৃত হয় নাই। এই বাক্য সপ্রমাণিত করিতে হইলে আমরা সংস্কৃতভাষার প্রতি অনায়াসে লক্ষ করিতে পারি। শাব্দিক মহাশয়েরা সকলেই জ্ঞাত আছেন যে ঐ ভাষার প্রথমাবধি আশ্চর্য্যজনক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাহার আদিমাবস্থায় তাহা কীদৃশ ছিলো তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। ইউরোপীয় শাব্দিকেরা কহেন যে অতি পূর্ব্বকালে ইরানপ্রদেশে একআদিম ভাষা প্রচলিত ছিল; তাহার অপভ্রংশে বা পরিবর্ত্তনে ইউরোপ-খণ্ডে গ্রীক্, লাটিন্, জর্ম্মন্, স্লাবোনীয়, নর্স, প্রভৃতি কতক গুলি ভাষা উৎপন্ন হয়, এবং আশিআ-খণ্ডে সংস্কৃত ও জেন্দ* ভাষার সৃষ্টি হয়। এ কথার সব্যবস্থ-করণার্থে উক্ত শাব্দিকেরা অনেক প্রমাণপ্রয়োগ করিয়া থাকেন, এবং তাহাতে বোধ হয় যে তাঁহাদের উক্তি অমূলক নহে। পরন্তু সে যাহা হউক, ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে সংস্কৃতভাষা সর্ব্বদা একরূপে ব্যবহৃত হয় নাই; ক্রমশঃ তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বেদের সংহিতাভাগ—বিশেষতঃ ঋগ্বেদের সংহিতা—যে ভাষায় লিখিত হইয়াছে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষায় প্রাচীন সংস্কৃত বলিতে হইবে; তাহার বিশেষ২ ব্যাকরণ নিয়ম কএকটী অন্য কোন সংস্কৃত গ্রন্থে ব্যবহৃত হয় নাই। ঐ ভাষার অনেক পরিবর্ত্তন হইলে পর মনুসংহিতা ও বাল্মীকিরামায়ণ প্রস্তুত হয়; এবং ঐ গ্রন্থদ্বয়ে যে প্রকার সংস্কৃত ভাষা দৃষ্ট হয় তাহা মহাভারতে প্রাপ্য নহে; যেহেতু রামায়ণের পর ও মহাভারতের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত যে সময় গত হয় তাহাতে সংস্কৃতের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। মহাভারতরচনার পর কএক শত বৎসর ক্রমাগত সংস্কৃতের ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন হইলে কালীদাসের সংস্কৃত প্রস্তুত হয়; এবং কালীদাসীয় সংস্কৃতের পরিবর্ত্তনে তান্ত্রিক সংস্কৃতের উৎপত্তি হইয়াছে।

এই সকল পরিবর্ত্তনের কারণ নিরূপিত করিতে হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে উচ্চারণ-সৌকার্য্য-চেষ্টাই তাহার আদি কারণ। বৈদিক সংস্কৃত অতি কঠিন ভাষা; তাহার যথার্থ উচ্চারণ করা অত্যন্ত আয়াসসাধ্য; বিশেষতঃ তাহার অনেক স্থানে তিন চারি হলবর্ণের সংযোগ থাকাতে তাহা ভারতবর্ষের সামান্য লোকের পক্ষে নিতান্ত দুরুচ্চার্য্য বোধ হয়। এই প্রযুক্ত উচ্চারণসৌকর্য্যের চেষ্টাতে ক্রমশঃ দুরুচ্চার্য্য শব্দের মৃদুতা সাধিত হইতে থাকে, তাহাতেই ভাষার পরিবর্ত্তন ঘটে। ঐ মৃদুতা-সাধন প্রথমতঃ সংযুক্ত হলের ও মহাপ্রাণবর্ণবিশিষ্ট শব্দের অল্প ব্যবহারদ্বারা সিদ্ধ হয়। তদনন্তর সংযুক্ত হলের পৃথক্ করণের চেষ্টা হয়। ঐ কার্য্যকে বৈয়াকরণেরা বিকর্ষণ-কার্য্য বলিয়া ব্যক্ত করেন। তাহার নিয়মানুসারে "ধর্ম্ম" শব্দ "ধরম" "কর্ম্ম" শব্দ "করম" রূপে পরিণত হয়। কোন ২ স্থানে সংযুক্ত হলের একের দ্বিত্ব করিয়া অন্যের লোপ করার নি-য়ম আছে। সেই নিয়মানুসারে "ধর্ম্ম" শব্দ "ধম্ম" রূপে পরিবর্ত্তিত হয়। এই প্রকারে পরিবর্ত্তন হইতে আরব্ধ হইলেই গাথা নামক এক ভাষার সৃষ্টি হয়। ঐ ভাষা বুদ্ধদেবের সমকালে প্রচলিত হইয়াছিল। তাহাতে ও সংস্কৃতে অন্য কোন প্রভেদ দৃষ্ট হয় না; কেবল উচ্চারণসৌকর্য্যার্থে ও শ্রুতিসুখকরণার্থে সংযুক্ত হলের ও স্বরের পৃথক্ করা হইয়াছে, এবং স্থানে স্থানে বিভক্তির লোপ বা উকারদ্বারা বিভক্তির কার্য্য নিষ্পন্ন করা হইয়াছে। ঐ গাথাভাষা ২৫০ বৎসর কালে পরিবর্ত্তিত হইয়া অশোক রাজার সমকালে পালী-

* পারসিদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ যে ভাষায় লিখিত, তাহার নাম জেন্দভাষা।

ভাষা নামে বিখ্যাত হয়। সেই পালীভাষা অধুনা সিংহলদ্বীপে বর্ত্তমান আছে। বোধ হয় প্রথমতঃ পল্লীগ্রামের লোককর্ত্তৃক সংস্কৃতের বিকর্ষণাদি-দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছিল বলিয়া তাহা পালীভাষা নামে প্রসিদ্ধ হইয়া থাকিবে। তাহাতে সংস্কৃতের গাথাপেক্ষায় অধিক বিকর্ষণ ঘটিয়া ছিল; এবং বিভক্তিসকলও অনেকাংশে সঙ্ক্ষিপ্ত ও পরিবর্ত্তিত এবং কদাচিৎ পরিত্যক্ত হইয়াছিল। এই প্রকারে সম্প্রসারণ * বিকর্ষণাদি কার্য্যের প্রাচুর্য্যে অশোক রাজার সমকালের এক শত বৎসর পরে সংস্কৃতের অপভ্রংশে প্রাকৃত ভাষার সৃষ্টি হয়। তৎপূর্ব্বে যে প্রাকৃত ভাষা সৃষ্ট হয় নাই তাহা নিশ্চিত বোধ হইয়াছে, যেহেতু পাণিনীয়াদি প্রাচীন ব্যাকরণে তথা প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে তাহার কোন উল্লেখ নাই।

প্রাকৃতভাষা যে সংস্কৃতের বিকর্ষণ, সম্প্রসারণ, বর্ণ পরিবর্ত্তন ও বিভক্তির অপভ্রংশহইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন; এবং তাহাও কোনমতে আশ্চর্য্য নহে; যেহেতু যে ব্যক্তি একবারমাত্র প্রাকৃত ও সংস্কৃতের তুলনা করিয়াছে তাহার পক্ষে এ জ্ঞান না হওয়াই অসম্ভব। তদর্থে অপর প্রমাণ এই যে প্রাকৃতভাষা সর্ব্বত্র এক নিয়মে নিষ্পন্ন হয় নাই; মহারাষ্ট্র মগধাদিদেশ-ভেদে এক কালে তাহার বিভিন্ন রূপ উৎপন্ন হয়; তাহা না হইলে সর্ব্বত্র এক নিয়মে নিষ্পন্ন হইয়া একাকার হইত। ফলতঃ রাজা বিক্রমাদিত্যের সমকালে এক সংস্কৃতের অপভ্রংশে প্রাকৃত, মাগধী, মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, পৈশাচী, পাশ্চাত্য, প্রভৃতি দশ বা দ্বাদশ ভাষা ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়াছিল। ঐ সকল ভাষার সমষ্টি নামও প্রাকৃত। তাহাদিগের দ্রুতব্যবহারে অবহেলায় ও অপভ্রংশে যে সকল পরিবর্ত্তন হয় তাহাহইতেই বর্ত্তমান প্রচলিত ভাষাসকলের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে; পরন্তু বর্ত্তমান কোন্ ভাষা কোন্ প্রাকৃত ভাষাহইতে উৎপন্ন হইয়াছে তৎসমুদায়ের নিরূপণ করা সুকঠিন। বঙ্গভাষোপলক্ষে এই কাঠিন্য বিশেষ দুর্ভেদ্য বোধ হয়। যেহেতু বঙ্গভাষায় কোন প্রাচীন গ্রন্থ নাই; সুতরাং তাহার পূর্ব্বাবস্থার নিদর্শনাভাবে প্রমাণাভাব হইয়াছে।

যে সকল বাঙ্গালিপুস্তক আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, তন্মধ্যে জীবগোস্বামীর "করচাই" সর্ব্বপ্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। তাহা এক্ষণে ৩২৫ বৎসর পুরাতন। তাহার রচনাপ্রণালী চৈতন্যচরিতামৃতের সদৃশ। কথিত আছে "ত্রিপুরা রাজাবলী" নামক পুস্তক ইহা অপেক্ষা অনেক প্রাক্তন; কিন্তু যে পুস্তক আসিয়াটিক সোসাইটী নাম্নী সভাতে আনীত হইয়াছিল তাহার রচনাদৃষ্টে তাহাকে বিশেষ প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না; অতএব জীবগোস্বামীর করচাকেই সর্ব্বপ্রাক্‌কালীন বাঙ্গালিপুস্তক বলিতে হইবেক। পরন্তু তাহাতে বাঙ্গালিভাষার সর্ব্বপ্রাচীন রচনা বলিয়া তাহাকে বর্ণন করা যাইতে পারে না, কারণ চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের শতাধিকবৎসর পূর্ব্বে কবি বিদ্যাপতি অনেক বাঙ্গালিপদরচনা করিয়াছিলেন, তাহার কএকটি পদ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে; ঐ পদই বঙ্গভাষার সর্ব্বপ্রাক্তন আদর্শ বলিতে হইবেক। * তাহার পাঠে বোধ হয় বঙ্গদেশে প্রথমতঃ এক প্রকার হিন্দীভাষা প্রচলিত ছিল। তাহার অপভ্রংশে গৌড়

* হলকে স্বরে পরিবর্ত্তিত করণের নাম সম্প্রসারণ; যথা "য" স্থানে "ই" স্থানে "ব" "উ" ইত্যাদি। "ঐ" কার এবং "ঔ" কারকে দুই লঘু স্বরে পরিবর্ত্তন করার নাম ও সম্প্রসারণ। তদনসারে "গৌর" শব্দ গউর এবং "কৈরবের" শব্দ "কইরব" রূপে পরিণত হয়।

* সহৃদয় পাঠকদিগের সুগোচরার্থে বিদ্যাপতিকৃত একটি পদ "প্রাচীনপদ্যাবলী" নামক গ্রন্থহইতে এস্থলে উদ্ধৃত করা

বা বঙ্গভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। এই বাক্য স্থির হইলে ইহা অনায়াসেই কহা যাইতে পারে যে ঐ হিন্দ্বীভাষা মাগধীর অপভ্রংস; কারণ শোড়শশত ৎসর পূর্ব্বে এতদ্দেশে সংস্কৃত ও মাগধী প্রচলিত ছিল এমত প্রমাণ ফাহিয়ান্ নামক চীনদেশীয় ভ্রমণকর্ত্তার গ্রন্থে উপলব্ধ হইতেছে; এবং এ পর্য্যন্ত ঢাকা প্রভৃতি পূর্ব্বাঞ্চলের ভাষায় মাগধীর নিয়মানুসারে বর্গের চতুর্থ অক্ষর (খ ঝ ড ধ ভ) ব্যবহৃত হয় না। পরন্তু সে প্রমাণ অগ্রাহ্য হইলেও প্রাচীন বাঙ্গালি ও হিন্দ্বীর সাদৃশ্যসংস্থাপনার্থে অপর এক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগের যেসকল রচনা অধুনা "প্রাচীন পদ্যাবলী" গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, তাহার ধাতু বিভক্তি ও শব্দবিন্যাসের নিয়ম অনেকাংশে হিন্দ্বীর তুল্য; তাহার পরে উৎপন্ন কবিদিগের রচনায় সেই সাদৃশ্যের ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া কৃত্তিবাসের সময় তাহার লোপ হয়; তদবধি বাঙ্গালি রচনায় হিন্দ্বীর ধারা আর দৃষ্ট হয় না। কোন সময় প্রাচীন বাঙ্গভাষা হিন্দ্বীর সহিত ঐক্য না থাকিলে উক্ত সাদৃশ্য সম্ভবিতো না; সুতরাং ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে বাঙ্গালিও হিন্দ্বীর এককালে নৈকট্য সম্বন্ধ ছিল; এবং তাহা মানিলেই তৎপূর্ব্বে তাহারা এক ছিল মানিতে হইবে। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ যে প্রকার বঙ্গভাষাতে রচিত হইয়াছে তাহার সহিত "পদ্যাবলীর" রচনার তুলনা করিলে পদ্যাবলীর রচনা চরিতামৃতের রচনাপেক্ষায় অধিক হিন্দ্বীবিশিষ্ট বোধ হয়। পরন্তু চরিতামৃতে হিন্দ্বীর প্রণালী অনেক আছে; অতএব তাহা আমাদিগের বাক্যের বিরুদ্ধ হইবেক না। চরিতামৃতের সহিত কবিকঙ্কণের তুলনা করিলেই ইহা স্পষ্ট প্রতীত হয়।

চৈতন্যচরিতামৃত সুচারু-সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিত-কর্তৃক রচিত হইয়াছিল; তাঁহার পক্ষে সংযুক্ত হর্ণের ব্যবহার করা বিকর্ষণ ক্রিয়া অপেক্ষা সহজ বোধ হইত; অপর তাঁহার শ্রোতার মধ্যে অনেক সুপণ্ডিত ছিলেন; অতএব তাঁহার পুস্তকে বিকর্ষিত শব্দের পরিবর্ত্তে শুদ্ধ সংযুক্ত সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য্য অনায়াসে সম্ভবে। কবিকঙ্কণ (১৪৬৩ শকে) ঐ ব্যবহারের বৃদ্ধি করেন। তাঁহার পর কৃত্তিবাস ও কাশীদাস ক্রিয়ার প্রয়োগ-বিষয়ে কিঞ্চিৎ স্বাতন্ত্র্য প্রকাশিত করেন; শব্দের কোন পরিবর্ত্তন করেন নাই। তাঁহাদিগের পর ১৬৭৪ শকে ভারতচন্দ্র "অন্নদামঙ্গল" গ্রন্থে পদ্যরচনা ও ভাষার পরিশুদ্ধি-বিষয়ে যে সন্নিয়ম সংস্থাপিত করেন তাহা অদ্যাপি বলবৎ রহিয়াছে; কেহই তাহার পরিবর্ত্তনে কৃতকার্য্য হয়েন নাই। পরন্তু গদ্যরচনায় তাঁহার সময়াবধি ঐ পর্য্যন্ত অনেক অন্যথা হইয়াছে। গদ্যগ্রন্থ রচনার ক্রমাপ্রাপ্ত কালের নির্দ্দেশ করিতে হইলে রামরাম বসুর "প্রতাপাদিত্য চরিত্র" প্রাচীন বলিতে হইবে। তাহার পর পঞ্চাশৎ বৎসর হইল মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার প্রবোধচন্দ্রিকা গ্রন্থে বঙ্গভাষায় প্রচুর শুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ করার প্রণালী সংস্থাপিত করেন। তদবধি সাধুগৌড়ীয়ভাষায় বিকর্ষিত-শব্দে প্রয়োগের নিয়ম রহিত হয়। মৃত্যুঞ্জয়ের কিঞ্চিৎ পরে পণ্ডিতপ্রবর মৃত রামমোহন রায় মহাশয় বাঙ্গালিগদ্যের অনেক পরিশোধন করত ব্যাকরণাদিরচনাদ্বারা ভাষার পরিশুদ্ধি ও স্থায়িত্ব সংস্থাপিত করেন। তদবধি অনেকেই তাঁহার

গেল। বিদ্যাপতি রাজা শিবসিংহ লক্ষ্মীনারায়ণের কালে বর্ত্তমান ছিলেন।

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরিতি অনুরাগ বাখানিতে তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হম রূপ নিহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলু শ্রুতিপথে পরস না গেল॥
কত মধু যামিনি রভসে গোয়াইনু না বুঝিনু কৈছন না কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ন না গেল॥
যত যত রসিক জন রসে অনু মগন অনুভব কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইতে লাখে না মিলল এক॥

দৃষ্টান্তানুগামি হইয়াছেন তাঁহার সময়ের পর বাঙ্গভাষার যে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহা সংস্কৃত নিয়মের সংরক্ষণার্থেই হইয়াছে বলিতে হইবেক; এবং তাহা সর্ব্বসিদ্ধও মানিতে হইবে; যেহেতু বঙ্গদেশের সকল স্থানে তাহার সমতা দেখা যায়। ঢাকা, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম; কোচবেহার, রঙ্গপুর, মুর্সিদাবাদ, বর্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর, কলিকাতা প্রভৃতি সকল স্থানের লিখিত ভাষা এক প্রকার, কুত্রাপি কোন উৎকট প্রভেদ নাই। পরন্তু ঐ বিভিন্ন স্থানে কথিত ভাষার সমতা দৃষ্ট হয় না। তাহার কারণ অনায়াসেই অনুভূত হইতে পারে। বিদ্যা-বুদ্ধির অনুশীলনেই ভাষার পরিশোধনকার্য্যে প্রবৃত্তি হয়; এবং বাণিজ্যের তারতম্যে অল্পবাক্যে বহু অভিপ্রায়ের প্রকাশকরণের স্পৃহার তারতম্য হয়; সুতরাং প্রদেশ ও জেলা ভেদে বিদ্যা বুদ্ধি ও বাণিজ্যের প্রভেদ সত্বে কথিত ভাষারও প্রভেদ ঘটে। বঙ্গদেশের ভিন্ন২ স্থানের ভাষার ভিন্নতা ঐ প্রকারে ঘটিয়াছে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কালসহকারে ও ভিন্ন প্রদেশের লোকদিগের পরস্পর সর্ব্বদা সংসর্গ না থাকিলে ক্রমশঃ কথিত ভাষার স্বতন্ত্ররূপে লিপিবদ্ধ হইলেই পৃথক্ ভাষার সৃষ্টি হয়; বিশেষতঃ ঐ অবকাশে কোন২ প্রদেশে বিজাতীয় ভাষার সংস্রব হইলে পৃথগ্ ভাষার সৃষ্টি সত্বরেই হইয়া উঠে। বঙ্গ আসাম ও উড়িষ্যার ভাষা এই প্রকারে পৃথক্ হইয়াছে, সন্দেহ নাই। ঐ তিন ভাষার আদি এক; কেবল উচ্চারণ দোষে ও বিজাতীয় ভাষার সংস্রবে পৃথক্ হইয়াছে। আসাম বা আহম্ ভাষায় কএকটা ভোটিয়া ও মগের * শব্দ থাকাতেই তাহা বঙ্গভাষাহইতে পথক্ বোধ হয়। উড়ভাষায় তৈলঙ্গের সংস্রব থাকাতেই পৃথক্ হইয়াছে। প্রাগুক্ত কারণে কলিকাতার ভাষা এইক্ষণে বঙ্গদেশের অপর সকল স্থান হইতে পৃথক্ হইয়াছে। বাণিজ্যের বাহুল্যে দ্রুতবাক্য কহা বিশেষ প্রয়োজনীয় হওয়াতে অধুনা সকলেই "হইয়া" "করিয়া" "একটুকু" প্রভৃতি শব্দের স্থানে "হয়ে" "করে" "এটু" প্রভৃতি সঙ্ক্ষিপ্ত শব্দপ্রয়োগ থাকে। অপর ইংরাজ মোসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির সংস্রবে অনেক বিজাতীয় শব্দ বঙ্গভাষার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাহাতে কলিকাতার কথিত ভাষা বঙ্গদেশের লিখিত ভাষাহইতে অত্যন্ত ভিন্ন হইয়াছে, এবং যে ব্যক্তি কেবল পুস্তক পাঠ করিয়া বঙ্গভাষা শিক্ষা করে তাহার পক্ষে কলিকাতার চলিত কথিত ভাষা নিতান্ত দুর্বোধ্য হইয়া উঠে। কথিত ও লিখিত ভাষায় এ প্রকার ভেদ অন্যান্য দেশেও বর্ত্তমান আছে; কিন্তু সম্প্রতি কলিকাতায় ঐ পার্থক্য যে প্রকার অতিরিক্ত বোধ হয়, অন্য কোন ভাষায় তাদৃশ বোধ হয় না। ঐ ভাষা যে পল্লীগ্রামে নিতান্ত দুর্বোধ্য হইবে ইহা অবশ্য স্বীকর্ত্তব্য; অতএব সমস্ত বঙ্গদেশের নিমিত্ত কোন পুস্তক প্রস্তুত করিতে হইলে কলিকাতার ভাষাপেক্ষায় দেশের সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ভাষার ব্যবহার করাই বিধেয় বোধে পণ্ডিত মহাশয়েরা তাহারই অবলম্বন করেন। ইহার অন্যথায় বাচনিক ভাষায় পুস্তক লিখিলে ত্বরায় এমৎ এক স্বতন্ত্র ভাষার উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা যাহা কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তি স্থান ব্যতীত সর্ব্বত্র অবোধ্যহইবে। অপর বঙ্গদেশের লোকেরা ঐ দৃষ্টান্তের অনুগামী হইয়া আপন আপন পল্লীর বাচনিক ভাষায় পুস্তক রচিত করিলে বঙ্গদেশে যত জেলা আছে তত সঙ্খ্যক নূতন ভাষা প্রস্তুত হইবে।

* দন্ত্য সকে হ রূপে উচ্চারণ করা কএক স্থানের রীতি। বঙ্গদেশের পল্লীগ্রামে অনেকেই সকে হরূপে উচ্চারণ করিয়া থাকে; মোসলমান মাত্রেই তদ্রূপ করে।

রত্নাবলীনাটকের সমালোচন।

ইতি পূর্ব্বে রত্নাবলী নাটিকার উপলক্ষে আমরা দুই প্রস্তাব লিখিয়াছি; অতএব তদ্বিষয়ে পুনরায় বিবিধার্থের সঙ্কীর্ণায়তন পূর্ণ করা বিশেষ প্রয়োজনসিদ্ধ হইতে পারে না; পরন্তু সম্প্রতি শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয়ের অনুবাদিত "রত্নাবলী নাটক" পাঠ করত তাহার বিবরণ পাঠকগণের সুগোচর করা অবশ্য কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে; বিশেষতঃ উক্ত গ্রন্থ অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই; অতএব তাহার আদর্শস্বরূপে তাহার কিয়দংশ প্রকটনে সহৃদয়বর্গের অবশ্যই সন্তোষ হওয়া সম্ভাবনীয়।

রত্নাবলী নাটিকা শ্রীহর্ষদেব নামা কাশ্মীরাধিপতি বিরচিত করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে; পরন্তু "কাব্যপ্রকাশ" গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীমম্মটভট্ট লেখেন যে শ্রীহর্ষ স্বয়ং বিশেষ সুকবি ছিলেন না; তাঁহার সভাস্থ ধাবকপ্রভৃতি কএক জন সুপণ্ডিত গ্রন্থরচনা করত তাঁহার নামে বিখ্যাত করিত। একথা নিতান্ত অপ্রমাণ বোধ হয় না; সুতরাং রত্নাবলীর আদিকর্ত্তা কে তাহা স্থিরীকৃত হইবার উপায় নাই। সে যাহা হউক। সংস্কৃত রত্নাবলী যে শ্রীহর্ষের রাজ্য কালে প্রকটিত হইয়াছিল, ইহা নিশ্চিত বোধ হইতেছে। উক্ত রাজা ইংরাজি ১১১৩ অবধি ১১২৫ অব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য করিয়াছিলেন, সুতরাং রত্নাবলীও সেই সময়ে প্রস্তুত হইয়াছিল।

গ্রন্থের মুখ্যোদ্দেশ্য উদয়ন রাজার চরিত্র; কিন্তু সোমদেবকৃত "বৃহৎকথায়" * যে প্রকারে উক্ত চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে, প্রস্তাবিত গ্রন্থে তদনুরূপ বর্ণিত হয় নাই; গ্রন্থকার আপন কল্পনা বলে বিবিধ নূতন ঘটনার আরোপ করত গল্পের সৌন্দর্য্য সুসিদ্ধ করিয়াছেন। নাটক-রচনায় এ প্রথা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে; অতএব তদ্ধেতুক গ্রন্থকারের প্রতি কোন দোষারোপ করা যাইতে পারে না। তাহাঁকর্তৃক প্রাচীন আখ্যায়িকার অন্যথা হওয়াতে নাটিকার অনেক সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই; বিশেষতঃ ভবভূতি-বিরচিত মালতী-মাধবের অনুরূপে ইহার রচনা নিষ্পন্ন হওয়াতে ইহা বিশেষ মনোহর হইয়াছে; অধিকন্তু ইহাতে সহস্রবৎসরপূর্ব্বে কি প্রকারে এতদ্দেশীয়েরা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত তাহার কথঞ্চিৎ আদর্শ থাকাতে ইহা অনেকেরই সমাদরণীয় বলিয়া গণ্য হয়।

রত্নাবলীকর্ত্তা কবিত্বগুণে কালিদাস বা ভবভূতির তুল্য নহেন, সুতরাং তাহার গ্রন্থ সংস্কৃত মালতীমাধবের সহিত তুলনা করিলে অনেক অপকৃষ্ট বোধ হইবেক; পরন্তু চরিত্রবর্ণনায় তেঁহ কোনমতে অক্ষম নহেন। তিনি যে অভিপ্রায়ে যে সকল চরিত্র বর্ণিত করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার বর্ণনাপাঠে তাঁহার অভিপ্রেত-স্বভাবান্বিত মনুষ্যের প্রতিরূপ মনে অবিকল উদিত হয়, কুত্রাপি কিঞ্চিন্মাত্র ত্রুটি হয় না। ইহাই রত্নাবলীর প্রধান মাহাত্ম্য, এবং এতদর্থই রত্নাবলী সর্ব্বদা সমাদৃতা হইয়া থাকে।

ইহার অনুবাদ প্রথমতঃ উইলসন্ সাহেবকর্তৃক ইংরাজি ভাষায় সুসিদ্ধ হয়। তদনন্তর ইহার উপাখ্যানভাগ শ্রীতারকচন্দ্র চূড়ামণি বঙ্গভাষায় ব্যাখ্যান করেন। উক্ত ব্যাখ্যান পাঠে আমরা কোন মতে সুতৃপ্ত হই নাই; এই প্রযুক্ত শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয়ের অনুবাদ পাঠ করিতে আমাদিগের বিশেষ স্পৃহা ছিল না। কোন বন্ধুর অনুরোধে পুস্তক খানি হস্তে লইয়া বৃথাশ্রমের ভয়ে বন্ধুর প্রতি মনে মনে রুষ্ট হইয়াছিলাম;

* শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ-প্রণীত বৃহৎকথার অনুবাদ গ্রন্থে পাঠকবৃন্দ এই বিবরণ প্রাপ্ত হইবেন।

কিন্তু আমাদিগের সে রোষ কেবল সৌদামিনীর ন্যায় উদিত হইয়াছিল, গ্রন্থের প্রথমাঙ্ক না শেষ করিতেই লালিত্যরসে তাহা এককালে বিলুপ্ত হইয়া গেল। তদনন্তর অবিশ্রান্ত পীযূষ-পানের ন্যায় গ্রন্থের আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমরা সর্ব্বতোভাবে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। তর্করত্ন মহাশয় নাটকরচনায় সুপণ্ডিত, তাঁহার লেখনী সুরস প্রসু; তাহাহইতে যাহা কিছু নিসৃত হয় তাহাই রসোদ্দীপকভাব, সুচারু ভঙ্গি; ও কোমল-তম বাক্যবিন্যাসে অতীব মনোহর ঠাম ধারণ করে। তাঁহাকর্ত্তৃক রত্নাবলীর সৌন্দর্য্য যাদৃশ পরিপাটীরূপে বঙ্গভাষায় প্রকটিত হইয়াছে; বোধ হয় অতি অল্প লোকে তাদৃশরূপে সংস্কৃতের চাতুর্য্য বাঙ্গালীতে রক্ষা করিতে পারিতেন। ইহা অবশ্যই স্বীকর্ত্তব্য যে পণ্ডিত মহাশয় স্বীয়ানুবাদে সংস্কৃত পুস্তকের অনেক স্থান পরিত্যাগ করিয়াছেন; এবং অপর অনেক স্থলে স্বকপোল কল্পিত বাক্যেরও প্রয়োগ করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে প্রায়ঃ কোন স্থানে সংস্কৃতের বিরুদ্ধ ভাব ব্যক্ত হয় নাই; বহুধা ভাবের ঐক্য আছে, অথচ বাঙ্গালি প্রচলিত শ্লেষের প্রয়োগে রসের প্রাচুর্য্য হইয়াছে। বোধ হয় দুই এক স্থানে সংস্কৃতের অপনয়ন না করিলে রসের বিশেষ প্রাচুর্য্য হইত; পরন্তু তন্নিমিত্ত আমরা তর্করত্নের সহিত তর্ক করিব না। তাঁহার কুলীনকুলসর্ব্বস্ব ও বেণীসংহার পাঠ করত আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলাম; অধুনা তদপেক্ষায় উৎকৃষ্টতর "মহামূল্য রত্নাবলীর" লাভে আমরা নিতান্ত আনন্দিত হইয়াছি, তর্কদ্বারা সে আনন্দের বিচ্ছেদ করা কোনমতে সুপরামর্শ নহে।

প্রস্তাবিত নাটিকার প্রধান উদ্দেশ্য রত্নাবলী; অতএব তাহার বর্ণনে গ্রন্থকার সবিশেষ প্রযত্ন করিয়াছেন; এবং সে শ্রমও নিরর্থক হয় নাই। অন্যমনা প্রেমানুরক্তা অথচ লজ্জাশীলা সরলা কুলবালার অবিকল প্রতিরূপ নির্দ্দেশিত করিতে হইলে আমরা অনায়াসে মুক্তকণ্ঠে তর্করত্নের বর্ণনা-প্রতি লক্ষ করিতে পারি; তাহাতে সাগরিকা আমাদিগের অবশ্য সহায়তা করিবেন। অভিনয়কালে তিনি যখন গোপনে রাজভবনহইতে উদ্যানে আসিয়া লজ্জা ও বিরহের যাতনায় আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, তখন পাষাণ হৃদয়ও তাঁহার নিমিত্ত অশ্রুপাত করে, সন্দেহ নাই। কেবল পাঠ করিলে ঐ বিচ্ছেদোক্তি তাদৃশ মনোভেদক হয় না, তত্রাপি আমরা নিঃসংশয়ে লিখিতেছি যে নিম্নোদ্ধৃত সাগরিকাবাক্য অবশ্যই পাঠকবর্গের করুণারসের উত্তেজক হইবে।

"সাগরিকা। (স্বগত) আমি তো বাড়ির ভিতর
"থেকে বেরিয়ে এসেছি কেউ দেখ্‌তে্য পায়
"নাই—তা এখন যাই কোথা?—সে কথা সব
"রাজমহিষী টের পেয়েছেন, সকল সখীরে
"কাণাকাণি কর্‌চ্যে, কাকেও আর আমি মুখ
"দেখাতে পাচ্চি নে! (দীর্ঘ-নিশ্বাস) বরং প্রাণ-
"ত্যাগ করব তবু তো লজ্জাত্যাগ কর্‌ত্যে
"পার্‌বো না! (চিন্তা করিয়া সরোদনে) প্রাণ-
"ত্যাগ কর্‌ল্যেই বা প্রাণ আমাকে ত্যাগ
"করে কৈ? যখন সমুদ্রে নৌকা ডুবে ছিল তখন
"আমার মরণ হলো না, যদি সেই সময় মর্‌ত্যেম
"তা হলে আর কোন যাতনাই থাক্‌ত্য না, তা
"বিধাতা আমাকে সে সমুদ্রে থেকে রক্ষা কোরে
"এখন এই অকুল দুঃখসমুদ্রে ফেলে দিলেন!
"(অধোবদনে রোদন)।

* * * * *

"(সদীর্ঘ নিশ্বাসে সরোদনে স্বগত) হা পিতা
"মাতা! তোমরা আমাকে এত ভাল বাস্‌ত্যে তা
"এখন আমাকে কোথায় বিসর্জ্জন দে নিশ্চিন্ত
"হয়ে রয়েছ? একবার তত্বও কর্‌ল্যে না! আমাকে

"কি তোমরা একে বাঁরে পরিত্যাগ করেছ?
"হায় অমাত্য বসুভূতি! তুমি কত স্নেহ কোরে
"আমাকে সঙ্গে কোরে আনছিলে—আমার অদৃষ্টে
"তুমিও গেলে—সঙ্গিগণও সকল গেল! হা পোড়া
"অদৃষ্ট! আমার আর কেউ নাই, চতুর্দিক শূন্যময়
"দেখ্ছি! হে পৃথিবি! শুনিছি তুমি নাকি জগ-
"তের মা, তা মা! আমাকে তুমিই একটু স্থান দেও!
"আমি আর দুঃখ সহ্য করতে পারি নে! আমি
"রাজার মেয়ে হয়ে পরের দাস্যবৃত্তি করছিলেম
"—করছিলেম করছিলেম বা, তা কেন মদনোৎসব
"দেখ্ত্যে গেলেম?—কেন দুর্লভ বস্তুর প্রতি অভি-
"লাষ করল্যেম?—কেন চিত্রপট লিখ্ল্যেম?।
"কেনইবা সুসঙ্গতার কুমন্ত্রণায় সম্মত হলেম?—তা
"না হলে ত এত যন্ত্রণা হতো না! সে যা হবার হয়ে-
"ছে, তা আর সে সকল ভাবলে কি হবে। এখন
"প্রাণত্যাগ করবারি উপায় দেখি। (চিন্তা করিয়া)
"হাঁ! ঐ একটা অশোক গাছ দেখ্ত্যে পাচ্যি,
"তা ঐ গাছেতেই গলায় দড়ি দে মরি গে
(আগমন)।

"এই ত অশোক গাচ, তা গলায় কি দিব?
"দড়ি ত আনিনি (নিকটে একটা লতা দে-
"খিয়া) হাঁ! এই যে বিধাতা দয়া কোরে একটা
"লতা মিলিয়ে দিলেন তা এই টেই গলায় দি (লতা
"লইয়া সরোদনে) হা বিধাতা! কেন আমাকে
"মনুষ্য দেহ দিছিলে? কেনই বা পরাধীন কোরে
"এতযন্ত্রণাদিলে? আমি কি অপরাধ কোরেছি?
"আর কোরেই বা থাক্‌বো—পূর্ব্বজন্মে কত মহা-
"পাতক কোরেছিলেম, তা না হলে কি এমন হয়?
"যাহউক, হে জগদীশ্বর! হে দয়াময়! আমি প্রাণ-
"ত্যাগ করি; কিন্তু দয়া কোরে এখনও এই কোরো
"জন্মান্তরে যেন নারীজন্ম আর না হয়; যদি নারী-
"জন্মই হয় তবে যেন আর পরাধীন না হতে হয়;
"আর যদি তাও হয় তবে যেন আর কোন দুর্লভ
"বস্তুতে কখন অভিলাষ না জন্মে—এই আমার
"প্রার্থনা। (লতাপাশে গ্রন্থি দিয়া) হা পিতা
"মাতা! এ সময়ে তোমরা কোথায় রৈলে! আমি
"তোমাদের এত আদরের মেয়ে—আমার অদৃষ্টে
"এই হলো।"

ভারতবর্ষীয় রাজভবনের অন্তঃপুরে প্রতি-পালিত হইলে মনুষ্য যে প্রকার কামপরবশ স্ত্রৈণ নির্বীর্য্য ও রাজকার্য্যে অলস হইয়া থাকে, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপে গ্রন্থকার উদয়নের চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, এবং তাহাতে তাঁহার আয়াস সার্থক হইয়াছে। যৎসময়ে রত্নাবলী বিরচিত হইয়াছিল তৎকালে ভারতবর্ষের প্রায়ঃ সকল রাজাই আলস্যানুরক্ত ইন্দ্রিয়-সুখানুরাগী ছিলেন; সেই প্রযুক্তই যবনেরা তাঁহাদিগকে অনায়াসে পরাভূত করিয়া হিন্দুদিগের স্বাধীনতা একেবারে উৎসন্ন করে। উদয়ন ঐ রাজাদিগের অবিকল আদর্শ; তাঁহার চরিত্রে বীর্য্যের লেশমাত্র নাই; প্রেমোদ্দেশেও ইনি ষন্মাসোপবাসির ন্যায় দুর্বল বোধ হয়। শকুন্তলায় দুষ্যন্ত রাজা, বিক্রমোর্ব্বশীতে পুরূরবা, এবং মালতীমাধবে মাধব যে প্রকার বীরপুরুষের ন্যায় প্রেমানুশীলন করিয়াছেন, উদয়ন তাহার অনুকরণে নিতান্ত অক্ষম; তাঁহাদের ন্যায় ইহাঁর প্রেমও নির্দ্দোষী নহে। তৎ প্রমাণার্থে রাজা ও রাণীর সহচরী কাঞ্চনমালা এবং সাগরিকার কথোপকথন নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল; সহৃদয় পাঠকগণ তৎপাঠেই আমাদিগের অভিপ্রেত জ্ঞাত হইবেন। পরন্তু ইহা মানিতে হইবে, যে এক স্থলে উদয়নের মুখে যে এক সম্ভাবের বাক্য নির্গত হইয়াছে তাহাতে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে বীর্য্যের অভাবে ইনি বীর্য্যের মাহাত্ম্য বিস্মৃত হয়েন নাই। যখন বিজয়বর্ম্মা আসিয়া কোশলাধিপতির যুদ্ধ ও মৃত্যুর সংবাদ বর্ণন করেন তখন কোশলাধিপের বীর্য্য-

বিষয়ে উদয়ন যে সাধুবাদ করেন, তাহা মহত্তের উপযুক্ত হইয়ছে। *

"(রাজসমীপে সুসঙ্গতার আগমন।)

"রাজা। (সুসঙ্গতাকে দেখিয়া ভয়ে শীঘ্র চিত্র-
"পট আচ্ছাদনপূর্ব্বক) এস এস—সুসঙ্গতা। —তবে
"—তবে, আমি এখানে আছি মহিষী কি জান্‌তে
"পেরেছেন?

"সুস°। হাঁ মহারাজ! তিনি জেনেছেন, আবার
"আমিও ঐ চিত্রপটের কথাটা বলি গে।

"বিদু। মহারাজ! ও মাগি ভারি দুষ্ট, ও না
"পারে এমন কর্ম্মই নেই, আপনি ওকে কিছু দিয়ে—

"রাজা। (সভয়ে সুসঙ্গতার হস্ত ধরিয়া) সখি!
"তুমি এ কথা মহিষীকে বোলো টোলো না—আ-
"মার দিব্য।

"সুস°। (সহাস্যমুখে) না মহারাজ! দিব্য দিবেন
"না, আমি পরিহাস করলেম—একি বলবার কথা?

"রাজা। (সহাস্যমুখে) তাইতো বলি এ কর্ম্ম কি
"তোমার যোগ্য, এই আংটিটি পর্যো—(হস্তের
"অঙ্গুরীয়ক প্রদান)।

"সুস°। (সহাস্যমুখে) মহারাজ! আমাকে কিছু
"দিতে হবে না—আমারসখী সাগরিকা আমার
"উপর বড় রাগ করেছেন, কথা কন না, আমি এত
"সাধ্যি সাধনা কল্যেম, কিছুতেই হলোনা, তা আ-
"পনি বরং তাকে একটু বলে কয়ে দিন, তা হলেই
"আমার পারিতোষিক পাওয়া হল্যো।

"রাজা। (সোৎসুকে) কি বল্ল্যে? সাগরিকা
"কি তোমার সখী? কৈ? তোমার সখী কোথায়?

"সুস°। ঐ বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, আমি এত
"ডাক্‌লেম—বলি ঘরের ভিতর আয়—তা কোন
"মতেই এলো না।

"রাজা। (সত্বর আসিয়া, দেখিয়া স্বগত) এই
"সেই সাগরিকা। আহা মরিমরি! এমন রূপ!
"(প্রকাশে) সুসঙ্গতা তোমার কি অদৃষ্ট—তুমি
"এমন সখী কোথা পেলে? আহা! রূপ দেখে
"আমার নয়ন জুড়াল, বোধ হয় বিধাতা
"এ কে নির্ম্মাণ কোরে আপনিই মুগ্ধ হয়ে
থাক্‌বেন।

"সাগ। (রাজাকে দেখিয়া ত্রাস, অভিলাষ, ও
"অঙ্গবিলাস প্রকাশ পূর্ব্বক স্বগত) এই না সেই
"আমার চিত্তচোর? অধোমুখে অবস্থিতি)।

"সুস°। (সহাস্যমুখে) মহারাজ! এর রূপও
"যেমন—গুণও তেমনি।

"রাজা। হাঁ, তা তো প্রত্যক্ষেই দেখ্‌ছি—এক-
"বার কটাক্ষ করেই আমার মন হরণ কর্‌লেন—
"গুণ না থাক্‌লে কি পার্‌তেন?

"সাগ। (সুসঙ্গতার প্রতি ঈর্ষা পূর্ব্বক) এই
"বুঝি তোমার চিত্রপট আন্‌তে যাওয়া? আমি
"এখান থেকে চল্ল্যেম। (গমনোদ্যোগ)।

"রাজা। কেন কেন? এত রাগ কেন?

"সুস°। সহাস্যমুখে) রাগ কেন—ঐ চিত্রপটে
"ইনি মাহারাজকে লিখে দেখ্‌ছিলেন, তা আমি
"অভাগী মর্‌তে উরির্ এক ধারে উরির ছবি
"লিখে দিছি—তাই রাগ।

"রাজা। এই রাগ? (স্বগত) এ ত রাগ নয়—এ
"যে অনুরাগ। (প্রকাশে) সুন্দরি! আমার কথা
"রাখ, এমন কোরে যেয়ো না, দ্রুত গমন কর্‌লে
"তোমার কোমল চরণে বেদনা হবে।

"সুস°। মহারাজ! উনি বড় অভিমানিনী—
"হাতে না ধরিলে হবে না।

রাজা। (স্বগত) আমিও ত তাই চাই। (প্রকা-
"শে) অবশ্য, তোমার অনুরোধে পায় ধর্‌ত্যে
"পারি—হাতে ধরা কি একটা বড় কথা?
"(সাগরিকার হস্ত ধারণ)।

* কোন কারণবশতঃ বঙ্গানুবাদে এই ভাগ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

"সুস°। সখি! আর কেন? রাজা পর্য্যন্ত তোর
"হাতে ধরলেন—তবু কি রাগ পড়ে না?

"সাগ। (সুসঙ্গতার প্রতি) তোমার মরণ নাই?

"রাজা। না না—সুন্দরি! সখীকে এমন রূঢ়
"কথা বলতে নাই, যা বলতে হয় বরং আমাকেই
"বল, তোমার রুক্ষ কথা আর মিষ্ট কথা আ-
"মাকে যা বল্‌বে আমি তাতেই তুষ্ট হবো, জল
"শীতলই হউক বা উষ্ণই হউক অগ্নিকে নির্ব্বাণ
"অনায়াসেই করতে পারে।

"বিদূ। তাই ত, এঁর রাগত সামান্যি নয়,
"ক্ষুধিত ব্রাহ্মণের মত যে রেগেই আছেন।

"সুস°। সখি! আর কেন? ক্ষান্ত হ। এতই
"কি কত্যে হয় না?

"সাগ। তুই যা, আমি তোর সঙ্গে আর কথা
"কব না।

"বিদূ। ও, বাবা! এ যে দ্বিতীয় বাসবদত্তা!

"রাজা (ভয়ে সাগরিকার হস্ত ত্যাগ করিয়া)
"অঁ্যা! অঁ্যা! কৈ? কৈ? মহিষী কোথায়?

"(সাগরিকা ও সুসঙ্গতার পলায়ন)।

"কৈ? বসন্তক! মহিষী বাসবদত্তা কোথা?

"বিদূ। আপনি স্বপ্নে দেখ্‌লেন না কি? বাসব-
"দত্তা আবার কোথা? ওর বড় রাগ তাই বল্‌ল্যেম
"—এযে দ্বিতীয় বাসবদত্তা; রাজমহিষী ত আসেন
"নাই।

"রাজা। দূর মূর্খ, এমন সময় এমন কথাও বলে।
"—(সবিষাদে দীর্ঘ নিশ্বাস) আহা! সে অপরূপ
"রূপ কি আর নয়নে দেখিতে পাব?"

সাহিত্য দর্পণকার লেখেন যে বিদূষক লোভি অল্পবুদ্ধি কৌতুকতৎপর পেটার্থী ব্রাহ্মণ হইলেই নাটকের সাফল্য হয়। রত্নাবলীলেখক বসন্তকের বর্ণনসময়ে মনোমধ্যে এই লক্ষণ জাগরূক রাখিয়াছিলেন, তদ্ধেতুকই ঐ চরিত্র অতি মনোহর এবং স্বভাবসিদ্ধ হইয়াছে। আমরা নিতান্ত বিশ্বাস করি যে সহৃদয় পাঠক কেহই তাহার বিবরণপাঠে অতৃপ্ত হইবেন না। তাহার যে কোন কথোপকথনের আলোচনা করা যায়, তাহাই সর্ব্বতোভাবে কৌতূহলজনক বোধ হয়; কুত্রাপি রসানুভবের ব্যাঘাত ঘটে না।

রাজমহিষী বাসবদত্তা অতীব অভিমানিনী অথচ ধীরা গম্ভীরা এবং পতিভক্তিপরায়ণা। তিনি স্বামীর অত্যাচারে স্ত্রীস্বভাবানুরোধে খণ্ডিতা হইয়াও আপন মনোবেদনা মনেই সমাহিত করিয়াছেন; অত্যন্ত রাগের সময়েও রাজার প্রতি কোন মতে রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করেন নাই। ইহা যথার্থ মহত্ত্বের লক্ষণ মানিতে হইবে; এবং আহ্লাদের বিষয় এই যে ইহা বঙ্গাঙ্গনাদিগের মধ্যে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। পাঠকবৃন্দ অনেকেই তাঁহার চরিত্রের আদর্শ ভদ্রগৃহে অনেক মহিলার আচরণে দেখিতে পাইবেন। ফলতঃ অধুনা আমাদিগের গেহিনীরা অশিক্ষিতা হইয়াও যাদৃশ সচ্চরিত্রা ও উদারচিত্তা আমাদিগের পুরুষেরা কোন মতে তাদৃশ নহে; অনেকেই উদয়নের কনিষ্ঠ ভ্রাতার সম্পূর্ণ প্রতিরূপ বোধ হয়। এই বাক্য সপ্রমাণ করণার্থে আমরা নিম্নস্থ কএক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিলাম।

রাজা উদয়ন সাগরিকাবোধে বাসবদত্তাকে দেখিয়া বসন্তককে সম্বোধন করিতেছেন আর
"চন্দ্রে প্রয়োজন কি ভাই? প্রিয় সাগরি-
"কার নির্ম্মল বদনচন্দ্র উদয় হয়েছে—বিচ্ছে-
"দরূপ অন্ধকার দূরে গেল—আহ্লাদময় কুমুদ
"প্রফুল্ল হোলো—এখন এই চন্দ্রের বাক্যসুধা লো-
"ভেই আমার চিত্তচকোর চঞ্চল হয়ে রয়েছে;
"প্রিয়ে! একবার কথা কও।

"বাস। (অসহ্য হইয়া অবগুণ্ঠন উদ্‌ঘাটন
"পূর্ব্বক) নাথ। সত্যি, আমি সাগরিকাই বটে—
"তুমি এখন ব্রহ্মাণ্ড শুদ্ধই সাগরিকাময় দেখ্‌বে।

"রাজা। (দেখিয়া সবিষাদে স্বগত) এ কি! ইনি
"যে বাসবদত্তা! সাগরিকা ত নয়! কি সর্ব্বনাশ! কি
"সর্ব্বনাশ! (বিদূষকের প্রতি জনান্তিকে) বসন্তক!
"এ কি কর্‌ল্যে? এখন কি হবে?
"বিদূ। (জনান্তিকে) আর কি হবে মহারাজ।
"আমারই কপাল ভাঙ্‌লো—আমি দুঃখি ব্রাহ্মণের
"ছেলে, আমি যে কর্ম্ম করেছি—যে সব কথা
"বলেছি, আমাকে কি করেন্ বলা যায় না।
"রাজা। (অঞ্জলি করিয়া সানুনয়ে) প্রিয়ে বাস-
"বদত্তে!—ক্ষমা কর! আমার অপরাধ হয়েছে।"
"বাস। সে কি নাথ?—সে কি—সে কি? আমিই
"এমন সময় এসে অপরাধিনী হয়েছি—আমি
"আবার কি ক্ষমা কর্‌ব্যো?
"বিদূ। (সানুনয়ে) রাজমহিষি! আমাদের ত
"আর মুখ নাই—তবু একটা কথা বলি, রাজা আর
"কখন কোন অপরাধ করেন নাই—তা আপ্‌নি
"অনুগ্রহ কোরে এঁর এই একটা অপরাধ মার্জ্জনা
"করুন, আপনি বড় লোক আপনার গুণও বিস্তর
"—আর আমি অধিক কি বোল্‌বো।
"বাস। ভাই বসন্তক! কি বল্‌ল্যে? আবার
"আমার গুণ আছে? আমার কর্কশ বাক্যে মহারা-
"জের কর্ণকুহর একেবারে জ্বলে পুড়ে রয়েছে, তা
"সে কর্কশ বাক্য আর শুনে কায নাই, আমি
"এখান থেকে যাই—সেই ভাল।
"রাজা। (সানুনয়ে) প্রিয়ে বাসবদত্তে! এবার
"ক্ষমা কর্‌ত্যে হবে—(চরণ-সমীপে পতন)।
"বাস। ওঠ ওঠ নাথ!—সে কি? যে অতি নির্ল-
"জ্জা মেয়ে যে তোমার মন জেনে আবার তোমার
"উপর রাগ করে; তা তুমি এখানে আহ্লাদ আ-
"মোদ কর—আমি চল্যেম। কাঞ্চনমালা আয়-
"লো—আয় আমরা যাই।
("বাসবদত্তা ও কাঞ্চনমালার প্রস্থান)।
"বিদূ। (স্বগত) আঃ রাম বল—আপদ গেল, মাগী
"যেন অকালের বাদ্‌লা, ক্ষণকালের জন্যে এসে
"সকলকে একেবারে ব্যতিব্যস্ত কোরে গেল।
"রাজা। মহিষি! ক্ষমা কর, ক্ষমা কর।
"বিদূ। (সহাস্যমুখে) মহারাজ! ও কি হচ্যে?
"রাজমহিষী ত এখানে নাই, তিনি যে গেছেন,
"তবে আপ্‌নি আর অরণ্যে রোদন কেন করেন্?
"রাজা। কি? গেছেন্? (উঠিয়া) আঃ দয়া
"কোরে গেলেন না?
"বিদূ। (সহাস্যমুখে) দয়া আর না কোরে গে-
"লেন কেমন কোরে? মারেন নাই এই যথেষ্ট।"

এই ঘটনার পর আশ্চর্য্য পতিভক্তি ও ভদ্রতার পরবশ হইয়া রাণী কহেন "সখি! কর্ম্মটা বড় ভাল হয় নি, রাজা পায় পর্য্যন্ত পড়ে ছিলেন, —তবুও রাগ কোরে এসেছি তা চল বরং তাঁর কাছে যাই। আহা! আমার নিমিত্তে কাতর হয়ে না জানি কি কচ্যেন—চলযাই একবার দেখি গে।" এই কথা কহিয়া তিনি রাজার নিকট আগমন করত সুনিলেন রাজা সাগরিকাকে নানা প্রকারে কহিতেছেন; "প্রিয়ে বাসবদত্তাকে যে প্রিয় কথা কহি, সে যে রুষ্ট হইলে তাহার পায়ে পড়ি, "আহা তুমি কাঁপিতেছ" ইত্যাদি যাহা কহি, সে সকলই আমাদের সম্বন্ধানুরোধে হয়, প্রেমের অনুরোধে নহে।" এই বাক্য শ্রবণ করিয়াও বাসবদত্তা এই মাত্র কহিলেন, "হে মহারাজ, এই কথাই তোমার উচিত বটে?" এবং তৎপরে রাজা চরণে পতিত হইলে কহেন, "আর্য্যপুত্র, উত্থান কর, উত্থান কর। আর জ্ঞাতির সেবাস্বরূপ দুঃখ ভোগ করি-বার প্রয়োজন কি?" ঐ অবস্থায় একথা যথার্থ মহদ্ ভিন্ন অন্য ব্যক্তির মুখে আসিতে পারে না। শ্রীহর্ষ এই ভাবের প্রয়োগে আপন-গ্রন্থের যথার্থ গরিমা সংস্থাপিত করিয়াছেন।

ধনিগণের গৃহস্বামিনীর প্রিয়া কুটিলা দাসী যে প্রকার হইয়া থাকে কাঞ্চনমালায় তাহার

কিঞ্চিন্মাত্র অন্যথা নাই; মনে করিবা মাত্র অল্প বয়স্ক অনেকেই জীবিতা তাদৃশী দাসীর মনন করিতে পারেন, যেহেতু জীবনযাত্রায় অনেকেই তাদৃশী সহচরী দেখিয়াছেন। বাল্মীকি ঋষি এই প্রকার দাসীর আদর্শস্বরূপে মন্থরার বর্ণন করেন; এবং তাঁহার অনুকরণে ভারতচন্দ্র সাধী ও মাধীর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। কাঞ্চনমালা মন্থরার তুল্যা নহে, কিন্তু কদাপি সাধী মাধীর পশ্চাদ্গামিনী হইবেক না। যৌগন্ধরায়ণ মুদ্রারাক্ষসোক্ত রাক্ষসের প্রতিরূপ, কিন্তু অবকাশাভাবে তাঁহার ক্ষমতা সুপরিব্যক্ত হয় নাই। নাটিকোক্ত অপর ব্যক্তিরা সকলেই আপন আপন কর্ত্তব্যে সুপারদর্শী; কাহারও কোন ত্রুটি হয় নাই; পরন্তু তাহাদের কর্ত্তব্য অধিকও নহে দুষ্করও নহে, সুতরাং তদ্বর্ণনে গ্রন্থকারের কোন বিশেষ আয়াসের প্রয়োজন হয় না, অতএব গ্রন্থের দোষগুণের আলোচনায় তাহার উল্লেখ বিশেষ আবশ্যক নহে; এইপ্রযুক্ত আমরা তর্করত্ন মহাশয়কে সুচারুবঙ্গীয় রত্নাবলীর নিমিত্ত ধন্যবাদ করত এই স্থলে এ প্রস্তাবের উপসংহার করিলাম।

কণিকাসমুচ্চয়।

বিড়ালচক্ষুতে ঘটিকাযন্ত্র।

চীনদেশের ইতরলোকদিগের মধ্যে কালনিরূপণের এক রহস্যজনক উপায় আছে, তাহার শ্রবণে ঘটিকাযন্ত্র নির্ম্মাণকারিদিগকে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। আবি হুক্ সাহেব লেখেন যে তিনি কোন ক্ষেত্রের নিকট চীন জাতীয় এক বালককে মেষ চারণ করিতে দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, এখন কি বেলা দুই প্রহর হইয়াছে?" তাহাতে ঐ বালক প্রথমতঃ গগণমণ্ডলে দৃষ্টিক্ষেপ করিল, কিন্তু সূর্য্য ঘোরতর মেঘে আবৃত ছিলেন, সুতরাং কোন নিশ্চয় উত্তর করিতে না পারিয়া, ত্বরায় নিকটহইতে এক বিড়াল আনিল, এবং তাহার চক্ষুঃ উন্মীলিতকরণ-পূর্ব্বক বলিল, "না এখনও দুই প্রহর হয় নাই।" হুক্ সাহেব বিড়ালচক্ষুতে বেলা নিরূপণের কোন নিগূঢ় তত্ত্ব স্থির করিতে না পারিয়া কতিপয় খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বি চীনদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, "তোমরা কিরূপে বিড়ালের চক্ষু দেখিয়া সময় নিরূপিত করিতে পার?" তাহারা এই প্রশ্নের সদুত্তর করিবার নিমিত্ত কএকটী বিড়াল ধরিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিল, এবং যে প্রকারে বিড়ালের চক্ষুতে ঘটিকাযন্ত্রের কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে তাহা প্রত্যক্ষ দর্শাইল। উহার বিশেষ এই যে বিড়ালের চক্ষুঃপুত্তলিকা প্রাতঃকালহইতে দুই প্রহরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইয়া পরে ঠিক দুই প্রহর হইলে কেশ সদৃশ সূক্ষ্ম হয়, ও চক্ষুর এক কোণহইতে অন্য কোণ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত থাকে। অপর দুই প্রহর অতীত হইলে ঐ কেশবৎ সূক্ষ্ম চক্ষুঃপুত্তলিকা ক্রমশঃ প্রশস্ত হইতে আরব্ধ হয়।

চীনদেশীয়-বিবাহ-সম্বন্ধীয় উপঢৌকন ও রীতি।

চীনজাতীয়দিগের মধ্যে বিবাহের পূর্ব্বে বর ও কন্যায় সাক্ষাৎ হইবার রীতি নাই; সুতরাং বর ভাবি স্ত্রী সুন্দরী কি কুৎসিতা তাহার নিরূপণ করিতে পারে না। পরন্তু কন্যাকর্ত্তারা তাঁহাকে তদ্বিষয়ে অনেককাল সন্দিগ্ধ রাখেন না; সম্বন্ধ স্থির হইলেই বরের নিকট কন্যার পাদুকা পাঠাইয়া দেন। এই উপঢৌকনে পাঠকবৃন্দ সহসা বিস্ময়ান্বিত হইতে পারেন; কিন্তু তাঁহাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে চীন জাতীয়েরা ক্ষুদ্রপদের অনুরাগে যে স্ত্রীর যত ক্ষুদ্র পদ তাহাকে ততই সুন্দরী জ্ঞান করে; সুতরাং বিবাহের পূর্ব্বাহ্ণে

কন্যাকর্ত্তৃক উপানহৎ প্রদানে তাহার সৌন্দর্য্যের প্রমাণ ব্যক্ত করা হয়।

অপর বিবাহের পূর্ব্বে যে প্রকারে অদ্ভুত উপঢৌকন দেওয়া যায়, বিবাহের আধিবাসিকও তদ্রূপ। মধ্যবর্ত্তি সামান্য লোকেরা অভিনব কুটুম্বের বাটীতে হৃষ্টপুষ্ট শূকর, শুষ্কমৎস্য, হংস ও নানাবিধ আচার পাঠাইয়া তত্ত্ব করেন।

চীনজাতির বিবাহের আসন চৌকী, এবং দান সামগ্রীর মধ্যে সুদৃশ্য বংশপিঞ্জর বদ্ধ শূকর, কুক্কুট, মদ্য ও নানাবিধ আচারই উল্লেখিতব্য।

আমাদিগের দেশে কন্যার বাটীতে আসিয়া বর পাণিগ্রহণ করিয়া থাকেন; চীনদিগের মধ্যে তাহার বিপরীত। কন্যা বরের বাটীতে গিয়া বিবাহ নির্ব্বাহিত করেন। এই রূপ প্রথা সাঁওতালদিগের মধ্যেও প্রচলিত আছে।

ভেক-পূজা।

পৃথিবীর সভ্য বা অসভ্য সকল জাতীয়ের মধ্যে কোন না কোন প্রকার বৃক্ষ, লতা বা পশু পক্ষ্যাদির পূজা করিবার প্রথা ছিল, এবং অদ্যাপিও অনেক জাতীয়দের মধ্যে ঐ রূপ প্রথা প্রচলিত আছে। দক্ষিণামেরিকাখণ্ডে কিউমেনা নামে এক নগর আছে; তথাকার মনুষ্যেরা পূর্ব্বে ভেক-পূজা করিত। তাহাদিগের বোধে ভেক সমস্ত জলধির অধিপতি। ঐ বোধে পাছে ভেক নষ্ট করিলে তাহার শাপে কোন প্রকার অশুভ ঘটনা ঘটে, এই নিমিত্ত তাহারা ভেককে দেবতাভাবে পূজা করিত, তাহার প্রতি যথেষ্ট স্নেহ প্রকাশ করিত, এবং তাহার নিকট বিবিধ শুভ ফলের প্রত্যাশা করিত। অপর তাহারা যখন কোন প্রকার বিপদে পড়িত বা খাদ্যদ্রব্যাদির অনাটন অথবা অনাবৃষ্টি হইত, তখন ভেক ধ্বনি করিলে বিপদোদ্ধার হইবেক মনে করিয়া ভেককে জলপূর্ণপাত্রে রাখিয়া তাহাকে বেত্রদ্বারা প্রহার করিত।

সুমিষ্ট চার।

প্রস্তাবিত জাতীয়দিগের মধ্যে অপর একটী কৌতুকাবহ প্রথা প্রচলিত আছে। তাহারা কোন পশু শিকার করিলে তাহাকে বধ করিবার পূর্ব্বে এই মনে করিয়া তাহার মুখে কএক বিন্দু জনারের মদ্য দিত যে তাহার জীবাত্মা শিকারীর হস্তে যে সুখাদ্য পাইয়াছে তাহা স্বজাতীয় অপর পশুদিগের মধ্যে প্রচারিত করিয়া দিবেক, এবং সেই বাক্যে মুগ্ধ হইয়া অন্য পশুরাও শিকারিদিগের নিকট ঐ স্নেহের চিহ্ন পাইবার প্রত্যাশা করিবেক।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

৫ পর্ব্ব] শকাব্দা ১৭৭৯, জ্যৈষ্ঠ। [৫০ খণ্ড

ইক্ষু, বীটপালঙ্গ, আলু, কাষ্ঠচূর্ণ, গলিতবস্ত্র প্রভৃতি বস্তুহইতে

চীনী বানাইবার প্রকরণ।
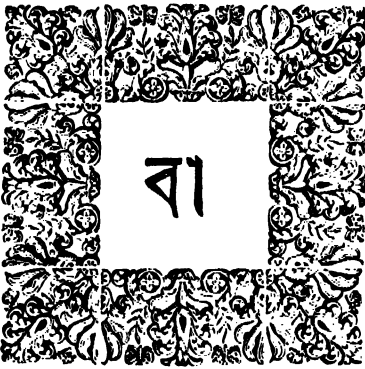
বাণিজ্য-বিষয়ক রীতি ও ব্যবহার্য্য-দ্রব্য প্রস্তুত করিবার প্রথা প্রস্তাব রচনায় উপাদেয় পদার্থ নহে। অন্নব্যঞ্জন আহার করিতে প্রচুর সুখের অনুভব হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই; কিন্তু পাকশালায় সেই অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করণের প্রক্রিয়া দর্শন করিলে যেমত সে সুখের কণামাত্রও অনুভূত হয় না, বাণিজ্য বিষয়ক রীতি ও ব্যবহার্য্য-দ্রব্য প্রস্তুত করিবার প্রথাও প্রস্তাবরচনাবিষয়ে তদ্বৎ। অপর, যে প্রকার সুপাক না হইলে ভোজনের সুখ সম্ভবে না, সেই প্রকার ঐহিক সুখসম্ভোগের আদি কারণ বাণিজ্য-ব্যবসায়; তদভাবে কোন মতে আমাদিগের সম্ভোগস্পৃহা চরিতার্থ হইতে পারে না। কার্পাসের পরিষ্কৃতীকরণ, সূত্রপ্রস্তুতীকরণ, ও বস্ত্রবপন রম্য ব্যাপার নহে; পরন্তু তদ্ভিন্ন সুকোমল সুচিত্রিত ও অদ্বিতীয়খ্যাতিসম্পন্ন ঢাকাই বস্ত্র প্রাপ্তব্য হয় না। রজকের ব্যবসায় অতীব জঘন্য, কিন্তু কি নিয়মে সূত্র শুক্ল হয় তাহা না জানিলে আমাদিগের ঢাকাই বস্ত্রের কি পর্য্যন্ত দুর্গতি না হইত? স্বর্ণকার মণিকার কর্ম্মকার সূত্রধার প্রভৃতি সকল ব্যবসায়িরই কর্ম্ম ক্লেশপ্রদ ও অরমণীয়; অথচ তদ্বিরহে আমরা ঐহিক নানা সুখে বঞ্চিত হই। আশু বোধ হইতে পারে, চিত্রকারের ব্যবসায় তাহার চিত্রের ন্যায় সুরম্য হইবেক; কিন্তু যিনি ইষ্টকচূর্ণ ও রঙ্গচূর্ণ ও তৈল-মলায় প্রচ্ছন্ন চিত্রকারকে দেখিয়াছেন তাঁহার আর সে ভ্রম থাকিবেক না। বাণিজ্যও এই প্রকার; তদ্বারা যে অপরিমেয় অর্থের উপার্জ্জন হইতে পারে তাহা মনে করিলে, বাণিজ্যকে কুবেরের ভাণ্ডার বলিলে বলা যায়; অপর তাহার সাহায্যে আমরা যে কত প্রকার উপাদেয় দ্রব্য প্রাপ্ত হই তাহার নির্ণয় করাই দুঃসাধ্য। শাল, ঢাকাইবস্ত্র, বনাত, মখ্‌মল, সাটিন, প্রভৃতি সুচারু দ্রব্যসকল কেবল বাণিজ্যের সাহায্যেই কলিকাতায় আনীত হইয়া থাকে; অথচ বাণিজ্য কার্য্যের যাতনা অনুভূত করিলে কি পর্য্যন্ত বিষণ্ন না হইতে হয়? আমাদিগের প্রস্তাবিত চীনীর পক্ষে এই আপত্তি সর্ব্বতোভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে। চীনীর মাধুর্য্য গুণ সকল মনোহর পদার্থের আদর্শ; তুলনা-করণ-সময়ে প্রায়ঃ সকল ইন্দ্রিয়ের পরিতোষণার্থে তাহার উল্লেখ হইয়া থাকে। মধুর আস্বাদ প্রসিদ্ধই আছে। উত্তম বাক্যের প্রশংসায় সহৃদয় মনুষ্যেরা সুমধুর বাণীর উল্লেখ করেন; সঙ্গীতানুরক্তেরা মধুর গীত শ্রবণ করেন; রসিকেরা মধুর ঈক্ষণের নিগূঢ়

মনোহারিতার মনন করিয়া থাকেন; এবং কবিরা মধুর গন্ধ মধুর ভাব মধুর নয়ন মধুর বয়ান মধুর হাস্য মধুর লাস্য প্রভৃতি প্রায়ঃ সকল পদার্থেই মধুরাস্বাদন করিতে সর্ব্বদা অনুরক্ত আছেন। পরন্তু এবম্বিধ সুমধুর দ্রব্য প্রস্তুত-করণ-প্রথায় কিঞ্চিন্মাত্র রম্যতা অনুভূত হয় না। হলকর্ষণ, গুল্ম্যারোপণ, জলসেচন, কাণ্ডনিষ্পীড়ন, রসপাককরণ কিছুই মনোহর কার্য্যমধ্যে গণ্য নহে। তাহার বর্ণনায় যে প্রস্তাবের সৌন্দর্য্য সিদ্ধ হইবেক তাহাতে আমাদিগের প্রত্যাশা নাই; পরন্তু চীনী যে কি পর্য্যন্ত প্রয়োজনীয় পদার্থ তাহা অনায়াসে নির্ণীত করা সুকঠিন; অতএব তাহার উপলক্ষে একটি নীরস প্রস্তাবের আশঙ্কা করা কোনমতে বিবেচনাসিদ্ধ নহে।

মনুষ্যেরা আদিমাবস্থায় চীনী পরিজ্ঞাত ছিল না; তাহার পরিবর্ত্তে লোকে মধুরই ব্যবহার করিত। ইউরোপখণ্ডে ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে লোক মধুদ্বারা রসনা সার্থক করিত, অনেকেই শর্করার আস্বাদন করে নাই। চা পান করিবার রীতি প্রবল হইবাতেই বিলাতে চীনীর সমাদর বর্দ্ধিত হয়; এবং তদবধি প্রতিবৎসর অপেক্ষাকৃত অধিক মাত্রায় চীনী বিলাতে নীত হইতেছে। সম্প্রতি কেবল ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ড প্রদেশে এক-বৎসরের মধ্যে ৯৯,০৩,৫৭৭।। মন চীনী নীত হইয়াছিল, তাহার মূল্য অল্পতঃ দ্বাদশ কোটি টাকার ন্যূন হইবেক না। ভারতবর্ষের আবাল-বৃদ্ধ সকলেই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ চীনী বা গুড় ভক্ষণ করিয়া থাকেন; তাহার পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিলে পঞ্চাশৎ লক্ষ মনের অধিক হইবেক, সন্দেহ নাই। তদ্ভিন্ন আমরা এক বঙ্গপ্রদেশহইতে গত বর্ষে ১৭,৭৫,৩২৩ মন শর্করা বিদেশীয়দিগকে বিক্রয় করত ১,৯৬,৪৯,৩৪৮ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছি। যে বস্তুদ্বারা বার্ষিক এতাদৃশ মুদ্রা উৎপন্ন হয় তাহা কোনমতে অনাদরণীয় হইতে পারে না; অতএব এতদুপলক্ষেও আমরা এ প্রস্তাবে যথা-যোগ্য স্থান সমর্পিত করিতে পারি।

জীব ও উদ্ভিদ্ এই উভয় জাতীয় পদার্থ হইতেই শর্করা উৎপন্ন হয়; পরন্তু বাণিজ্যার্থে জীব-দেহ-জাত চীনীর পরিবর্ত্তে উদ্ভিজ্জজাত চীনী অধিকব্যবহৃত হইয়া থাকে। জীবজ চীনীর মধ্যে গো দুগ্ধে যে চীনী প্রস্তুত হয়, ঔষধবণিকেরা তাহা বিক্রীত করিয়া থাকে, পরন্তু তাহার বাণিজ্যের বহুল প্রচার নাই।

উদ্ভিজ্জজাত চীনী জাতিবিশেষে বৃক্ষের সর্ব্বাবয়বে প্রাপ্ত হওয়া যায়। মান্না-নামক প্রসিদ্ধ মিষ্ট দ্রব্য বৃক্ষবিশেষের পত্রে উৎপন্ন হয়। শকরকন্দ আলু এবং বীটপালঙ্গের মূলেতে শর্করার অবস্থিতি; এবং পুষ্পের মিষ্টপদার্থ প্রসিদ্ধই আছে। ফলের সুস্বাদুতা শর্করাহইতেই প্রায়ঃ উৎপন্ন হয়; এবং খর্জ্জুর ও ইক্ষুর কাণ্ডহইতে শর্করা নিঃসৃত করা যায়। এতদ্ভিন্ন শুষ্ককাষ্ঠে ও গলিতবস্ত্রেও অনেক শর্করা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; পরন্তু তৎ সমুদায় বাণিজ্যার্থে যে সকল চীনী প্রস্তুত হয় তাহার আকর নহে।

কাণ্ডজাত শর্করাই বাণিজ্যের প্রধান উপযোগী। তাহা রসায়ন বিদ্যাব্যবসায়িকর্ত্তৃক তিন জাতীয় বলিয়া নির্ণীত হয়। তন্মধ্যে
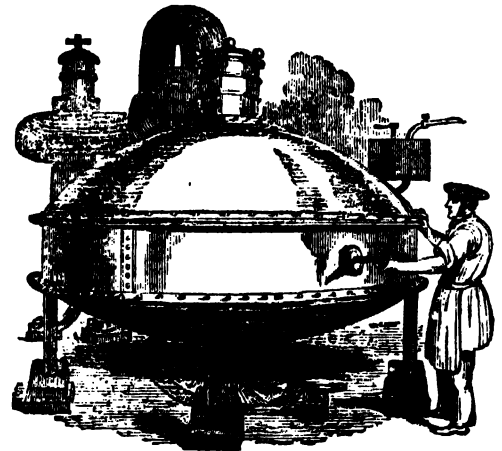
[বায়ুশূন্য পাকপাত্র বিবরণ ২৯ পৃষ্ঠায় দেখ।]

এক প্রকার মিষ্ট পদার্থকে জলে মিশ্রিত করিয়া

বিশেষ প্রক্রিয়াদ্বারা মদিরারূপে পরিণত করা যাইতে পারে; এবং অপর প্রকার পদার্থ মদিরারূপে পরিণত হয় না। অপর যে সকল শর্করা মদিরারূপে পরিণত হইয়া থাকে তাহার কিয়দংশ দানা রূপে পরিণত হয়; এবং অবশিষ্টে তাদৃশ দানা হয় না। এই তিন প্রকার পদার্থই যথার্থ শর্করা, এবং তাহাদের আদিম পদার্থ তুল্য। তাহাদিগকে দগ্ধ করিলে প্রত্যেক-প্রকার পদার্থহইতে দ্বাদশ ভাগ কয়লা, ১১ ভাগ হাইড্রোজন্ বায়ু, এবং ১১ ভাগ অক্সিজিন বায়ু নিঃসৃত হয়। যে শর্করায় মদিরা জন্মে না, তাহার প্রধান দৃষ্টান্ত মান্নানামক পদার্থ; অতএব মদ্যাপ্রদ চীনীকে মান্নার চীনী শব্দে কহা যাইতে পারে। যে চীনী দানারূপে পরিণত হয় না, তাহাকে শাস্ত্রে "সিতাদি" * শব্দে কহিয়া থাকে; তাহার সামান্য নাম "সোট।" দানাহওনশীল চীনীর প্রসিদ্ধ নাম শর্করা। এই প্রস্তাবে আমরা ঐ প্রসিদ্ধ নামত্রয়ের অবলম্বন করিব।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে চীনীর প্রধান আকর বৃক্ষকাণ্ড; তন্মধ্যে ইক্ষু † ও খর্জ্জূর বৃক্ষই মুখ্য। ঐ উভয় বৃক্ষই পাঠকবর্গের সুপরিগোচর আছে; অতএব তদ্বিষয়ে বাক্যব্যয়ে পণ্ডশ্রম হইবেক; পরন্তু ইক্ষুসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে তাহাতে এবং সামান্য তৃণে বিশেষ ভেদ নাই। বংশ, শর ইক্ষু এবং তৃণ এই সকলেই এক শ্রেণীভুক্ত, এতৎ প্রযুক্ত অমরাভিধানে বংশকে তৃণমধ্যে নির্ণীত করা হইয়াছে, এবং ইক্ষুপর্য্যায়ের মধ্যে মধুতৃণ এবং গুড়তৃণ সুপ্রসিদ্ধ আছে।

* আম্র, তাল, বকুল, কদম্ব, কদলী, দ্রাক্ষা, প্রভৃতি ফলজাত চীনি দানারূপে পরিণত হয় না, সুতরাং তৎসমুদায় সিতাদি নামে প্রসিদ্ধ।

† ইক্ষুর পর্য্যায় ইক্ষুর, ইক্ষুকাণ্ড, ইক্ষুদণ্ড, মধুযষ্টি, মধুতৃণ, গুড়দণ্ড, গুড়দারু, গুড়তৃণ, রসাল, মহাক্ষীর, বিপুলরস, অসিপত্র, পয়োধর, মৃত্যুপুষ্প, এবং জাতিভেদে পুণ্ড্র, পৌণ্ড্র, কান্তারক এবং খণ্ড।
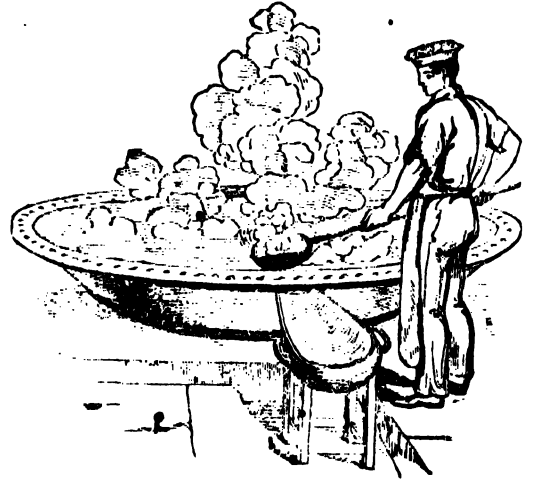
[চীনীপাক করিবার কটাহ।]

ইক্ষু চাষের যে প্রণালী এতদ্দেশে প্রচলিত আছে তাহা নিতান্ত নিন্দনীয় নহে; পরন্তু ওএষ্ট-ইণ্ডিস্ প্রদেশে যে নিয়ম প্রসিদ্ধ আছে তাহার তুলনায় আমাদিগের নিয়ম অধম ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ওএষ্ট-ইণ্ডিস্ প্রদেশে ইক্ষুর এক২ ঝাড়ে ৩০, ৪০, বা ৫০ গাছি করিয়া ইক্ষুদণ্ড থাকে, এবং তৎসমুদায় একত্রে শুষ্ক পত্রদ্বারা বদ্ধ থাকায়, তাহা সহসা ভাঙ্গিয়া পড়ে না; অথচ প্রত্যেক ঝাড় ৩—৪ বা ৫ হস্ত অন্তরে রোপিত হওয়াতে মধ্যে মনুষ্যের যাতায়াতের পথ থাকায় অনায়াসে তলহইতে দুষ্ট তৃণ দূরীকৃত করা যাইতে পারে, এবং ইক্ষু সকল অক্লেশে আপন শ্বাসকর্ম্ম নিষ্পন্ন করিয়া উত্তম পুষ্ট হয়; অনেক ইক্ষু একত্রে ঘন হইয়া থাকিলে তাদৃশ পুষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। এই সদুপায়ের অবলম্বনে তথা ক্ষেত্রের উত্তমরূপে খনন, তাহাতে প্রচুর সার-প্রদান, ইক্ষুতল শুষ্কপত্রে আচ্ছাদন ও যথাযোগ্য জলসেচনে ওএষ্টইণ্ডীয় কৃষকেরা এক ক্ষেত্রহইতে ক্রমাগত ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত ইক্ষু সমাহরণ করিতে থাকে। এতদ্দেশের প্রথানুসারে চাষ করিলে এক ক্ষেত্রে তিন বৎসরের অধিক ফলভোগ করা যাইতে পারে না।

সে যাহা হউক, যে কোন প্রকারে ইক্ষু সুপুষ্ট হইলে তাহার ছেদন করত নিষ্পীড়ন করাই চীনী বানাইবার প্রথম কর্ম্ম; তদর্থে এতদ্দেশে কাষ্ঠের নিষ্পীড়ক যন্ত্র ইক্ষুযন্ত্র বা ইক্ষুচক্র নামে প্রসিদ্ধ আছে। তাহাতে ইক্ষুর পাঁচ অংশের তিন অংশ রস নির্গত হয়; অবশিষ্ট দুই অংশ রস নিষ্পীড়িত ইক্ষুতে সংলগ্ন থাকে; সুতরাং বৃথা নষ্ট হয়। এই অপচয়ের নিবারাণার্থে বিলাতে নানাবিধ লৌহ যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে। তাহাতে ইক্ষু নিষ্পীড়িত করিলে অধিকতর রস নিঃসৃত হইয়া থাকে। অপর বারেক নিষ্পীড়িত ইক্ষুকে জলে ভিজাইয়া পুনর্নিষ্পীড়িত করিলে ততোধিক শর্করাপূর্ণ রস পাওয়া যাইতে পারে।

রস নিষ্পীড়িত হইবামাত্র অবিলম্বে তাহা পাক করা আবশ্যক। তন্নিমিত্ত এতদ্দেশে মৃৎপাত্রই ব্যবহৃত হইয়া থাকে; কিন্তু লৌহ বা তাম্রপাত্র তদপেক্ষায় প্রশস্ত। ঐ পাত্রে পাক-করণ-সময়ে ইক্ষুরসে কিঞ্চিৎ চূর্ণ দিলে রসের মলা সকল গাদস্বরূপে পৃথক্ হইয়া রস পরিষ্কৃত হয়; এবং ঐ রস যথাযোগ্য ঘনীভূত হইলেই গুড় প্রস্তুত হইল। ঐ গুড়ের পরিমাণ সর্ব্বদা তুল্য হয় না। ইক্ষু নিষ্পীড়নের পর যত শীঘ্র রস পাক করা যায় ততই গুড় অধিক হয়, বিলম্ব হইলে শর্করার ভাগ অল্প ও সোটের ভাগ অধিক হয়। অপর উত্তাপের আধিক্য না হয় এবিষয়ের সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য; নচেৎ অধিক তাপে সমস্ত শর্করা চাটা হইয়া যাইতে পারে। অধিকন্তু পাককরণসময়ে সর্ব্বদা বিলোডন করিলেও ঐ দোষ সম্ভবে। তন্নিবারণার্থে কেহ কেহ ইক্ষুরসে যৎকিঞ্চিৎ সল্ফিউরস্ আসিড্ অথবা বাইসল্ফিট্ অফ্ লাইম্ নামক পদার্থ মিশ্রিত করিলে রস শীঘ্র নষ্ট হয় না। কেহ কেহ মাজু ফলের পাচন কিঞ্চিৎ দিতে অনুরোধ করিয়াছেন; কারণ তাহাতে ইক্ষুরসের মলা অনায়াসে পৃথক্ হইতে পারে।

গুড় হইতে চীনী বানাইবার নিমিত্ত তিন প্রক্রিয়ার প্রয়োজন; প্রথম, তাহার মলা পৃথক করণ; তাহাকে এতদ্দেশে গাদকাটান শব্দে কহে; দ্বিতীয়, তাহার বর্ণ পরিশুদ্ধি করণ; এবং তৃতীয় শর্করা-হইতে সোটের পৃথক্ করণ।

এতদ্দেশে গুড় প্রস্তুত হইলে তাহার সোট পৃথক্ করত খাঁড়ের উপর পাটা নামক জলজ তরু সপ্তাহ রাখিলে খাঁড়ের মলা পরিষ্কৃত হয়; পরে তাহা কিঞ্চিৎ পাক করিলেই চীনী প্রস্তুত হইল। ওএষ্ট ইণ্ডিস্ প্রদেশের অনেক স্থানে তদ্বিপরীতে ইক্ষুরস হইতে এক কালেই চীনী প্রস্তুত হয়। লোকে বিলাতে গুড় বা খাঁড়হইতে যে পরিষ্কৃত চীনী প্রস্তুত করে তাহা তদ্দেশে “লোফ সুগর” নামে প্রসিদ্ধ; এখানে তাহা ওলার সদৃশ। ফলতঃ তাহা ওলা, কেবল অবয়বে পৃথক্; ওলা গোলাকার এবং লোফ সুগর কন্দের ন্যায়। এতদ্দেশে যাহাকে দোবারা চীনী কহে তাহা লোফ সুগরের প্রায়ঃ তুল্য; তবে তাহার প্রস্তুত করণে কোন যন্ত্রের ব্যবহার নাই; মৃৎপাত্র ও পাটা নামক উদ্ভিদ্ তথা কএকটা বংশের ঝুড়ীদ্বারাই সকল কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়।

বিলাতি পরিশুদ্ধ চীনী প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ এক বৃহৎ লৌহপাত্রে গুড় গুলিয়া তাহা বাষ্পদ্বারা উত্তপ্ত ও প্রকৃষ্টরূপে বিলোড়িত করিতে হয়; তাহাতে মৃদুতাপে শর্করা সোটরূপে পরিণত হইতে পারে না, অথচ মলা সকল পৃথক্ হইয়া লঘু অংশ জলের উপরে উত্থিত হয় এবং গুরু অংশ তলে পড়িয়া যায়। পূর্ব্বে এই পৃথক্ করণের নিমিত্ত উত্তপ্ত গুড়ের রসে গো শোণিত দিবার রীতি ছিল। এতদ্দেশে তদন্যথায় দুগ্ধ বা হংসের অণ্ড দিয়া মলা পরিষ্করণকার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। ঐ গাদকাটানর সময় কিঞ্চিৎ চূর্ণের

জল দিয়া গুড়ের ঈষদ্ অম্লত্ব নষ্ট করা কর্ত্তব্য; নতুবা উত্তম শর্করা প্রস্তুত হয় না।

এতদ্দেশে গাদ-কটান-প্রক্রিয়াতেই শর্করার বর্ণ পরিষ্কৃত হয়; বিলাতে তদর্থে অপর এক প্রক্রিয়ার অবলম্বন করা হইয়া থাকে। পরীক্ষাদ্বারা নিরূপিত হইয়াছে যে অঙ্গারের রেণুর মধ্যদিয়া উদ্ভিদ্ পদার্থ ছাঁকিলে তাহার বর্ণ বিলুপ্ত হয়; এবং কাষ্ঠের অঙ্গার অপেক্ষা অস্থির অঙ্গারে ঐ কার্য্য বিশেষ সত্বরে ঘটিয়া থাকে। এই প্রযুক্ত গুড়ের রস যথাযোগ্য উত্তপ্ত ও বিলোড়িত হইলে পর তাহা ছাঁকিবার নিমিত্ত এক পাত্রে বস্ত্র ও ফ্লানেলবিস্তৃত করত তদুপরি দগ্ধাস্থ্যঙ্গার-চূর্ণ সংস্থাপিত করিয়া তদুপরি নিক্ষিপ্ত করিতে হয়। তাহাতে রসের মলীন বর্ণ এককালে বিনষ্ট হইয়া শর্করা শুক্লবর্ণ হইয়া উঠে *। এতদ্দেশে এই বিবরণ বিজ্ঞপ্ত না থাকা প্রযুক্ত লোকে অনেক দিবসপর্য্যন্ত জনরব করিয়াছিল যে শুষ্ক চীনীতে অস্থিচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ইংরাজেরা হিন্দুদিগের ধর্ম্ম নষ্ট করণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অথচ যে চীনীর পরিশুদ্ধির নিমিত্ত অস্থি ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহা অত্যন্ত দুর্মূল্য; এই প্রযুক্ত তাহা অদ্যাপি হিন্দুরা ব্যবহার করে নাই। অপর এতদ্দেশে দগ্ধাস্থ্যঙ্গার ব্যবহৃত না করিয়া সামান্য কাষ্ঠের অঙ্গারে অনায়াসে অভীষ্ট সিদ্ধ করা যাইতে পারে।

রস উত্তমরূপে পরিষ্কৃত হইলে তাহার পুনঃ পাক করিতে হয়; যে হেতু ছাঁকিবার সময় শর্করার রস অত্যন্ত তরল থাকে; সেই তরলতা বিনষ্ট না করিলে শর্করার দানা বান্ধিতে পারে না। ভারতবর্ষে এই পাককার্য্য মৃৎপাত্রেই সিদ্ধ হইয়া থাকে; কিন্তু তাহাতে গুরুতাপে অনেক শর্করা সোটরূপে পরিণত হইয়া ব্যবসায়িদিগের লাভের হানি করে। বিলাতে ঐ দোষের প্রতীকার-করণার্থে এক বৃহৎ তাম্রপাত্র বাষ্পদ্বারা উত্তপ্ত করত তন্মধ্যে রসের পাক করা হইয়া থাকে; এবং ঐ পাককরণসময়ে পাত্রস্থ বায়ু যন্ত্রদ্বারা শোষিত করিয়া লওয়া হয়। তাহাতে ঐ বায়ু-শূন্য-পাত্রে রস অল্প উত্তাপে পক্ব হইয়া অতিসুচারুরূপে দানাবিশিষ্ট হয়। এই বায়ু-শূন্য-পাকপাত্র এতদ্দেশে ব্যবহৃত হইলে ব্যবসায়িদিগের বিশেষ লাভজনক হইবে, সন্দেহ নাই; এই প্রযুক্ত তাহার আদর্শস্বরূপ অবয়ব ২৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত করা গেল। ভরসা করি এতদ্দেশীয় শর্করাকারেরা ইহার প্রতি মনোযোগ করিবেন।

বায়ু-শূন্য পাকপাত্রে শর্করা প্রয়োজনানুরূপ পক্ব হইলে তাহা এক বৃহৎ কটাহে † সিদ্ধ ও বিলোড়িত করিতে হয়; তাহাহইলেই চীনীর পাককার্য্য সিদ্ধ হইল।

অতঃপর শর্করার দানাহইতে সোট পৃথক্ করাই প্রধান কার্য্য। এতদ্দেশে তন্নিমিত্ত সুপক্ব শর্করা মৃৎপাত্রে ঢালিয়া তাহা কিঞ্চিৎ দৃঢ় হইলেই তদুপরি পাটানামক জলজতরু সংস্থাপনপূর্ব্বক পাত্রের তলভাগে কএকটা ছিদ্র খুলিয়া দেয়, এবং পাটা জলদ্বারা সিক্ত রাখে। এই প্রক্রিয়ায় পাটার জল শর্করাকে ধৌত করত সোটের সহিত তলভাগের ছিদ্রদ্বারা নির্গত হয়; এবং শর্করা সোটরহিত হইয়া পরিশুদ্ধ শুক্লরূপে পাত্রমধ্যে থাকে। পূর্ব্বকালে বিলাতে পাটার পরিবর্ত্তে একপ্রকার শুক্ল মৃত্তিকা জলে সিক্ত করিয়া শর্করা ধৌত করাহইত; এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে কটাহে শর্করা সুপক্ব হইলেই তাহা কন্দাকার লৌহপাত্রে ঢালা যায়; এবং এক দিবস কাল

* কয়লা কিয়দ্দিনের ব্যবহারে রসের মলায় মলীন হইলে, তাহা পুনর্দগ্ধ করিতে হয়; তাহা হইলেই তাহা নির্ম্মল হইয়া থাকে।

† ২৭ পৃষ্ঠায় এই কটাহের প্রতিরূপ দৃষ্ট হইবে।

তৎপ্রক্রিয়ার প্রণালী নিম্নস্থচিত্রে দৃষ্ট হইবে।

[কন্দে রস ঢালিবার ধারা।]

[কন্দের মূলকর্ত্তনের ধারা।]

তাহাতে শকরা থাকিয়া কিঞ্চিৎ দৃঢ় হইলে ঐ লৌহকন্দের তলভাগের ছিপি খুলিয়া ঐ পাত্র এক মৃৎকলসের উপর সংস্থাপিত করে; তদবস্থায় তাহা এক দিবস কাল থাকিলে তন্মধ্যস্থ অনেক সোট বহির্গত হয়, কিঞ্চিন্মাত্র অবশিষ্ট থাকে। ঐ অবশিষ্ট ভাগ নির্গত করাইবার নিমিত্ত কন্দের মুখোপরি কাদার ন্যায়; চীনী গুলিয়া দিতে হয়; পরে সময়ে সময়ে তদুপরি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিশুদ্ধ চীনীর পাতলা রস দিলে তাহা শর্করাকে ধৌত করিয়া সোটকে কন্দহইতে নির্গত করায়, এবং যে স্থানে সোট অবস্থিত ছিল তাহা শুক্ল শর্করায় পূর্ণ করে। পাটা, তৃণ বা শুষ্ক মৃত্তিকাদ্বারা শর্করা ধৌত করিলে ঐ শূন্য স্থান পূর্ণ করিবার উপায় থাকে না, সুতরাং কন্দ অদৃঢ় ও ফাঁপরা হয়।

কন্দস্থ শর্করা ধৌত হইলে পর অস্ত্রদ্বারা তাহার মলের অসমতা কর্ত্তন করা আবশ্যক;

ঐ কার্য্য সিদ্ধ হইলে পর দুই দিবস কন্দসকল মৃৎকলসের উপর রাখিতে হয়, তদনন্তর লৌহ কন্দের মূলে একটা কাষ্ঠদ্বারা দুই বার আঘাত করিলেই শর্করার কন্দ লৌহছাঁচহইতে পৃথক্ হয়; তখন তাহার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, কেবল অগ্রভাগে কিঞ্চিৎ সোট থাকা প্রযুক্ত মলিন বোধ হয়। সেই মলিনতা দূরীকরণার্থে কুন্দ নামক যন্ত্রে তাহার অগ্রভাগ ছেদিত করা কর্ত্তব্য। তদনন্তর ঐ কন্দ নীলবর্ণের কাগজে আবৃত করিলেই তাহা বিক্রয়ের উপযুক্ত হইল। এই দুই প্রক্রিয়ার ধারা জ্ঞাপনার্থে নিম্নে দুই চিত্র মুদ্রিত হইল। তদ্দৃষ্টে পাঠকবৃন্দ তাহার বিশেষ অবগত হইতে পারিবেন।

[কুন্দ যন্ত্রে কন্দের অগ্রচ্ছেদন।]

[নীলকাগজে কন্দের আবরণ।]

বিলাতের চীনী-পরিশোধনের ব্যাপার বর্ণিত করাতে অনেকের ভ্রম হইতে পারে যে এখানে যে প্রকার ইক্ষু বা খর্জ্জূরের রসে গুড় প্রস্তুত হইয়া থাকে, তদ্দেশেও তদ্রূপ হইয়া থাকে; বস্তুতঃ তাহা নহে। খর্জ্জুর ও ইক্ষু সমমণ্ডলের বৃক্ষ নহে, বিলাতে তাহা জন্মে না। গ্রীষ্মমণ্ডলের ভারতবর্ষ, চীনদেশ, মরিচদ্বীপ, পূর্ব্বদ্বীপব্যূহ, উত্তরামরিকার দক্ষিণভাগ, দক্ষিণামরিকার উত্তরভাগ, ওএষ্ট-ইণ্ডিসদ্বীপব্যূহ এবং স্থিরসমুদ্রের মধ্যভাগস্থ দ্বীপসকল ইক্ষুর জন্মভূমি; তদ্ভিন্ন অন্যত্র ইক্ষু অনায়াসে জন্মে না; সুতরাং এতদ্দেশহইতে গুড় না নীত হইলে বিলাতে চীনী প্রস্তুত হইতে পারে না। এই কারণবশতঃ ৫০ বৎসর হইল ফরাসিসদেশে চীনীর অত্যন্ত অনাটন হইয়াছিল। তৎসময়ে ইংরাজ ও ফরাসিসদিগের মধ্যে তুমুল বিবাদ উপস্থিত ছিল; পরস্পরের অনিষ্টকরণার্থে উভয়ে বাণিজ্যের জাহাজ দেখিলেই অপহরণ বা নষ্ট করিত; সুতরাং ভারতবর্ষাদি দেশহইতে প্রচুর চীনী ইউরোপ-খণ্ডে নীত হইতে পারিত না, এবং তদ্ধেতুক প্রজাবর্গের নিতান্ত ক্লেশহইতে লাগিল। ঐ ক্লেশের অপনয়নার্থে ফরাসিসদিগের রাজা নপোলিয়ন বোনাপার্ট সর্ব্বসাধারণকে বিজ্ঞাপন করেন যে যে ব্যক্তি ইউরোপ খণ্ডের কোন দ্রব্যহইতে অল্পব্যয়ে চীনী প্রস্তুত করিতে পারিবেক তাহাকে লক্ষ মুদ্রা পুরস্কার দিবেন। ঐ পুরস্কারের লোভে অনেক পরীক্ষাদ্বারা নানাবিধ দ্রব্যহইতে চীনী নিঃসৃত করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে বীটপালঙ্গ নামক শাকের মূলহইতে যে চীনী প্রস্তুত হয় তাহাই সর্ব্বাপেক্ষায় অল্পব্যয়ে সর্ব্বোত্তম হইয়াছিল। এই প্রযুক্ত তৎপ্রস্তুতকর্ত্তা অঙ্গীকৃত লক্ষ মুদ্রা প্রাপ্ত হয়। অধুনা বিলাতে ৫০,০০,০০০ মন চীনী বীটপালঙ্গহইতে প্রস্তুত হইয়া দেশীয়গণের সুখ সম্বর্দ্ধিত করিতেছে।

প্রস্তাবিত বীটপালঙ্গ এতদ্দেশের গাজরের ন্যায় মূলবিশিষ্ট, পরন্তু জাতিভেদে ঐ মূল গাজরাপেক্ষা অনেক বৃহৎ হইয়া থাকে। কথিত আছে যে কোন কোন জাতীয় বীট ১০-১২ শের পরিমিত হইয়াছে; পরন্তু সামান্যতঃ বীট অর্দ্ধশের বা এক শেরের অধিক হয় না। ঐ বীট সুপক্ব হইলে তাহা এক পীপার মধ্যে পূরিয়া ঈষদ্ উষ্ণ জলে ধৌত করিতে হয়। তাহাতে বীটের সংলগ্ন বালুকা-মৃত্তিকাদি মলা অপগত হয়। পরে তাহাকে অপর এক পীপার মধ্যে স্থাপিত করত যন্ত্রবিশেষদ্বারা কুরিয়া চূর্ণ করা আবশ্যক। তাহাহইলেই বীটচূর্ণ নিষ্পীড়িত করিবার উপযুক্ত হয়। ঐ নিষ্পীড়নকার্য্যের নিমিত্ত বিশেষ যন্ত্র আছে, পরন্তু যে কোন উপায়ে পিটাহইতে রস পৃথক্ করিলেই অভিপ্রেত সিদ্ধ হইতে পারে; কেবল ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে ইক্ষুরসাপেক্ষা বীটের রস শীঘ্র বিকৃত হইয়া যায়, সুতরাং নিষ্পীড়ন-কার্য্যের অবিলম্বে রস পাক করা কর্ত্তব্য; নচেৎ হানি হইবার সম্ভাবনা। রসের পাক কারণ সময়ে ইক্ষুরসের ন্যায় ইহাতে কিঞ্চিৎ চূণের জল দিয়া গাদ কাটাইতে হয়; পরে কাপড় ও কয়লায় ছাঁকিয়া

বায়ুশূন্য পাকপাত্রে পাক করত পূর্ব্বোক্ত নিয়মে দানা বান্ধাইলেই উত্তম চীনী প্রস্তুত হয়। ইক্ষুর চীনী প্রস্তুত করিতে হইলে যে পর্য্যন্ত আয়াসের প্রয়োজন ইহাতে তাদৃশ পরিশ্রমের আবশ্যক হয় না। অপর বীটের মূল শুষ্ক করিয়া রাখা যাইতে পারে; এবং ইচ্ছা ও অবকাশ মতে সেই শুষ্কবীটখণ্ডহইতে চীনী অনায়াসে প্রস্তুত হইতে পারে; ইক্ষুর ন্যায় এক সময়ে সমস্ত গুড় না বানাইলে অপচয়ের ভয় থাকে না। অধিকন্তু বীট সর্ব্বপ্রকার মাটিতে এক ক্ষেত্রে বহুকাল জন্মিতে পারে, সুতরাং তাহাতেও ইক্ষুহইতে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব সব্যবস্থ হয়, অতএব আমরা প্রত্যাশা করি যে এতদ্দেশীয় কৃষকেরা বীটের চীনী বানাইতে মনোযোগ করেন; তাহাতে তাঁহাদের অবশ্য শ্রম সফল হইবে।

বীটপালঙ্গের পরিবর্ত্তে এতদ্দেশে খর্জ্জূরের রসে চীনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। যদিচ তাহা ইক্ষুশর্করাহইতে অধম বটে, তথাপি তাহার পরিমাণ নিতান্ত অল্প নহে। বঙ্গদেশের পূর্ব্বাঞ্চলই তাহার প্রধান আধার, তদ্ভিন্ন অন্যত্র ইহার প্রাপ্তি হয় না।

মল্লদ্বীপে নারিকেলরসে গুড় ও চীনী প্রস্তুত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার পরিমাণ অত্যল্প, সুতরাং তাহা বাণিজ্যের উপযোগী নহে। বিলাতে মেপল নামক এক প্রকার কাষ্ঠহইতে চীনী প্রস্তুত হয়, কিন্তু তাহারও পরিমাণ অল্প। প্রস্তাবারম্ভে গোচীনীর উল্লেখ হইয়াছে; তাহা অনায়াসেই প্রস্তুত হইতে পারে। দুগ্ধের ছানা বানাইলে যে জল অবশিষ্ট থাকে তাহা পাক করিলেই চীনী উৎপন্ন হয়; পরন্তু তাহাও অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া প্রযুক্ত বাণিজ্যের উপকারক হইতে পারে না। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের উদ্যমে করাতের গুঁড়ায় এবং গলিত বস্ত্রে কতক শর্করা প্রস্তুত হইয়াছিল; কিন্তু প্রক্রিয়াসুসাধ্য না হওয়া প্রযুক্ত তাহা ইক্ষু চীনীর তুল্য মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে নাই; সুতরাং তাহাতে এ পর্য্যন্ত বাণিজ্যের সাহায্য হয় নাই। পরন্তু কাষ্ঠচূর্ণ ও গলিত বস্ত্র দুর্লভ নহে, এবং যথাযোগ্য প্রযত্নে প্রক্রিয়া সহজ হইতে পারে, অতএব কোন সময়ে ঐ নিষ্প্রয়োজনীয় পদার্থে আমাদিগের প্রিয় ভোজ্য সুপরিশুদ্ধ শর্করা প্রচুরপরিমাণে প্রস্তুত হইবার সম্ভাবনা আছে; এই প্রযুক্ত অধুনা যে প্রক্রিয়ায় উক্ত পদার্থহইতে চীনী প্রস্তুত হয় তাহার উল্লেখ করা অকর্ত্তব্য নহে। উক্ত পদার্থদ্বয় এক প্রক্রিয়ায় চীনীরূপে পরিণত হয়; অতএব তাহাদের পৃথগ্‌রূপে বর্ণন করিবার প্রয়োজন নাই। এই প্রক্রিয়ার নিমিত্ত এক সুশীতল পাত্রে বস্ত্রচীর বা কাষ্ঠচূর্ণ সংস্থাপিত করিতে হয়। পরে অতীব শীতল গন্ধক-দ্রাবক ক্রমে ক্রমে তদুপরি ঢালা আবশ্যক; তদনন্তর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া ঐ মিশ্রিত পদার্থে নির্ম্মল জল দিতে হয়, এবং তৎপরে বেরাইটা নামক মৃৎপদার্থ তদুপরি দিয়া কিঞ্চিৎ গন্ধক-দ্রাবক দিলে মিশ্র পদার্থের অনেক মলা পরিষ্কৃত হয়। অতঃপর জলীয় পদার্থ ছাঁকিয়া অগ্ন্যুত্তাপে তাহা গাঢ় করত তাহাতে কিঞ্চিৎ সুরানির্য্যাস প্রক্ষিপ্ত করিলে আরও কিঞ্চিৎ মলা পৃথক্ হইয়া শর্করা সুরানির্য্যাসে মিশ্রিত থাকে। পরে অতি মৃদুতাপে সুরা শুষ্ক করত অবশিষ্ট পদার্থে কিঞ্চিৎ ইথর নামক দ্রবদ্রব্য দিলে অবশিষ্ট সকল মলা পরিষ্কৃত হইয়া পাত্রতলে পরিশুদ্ধ শর্করা অবশিষ্ট থাকে। ঐ শর্করায় এবং ইক্ষুজাত শর্করায় কোন প্রভেদ দেখা যায় না।

কুঁচ বা গুঞ্জিকার মূলে, তথা জ্যেষ্ঠমধুর মূলে, কিঞ্চিৎ শর্করা আছে, কিন্তু তাহাতে বাণিজ্য হইবার উপায় নাই। গোলআলুহইতে তদপেক্ষায় ভূরি পরিমাণে শর্করা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। তদর্থে গোলআলুকে প্রথমতঃ পা-

লোহরূপে পরিণত করিতে হয়। পরে ৮০ পোয়া পালো দুই শের জল ও আদ কাচ্চা গন্ধকের দ্রাবক একত্রে মিশ্রিত করত ৩৪ ঘণ্টাকাল সিদ্ধ করা আবশ্যক, ও মধ্যে২ জলের হ্রাস হইলে পুনর্ব্বার জল দিয়া প্রথম পরিমাণ পূর্ণ রাখা কর্ত্তব্য। তদন্তর তাহাতে এক ছটাক কয়লা দিয়া দুই ঘণ্টা সিদ্ধ করিতে হয়। তৎপরে অর্দ্ধ ছটাক চূণ দিয়া এক ঘণ্টাকাল সিদ্ধ করত মিশ্রিত পদার্থ ঘন বস্ত্রে ছাঁকিয়া তরলভাগকে পুনঃ সিদ্ধ করিয়া চীনীর রসের ন্যায় ঘন করত এক শীতল পাত্রে অষ্টাহ রাখিলে তৎসমস্ত সোটের সহিত মিশ্রিত দানাবিশিষ্ট শর্করার রূপে পরিণত হয়। অন্যান্য পালোতে এই প্রকারে শর্করা হইতে পারে। এই সকল শর্করা অধুনা অল্প মূল্যে প্রস্তুত হয় না বলিয়া বাণিজ্যের পদার্থের মধ্যে গণ্য হয় নাই। পরন্তু পরীক্ষা দ্বারা সুপ্রক্রিয়া করিলে তাহা সাধারণের ব্যবহার্য্য হইবে, সন্দেহ নাই। যে সময়ে নেপোলিয়ন্ বোনাপার্ট ইউরোপ খণ্ডে চীনী আনিবার ব্যাঘাত করিয়াছিলেন, তৎকালে কর্চোফ্ নামা এক জন রুশীয় এই প্রকারে অনেক চীনী প্রস্তুত করিয়াছিলেন; তন্নিমিত্ত রুশীয়াধিপতি তাঁহাকে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা বার্ষিক দিতে অনুমতি করেন; এবং ঐ ব্যক্তি উক্ত বার্ষিক বহুকাল সম্ভোগ করিয়াছিল। আমরা ভরসা করি আমাদিগের দেশীয় নব্য রসায়ন-পণ্ডিতেরা এবম্বিধ কার্য্যে মনোনিবেশ করিবেন। চিকিৎসা-বিদ্যালয়ে তাঁহারা রসায়ন-বিদ্যায় পারদর্শী হইতেছেন; তাঁহাদের বুদ্ধিরও অভাব নাই, কেবল একাগ্রচিত্ত না হওয়াতে অদ্যাপি কোন মহৎ কার্য্য সিদ্ধ করিতে পারেন নাই; ইচ্ছা করিলেই উৎসাহ ও আগ্রহিতাহইতে পারে; অতএব এ সকল বিষয়ে তাঁহাদের মনোনিবেশ না করা নিন্দনীয় হইতেছে, সন্দেহ নাই।

ভবভূতির জীবন চরিত।

চীন কবিগণের জীবনচরিত-পাঠ করিতে মনোমধ্যে স্বভাবতই ইচ্ছা জন্মে; কিন্তু তাঁহাদিগের যথার্থ জীবনচরিত-বিরহে সে ইচ্ছা চরিতার্থ না হওয়াতে কেবল আক্ষেপেরই উদয় হয়। যদিচ কালিদাসাদির জীবন-চরিত-বিষয়ক কোন কোন সন্দর্ভ দৃষ্টি-গোচর হয়, কিন্তু তাহাও এরূপ অলীক উপাখ্যানে পরিপূর্ণ যে কোন মতেই তাহা বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। আমাদিগের সংস্কৃত ভাষায় প্রকৃত জীবন-চরিত অধিক নাই, সুতরাং পূর্ব্বতন কবিদিগের গ্রন্থপাঠ ব্যতিরেকে তাঁহাদিগের আচারও ব্যবহার জানিবার আর উপায় দৃষ্ট হয় না। ফলে তাহাতেও যে তাঁহাদিগের রীতি, নীতি, ও চরিত্রের বিষয় সম্যক্ উপলব্ধ হইবেক, ইহাও কোন মতে সম্ভাবিত নহে। যাহা হউক, তদ্দ্বারা যে তাঁহাদিগের জ্ঞান, ধর্ম্ম, ও স্বভাবের বিষয়, অনেক অবগত হওয়া যাইতে পারে তাহার সন্দেহ নাই, এই বিবেচনায় রাজতরঙ্গিণীপ্রভৃতি প্রসিদ্ধ সংস্কৃত পুস্তকের অবলম্বনপূর্ব্বক ভুবনবিখ্যাত ভবভূতির জীবনচরিত যথাসাধ্য লিখিত হইল। প্রবাদ আছে ভবভূতি দক্ষিণ-দেশের অন্তর্গত বিরার (বিদর্ভ) দেশে কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি গণ্ডবানার পর্ব্বত ও অরণ্য প্রভৃতির এরূপ অবিকল বর্ণনা করিয়াছেন, যে তাহা স্বচক্ষুদ্বারা দর্শন না করিলে সে রূপ বর্ণনা করা অসম্ভব, অতএব তিনি বিরার-দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া বাল্যকালাবধি তথায় অবস্থিতি-করণ-পূর্ব্বক তত্রত্য যাবতীয় বস্তুর স্বরূপ অবগত হইয়া ছিলেন ইহা সম্ভবপর বোধ হয়।

তিনি সুপ্রসিদ্ধ রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজধানী উজ্জয়িনীতেও যে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন তাহাও তাঁহার উজ্জয়িনীর স্থান-বিশেষের বর্ণনাদ্বারা বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে; কিন্তু তিনি যে কোন সময়ে উজ্জয়নীতে গিয়াছিলেন তাহার নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

ভোজপ্রবন্ধ নামক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে ভবভূতি এক সময়ে ভোজরাজার রাজধানী ধারানগরীতে সভাসদ্ পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু একথা বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না, যেহেতুক ভোজপ্রবন্ধে স্থান ও সময় ঘটিত যে সমস্ত বিষয় বর্ণিত হইয়াছে তাহা তাদৃশ প্রামাণিক নহে; বিশেষতঃ অপেক্ষাকৃত প্রামাণিক ও প্রসিদ্ধ দশরূপক-নামক-গ্রন্থে ভোজের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা মুঞ্জের রাজত্ব-সময়েরও কিছুকাল পূর্ব্বে মালতীমাধবের প্রসঙ্গে ভবভূতির কথা উল্লিখিত হইয়াছে, ইহাতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে একাদশ শতাব্দির পূর্ব্বে মালতীমাধব রচিত হইয়াছিল। রাজতরঙ্গিণী নামক কাশ্মীরদেশীয় পুরাবৃত্তের পাঠেও বিলক্ষণ প্রতীত জন্মিবেক যে ভবভূতি অষ্টমশতাব্দিতে নাটক রচনা করিয়া সুপ্রসিদ্ধ ও যশস্বী হইয়াছিলেন। তিনি ঐ সময়ে কান্যকুব্জাধিপতি যশোবর্ম্মকর্ত্তৃক বিস্তর আনুকূল্য প্রাপ্ত হয়েন। উক্ত রাজা ৭২০ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন, অতএব ইহা নিঃসন্দেহে কহা যাইতে পারে যে যে ভবভূতি খ্রীষ্টীয় অষ্টমশতাব্দিতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এবং ভোজপ্রবন্ধে ভবভূতির সভাসদ্ পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হওয়ার বিষয় যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে তাহা সত্যমূলক নহে।

প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় পণ্ডিত উইলসন্ সাহেব লিখিয়াছেন যে ভবভূতি কোন কোন বিষয়ে কালিদাসের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু কালিদাসের উপমা যে রূপ মনোহারিণী ভবভূতির সে রূপ নহে। ভবভূতির এই একটি বিশেষ গুণ ছিল, যে তিনি সাধ্যপক্ষে কখনই অশ্লীল বর্ণনা করিয়া স্বীয় রচনাকে দূষিত করিতেন না। আদিরসঘটিত বর্ণনা-বিষয়ে তিনি এরূপ সাবধান ছিলেন যে তিনি আবশ্যক স্থলেও অত্যল্প বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাটক পাঠ করিলে বিলক্ষণ প্রতীত হইবেক যে তিনি তাদৃশ উপহাসরসিক ছিলেন না; তাহা হইলে অবশ্যই স্বরচিত নাটকে বিদূষক-ঘটিত কথোপকথন বর্ণিত হইত, কেননা যিনি স্বয়ং উপহাস রসিক হয়েন তিনি কখনই স্বীয় নাটকে উপহাস-রসিকতা প্রদর্শন না করিয়া নিরস্ত থাকিতে পারেন না।

এক্ষণে ভবভূতির প্রণীত তিনখানি মাত্র নাটক দৃষ্ট হয়; তদ্যথা মালতীমাধব, বীরচরিত, ও উত্তররামচরিত। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থ ভবভূতি বিরচিত করিয়াছিলেন কি না তাহার অধুনা নির্ণয় করা সুকঠিন। উল্লিখিত নাটকত্রিতয়ের মধ্যে উত্তরচরিতই সর্ব্বাংশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিলে উত্তরচরিতকে এক খানি স্বতন্ত্র নাটক বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না; যেহেতুক বীরচরিতে রামচন্দ্র-সংক্রান্ত যে সমস্ত বিষয় বর্ণিত আছে, উত্তরচরিতে তাহারই অবশিষ্ট অংশ সঙ্কলিত হইয়াছে। বীরচরিতে রামচন্দ্রের বিবাহ বনগমন ও রাবণবধানন্তর অযোধ্যায় প্রত্যাগমন এই সমস্ত বিষয় সুচারুরূপে বর্ণিত হইয়াছে; উত্তরচরিতে তদনন্তর সীতার বনবাস অবধি রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত সমুদায় বৃত্তান্ত মনোহররূপে বিন্যস্ত হইয়াছে; অতএব উত্তরচরিত বীরচরিতেরই শেষ ভাগ বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে। তবে এই মাত্র বিশেষ যে বীরচরিত বীররসাশ্রিত নাটক ও উত্তরচরিত কারুণ্যরসঘটিত নাটক। এই রচনাত্রিতয়ের মাহাত্ম্য-বিষয়ে আমাদিগের অভি-

প্রায়ের পরিবর্ত্তে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিলে পাঠকদিগের বিশেষ সন্তৃপ্তি হইতে পারে এই অভিপ্রায়ে নিম্নস্থ কএক পঙ্‌ক্তি ধৃত করা হইল।

"ভবভূতি এক জন অতি প্রধান কবি ছিলেন। "কবিত্বশক্তি অনুসারে গণনা করিতে হইলে কা- "লিদাসের অব্যবহিত পরেই ভবভূতির নাম নি- "র্দ্দেশ হওয়া উচিত। ভবভূতির রচনা হৃদয়- "গ্রাহিণী ও অতিচমৎকারিণী। সংস্কৃতভাষায় "যত নাটক আছে ভবভূতিপ্রণীত নাটকত্র- "য়ের রচনা সেই সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক প্রগাঢ়। "ইনি অন্যান্য কবিদিগের ন্যায় মধুর ও কোমল "রচনাতে বিলক্ষণ প্রবীণ ছিলেন; অধিকন্তু, ই- "হাঁর নাটকে মধ্যে মধ্যে অর্থের যেরূপ গাম্ভীর্য্য "দেখিতে পাওয়া যায়, অন্যান্য কবির নাটকে "প্রায়ঃ সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। ভবভূ- "তির বিশেষ প্রশংসা এই যে, অন্যান্য কবিরা "অনাবশ্যক ও অনুচিত স্থলেও আদিরস অবতীর্ণ "করিয়া থাকেন। কিন্তু ইনি সে বিষয়ে অত্যন্ত "সবাধান। অনাবশ্যক স্থলে কোন ক্রমেই স্বীয় "রচনাকে আদিরসে দূষিত করেন না, আবশ্যক "স্থলেও আদিরসঘটিত রচনা কালে অত্যন্ত সাব- "ধান হইয়া থাকেন। ইহার যেমন বিশেষগুণ "আছে, তেমনি কয়েকটী বিশেষ দোষও আছে। "রচনার দোষে স্থানের স্থানের অর্থবোধ হওয়া দু- "র্ঘট; এবং মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষাতে "এমত অতিদীর্ঘসমাসঘটিত রচনা আছে যে তা- "হাতে অর্থবোধ ও রসাস্বাদ বিষয়ে বিলক্ষণ ব্যা- "ঘাত জন্মিয়া উঠে; বিশেষতঃ, নাটকের কথো- "পকথন স্থলে. সেরূপ দীর্ঘসমাস ঘটিত রচনা "অত্যন্ত দূষ্য।

"বীরচরিতে রামের বিবাহ অবধি রাবণবধান- "ন্তর অযোধ্যাপ্রত্যাগমন ও রাজ্যাভিষেক পর্য্যন্ত "বর্ণিত হইয়াছে। ইহা বীররসাশ্রিত নাটক। বীর- "চরিতে ভবভূতির কবিত্বশক্তি বিলক্ষণ প্রদর্শিত "হইয়াছে; কিন্তু যে সমস্ত গুণ থাকিলে নাটক "প্রশংসনীয় হয়, তৎ সমুদায় তাদৃশ অধিক নাই। "তথাপি, রামচরিতের এইঅংশ লইয়া অন্যা- "ন্য কবিরা যে সকল নাটক রচনা করিয়াছেন, "বীরচরিত সেই সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বাংশে উত্তম "তাহার সন্দেহ নাই।

"উত্তরচরিতে বীরচরিতবর্ণিতাবশিষ্ট রামচরিত "বর্ণিত হইয়াছে। উত্তরচরিত ভবভূতির সর্ব্বপ্রধান "নাটক। এই নাটক করুণরসাশ্রিত। বর্ণনা সকল "কারুণ্য, মাধুর্য্য ও অর্থের গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ। "রচনা মধুর. ললিত ও প্রগাঢ়। ফলতঃ, শকুন্তলা "আদিরস বিষয়ে যেমন সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক, উত্তর- "চরিত করুণরস বিষয়ে সেই রূপ। এই নাটক "পাঠ করিলে মোহিত হইতে ও মুহুর্মুহুঃ অশ্রু- "পাত করিতে হয়।

"মালতীমাধব আদিরসাশ্রিত নাটক। ভব- "ভূতি এই নাটকে আপন অসাধারণ রচনাশক্তি "ও অসাধারণ কবিত্বশক্তির একশেষ প্রদর্শন "করিয়াছেন; এবং প্রস্তাবনাতে গর্ব্বিতবাক্যে "কহিয়াছেন 'যাহারা আমার এই নাটকে "অবজ্ঞা প্রদর্শন করে তাহারাই তাহার কারণ "জানে; তাহাদের নিমিত্ত আমার এ যত্ন নয়। "আমার কাব্যের ভাবগ্রহণসমর্থ কোন ব্যক্তি এই "অসীম পৃথিবীর কোন স্থানে থাকিতে পারেন, "অথবা কোন কালে উৎপন্ন হইতে পারেন' (১৩)*। কিন্তু ভবভূতি অসাধারণ উৎকর্ষ সম্পা-

* যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।
উৎপৎস্যতে হস্তি মমকোপি সমানধর্ম্মা
কালোহ্যয়ং নিরবধি র্বিপুলায় পৃথ্বী॥

" দনার্থে যেরূপ প্রয়াস পাইয়াছিলেন,এবং প্রস্তা-
" বনাতে যেরূপ ঘোরতর অহঙ্কার প্রদর্শন করিয়া-
"ছেন, মালতীমাধব তত উত্তম নাটক হয় নাই।
" ইহাতে রচনার চাতুর্য্যও মাধুর্য্য আছে এবং অর্থে-
" রও অসাধারণ গাম্ভীর্য্য আছে যথার্থ বটে; কিন্তু
" কালিদাস ও শ্রীহর্ষদেব দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার, বৎস-
"রাজ ও রত্নাবলীর উপাখ্যান যেরূপ মনোহর
" করিয়া বর্ণন করিয়াছেন, মালতী ও মাধবের
" বৃত্তান্ত ভবভূতি সেরূপ মনোহর করিতে পারেন
" নাই। বিশেষতঃ, অর্থবোধের কষ্ট ও অতিদীর্ঘ
" সমাস প্রভৃতি ভবভূতির যে সমস্ত দোষ আছে
" তৎসমুদায় মালতীমাধবেই ভূরি পরিমাণে উপ-
" লব্ধ হয়। আমরা মালতীমাধব পাঠ করিয়া
" ভবভূতির অসাধারণ কবিত্বশক্তি ও প্রগাঢ় রচ-
" নাশক্তির প্রশংসা করিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু
" মালতীমাধবকে অত্যুৎকৃষ্ট নাটক বলিয়া অঙ্গী-
" কার করিতে কোন ক্রমেই সম্মত নহি। ভবভূতি
" যত অহঙ্কার করুন না কেন, তাঁহার মালতীমা-
" ধব কালিদাসের শকুন্তলা, শ্রীহর্ষদেবের রত্না-
" বলী এবং তাঁহার নিজের উত্তরচরিত অপেক্ষা
" অনেক অংশে ন্যূন। ভবভূতি স্বপ্রণীত নাটকত্র-
" য়ের মধ্যে, বোধ হয়, মালতীমাধবকেই সর্ব্বোৎ-
" কৃষ্ট স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু পাঠকবর্গের
" বিবেচনা যেরূপ পক্ষপাতশূন্য হয়, গ্রন্থকর্ত্তাদের
" নিজের বিবেচনা সর্বদা সেরূপ হইয়া উঠে না।
" বোধ হয়, সহৃদয় পাঠকমাত্রেই উত্তরচরি-
" তকে ভবভূতির সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক বোধ করিয়া
" থাকেন।"

কা. প্র. রা.

সমরু-বেগমের উপাখ্যান।

বিবিধার্থের ৪৩ সঙ্খ্যক খণ্ডে স্ত্রীজাতির পরাক্রম বলিয়া যে প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া অনেকেই স্ত্রীজাতির বল বিক্রম সাহস ও দেশহিতৈষী গুণের সাধুবাদ প্রদান করিয়াছেন। অধিকন্তু শ্রুত হওয়া গিয়াছে যে কোন কোন বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহানুরাগিণীরাও ঐ প্রস্তাবে সাতিশয় সন্তুষ্টা হইয়াছেন। সেই উৎসাহে অদ্য সমরু-বেগমের উপাখ্যান লিখিত হইল; ইহাতে স্ত্রীজাতির বলবিক্রম-বিষয়ের এক সুচারু দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইবে।

গত শতাব্দিতে রেণহার্ড নামা এক জন সামান্য ব্যক্তি ফরাসিস্‌দিগের সৈন্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করত, কিছু দিন দক্ষিণদেশে নিজ ব্যবসায় সাধনপূর্ব্বক কলিকাতায় আসিয়া কোম্পানির ইউরোপীয় কর্ম্মচারিদের নিকট সৈনিক কর্ম্ম গ্রহণ করে। তাহার স্বভাব রুক্ষ ছিল ও মুখের আকৃতিও স্বভাবতঃ কিঞ্চিৎ অপ্রসন্ন ছিল, এই নিমিত্ত ফরাসিস্ সহচরেরা তাহাকে সোম্বর্ * বলিয়া আহ্বান করিত। কিয়ৎকাল ইংরাজদিগের অধীনে কর্ম্ম করিয়া সোম্বর চন্দননগরে গমন করত পুনর্ব্বার ফরাসিস্‌দিগের নিকট সৈন্যকর্ম্ম লয়। তাহাতে তাহার পদের বৃদ্ধি হইয়া সে সর্জেণ্টনামবিশিষ্ট পদ প্রাপ্ত হয়; কিন্তু তাহাতেও তাহার সন্তুপ্তি হয় নাই; অতএব কিঞ্চিৎকাল পরে সে স্বীয় পদ পরিত্যাগ করত পলাইয়া অযোধ্যার নবাব সফ্‌দরজঙ্গের সৈন্যমধ্যে অশ্বারোহি কর্ম্ম গ্রহণ

* সোম্বর শব্দের অর্থ বিষণ্ন। ঐ শব্দের হিন্দুস্থানী অপভ্রংশে সমরু হইয়াছে।

করিল; পরন্তু সে কর্ম্ম মনোমত না হওয়াতে অবিলম্বে তাহাও পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালার নবাব কাসিম অলী খাঁর নিকট সৈন্যকর্ম্ম-গ্রহণ করে। উক্ত নবাবের গ্রিগরী-নামা এক আর্ম্মানী মন্ত্রী ছিল। সে গুর্ঘিন্ খাঁ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। ঐ ব্যক্তি সোম্বরকে এক দল সিপাহীর সেনাপতিত্ব পদ প্রদান করে। তাহাতেই তাহার সামান্য সৈনিকাবস্থা দূরীকৃত হয়। তদবিলম্বের নবাব স্বয়ং তাহাকে এক দল যোদ্ধার অধ্যক্ষ করেন।

এই সময়ে কোম্পানির কর্ম্মকারকেরা নবাবকে যৎপরোনাস্তি বিরক্ত করিয়াছিল। তাহারা এক্ষণকার মত অধিক বেতন প্রাপ্ত হইত না, সুতরাং বাণিজ্য ও অন্যান্য উপায় অবলম্বন করিয়াই অর্থসঙ্গ্রহ করিত। তৎকালে এক স্থানহইতে অন্য স্থানে পণ্যদ্রব্যাদির চালনা করিলে নবাব কি দেশীয় কি বিদেশীয় যাবতীয় প্রজার নিকটহইতে শুল্ক গ্রহণ করিতেন। কোম্পানির কর্ম্মকারক ইংরাজ বণিকেরা ঐ শুল্কদিতে অনিচ্ছুক হইয়া নবাবের নিকট বিজ্ঞাপন করিল যে কেবল দেশীয় বণিকদিগের নিকট শুল্ক গ্রহণ করুন, এবং তাহাদিগকে শুল্কহইতে ব্যাবৃত রাখুন। কিন্তু নবাব কাসিম অলী অন্যায় পক্ষপাতিতা অবলম্বন না করিয়া এককালে সকল প্রজার নিকটহইতে পণ্যদ্রব্যাদির শুল্ক গ্রহণ করিবার নিয়ম উঠাইয়া দিলেন, সুতরাং সকলের সহিত সমভাব হওয়াতে নবাবের উপর ইংরাজদিগের ক্রোধের আর ইয়ত্তা রহিল না। অপর এই কারণে কাসিম অলীর সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধঘটনার উপক্রম হইতে লাগিল।

ইংরাজদিগের পাটনার পণ্যশালার প্রধান কর্ম্মকারক এলিস্ সাহেব এই ঘটনায় ক্রোধান্বিত হইয়া পাটনা আক্রমণ করিলেন। কিন্তু নবাব মহাসাহসে যুদ্ধ করিয়া পাটনা রক্ষা ও ইংরাজদিগের পণ্যশালা হস্তগত করেন; এবং তথাকার তাবৎ ইংরাজদিগকে আপাততঃ সে দিবসের নিমিত্ত কারাবদ্ধ রাখিয়া দুই তিন দিবস পরে তিনি ডাক্তর ফুর্লাটন-ব্যতীত আর সকলকে নিহত করিতে সমরুকে অনুমতি করিলেন। ১৭৬৩ শালে এই দারুণ ব্যাপার সম্পাদিত হয়। ফুর্লাটন নবাবের কোন বিশেষ উপকার করাতে নবাবহইতে প্রাণদান প্রাপ্ত হন।

অতঃপর ইংরাজ-সৈন্যরা কর্ণেল এডামসের অধীনে কএক যুদ্ধে কাসিম অলী খাঁকে পরাস্ত ও নির্ব্বল করিল। সমরু নবাবের ঐ দুরবস্থাদর্শনে কোন মতে দুঃখিত না হইয়া বেতন আদায় করিবার নিমিত্ত স্বাধীনস্থ সৈন্যের সাহায্যে প্রভুর শিবির বেষ্টিত করিয়া রহিল, এবং তাহাতেও বেতন প্রাপ্ত না হওয়াতে তাবৎ অস্ত্র ও সৈন্য লইয়া প্রস্থান করত অযোধ্যার নবাবের নিকট গিয়া কর্ম্ম গ্রহণ করিল; কিন্তু কৃতজ্ঞতাবিহীন হওয়া প্রযুক্ত সে তথায়ও অধিক দিন অবস্থিতি করতে পারে নাই, অল্পকাল মধ্যেই আচরণের অস্থিরতা প্রযুক্ত ঐ স্থান পরিত্যাগ করত নিজ সৈন্য লইয়া ভরতপুরে জাটবংশীয় জবাহর সিংহ রাজার নিকট চাকরী প্রার্থনা করে; কিন্তু ঐ রাজা ইংরাজদিগের অমত প্রযুক্ত সমরুকে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পারেন নাই। এই প্রযুক্ত সমরু দিল্লীতে আইলেন। তথায় রাজমন্ত্রীর সহায়তায় চারি মাস অবস্থিতি করেন। ঐ সময় নজফ খাঁ জুলফিকার উদ্দৌলা দিল্লীতে প্রচণ্ড পরাক্রমশালী বলিয়া গণ্য ছিলেন। সমরুর ক্ষমতা তাঁহার অবিদিত ছিল না; তিনি কোন বিলম্ব না করিয়া সমরুকে কর্ম্ম দিয়া হস্তগত করিলেন; ও তদধীনস্থ সৈন্যের ব্যয়

নির্ব্বাহিত করিবার নিমিত্ত সর্দ্ধানা পরগনা তাহাকে জায়গীরস্বরূপে প্রদত্ত করেন। ঐ পরগনায় বার্ষিক ছয়লক্ষ টাকা উৎপন্ন হইত; তথাপিও রেণহার্ডের সৈন্যেরা নিয়ম মত বেতন প্রাপ্ত হইত না, সুতরাং সর্ব্বদাই বিশৃঙ্খল হইত, এমন কি বেতন পাইতে বিলম্ব হইলে সৈন্যেরা তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি পীড়ন করিত। কখন কখন এমন ঘটনাও হইত যে বেতন আদায়ের নিমিত্ত সৈন্যেরা সেনাধ্যক্ষকে তপ্তকামানের তলে নিক্ষিপ্ত করিয়া মর্দ্দন করিত, এবং এক দল এইরূপে কৃতকার্য্য হইলে অন্য দলেরাও সেনাধ্যক্ষদিগকে লইয়া ঐ রূপ ব্যবহার করিত। এই অবস্থায় ১৭৭৮ শালের ৪ টা মে সমরু মানবলীলা সম্বরণ করেন; সর্দ্ধানার উদ্যানে তাঁহার সমাধি হয়।

এই সমরু উপাধি বিশিষ্ট ফরাসিস্ জেব উন্নিসা-নাম্নী এতদ্দেশীয়া যে নারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিল, সেই স্ত্রী বেগম সমরু বলিয়া বিখ্যাতা। তাহার আদি বৃত্তান্ত স্পষ্টরূপে প্রকাশিত নাই। ফ্রানক্লিন্ সাহেব লেখেন যে সে কোন পুরাতন সম্ভ্রান্ত মোগলকন্যা। অন্যে কহে, সে কাশ্মীরদেশবাসিনী বালিকা নর্ত্তকী। অন্য বৃত্তান্তানুসারে সে মুসলমান ধর্ম্ম-সংস্থাপক মুহম্মদের বংশোদ্ভবা বলিয়া প্রসিদ্ধা। যাহা হউক সে বিশেষ রূপলাবণ্যবতী ছিল, সন্দেহ নাই। রেণহার্ড ঐ রূপলাবণ্যে বিমোহিত ও তাহার বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া তাহার বালিকাবস্থাতেই পাণিগ্রহণ করেন। এই বিবাহের পূর্ব্বে সমরুর জাতীয়া অন্য মুসলমান স্ত্রী ছিল; তাহার গর্ভে এক পুত্র জম্মে; সে জফর্ ইয়াব নামে প্রসিদ্ধ হয়। জফর্ ইয়াব অযোগ্য পুরুষ ছিল; পিতার মৃত্যুর পর এক জন সামান্য সরদার বলিয়াও গণ্য হইতে পারে নাই। তাহার পিতৃ-সৈন্যেরা নিতান্ত দুর্দান্ত ছিল, তাহাদিগকে বশীভূত করা কোন মতে তাহার সাধ্য হয় নাই। এই প্রযুক্ত এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় সকলেই সৈন্যদিগকে সুশৃঙ্খল রাখিবার নিমিত্ত সমরুবেগমকেই সেনাধ্যক্ষপদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল। সেই অনুরোধে বেগম সেনাধ্যক্ষতাগ্রহণপূর্ব্বক সমুদায় জাইগীরেরও কর্ত্রী হইলেন। নজফ্ খাঁ রেণহার্ডকে যত সৈন্য দিয়াছিলেন, বেগমের কর্ত্তৃত্বে তাহাহইতে অনেক বৃদ্ধি হইল। বেগম অবলাজাতি হইয়াও তেজীয়ান পুরুষের ন্যায় পরাক্রম-সম্পন্না ছিলেন। তাঁহার মুখে এমন গাম্ভীর্য্যের লক্ষণ লক্ষিত হইত যে তাঁহাকে দেখিবা মাত্রই মনে ভীতির সঞ্চার হইয়া উঠিত। সেই গুণে সিন্ধিয়ার রাজা তাঁহার ক্ষমতার প্রতি এত বিশ্বাস করিতেন যে এক সময় জয়পুরের রাজা প্রতাপ সিংহের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, পানিপতে বেগমের সৈন্য স্থাপিত করিয়া তিনি রাজ্যের পশ্চিমাংশের রক্ষার নিমিত্ত আর ক্ষোভিত হইলেন না। তৎপূর্ব্বে তিনি যমুনার দক্ষিণ-পশ্চিমস্থ অনেক স্থান বেগমের অধিকারের সম্লিষ্ট করিয়াছিলেন।

এক সময় নজফকুলী খাঁ নামক কোন ব্যক্তি বাদশাহের বিদ্রোহী হইয়া প্রাসাদ। মধ্যে বাদশাহকে আক্রমণ করে। তৎকালে বেগম সমরু নিকটে শিবির স্থাপিত করিয়াছিলেন। এই সংবাদ শুনিবামাত্র ত্বরায় তিন দল সিপাহী সজ্জিত করিয়া এবং তমাস নামক ইউরোপীয় সেনাধ্যক্ষের অধীনে কামান দিয়া তিনি রাজপ্রাসাদের নিকটে উপস্থিত হইলেন, ও শিবিকা হইতে বিদ্রোহিদিগের উপর গুলি মারিতে লাগিলেন। ঐ আকস্মিক গোলির আঘাতে শত্রুরা বিস্ময়াপন্ন হইয়া পলায়নপর হইল, এবং বাদশাহ এই উপকারের নিমিত্ত বেগমকে প্রকাশ্য রাজসভায়

সম্মান সূচক খিল্লত প্রদত্ত করেন, এবং ঐ অবধি তাহাকে প্রিয়তমা দুহিতা বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। এই কার্য্যে বেগমের নিকটে তমাসেরও সাতিশয় প্রতিপত্তি জন্মিল, এমন কি, বেগম সকল বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ লইয়া কর্ম্ম করিতে লাগিলেন।

বেগম যেমন বুদ্ধিমতী ও বিচক্ষণা ছিলেন তেমন নিষ্ঠুরাও ছিলেন। বিশপ্ হিবর্ নামা এক প্রসিদ্ধ প্রধানপাদরি বেগমের নিষ্ঠুরতা-বিষয়ে এক উপাখ্যান লিখিয়াছেন,যে কোন সময়ে বেগম মথুরাতে সৈন্য লইয়া শিবির স্থাপিত করিয়া আছেন,এমত কালে সংবাদ পাইলেন, আগরার বাটীতে অগ্নি দিয়া দুই দুশ্চরিত্রা দাসী আপনাপন মনোমত পুরুষ লইয়া পলায়ন করিয়াছে। বেগম তৎক্ষণাৎ তাহাদের অন্বেষণে লোক প্রেরণ করিলেন। তাহাতে ত্বরায় ঐ দুই দুষ্টা স্ত্রী আগরার বাজারে ধরা পড়িল, ও পরে বেগমের সম্মুখে সমানীত হইলে তাহাদিগের দোষ অনায়াসেই সপ্রমাণিত হইল। বেগম সাতিশয় ক্রোধে প্রথমতঃ কশাঘাত করিয়া তাহাদিগকে মৃতপ্রায় করেন, এবং পরে এক গর্ত্ত খনন করাইয়া তন্মধ্যে তাহাদিগকে জীবন্তে পুতিয়া ফেলেন, ও পাছে কেহ তাহাদিগকে ঐ গর্ত্তহইতে মুক্ত করে এ জন্য তাহার উপরিভাগে আপন শয্যা সংস্থাপিত করান।

বেগমের সৈন্যের কিয়দংশ সর্দ্ধানাতে ও অপরাংশ সম্রাটের নিকট থাকিত। তাঁহার যাবৎ সেনাধ্যক্ষের মধ্যে লিবাসো নামা এক করাসিস্ তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছিল, অবশেষে ১৭৯৩ শালে তাহাকে তিনি পতিত্বে বরণ করেন। ঐসময়ে বেগমের বয়স পঞ্চাশ বৎসরের ন্যূন ছিল না। ঐ বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিয়া বেগম কিঞ্চিন্মাত্র সুখী হইতে পারেন নাই; কারণ লিবাসোর স্বভাব উদ্ধত ও অহঙ্কৃত হওয়াতে সৈন্য ও সৈন্যসম্বন্ধীয় প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিরা বিরক্ত হইয়া উঠিল। তৎপ্রযুক্ত তমাস কর্ম্ম পরিত্যাগ করিল। সৈন্যেরাও বিদ্রোহী হইয়া জফরইয়াব্ খাঁকে সেনাধ্যক্ষ ও সর্দ্ধানার অধিকার প্রদান করিতে যত্নবান্ হইল। জফর বিমাতার পরাক্রমে ভীত হইয়া প্রথমতঃ ঐ প্রস্তাবে অস্বীকৃত হন, কিন্তু পরে তাঁহার আর সে অস্বীকারের কারণ অবশিষ্ট রহিল না। অতঃপর ক্রমশঃ এরূপ ঘটনা হইল যে বেগম সর্দ্ধানাতে তিষ্ঠান ভার দেখিয়া আপনাহইতেই হৃদয়বল্লভ লিবাসোকে সঙ্গে লইয়া অযোধ্যায় যাইবার মানসে গঙ্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন। জফরইয়াব খাঁ ঐ বার্ত্তা শুনিয়া তাহাদিগকে ধরিতে লোক পাঠাইলেন। লিবাসো সৈন্যেরা ধরিতে আসিতেছে জানিতে পারিয়া বেগমকে কহিলেন যে "আমরা ধরা পড়িলে যে রূপ অপমাননা সহ্য করিতে হইবেক, বরং তাহা অপেক্ষা প্রাণত্যাগ করা ভাল।" বেগম ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন "ধরা পড়িলেই আত্মঘাতিনী হইব।" এই প্রতিজ্ঞা স্থির করিয়া বেগম এক ছুরিকা লইয়া শিবিকামধ্যে রহিলেন। লিবাসো হস্তে এক তলবার ও দুই পার্শ্বে পিস্তল লইয়া ঘোটকারোহণে বেগমের শিবিকার সহিত যাইতে লাগিলেন। এই প্রকারে তাঁহারা সর্দ্ধানাহইতে দুই ক্রোশ দূরে ক্ষুদ্র পল্লীতে গিয়াছেন, এমত সময় লিবাসো দেখিতে পাইলেন জফরইয়াবের সৈন্যেরা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবার উন্মুখ হইয়াছে, ধরা পড়িবার আর বিলম্ব নাই। এই অবস্থায় যদি লিবাসো বেগমকে প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম না ভাবিতেন তাহাহইলে তাহাকে পথিমধ্যে রাখিয়া দ্রুতবেগে গমনপূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করিতে পারিতেন; কিন্তু নিতান্ত প্রেমানুবদ্ধ ও প্রিয়তমোচিত বিশ্বাস-

পালনে অনুরাগী হইয়া এক পদ অধিকও গমন করিতে পারিলেন না। তিনি বেগমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রিয়তমে, এই অচিরভাবি অবমাননা সহ্য করিবার অপেক্ষা যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিতে কি স্থির প্রতিজ্ঞ আছ?" বেগম দক্ষিণ হস্তে ছুরিকা দেখাইয়া বলিলেন "হাঁ! হৃদয়-বান্ধব, যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি সময় পাইলে তাহাই অবশ্য করিব।" লিবাসো বেগমের স্থির প্রতিজ্ঞা জানিয়া আপন পিস্তল হস্তে করিয়া রহিলেন। ক্রমে সৈন্যরা নিকটবর্ত্তী হইল, বেগমের কিঙ্করীরা সৈন্যদিগকে দেখিয়া আর্ত্তনাদ আরম্ভ করিল, এবং বেগম দাসীদিগের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া আপন বক্ষঃস্থলে ছুরিকাঘাত করিলেন। লিবাসো শিবিকামধ্যে চাহিয়া দেখেন বেগমের বক্ষঃস্থলের আবরণ বস্ত্র রক্তে রঞ্জিত হইয়াছে, এবং তাহা দেখিবামাত্রই আর শোক সম্বরণ করিতে পারিলেন না; আপন মুখমধ্যে পিস্তল রাখিয়া গুলি করত তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন। এই শোচনীয় ব্যাপার জ্ঞানগোচর হইলে অতিকঠিনহৃদয় ব্যক্তিকেও বাষ্পাকুললোচন হইতে হয়। প্রাণেশ্বরী কান্তার বিয়োগে চিরকাল বিরহানলে জ্বলিত হইবেক এই ভাবনার উদ্বোধ হওয়াতে লিবাসো দুর্লভ মানবজন্ম পাইয়াও নিজহস্তে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

বেগম প্রাণপরিত্যাগের নিমিত্ত বক্ষঃস্থলে ছুরিকাঘাত করিয়াছিলেন; কিন্তু ঐ আঘাতে তাঁহার এক খানি মাত্র অস্থি বিদীর্ণ হইয়াছিল, সুতরাং তাহাতে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল না; বক্ষবিদ্ধছুরিকা তুলিয়া পুনর্ব্বার আঘাত করিতেও সাহস হইল না। শত্রু সৈন্যেরা লিবাসোর মৃতদেহ লইয়া বিবিধ প্রকার দুর্ব্যবহার করত আপনাদিগের ক্রোধের শান্তি করিল; এবং বেগমকে সর্দ্ধানায় লইয়া সপ্তদিবসের নিমিত্ত এক কামানের তলে রাখিল।

এই অবস্থা দৃষ্টে জর্জ তমাস পূর্ব্বক্রোধ সম্বরণ করিয়া সৈন্যদিগকে বলিয়া বেগমকে পুনর্ব্বার সর্দ্ধানার কর্ত্রীত্ব দেওয়াইলেন। প্রায়ঃ ত্রিশ জন ইউরোপীয় সেনাপতি বেগমের নিকট এই রূপ এক প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষরিত করিয়া দিলেন যে তাঁহারা বেগমব্যতিরেকে আর কাহাকে সৈন্যের কর্ত্তত্বে বরণ করিবেন না।

এই ঘটনার কিয়ৎকাল পরে ১৮০৩ শালে আসাই নামক স্থানে মহারাষ্ট্রীয় ও ইংরাজদিগের যে যুদ্ধ ঘটনা হয় তাহাতে বেগম মহারাষ্ট্রীয়দিগকে চারি দল সৈন্য দিয়া সহায়তা করেন। অনন্তর তাঁহার সৈন্যেরা সর্দ্ধানাতে প্রত্যাগত হইলে তিনি ইংরাজদিগের প্রবল পরাক্রম দেখিয়া আনুগত্য স্বীকার করেন। তখন তাঁহার ছয় দল সৈন্য অনেক ইউরোপীয় গোলন্দাজ ও দুই শত অশ্ব ছিল; এবং তাঁহার প্রাসাদের নিকট সর্দ্ধানাতে এক তোপখানা ও বারুদখানা ছিল। তাহাতে ও অন্যান্য প্রকারে বৎসর ছয় লক্ষ টাকা ব্যয় হইত। ইংরাজদিগের সহিত মিলনাবধি বেগমের সর্দ্ধানায় দশ লক্ষ টাকা উৎপন্ন হইতে লাগিল। ঐ টাকায় বেগম বৃদ্ধাবস্থায় সৎকীর্ত্তি করিতে মনোনিবেশ করেন। সেই উদ্যমে সর্দ্ধানাতে এক গিরজা নির্ম্মিত ও তাহার বৃত্তির নিমিত্ত এক লক্ষ টাকা নির্দ্ধারিত হয়। অপর তিনি পঞ্চাশ সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া দরিদ্রের নিমিত্ত আর এক গিরজা নির্ম্মিত করেন। রোমান কাথলিকেরা বিদ্যাভ্যাস করিবেক বলিয়া এক লক্ষ টাকা ব্যয় করত এক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। রোম রাজ্য দানের নিমিত্ত এক লক্ষ পঞ্চাশ সহস্র টাকা পাঠাইয়া দেন। কাণ্টরবরির বিশপের নিকট ঐ রূপ ব্যয়ের নিমিত্ত পঞ্চাশ সহস্র

টাকা প্রেরিত করেন। প্রোটেসটাণ্ট খ্রীষ্টিয়ানদিগের ধর্ম্মোপদেশ-সম্পাদনার্থ এক ধর্ম্মমন্দির প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত কলিকাতার বিশপের নিকট এক লক্ষ টাকা প্রেরণ করেন। দরিদ্র অধমর্ণদিগের ঋণমুক্তির নিমিত্ত কলিকাতায় পঞ্চাশৎ সহস্র টাকা প্রদান করেন। তথা বোম্বাই, মান্দ্রাজ, মিরট প্রভৃতি স্থানে এতদ্দেশীয় ও রোমানকাথলিকদিগের নিমিত্ত ধর্ম্মশালা স্থাপিত করেন। এই সকল কীর্ত্তি দেখিয়া ইহা অবশ্যই স্বীকার করা যাইতে পারে যে বেগমের পরোপকার-প্রবৃত্তি সাতিশয়বলবতী ছিল। অপর ইহাও বক্তব্য যে ১৭৮১ শালে রোমান-কাথলিক ধর্ম্মের গ্রহণ-করণাবধি তাঁহার অনেক সদাচরণ হইয়াছিল; বিশেষতঃ ইংরাজদিগের সহিত মিলনাবধি ঐ রূপ আচরণের আধিক্য হয়। পরন্তু স্বভাবতঃ তিনি শঠ ছিলেন। এক সময় কর্ণেল লেক্ সাহেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে লেক্ সাহেব মত্তদশায় তাঁহার মুখচুম্বন করেন; ইহাতে বেগমের সমভিব্যাহারী দাস ও দাসীরা কৌতুকাবিষ্ট হইলে বেগম তাহাদিগকে এই বলিয়া নিবৃত্ত করিলেন যে পাদরী তনয়াকে এই রূপে স্নেহ দেখাইয়া থাকেন। তিনি পূর্ব্বস্বামী রেণ হার্ডের সমাধি সর্দ্ধানার উদ্যানহইতে তুলিয়া আনাইয়া আগরার গিরজাতে সংস্থাপিত করেন।

বেগমের কোন সন্তান জন্মে নাই, সুতরাং ১৮৩৬ শালে তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় জায়গীর কোম্পানি প্রাপ্ত হয়েন।

রামুসিজাতির বিবরণ।

মহারাষ্ট্র-দেশের পশ্চিমাঞ্চলে রামুসি নামে প্রসিদ্ধ এক জাতীয় মনুষ্য আছে। তাহারা সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করে না, এই প্রযুক্ত এতদ্দেশে তাহাদের নাম খ্যাত হয় নাই। তাহারা আপনাদিগকে হীন সঙ্করবর্ণ বলিয়া থাকে; পরন্তু ঐ সঙ্করবর্ণের উল্লেখ জাতিমালায় দৃষ্ট হয় না; তাহার উল্লেখ না থাকাও কোন্ মতে আশ্চর্য্যজনক নহে, যেহেতু তাহাদের নিজ বর্ণনায় ব্যক্ত হয়, তাহারা অত্যন্ত অন্ত্যজের মধ্যে গণনীয়।

ইহা সকলেই অবগত আছেন, যে শূদ্র-পিতা ও ব্রাহ্মণী-মাতার সন্তান জন্মিলে তাহাকে চণ্ডাল বলা যায়। সেই চণ্ডাল-পিতা ও কায়স্থা-মাতার সন্তানকে রজক কহে। অপর শূদ্র-পিতা ও বৈশ্যা-মাতার সন্তানকে নিষাদ কহা যায়। সেই নিষাদ-পিতা ও শূদ্রা-মাতার সন্তানকে পুল্কশ কহে, এবং ঐ পুল্কশ-মাতা ও রজক-পিতার সন্তানের নাম রামুসি।

এই রামুসিরা এরূপ অসভ্য, যে তাহারা সাধ্যমতে সভ্য জাতির মধ্যে বাস করিতে অভিলাষ করে না; সুতরাং নগর ও পল্লীগ্রামের প্রান্তভাগে সচরাচর বাস করিয়া থাকে, এবং দস্যুবৃত্তির অবলম্বন করিয়া স্ব২ জীবিকা সম্পাদিত করে। মহারাষ্ট্র-দেশে প্রহরীদ্বারা গ্রাম-রক্ষণাবেক্ষণের যে পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে দুর্বৃত্ত রামুসি জাতির দুরাচারই তাহার মূলকারণ। যখন পল্লীগ্রাম-বাসিরা রামুসিদিগের তাদৃশ অত্যাচারে প্রপীড়িত হইতে লাগিল, এবং যখন তাহাদিগের হস্তহইতে পরিত্রাণ পাইবার আর উপায়ান্তর রহিল না, তখন পল্লী-গ্রামবাসিরা রামুসিদিগের মধ্যে কতকগুলিন্ ব্যক্তিকে নির্দ্ধারিত করিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিতে লাগিল। তাহারাও সেই অর্থে সন্তুষ্ট হইয়া তত্তৎ স্থানে স্বজাতীয়দিগকে চৌর্য্য করিতে নিবারিত করিল। এই প্রকারে রামুসিরা এমত সুচারুরূপে পল্লীগ্রামের রক্ষণ-কর্ম্ম সম্পন্ন করিত যে অবশেষে

উহারাই পুরুষানুক্রমে প্রহরির পদে নিযুক্ত হইতে লাগিল।

এই রামুসি প্রহরিরা যে রূপ নিয়মে তস্কর-গ্রহণ-কার্য্য নির্ব্বাহ করিত এবং অদ্যাপিও করিয়া থাকে, তাহা শুনিলে কৌতুকাবহ বোধ হয়। কোন স্থানে চৌর্য্যবৃত্তি বাদস্যুবৃত্তি হইলে তত্রত্য রামুসি প্রহরী সেই অপহৃত দ্রব্যের দায়ী হয়। ঐ বস্তুর মূল্য অল্প হইলে রামুসি প্রহরী দস্যুগণকে ধৃতকরণে তাদৃশ যত্নবান্ না হইয়া সেই কৃতানিষ্ট ব্যক্তির সহিত একটি নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়া স্বয়ং তাহার ক্ষতি পূরণ করে। কিন্তু উক্ত মূল্য অধিক হইলে রামুসি প্রহরী দস্যুধৃতকরণে যত্নবান ও অধ্যবসায়ী হইয়া পর দিবস প্রাতঃকালে দলবদ্ধ হওত দস্যুর পদচিহ্ন অনুসরণ করিতে নিযুক্ত হয়; এবং চিহ্ন দেখিতে দেখিতে যদি সম্মুখবর্ত্তি গ্রামে উপস্থিত হয় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেই গ্রামবাসিদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক সেই পদচিহ্ন দেখাইয়া স্বয়ং দায়হইতে মুক্ত হয়; কিন্তু ঐ গামের প্রহরিরা সেই দায়ে নিপতিত হয়। তখন উহারা পূর্ব্ববৎ দস্যুর পদনিক্ষেপর চিহ্ন অনুসরণ করিতে আরম্ভ করে। এই রূপ করিতে২ যদি দস্যু গৃহীত না হয়, তবে যে গ্রামে পদচিহ্ন নিঃশেষ হয় সেই গ্রামবাসিরা অপহৃত দ্রব্যের অর্দ্ধ দায়ী হয়, এবং সকলে একত্র হইয়া চাঁদাদ্বারা অর্থসঙ্গ্রহকরণপূর্ব্বক সেই কৃত্যানিষ্ট ব্যক্তির অর্দ্ধক্ষতি পূরণ করে। কৃতানিষ্ট ব্যক্তিও অপহৃত দ্রব্যের অর্দ্ধাংশ পাইয়া সন্তুষ্ট হয়।

রামুসিদিগের দস্যু-ধৃত-করণের অপর একটি কৌশল আছে, তাহাও এস্থলে বক্তব্য। কোন স্থানে দস্যুবৃত্তি বা চৌর্য্যবৃত্তি ঘটিলে রামুসি প্রহরিদিগের স্ত্রী ও সন্তানগণ কাষ্ঠ আহরণচ্ছলে ইতস্ততঃ গহ্বর প্রভৃতি গুপ্ত স্থানে দস্যুদিগকে অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করে। কেহ কেহ বা সন্নিহিত গ্রামবাসি কৃষকগণের সহিত নানা প্রকার কথোপকথন করিতে প্রবৃত্ত হয়। এ রূপ কথোপকথন করিবার তাৎপর্য্য এই, যে তদ্দ্বারা কোন্ ব্যক্তি কোন্ রাত্রিতে গৃহে অবস্থিত কোন্ ব্যক্তিই বা গৃহে অনুপস্থিত ছিল তাহা জানা যাইতে পারা যায়। এইরূপে রামুসিরা স্থানান্তরগত ব্যক্তিদিগকে অবধারিত করিয়া অবশেষে চৌরবোধে তাহাদিগকে ধৃত করিয়া থাকে।

রামুসিদিগের সকলের প্রকৃতি সমান নহে, সুতরাং সকলের কার্য্যও এক রূপ হয় না, যেহেতু প্রকৃতি বৈলক্ষণ্যই প্রবৃত্তিভেদের প্রধান কারণ, অর্থাৎ যাহার যেমন প্রকৃতি সে তদনসারেই কার্য্য করিয়া থাকে। রামুসিরা স্থানবিশেষে শান্ত ও স্থানবিশেষে দুর্দান্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। খণ্ডেশ ও অহমদনগরবাসি রামুসিরা অপেক্ষাকৃত শান্ত ও পরিশ্রমী। উহাদিগের মধ্যে অনেকেই কৃষিকর্ম্ম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। যাহা হউক রামুসিজাতির মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি যে ভীষণপ্রকৃতি ও দস্যুবৃত্তিপরায়ণ আছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। তাহারা বলপূর্ব্বক পথশ্রান্ত পথিকগণের অর্থ অপহরণ করে, এবং তাহাতেই যে ক্ষান্ত থাকে এমত নহে—দুর্বৃত্তেরা নিরুপায় পথিকগণের প্রাণসংহারপর্য্যন্তও করিয়া থাকে; ফলতঃ দস্যুবৃত্তিই উল্লিখিত রামুসিদিগের একমাত্র উপজীবিকা রামুসিরা এরূপ কৌশলে দস্যুবৃত্তি করিয়া স্বকার্য্য-সাধন করে যে তাহা অবগত হইলে অবাক্ হইতে হয়। রজনীযোগে পরস্পর কথোপকথনের শব্দ শুনিয়া পাছে গৃহস্থেরা তাহাদিগের উপস্থিতি জ্ঞাত হয় এই প্রযুক্ত রামুসিরা পশু-পক্ষ্যাদির রব অভ্যাস করত অভিলষিত কার্য্যোদ্দেশে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিতি করিয়া পশু-

পক্ষ্যাদির স্বরে সঙ্কেতানুসারে পরস্পর কথোপকথন করিয়া থাকে। সন্নিহিত জনপদবাসিরা তাহা পশুধ্বনি বিবেচনা করিয়া কিঞ্চিন্মাত্র ভীত বা সন্দিগ্ধ হয় না। প্রভাত হইবার পূর্ব্বে কুক্কুট প্রভৃতি বিহঙ্গগণ যে রূপ ধ্বনি করিয়া থাকে, রামুসিরাও দুরভিসন্ধি করিয়া নিশীথ রাত্রিতে অবিকল সেইরূপ শব্দ করে; তাহার শ্রবণে পান্থশালাস্থিত পথিকগণ রজনী প্রভাত হইল মনে করিয়া গন্তব্য স্থানে গমন করিতে উদ্যত হইয়া পথে চলিতে আরম্ভ করে। রামুসিরা সেই সুযোগে পথিকগণের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ ও বিলুণ্ঠন করিয়া লয়।

রামুসিরা যখন কোন গৃহস্থের বাটী আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন ভাবি বিপদাশঙ্কা করিয়া সাতিশয় সতর্ক ও অবহিত থাকে। স্বদলস্থ কোন ব্যক্তি নিহত হইলেও পলায়ন সময়ে তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া যায়। দৈবাৎ গ্রামস্থ লোকদ্বারা পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া সবসমভিব্যাহারে না লইয়া যাইতে পারিলে তাহার মস্তক কাটিয়া লয়, এবং তদবস্থায় কোন ব্যক্তি আহত বা গতিশক্তিবিহীন হইলে জীবিত থাকিতে থাকিতেও তাহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া লুক্কায়িত করে; ফলতঃ যে কোন প্রকারে হউক আপনাদিগের চিহ্ন কদাপি ব্যক্ত রাখে না।

রামুসিদিগের মধ্যে উমিয়া নামক এক ব্যক্তি দস্যুবৃত্তি করিয়া কারারুদ্ধ হয়; এবং বহুদিবস কারাগৃহে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করে, এবং তৎকর্ম্মে তাহার যে যত্ন ও অনুরাগ ছিল রামুসিজাতির মধ্যে তাদৃশ অনুরাগ প্রায় দৃষ্ট হয় না। বন্ধনদশাহইতে মুক্ত হইলে ঐ ব্যক্তি নিজ বুদ্ধিবলে ও কৌশলে অন্য সমুদায় রামুসিদিগের উপরে আধিপত্য সংস্থাপিত করিয়া তাহাদিগকে সহযোগী করত বহুকাল ব্যাপিয়া ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। ১৮৫২ খৃঃঅব্দে ইংরাজকর্তৃক ধৃত হইয়া উমিয়া নিহত হয়; এবং তদবধি দুর্বৃত্ত রামুসিজাতির বিদ্রোহাচরণের শেষ হইয়াছে; তথা ইংরাজদিগের শাসনদ্বারা রামুসিদিগের দস্যুবৃত্তিপ্রভৃতি গুরুতর অত্যাচারও অনেকাংশে নিবারিত হইয়াছে।

রামুসিরা বৈরনির্যাতনে এরূপ অনুরক্ত যে কোন ব্যক্তি তাহাদিগের কোন অনিষ্ট করিলে তাহা কখনই বিস্মৃত হয় না। যদি স্বয়ং জীবিতাবস্থায় সেই অনিষ্টকারি ব্যক্তির প্রতিফল-প্রদানে অসমর্থ হয়, তবে মৃত্যুসময়ে সন্তানগণকে আহ্বান করিয়া ঐ বৈর-নির্যাতনের অনুরোধ করিয়া যায়; পুত্রেরাও তদনুসারে বৈরতা সাধনে ত্রুটি করে না।　　কা. প্র. রা.

হুপো বা হোদ্-হোদ্ পক্ষী।

পূর্ব্বকালের মনুষ্যাপেক্ষা ইহকালের মনুষ্য কদাপি অধিক ধীমান নহে; পরন্তু পূর্ব্বকালে মনুষ্যেরা রম্য বা অদ্ভুত গল্প শ্রবণ করিলে যে প্রকার তৎক্ষণাৎ শ্রদ্ধা ও ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেন সাম্প্রতিকের মনুষ্যেরা তদ্রূপ না করিয়া তাদৃশ গল্পের যাথার্থ্য বিষয়েই আদৌ প্রশ্ন করেন। এই প্রযুক্তই ইদানিন্তনের লোকসকল পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান না হইয়া ও অধিক বুদ্ধির ফলভোগ করিতেছেন; এবং পূর্ব্বে যে প্রকারে অলীক গল্প সামান্যতঃ প্রচার হইতে পারিত অধুনা তদ্রূপ হয় না। যে পক্ষির উদ্দেশে এই প্রস্তাব আরব্ধ করা গিয়াছে তাহা এই উক্তির এক প্রধান দৃষ্টান্ত। পূর্ব্বকালে এই পক্ষী যবন-চিকিৎসক-মাত্রের নিকট অতীব প্রসিদ্ধ

হুপোপক্ষী।

ছিল, এবং এ পর্য্যন্ত অনেক মুসলমান হাকিম ইহার নাম করিলেই দুবপ্রায়ঃ হইয়া থাকেন। তাঁহারা কহেন যে হোদ্ হোদের হৃৎপিণ্ড বক্ষো-বেদনার পরম ঔষধ; তাহার জিহ্বা গলদেশে ধারণ করিলে মন্দস্মৃতির প্রতিকার হয়; তাহার পক্ষ দগ্ধ করত তাহার ঘ্রাণ লইলে কৃমিরো-গের নিবারণ হয়; এবং তাহার চর্ম্ম মস্তকে স্পর্শ করাইলেই শিরোবেদনার তৎক্ষণাৎ উপশম হয়। অপর হুপোর শোণিত কপালে মর্দ্দিত করিলে নানাবিধ রম্য ও সুস্বপ্ন হইতে পারে। তাহার

দক্ষিণ পক্ষ এবং একটি দন্ত * মস্তকের উপর আবদ্ধ করিয়া রাখিলে তৎক্ষণাৎ অঘোর নিদ্রার আবেশ উপস্থিত হয়, এবং যে পর্য্যন্ত উক্ত নিদ্রাকর মহৌষধ মস্তকহইতে পৃথক্ না করা যায়, সেই কাল পর্য্যন্ত নিদ্রাভঙ্গ হয় না; ফলতঃ এই সুলভ উপায়ে কুম্ভকর্ণের পিতামহত্ব গ্রহণ করিবার বাধা নাই। মারণ-বশীকরণাদি প্রকরণেও ইহার অনেক প্রশংসা আছে। এই সকল গুণ সাম্প্রতিকের হুপো-পক্ষিতে আছে কি না তাহা আমরা অনুসন্ধান করি নাই; এবং তৎকরণে আমাদিগের তাদৃশ আগ্রহিতাও দেখিতেছি না। পরন্তু ইহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে পূর্ব্বে যে প্রকার ইহার উল্লেখ করিলে মনুষ্যেরা অবাধে প্রসন্নচিত্তে কোন প্রশ্ন না করিয়া ইহার গুণ বিশ্বাস করিত, অধুনা কেহই তাদৃশ করিবে না; সকলেই এই উক্তির প্রমাণ কি তাহারই তথ্য লইবেন; বরং অনেকে সে প্রশ্নও না করিয়া অগ্রেই আমাদিগকে মিথ্যাবাদিত্বের অপবাদে দূষিত করিবেন। এই ঔদ্ধত্যের নিমিত্ত অধুনা নব্য ও প্রাচীন মনুষ্যদিগের মধ্যে সর্ব্বদা বিবাদ হইয়া থাকে, এবং কখন কখন ঐ বিবাদ বিশেষ কৌতুহল-জনক মনে হয়।

প্রস্তাবিত পক্ষির পূর্ব্বোক্ত কোন বিশেষ মাহাত্ম্য না থাকিলেও ইহা মনুষ্যের সমাদরণীয় হইবে, সন্দেহ নাই; যেহেতু ইহার রমণীয় চিত্রিত দেহ এবং কোমল ক্রীড়াতৎপর স্বভাব অনায়াসেই লোকের মানস মোহিত করিতে পারে। ইহা অত্যল্প আয়াসেই পোষ মানিয়া থাকে, এবং একবার পোষমানিলে সর্ব্বদা স্বামির সহিত বিচরণ করে, এবং অবকাশ পাইলেই তাহার দেহোপরি আরোহণ করত তরুণ বালকের ন্যায় ক্রীড়ায় তৎপর হয়।

হুপোপক্ষী বৃক্ষকোঠরে কিঞ্চিৎ তৃণ ও লোম ও কোমল পক্ষ দিয়া আবাস নির্ম্মাণ করত বর্ষে একবারমাত্র ৪—৫ টি অণ্ড প্রসবিত করে। শাবকসকল এক মাসকালে স্বাধীন হয়; তৎপূর্ব্বে পিতা ও মাতা উভয়েই নানা প্রকার কীট আনিয়া শাবকদিগকে প্রতিপালন করে। নীড়মধ্যে ঐ কীটের দেহাবশেষের পচনদ্বারা ঐ স্থান অত্যন্ত দুর্গন্ধি-বিশিষ্ট হয়। এই প্রযুক্ত প্রাচীন কালের মনুষ্যদিগের অনেক ভ্রম হইয়াছিল। বিখ্যাত পণ্ডিত আরিষ্টটল্ সাহেব লিখিয়াছেন। যে হুপোর নীড় বিবিধ-হেয়মলদ্বারা প্রস্তুত হয়।

সামা প্রভৃতি শাখাচারী পক্ষী যে প্রকারে কীটপতঙ্গাদি ভক্ষণ করিয়া দেহ ধারণ করে, হুপো-পক্ষীও তদ্রূপ। অপর গৃহপালিতাবস্থায় শামা যদ্রূপ শক্তু ভক্ষণ করে, হুপোও তদ্রূপ করিয়া থাকে, বিশেষতঃ দুগ্ধপানে ইহার বিশেষ আসক্তি আছে।

এই পক্ষির বাসস্থান ভারতবর্ষের প্রায়ঃ সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। সমমণ্ডলেরও অনেক স্থানে ইহার অভাব নাই; পরন্তু ইহার সঙ্খ্যা অধিক নহে, এবং ইহার পোষ্যহওনশীলতাও অনেকে জ্ঞাত নহে, এই প্রযুক্ত মনুষ্যগৃহে ইহা অধিক প্রতিপালিত হয় নাই।

---

* পক্ষির দন্ত বলায় কাহার হাস্য করা কর্ত্তব্য নহে; ইহা কনষ্টন্ সাহেবের উক্তি। যিনি এ বিষয়ের পরীক্ষা করিতে মানস করেন, তিনি বিহিত-পরিশ্রম-সহকারে অবশ্যই দন্তের অনুসন্ধান করিবেন।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।

১। কএক মাস অবধি শ্রীটেকচাঁদ ঠাকুর মহাশয়ের অপূর্ব্ব উপন্যাসের আলোচনা করিতে আমাদিগের বিশেষ মানস ছিল, কিন্তু নানা বিষয়ে ব্যাপৃত থাকাপ্রযুক্ত সে অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারি নাই। এতৎখণ্ডে উপযুক্ত সমালোচনের স্থানাভাব; পরন্তু ঠাকুর মহাশয়ের গ্রন্থ আর পাঠকদিগের অগোচর রাখা কর্ত্তব্য নহে; অধিকন্তু, তাঁহার আখ্যায়িকাও এতাদৃশ রম্য যে তাহার নামোল্লেখেই পাঠকদিগের প্রীতি জন্মিবে, অতএব এস্থলে তাহার বিজ্ঞাপন করা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে। উক্ত ঠাকুর মতিলাল নামা এক দুশ্চরিত্র বালকের উপলক্ষে কলিকাতাস্থ অনেক প্রকার লোকের চরিত্র সুচারুরূপে বর্ণিত করিয়াছেন। বিশেষতঃ অল্পকালে বালকদিগের শাসন ও শিক্ষা কর্ম্মে মনোযোগ না করিলে যে সকল অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে তাহা অতি পরিপাটিরূপে প্রকাশিত করিয়াছেন। বর্ণনা-শক্তির এক প্রধান প্রশংসা এই যে তাহার পাঠে বর্ণিত বস্তুর প্রতিমা চিত্রপটের ন্যায় মনোমধ্যে বিকশিত হয়। টেকচাঁদ ঠাকুরের ঐ শক্তির অভাব নাই; প্রত্যুত তাহাতে তিনি বিশেষ সম্পন্ন; তাঁহাকৃত বেচারাম বাবু, বক্রেশ্বর বাবু, বরদা বাবু, মতিলাল, বটলর সাহেব, ঠকচাচা, প্রভৃতি ব্যক্তির প্রতিমা অবিকল চিত্রিত হইয়াছে—কুত্রাপি ত্রুটির লেশও মনে হয় না। বক্রেশ্বর বাবুর "ছেলে নয়ত পরেশপাত্তর" এবং বেচারাম বাবুর "একি ছেলের হাতের পিটে" এতাদৃশ অবিকল হইয়াছে যে আমাদিগের পরিচিত জনৈক শিক্ষক ও উকিলের মুচ্ছুদির অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে এই প্রকার মনে ভ্রম হইতেছে। কলিকাতায় মতিলালের অভাব নাই। বোধ হয় পাঠকবৃন্দের যে কেহ ইচ্ছা করিবেন তিনিই আপন পল্লির মধ্যেই দুই একটি মতিলাল পাইবেন। আমাদিগের পরিচিত দুই তিনটি যুবাকে মতিলাল বলিয়া ভ্রম হইতেছে। গ্রন্থকারের লিপিপ্রণালী-বিষয়ে কেহ২ আপত্তি করিয়া থাকেন, এবং বোধ হয় গ্রন্থকার নিজোক্তিরূপে যাহা লিখিয়াছেন তাহা কিঞ্চিৎ পরিমার্জ্জিত করিলে প্রশংসনীয় হইত; পরন্তু তাঁহার কল্পিত নায়কেরা যে যাহা কহিয়াছে তাহা অবিকল ও সর্ব্বতোভাবে সুন্দর হইয়াছে। কি ইতর লোকের অশ্লীল শ্লেষোক্তি, কি পণ্ডিতের অসাবধান-সময়ের সামান্য কথা, কিছুরই কোন অংশে অন্যথা হয় নাই। কলিকাতার সঙ্কিপ্ত ক্রিয়া ও ইংরাজী পারসী মিশ্রিত প্রচলিত কথা পল্লীগ্রামে অনায়াসে বোধগম্য হইবে না; পরন্তু এ গ্রন্থ কলিকাতার ভাষায় কলিকাতাস্থদিগের শ্লেষে লেখা হইয়াছে; সুতরাং পল্লীগ্রামে ইহা বোধগম্য না হইলে ক্ষতি নাই।

২। বঙ্গভাষার ব্যাকরণ-নিয়ম প্রথমতঃ ফষ্টর সাহেব, কেরি সাহেব, পিয়র্সন্ সাহেব, মহাত্মা রামমোহন রায় প্রভৃতি কএক জন বিদ্যানুরাগি মহাশয়েরা লিপিবদ্ধ করেন। তৎপরে শ্যামাচরণ সরকার ও অন্যান্য ব্যক্তিরা বিশেষ প্রযত্নে বঙ্গভাষার বর্ত্তমানাবস্থার যে কোন লক্ষণ লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে তৎসমুদায় পুস্তকস্থ করিয়াছেন; যৎকিঞ্চিৎ মাত্র অবশিষ্ট আছে; তৎসমুদায়ের, তথা উক্ত ভাষার অধুনা যে সকল পরিবর্ত্তন হইতেছে তাহার, নিয়ম বদ্ধ করা বহুকালসাধ্য; কেহ ইচ্ছা করিলেই তৎক্ষণাৎ তাহা সিদ্ধ করিতে পারেন না। অপর আমরা পূর্ব্বখণ্ডে লিখিয়াছি, ভাষার পরিবর্ত্তন নিয়ত হইতেছে, সুতরাং

তাহার ব্যাকরণেরও ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন হইবেক। পরন্তু আমাদিগের বোধ ছিল যে যে সকল বাঙ্গালি ব্যাকরণ প্রস্তুত হইয়াছে তাহাদ্বারা বঙ্গভাষার বর্ত্তমানাবস্থা অনায়াসেই জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। "সরল ব্যাকরণ" নামক এক খানি অভিনব গ্রন্থদ্বারা সে বোধের খণ্ডন হইয়াছে। তাহার লেখক আপন বিজ্ঞাপনায় লিখিয়াছেন "পূর্ব্বে কোন কোন মহাশয় বঙ্গভাষা শিক্ষার্থ কয়েক * খানি ব্যাকরণ প্রস্তুত করিয়াছেন বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে সকল ব্যাকরণদ্বারা ভাষা শিক্ষার বিশেষ আনুকূল্য হয় নাই"। এই প্রযুক্ত তিনি স্বয়ং সরল ব্যাকরণ প্রস্তুত করত জনগণের সে অভাবের খণ্ডন করিয়াছেন। এবম্প্রকার অভিপ্রেত পুস্তকের সমালোচনে সর্ব্বাদৌ মনের লালসা জন্মে; কিন্তু প্রস্তাবিত পুস্তক পাঠ করিলে সে স্পৃহা এককালেই নিবৃত্ত হইয়া যায়; যেহেতু তাহাতে আশার তুল্য পরিমাণে কোন পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ঐ পুস্তক অদ্যাপি সম্পূর্ণ হয় নাই। প্রকটিত খণ্ডে কেবল বর্ণ সন্ধি ষত্ব ও ণত্ব এই চারি বিষয়ের বিচার আছে; তাহার কোন অংশই অন্যান্য গ্রন্থহইতে উৎকৃষ্ট বোধ হয় না। বিশেষতঃ তিনি বালকের পাঠ্য ব্যাকরণ গ্রন্থে অশ্লীলভাবের প্রয়োগ করিয়া তাহা ভদ্রের অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায় স্বর ও হলের প্রভেদ জ্ঞাপনার্থে তিনি লিখিয়াছেন "এই কারণেই শৈবদর্শনাদি শাস্ত্রে হলবর্ণকে পুরুষ এবং স্বর বর্ণকে প্রকৃতি শক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যেমন পুরুষ প্রকৃতি শক্তির আশ্রয় ব্যতিরেকে কখনই সক্রিয় হইতে পারে না, তদ্রূপ স্বর-শক্তির আশ্রয় ব্যতিরেকে হলসকল কখনই সক্রিয় অর্থাৎ উচ্চারণযোগ্য হইতে পারে না।" আমরা শ্রুত হইয়াছি গ্রন্থকার এক প্রধান বিদ্যালয়ের শিক্ষক; অতএব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি যে বিদ্যালয়স্থ কোন বালক তাঁহাকে অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহাকে লজ্জিত ও নতমস্তক না করাইয়া কি প্রকারে এই তান্ত্রিক রূপকের প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে পারেন?

গ্রন্থকার এই গ্রন্থের রচনা-সময়ে হলবে সাহেবের বটিকাকে আপন আদর্শ করিয়াছিলেন। ঐ বটিকা যে রূপে সর্ব্বৌষধী মহৌষধীর পিতামহের ন্যায় সকল ব্যাধির উপশমন করিয়া থাকে এই ব্যাকরণও সেই রূপে বিষয়ি লোক ও "বিদ্যালয়স্থ উচ্চ নীচ সকল শ্রেণীর বালকদিগের" ব্যাকরণ-বিষয়ক অজ্ঞানরূপ বিকারের প্রতীকার করে। পরন্তু আমাদিগের অল্প জ্ঞানে বোধ হয়, যেমত হলবের বটিকা সত্ত্বেও অনেকে রোগ ভোগ করিতেছে; তেমত এই ব্যাকরণ সত্ত্বেও অনেককে মন্দ ও অনুপযুক্ত গ্রন্থের সাহায্যে ব্যাকরণ শিক্ষার যাতনা ভোগ করিতে হইবে। ইহার রচনাপ্রণালী অত্যন্ত দূষিত; ইহাতে কোন্ বিষয় প্রথম শিক্ষণীয়, কোন্ বিষয় পরে শিক্ষণীয়; কোন্ বিষয়ই বা বালকদিগের পক্ষে সহজ, ও কোন্ বিষয়ই বা কঠিন, তাহার কোন বিচার না করিয়া নানাবিধ প্রস্তাব একত্রিত করা হইয়াছে। গ্রন্থকার কহেন যে "সংখ্যাযুক্ত বড় অক্ষরের নিয়ম-সকল নীচ শ্রেণীস্থ বালকদিগের নিমিত্ত" রচিত; কিন্তু নীচ শ্রেণীস্থ অল্প বয়স্ক বাঙ্গালি বালক সন্ধি পাঠ করিয়াই কি প্রকারে ৫৭ পৃষ্ঠার বড় অক্ষরের ৮ ম নিয়মোক্ত "সু, বি, নির্, দুর্ উপসর্গের পরস্থিত স্বপ্ধাতু স্থানে সুপ হইলে ঐ সুপের দন্ত্য স মূর্দ্ধণ্য হয়," এই বাক্য বুঝিতে

* ব্যাকরণকার এই শব্দ কি নিয়মে সিদ্ধ করিয়াছেন? বোধ হয় ইহার নিমিত্ত তাঁহাকে নিপাতনের অনুসরণ লইতে হইবে।

পারিবেক তাহা আমরা স্থির করিতে পারিলাম না। আমাদিগের বোধে সংস্কৃত ব্যাকরণ না পাঠ করিলে ইহা কদাপি বোধগম্য হয় না; যে ব্যক্তি সরল ব্যাকরণের প্রথমভাগ মাত্র পড়িয়াছে সে বিষয়ী হইয়া ‘ নয়নের সমস্ত আলস্য পরিহার পূর্ব্বক” মুখ ও দন্ত এই উভয়ের নিয়োগ করিলেও “উপসর্গ” “ধাতু” “স্বপ” “সুপ” কিছুরই সুপ-সাপ করিতে পারিবেক না। এবংবিধ কাঠিন্য এই গ্রন্থের অপর অনেক স্থানে আছে, তৎসমুদায়দ্বারা বালকদিগকে ক্লেশিত করা অপেক্ষা প্রথমতঃ মথুরানাথ তর্করত্নের ব্যাকরণচন্দ্রিকা পাঠ করাইয়া পরে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সরকারের অথবা হুগলি কালেজস্থ পণ্ডিত ভগবচ্চন্দ্র বিশারদের ব্যাকরাণ পাঠ করান সহস্রাংশে শ্রেষ্ঠ।

ইংরাজদিগের দৃষ্টান্তে সম্প্রতি সকলেই প্রাচীন হিন্দু নাম শুনিলেই তাহার লোপ করত নূতন সৃষ্টি করিতে উদ্যতহন। সেই পরিবর্ত্তনের লালসায় মুগ্ধ হইয়া বর্ণ-নির্ণয়-করণ-সময়ে গ্রন্থকার অতি প্রাচীন প্রাতিশাখ্য-শিক্ষাদি গ্রন্থের বিরুদ্ধে বর্ণমালাহইতে কএকটি বর্ণের পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহাতে অল্পমতিত্ব ভিন্ন কোন ঔৎকর্ষের লক্ষণ নাই। যদ্যপি বর্ণমালাহইতে ঋকার ও অন্তস্থ বকারের পরিত্যাগ করিলে বর্ণমালার লাঘব হয়, তাহাহইলে শ, ষ, ঙ, ঞ, ঋ, ৠ, ঌ, য়, প্রভৃতি বর্ণকে পরিত্যাগ করিবার বাধা কি? ং, স, ই, র, ল, এবং অ, বর্ণদ্বারাই তাহাদিগের অভিপ্রেত সিদ্ধ হইতে পারে; অথচ বর্ণমালা হইতে ৮ টি ব্যর্থ বর্ণ পরিত্যক্ত হয়? তাহাতে ভাষারও কোন হানি হইবেক না; যেহেতু প্রাকৃত ভাষায় ঐ সকল বর্ণের অপ্রয়োগেও কোন অনিষ্টের বোধ হয় না। এ বিষয়ে আমাদের এই মাত্র বক্তব্য যে পণ্ডিত মহাশয়েরা বঙ্গভাষার রচনা যাহাতে উত্তম হয় এমত চেষ্টা করুন; তাহাতেই তাঁহারা যশস্বীহইতে পারিবেন। চন্দ্রবিন্দু কি অনুস্বর স্বর হইবে কি হল হইবে এবং তাহার ত্যাগে বা গ্রহণে বর্ণমালার দুই একটা বর্ণ কাড়াইলে বা কমাইলে তাঁহাদের কোন পৌরুষ প্রকাশিত হইবে না। তাঁহারা নিশ্চয় জানিবেন যে সভ্যসমাজে লাটিন্ গ্রিক্ ইংরাজী পারসী প্রভৃতি যে কোন বর্ণমালা প্রচলিত আছে তন্মধ্যে সংস্কৃতবর্ণমালাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; তাহার পরিশোধনার্থে তাঁহাদের শ্রমকরার কোন প্রয়োজন নাই। শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্যে এ বিষয়ের বিচার পরিপাটীরূপে হইয়াছে; এক্ষণে তাহার দুই এক টি কথা লইয়া বালকের নিকট পাণ্ডিত্য-প্রকাশে হাস্যাস্পদ হইতেছেন। গ্রন্থকার অনুস্বার ও বিসর্গকে বর্ণমধ্যে গণনা করেন নাই; তাঁহার মতে তাহারা কিছুই নহে; অথচ অনুস্বার-সন্ধির বর্ণন করিয়াছেন, ইহা কৌতুকজনক মানিতে হইবে।

ব্যাকরণকারের ভাষা অতীব দুরূহ-অনায়াসে বোধগম্যা হয় না। অপর তাঁহার নিয়মসকলও ব্যাকরণসিদ্ধ কি না তাহাও সন্দিগ্ধ বোধ হয়। হলসন্ধির ৪ নিয়মে লিখিয়াছেন, “প্রতি বর্গীয় পদান্ত প্রথম বর্ণের পর ন কিম্বা ম থাকিলে প্রথম বর্ণ স্থানে তদ্বর্গের পঞ্চম অথবা তৃতীয় বর্ণ হয়”। এই বাক্যের প্রকৃত অর্থ কি তাহা আমরা নিরূপিত করিতে পারিলাম না। তথাপি যথাকথঞ্চিৎ রূপে তাহার ভাবগ্রহণ করিয়াও ক্ষুন্নিবৃত্তি শব্দের সন্ধি ইহাদ্বারা সঙ্গত করণ-চেষ্টায় গ্রন্থকারের অপর-নিয়ম-সম্বন্ধে আমাদিগের ক্ষুন্নিবৃত্তি হইয়াছে। “নিমিত্তাপায়ে নৈমিত্তিকস্যাপ্যপায়ঃ” এই নিয়মের স্মরণ করিলে গ্রন্থকার আমাদিগের অভিপ্রেত জ্ঞাত হইবেন; তাঁহার উদ্দেশে আমরা আর অধিক শ্রম করিতে অধুনা স্পৃহা রাখি না।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

৫ পর্ব্ব] শকাব্দা ১৭৮০, আষাঢ়। [৫১ খণ্ড

কঙ্‌ফুসে।

খ্রীষ্টাব্দের ৫৫১ বৎসর পূর্ব্বে চীন-রাজ্যের অন্তঃপাতী লূ-নামক নগরীতে তদ্দেশ-বিখ্যাত পণ্ডিত কঙ্‌ফুসে জন্ম গ্রহণ করেন। চীনদেশে যত যত পণ্ডিত প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, তন্মধ্যে তিনি সর্ব্বপ্রধান; তাঁহার তুল্য অসাধারণ পণ্ডিত আর তদ্দেশে কোন কালে কেহই হয় নাই। তাঁহাকে কেহ কেহ খুঙ্‌চি * নামেও উক্ত করিয়া থাকে। তাঁহার পিতার নাম সুক্‌লিয়ংনিটু। তিনি লূনগরের এক জন প্রধান রাজকর্ম্মকারী ছিলেন। তাঁহার একমাত্র স্ত্রী নেনসী নামার গর্ভে কঙ্‌ফুসে জন্ম গ্রহণ করেন। অতিশৈশবকাল-হইতেই কঙ্‌ফুসের অসাধারণধীশক্তি প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি অপরাপর বালকের ন্যায় অনর্থক ক্রীড়ায় বিন্দুমাত্র কালও নিক্ষেপ করিতেন না, সর্ব্বদা সন্নিবিষ্টচিত্তে রাজানুষ্ঠিত কার্য্যের অনুকরণ এবং আপন ক্ষমতানুসারে অবস্থোচিত সৎক্রিয়া শিক্ষা করিতেন। যখন যে স্থানে গমন করিতেন তখনি তত্রস্থ বর্ত্তমান বিষয়ের তত্ত্ব জানিতে উদ্যত হইতেন। শৈশবকালেই তাঁহার তত্ত্বানুসন্ধানের ইচ্ছা এত প্রবলা হইয়াছিল, যে তিনি একদা তজ্জন্য তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। একবার তিনি এক প্রসিদ্ধ দেবমন্দিরের মধ্যে উপস্থিত হইয়া নানা বিষয়ের তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হওয়াতে এক ব্যক্তি তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিল, "যে বালক দেবালয়মধ্যে উপস্থিত হইয়া এত অধিক বিষয়ের জিজ্ঞাসা করে, কে তাহাকে বুদ্ধিমান্ বলে?" কঙ্‌ফুসে ঐ কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন, "বুদ্ধিমানের এই কার্য্য"। বস্তুতঃ তিনি অতিশয় সুশীল ও বিনীত ছিলেন; তাঁহার শীলতা ও বিনয় সন্দর্শন করিয়া সকল লোকেই তাঁহাকে প্রিয়দৃষ্টিতে দর্শন করিত, এবং তাঁহার অসাধারণবুদ্ধিমত্তা প্রযুক্ত তাঁহাকে বিচিত্রকর্ম্মা বোধ করিত। প্রিয়দর্শন কঙ্‌ফুসে সর্ব্বদা সকলকে মিষ্ট বাক্যদ্বারা সম্ভাষণ করিতেন। তিনি দশবর্ষ-বয়ঃক্রম সময়েই স্বদেশীয় প্রাচীন পণ্ডিতদিগের হিতোপদেশ ও চরিত্র প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া তদনুসারে চলিতে ও অন্যকে চালাইতে ইচ্ছা করেন, এবং সর্ব্বদা

* চি সন্তান, খুং পণ্ডিত অথবা প্রধান।

গু—নগর।
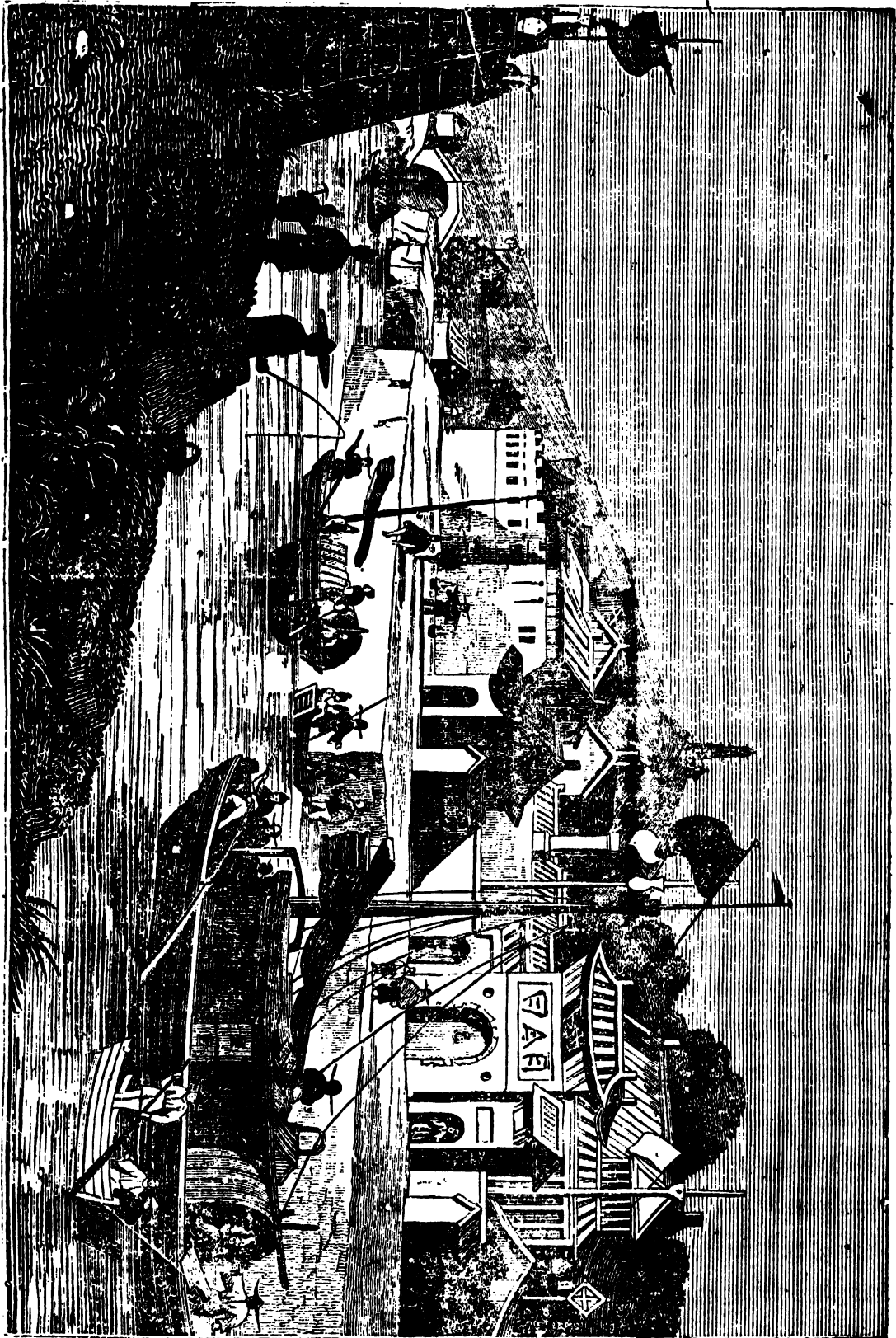
অতি মহৎ ও প্রশস্ত বিষয়েই চিত্তনিবেশ করিয়া থাকিতেন। তিনি স্বপ্রণীত গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন, যে যৌবনের প্রারম্ভে একদা অতিশয় দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছিলেন, এবং সেই সূত্রে তিনি অশ্ববিদ্যা, ধনুর্ব্বিদ্যা, প্রভৃতি নানা প্রকার শিল্পবিদ্যা অভ্যাস করেন।

অনন্তর বিংশতি-বৎসর-বয়ঃক্রমের কিঞ্চিৎ পরে তিনি একটি পশ্বালয়-সঙ্‌ক্রান্ত যৎসামান্য কর্ম্ম অবলম্বন করিয়া কিয়ৎকাল ক্ষেপণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অনতিবিলম্বেই সেই কর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার চৌদোশ-স্থানে জ্ঞানধর্ম্মের উপার্জন করিতে যাত্রা করেন, এবং শীঘ্র কৃতকার্য্য হইয়া কতিপয়-ছাত্র-সমভিব্যাহারে তথাহইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।

কঙ্‌ফুসে স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া সমস্ত চীনরাজ্যে ঐক্য সংস্থাপন করিতে যত্নশীল হইলেন। তৎকালে সমস্ত চীন-দেশে একমাত্র সম্রাট্ ছিলেন কিন্তু তাহার অধীনে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা ছিল; ঐ সমস্ত রাজাদিগের অধীনস্থ ভিন্নভিন্ন রাজ্যে ভিন্নভিন্ন প্রকার আচার ব্যবহার রীতি ও নীতি প্রচলিত ছিল। কঙ্‌ফুসে দেখিলেন যে যাবৎ ঐ সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য একনিয়মে চলিত ও এক-প্রকার শাসনে অনুশাসিত না হইবে, তাবৎ চীনদেশে কোন ক্রমেই ঐক্য স্থাপিত হইবে না, এবং তাবৎ কোন রূপেই স্বদেশের কল্যাণও সিদ্ধ হইবে না। এই বিবেচনায় তিনি অসামান্য পরিশ্রমের স্বীকার ও অদ্বিতীয় ক্ষমতার প্রকাশ করত চীনদেশস্থ সমস্ত স্থানে স্বপ্রণীত সুনিয়ম-প্রণালী প্রচার ও সদ্ব্যবহার বিস্তারের পথ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। সর্ব্বত্র কুনীতির সংশোধন ও সুনীতির সংস্থাপন করা এবং সকল স্থানে মিতাচার ও মিতব্যবহার প্রচলিত করাই তাঁহার প্রধান কার্য্য হইয়া উঠিল। তিনি সকল লোককে নিরপেক্ষতা অস্বার্থপরতা নিষ্ঠা ও ন্যায়পরতা অভ্যাস করাইয়া এককালে অহিতাচারের মূলোৎপাটন করিতে আরম্ভ করিলেন। আর তিনি যে কেবল বাক্যদ্বারা লোকদিগকে ধর্ম্মনীতির শিক্ষা দিতেন এমত নহে; তিনি স্বকীয় অসামান্য পুণ্যক্রিয়ার দৃষ্টান্তের প্রদর্শনদ্বারা যাবৎ ব্যক্তিকে জ্ঞান ও ধর্ম্মের উপদেশ করিতেন। এই রূপে সমস্ত চীনরাজ্যে তাঁহার খ্যাতির বিস্তার ও যশের প্রচার হওয়াতে তিনি অবিলম্বে বিচারপতির পদে অভিষিক্ত হন, এবং তৎপদে অতিসুনিয়মে আপন সাধ্য কার্য্য সাধন করেন। পরন্তু তিনি কোন পদের অভিমানের পরবশ হইয়া উল্লিখিত রাজপদ গ্রহণ করেন নাই; কেবল স্বদেশের উন্নতিসাধনের উদ্দেশে উক্ত পদ গ্রহণ করিতে স্বীকার পাইয়াছিলেন। তিনি জানিয়াছিলেন যে সাধারণ লোকে উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির কথা যেমন সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করে অপর ব্যক্তির কথা সে প্রকার গ্রহণ করে না, অতএব তিনি কোন রাজপদ গ্রহণ করিয়া দেশের কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করিলে অতি সহজেই কৃতকার্য্য হইবেন।

তাঁহার পঞ্চাশৎ বৎসর-বয়ঃক্রম-সময়ে লূ-রাজ্যের রাজা তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রির পদে অভিষিক্ত করেন, এবং তিনি সেই পদে অভিষিক্ত হইয়া আপন জন্মভূমির বিশেষ উন্নতি সিদ্ধ করিয়াছিলেন। লূ-রাজ্য দীর্ঘকাল তাঁহার সুনিয়মে সংরক্ষিত হওয়াতে উত্তরোত্তর উন্নতি প্রাপ্ত হওত। অবশেষে সমস্ত চীন-দেশের মধ্যে তাহাই প্রধান হইয়া উঠিল। লূর এই প্রকার প্রাধান্য সন্দর্শন করিয়া অপরাপর রাজাদিগের মনে ঈর্ষা উপস্থিত হইল; সকলেই মনে করিল যে যদি লূ-রাজ্য এইরূপে আর কিছুদিন সুনিয়মে শাসিত হয়; তাহা হইলে তত্রস্থ রাজা

সমস্ত প্রজারই প্রিয় হইয়া ক্রমে ক্রমে বিশেষ ক্ষমতাবান্ হইয়া উঠিবে, এবং অনায়াসে আমাদিগকে পরাজয় করিয়া সমস্ত রাজ্যের অধীশ্বর হইবে; তখন আর কোন রূপেই উহাকে পরাভূত করিতে পারা যাইবে না। এই আশঙ্কায় সমস্ত রাজারাই লূর আধিপত্য-শক্তির সংহারের মন্ত্রণা করিতে লাগিল, তন্মধ্যে চী-নামক এক ক্ষুদ্র স্থানের রাজা কতিপয় নর্ত্তকীকে বিশেষ উপদেশ প্রদান করিয়া স্বকার্য্য সাধনের নিমিত্ত লূ-নগরে প্রেরিত করেন। তাহারা রাজসভায় প্রবিষ্ট হইয়া সমাদৃত ও পুরস্কৃত হইল, এবং বিধিমতে রাজাকে বশীভূত করিল। রাজা ঐ চতুরাদিগের মোহ-জালে বদ্ধ হইয়া ক্রমে ক্রমে কঙ্‌ফুসের উপদেশ উপেক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং তাহাতে রাজ্যের ক্রমশঃ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। তখন কঙ্‌ফুসে দেখিলেন যে লূ-রাজ্যের আর কল্যাণ নাই, রাজা ও প্রজা আর কেহই তাঁহার বশে চলে না। তত্রাপি তিনি রাজা ও প্রজাদিগকে স্বমতস্থ করিবার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা পাইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সকল শ্রম নিষ্ফল হইল। অনন্তর নিরাশ হইয়া লূ-রাজ্য পরিত্যাগ করিলেন। তিনি ঐ রাজ্যে প্রথমতঃ প্রবিষ্ট হইয়া বিধিমতে উহার শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতির সিদ্ধি করিয়াছিলেন। যে চী-রাজ্যের রাজা পরিণামে এই রূপ শত্রুতা সাধন করিল, কঙ্‌ফুসে প্রথমেই আসিয়া লূর অধিপতি টঙ্কুং নৃপতির সহিত তাহার মৈত্রীবন্ধন ও সন্ধি-সংস্থাপন করিয়াছিলেন। চীর রাজা তৎপূর্ব্বে লূর যে সকল স্থান অধিকৃত করিয়াছিল, কঙ্‌ফুসে আসিয়া তৎ সমুদায়ই লূর রাজাকে প্রত্যর্পিত করাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মন্ত্রণায় অশ্রদ্ধা করাতে পরিণামে সে রাজার এ পর্য্যন্তই দুর্দশা হইল যে তিনি রাজ্য শ্রী সম্পদ্ সমস্ত চ্যুত হইয়া এককালে নির্ণাম হইয়া গেলেন।

ইতিপূর্ব্বে কঙ্‌ফুসে একবার চীর রাজা কঙ্‌কুঙ্গের নিকট গমন করাতে রাজা তাঁহাকে মহাসমাদর-পূর্ব্বক কোন প্রধান পদে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার প্রধান মন্ত্রী তাহাতে প্রতিকূল হওয়াতে তিনি সে ইচ্ছা সম্পন্ন করেন নাই। কঙ্‌ফুসের এমনই নিরপেক্ষতা এবং উদার স্বভাব ও মহৎ ভাব ছিল, যে যে দুষ্ট মন্ত্রী তাঁহার উচ্চ-রাজ-পদ-প্রাপ্তির পক্ষে প্রতিকূলাচরণ করিয়াছিল তিনি স্বপ্রণীত গ্রন্থে ঐ মন্ত্রিরই বুদ্ধিমত্তা ও নিরপেক্ষতার অনেক প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

যৎকালে কঙ্‌ফুসের ৫৭ বৎসর বয়ঃক্রম তৎকালে তাঁহার জন্মভূমিতে একদা এক দল রাজবিদ্রোহী দুরাত্মাদিগের সহিত তাঁহাকে বিস্তর সঙ্গ্রাম করিতে হইয়াছিল। তিনি স্বকীয় বুদ্ধিবলে ও কার্য্যকৌশলে ঐ সমস্ত দুরাত্মাদিগকে বশীভূত করিয়া পরিণামে সৎপথগামী করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে সর্ব্বদা পিতৃবৎ উপদেশ প্রদান করিতেন; এবং পরম হিতৈষির ন্যায় তাহাদিগের হিত সাধন করিতেন। কিন্তু পরে আরও কতকগুলি দুষ্ট লোক তাঁহার বিরুদ্ধ হওয়াতে তিনি এক কালে বিরক্ত হইয়া তাহাদিগের সংস্রব পরিত্যাগ করিলেন, এবং সমস্ত সামাজিক কার্য্য পরিত্যাগ করিবার মানস করিলেন। এই আশয়ে তিনি এমনি বিবিক্তবাসী হইলেন, যে প্রায়ঃ অনেকেই তাঁহার কোন সম্বাদ পাইত না। তিনি অতিনিভৃত স্থানে বাস করিয়া কেবল আপনার রচিত কএক খানি গ্রন্থ সংশোধন করিতেন। কিন্তু অগ্নিতুল্য কঙ্‌ফুসে কত দিন এপ্রকার অপ্রকাশভাবে কালক্ষেপ করিয়া প্রচ্ছন্ন থাকিবেন? অবিলম্বেই চতুর্দিগহইতে শিষ্যগণ আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টিত করিল, এবং

তিনিও তাহাদিগকে আপন আপন বাঞ্ছিত বিষয়ে শিক্ষা দিয়া সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। এই সময়ে লূ-নগরে এক ভয়ঙ্করউপদ্রব উপস্থিত হওয়াতে তথাকার রাজা অতি যত্ন-পূর্ব্বক কঙ্‌ফুসের অনুসন্ধান করত তাঁহার সুমন্ত্রণা প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। পণ্ডিতবর কঙ্‌ফুসেও এই সংবাদ পাইয়া রাজার আনুকুল্য করিতে অতিশয় ব্যগ্র হইলেন; রাজাকে বিপদ্‌গ্রস্ত জানিয়া তাহার পূর্ব্ব দুশ্চরিত্রের বিষয় আর কিছুই মনে করিলেন না। কিন্তু তাঁহার একটি প্রিয় শিষ্য এই বিষয়ের প্রতিরোধী হওয়াতে, তিনি স্বীয় ইচ্ছা পূর্ণ করিতে ক্ষান্ত থাকিলেন। যাহা হউক কঙ্‌ফুসে লূর নৃপতির কল্যাণ সাধনের জন্য অনেক চেষ্টা পাইয়াছিলেন। রাজা কেবল তাঁহার উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়াই পুনঃ ঘোরতর বিপদে পতিত হন, এবং মহানুভব পণ্ডিত ও তজ্জন্য তাঁহার রাজ্য পরিত্যাগ করেন।

তিনি লূ নগর পরিত্যাগ করিয়া নানা দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হন, এবং ঐ রূপে দ্বাদশ বৎসর পর্য্যটন করিয়া দুঃখ দারিদ্র প্রভৃতি নানাপ্রকার ক্লেশ ভোগ করেন। তিনি যে ঐ অবস্থায় কত স্থানে কত প্রকার দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন, এবং কত লোকের নিকট কত প্রকারে অবমানিত হইয়াছিলেন তাহার সঙ্খ্যা করা কঠিন। তিনি কিছু দিন ওয়াই-নামক দেশে ও কিয়ৎকাল চন্‌-নামক প্রদেশে বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ উভয় স্থানেই বিরক্ত হইয়া তিনি হংরাজ্যে গমন করেন। ইয়ংফু-নামক এক ব্যক্তির উপর হংবাসি লোকদিগের আন্তরিক ক্রোধ ছিল। তাহারা কঙ্‌ফুসকে ঐ ইয়ংফুর সহিত অভিন্নাকার দেখিয়া তাঁহাকে শত্রুজ্ঞানে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিল, এবং প্রাণসংহারেরও ভয়প্রদর্শন করিল। মহানুভব পণ্ডিত এই দুরবস্থাতেও এক দণ্ডের নিমিত্ত বিচলিতচিত্ত হয়েন নাই। তিনি কারাগারের মধ্যে সর্ব্বদা কেবল জগদীশ্বরের মহিমাদির চিন্তা করিয়াই সন্তোষ সাধন করিতেন। অবশেষে হংবাসি লোকেরা আপনাদিগের ভ্রান্তি অবগত হইয়া তাঁহাকে কারামুক্ত করিয়া দেয়।

তিনি হংরাজ্যহইতে পূর্ব্বোক্ত ওয়াই-নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু ঐ স্থানে পুনর্ব্বার তাঁহাকে বিচারালয়ে পরীক্ষা-প্রদান করিয়া আরোপিত এবং অমূলক অপবাদহইতে পরিত্রাণ পাইতে হইয়াছিল। অনন্তর ওয়াইহইতে তিনি সুং-নামক স্থানে যাত্রা করেন। তথাকার এক জন অবোধ রাজকর্ম্মচারী তাঁহার বুদ্ধিবিদ্যাদির প্রতি সাতিশয় ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে বিধিমতে তিরস্কৃত ও হত করিতে উদ্যত হয়; কিন্তু তিনি তাহার ষট্‌চক্রহইতে মুক্ত হইয়া সেস্থান হইতে প্রস্থান করেন। তিনি কিছু দিন এইরূপে স্থানভ্রষ্ট ও মানভ্রষ্ট হইয়া ভ্রমণ করত অবশেষে পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলেন; কিন্তু কিছু দূর ভ্রমণের পর এক নদীতীরে উপস্থিত হইয়া পারের কোন উপায় না পাওয়াতে সুতরাং পরাঙ্‌মুখ হইলেন। লূ-রাজ্যের বর্ত্তমান অধিপতির মৃত্যুর সময়ে আপন সন্তানকে আদেশ করিয়া যান, "যে তুমি নানা-বিদ্যাবিষারদ কঙ্‌ফুসেকে অতিসমাদর-পূর্ব্বক আহ্বান করিয়া আনাইয়া আপন মন্ত্রির পদে অভিষিক্ত করণানন্তর তাহারই মন্ত্রণাক্রমে রাজ্যশাসন করিও।" তাহার পুত্রও ঐ আদেশানুসারে পণ্ডিতবর কঙ্‌ফুসেকে আহ্বান করিয়া লইয়া যান। কিন্তু তাহার কএক জন কর্ম্মচারী বিরোধী হওয়াতে তিনি ঐ পণ্ডিতকে আপন বাঞ্ছিত পদে নিযুক্ত করিতে পারেন নাই।

কঙ্‌ফুসের পর্য্যটনকালে অনেক রাজা তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা সন্দর্শন করিয়া আপনার নিকটে রাখিতে এবং উচ্চ পদে অভিষিক্ত করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। কিন্তু সর্ব্বত্রই দুরাত্মা লোকে তাঁহার প্রতিবাদ করিয়া পণ্ডিতোত্তম কঙ্‌ফুসেকে যথোচিত আদর ও মর্য্যাদা পাইতে দেয় নাই, প্রত্যুত কুমন্ত্রণা করিয়া বিধিমতে ক্লেশই প্রদান করাইয়াছিল।

পণ্ডিতবর দ্বাদশবর্ষ এই রূপে দেশভ্রমণ ও দুঃখভোগ করিয়া পুনর্ব্বার লু-রাজ্যে প্রত্যাগত হয়েন। এই সময় তাঁহার ৬৮ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল। তিনি স্বদেশে পুনরাগমন করিয়া আর সামাজিক কার্য্যে লিপ্ত হয়েন নাই, কেবল সর্ব্বদা নির্জ্জনে থাকিয়া নানাপ্রকার গ্রন্থাদির আলোচনা করিতেন। কিন্তু চীনদেশের দুরদৃষ্টতা প্রযুক্ত তিনি আর দীর্ঘকাল ধরাতলে বাস করিলেন না। যে বৎসর তিনি চঞ্চনামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন, তাহার পরবৎসরেই ওয়াই-নামক নগরে তাঁহার পর-লোক-প্রাপ্তি হয়। তিনি ৭৮ বৎসর বয়ঃক্রমে এই লোকহইতে অবসৃত হয়েন। জন্মভূমির নিকটে এক মনোহর নদীতীরে তাঁহার সমাধি হয়। তাঁহার শিষ্যগণ তিন বৎসরকাল তাঁহার জন্য শোক করিয়া অনন্তর সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করে। কিন্তু একটি শিষ্য শোকসম্বরণ করিতে না পারিয়া তাঁহার সমাধিমন্দিরের নিকট এক গৃহ প্রস্তুত করিয়া আরও তিন বৎসর বাস করিয়াছিল।

কঙ্‌ফুসের একমাত্র পুত্র হয়; সে তাঁহার বর্ত্তমানেই লোকান্তরে গমন করে। কিন্তু তাহাতে কঙ্‌ফুসে নির্বংশ হয়েন নাই; যেহেতু তাঁহার প্রিয়পুত্র একটি পুত্র রাখিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। ঐ পুত্রের নাম টিসি। টিসিদ্বারা একসময়ে কঙ্‌ফুসের নাম উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। টিসি সর্ব্বাংশেই পিতামহের সদৃশ হইতে চেষ্টা পাইয়াছিল, এবং অনেকাংশে কৃতকার্য্যও হইয়াছিল। তাহার পিতামহের প্রিয় এবং প্রধান শিষ্য বংশী নামক এক ব্যক্তি তাহাকে শিক্ষাপ্রদান করে।

কঙ্‌ফুসের সর্ব্বশুদ্ধ তিন সহস্র শিষ্য ছিল; তন্মধ্যে ৭২ জন তাঁহার বিশেষ অনুগত এবং সুশিক্ষিত হইয়াছিল।

ঐ ৭২ জন শিষ্যের মধ্যে হুইনামক এক শিষ্যই প্রধান। এই হুইর মৃত্যু-ঘটনা উপলক্ষ করিয়া পণ্ডিতবর কঙ্‌ফুসে আপন গ্রন্থমধ্যে বিস্তর করুণারসের বিস্তার ও আক্ষেপ প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন। হুইর পরেই বংশী। এবং তদনন্তর মতি প্রধান শিষ্য। বংশী লঙ্গনী-নামক এক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের সঙ্গ্রহ করে, এবং আপন গুরুপৌত্রকে শিক্ষা দেয়। তাহার সমধ্যায়িরা অনেকে তাহাকে কঙ্‌ফুসের তুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন প্রস্তাবিত পণ্ডিতের আরও কএক জন প্রধান ছাত্র ছিল; তিনি আপন গ্রন্থমধ্যে উহাদিগের সকলেরই নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, এবং তাহাদিগের প্রত্যেকেই বিদ্যা বুদ্ধি ও দৈহিক ক্ষমতাদির বিশেষ করিয়া বর্ণন করিয়াছেন। মহানুভাব কঙ্‌ফুসে সময়ে সময়ে আপন শিষ্যদিগকে যে সকল সদুপদেশ প্রদান করিতেন এবং তাহাদিগের সহিত যে সমস্ত কথোপকথন করিতেন তৎসমুদায় সঙ্গৃহীত করিয়া দুই পৃথক্ গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে।

কঙ্‌ফুসে নানাবিষয়ে নানাপ্রকার গ্রন্থ রচিত করেন; তন্মধ্যে সাহিত্য ও কাব্যাদির সঙ্খ্যাই অধিক। তিনি যে পরিমাণে সাহিত্যশাস্ত্রাদির রচনা করেন তদনুরূপ বিজ্ঞানশাস্ত্রাদির গ্রন্থ রচিত করেন নাই। কিন্তু তিনি যে

বিজ্ঞান বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন এমত কখনই বলা যায় না। তিনি চীন-রাজ্যের অনেক পুরাবৃত্ত লিখিয়া গিয়াছেন, এবং অনেক প্রধান প্রধান লোকের জীবনচরিতও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি শিক্ষা ও পালন করিয়া চীন-দেশীয় অনেক রাজা সুনিয়মে রাজ্যশাসন করত স্বরাজ্যে যশস্বী হইয়াছিলেন, এবং ভিন্ন দেশের অনেক লোকেও পরমসুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া এই এবং পর লোকের উপকার করিয়াছিল। তিনি যে কত বিষয়ে কত প্রকার গ্রন্থের রচনা করেন, তাহার নির্ণয় করা কঠিন, এবং তাঁহার রচিত যে সকল গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তত্তাবতের বৃত্তান্ত এ স্থলে বিশেষরূপে লেখাও সহজ নহে।

যেমন অসীম সিন্ধু-সলিলের স্বাদ-পরীক্ষার নিমিত্ত লোকে এক বিন্দুমাত্র জল প্রদান করে, সেই রূপ মহাপণ্ডিতবর কঙ্ফুসের জ্ঞান-সমুদ্রের পরীক্ষার নিমিত্ত তাঁহার রচিত কএক টি নীতি এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে। পাঠকগণ তৎপাঠেই অনায়াসে তাঁহার মহত্ত্বের অনুভব করিতে পারিবেন।

"যে ব্যক্তি সর্ব্বকর্ত্তা জগদীশ্বরের অসন্তোষ সাধন করে, তাহার আর কেহই রক্ষাকর্ত্তা নাই।"

"প্রজাদিগকে শিক্ষা-প্রদান করা রাজার কর্ত্তব্য; কিন্তু রাজা কি প্রত্যেক প্রজার গৃহে গৃহে গমন করিয়া শিক্ষা দিতে পারেন? না, তিনি আপন সৎক্রিয়ার দৃষ্টান্তপ্রদর্শনদ্বারা সকলকে শিক্ষা প্রদান করিবেন।"

"কেবল দানদ্বারা রাজার দয়া প্রকাশ পায় না; তাঁহার দণ্ডবিধানদ্বারাও তাঁহার কারুণ্য গুণের পরিচয় পাওয়া যায়।"

"নির্বোধ লোকে জলের মধ্যেই থাকে, কিন্তু জ্ঞানবান লোকে তীরেতেই কাল যাপন করে।"

"অবোধ লোকে জ্ঞানবান্‌কে চিনিতে পারে না বলিয়া আক্ষেপ করে, কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি মনুষ্যকে চিনিতে পারেন না বলিয়া দুঃখিত থাকেন।"

"তোমাকে বিংশতি চক্ষু অবলোকন করিতেছে এই রূপ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবে।"

"কুকর্ম্ম করিয়া অনুতাপ না করাই বিশেষ কুকর্ম্ম।"

"গাম্ভীর্য্যব্যতিরেকে ধর্ম্মের আদর হয় না।"

"সদন্তঃকরণ সর্ব্বদা দয়ারই বশীভূত থাকে।"

কঙ্ফুসের পরমার্থ-বিষয়ে যে কি প্রকার মত ছিল, তাহা স্থিররূপে জানা যায় না; কিন্তু তিনি এই জগতেরকারণ একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের অস্তিত্বে যে প্রত্যয় করিতেন, এবং তাঁহার উপাসনা করা মনুষ্যের একমাত্র কর্ত্তব্য জ্ঞান করিতেন, তাহার সন্দেহ মাত্র নাই। তিনি স্বশিষ্যদিগকে মনুষ্যের ঐহিক জীবনের বিষয়ে উপদেশ করিতেন। তিনি কদাপি আপন মুখে আপনার প্রশংসা-সূচক কোন কথাই কহিতেন না, এবং কাহারও মুখে আত্মপ্রশংসা গ্রহণ করিতেন না। তিনি যেমন প্রিয়ম্বদ সেই রূপ প্রিয়দর্শন ছিলেন। তিনি দীর্ঘকায় ও সুঠাম ছিলেন, এবং তাঁহার প্রশস্ত বক্ষঃ এবং বিশাল নেত্রদ্বয় দেখিয়াই অনেকে তাঁহাকে মহাবুদ্ধিমান্ বোধ করিত। তাঁহার অন্তর্বাহ্য সর্ব্বাংশেই মহাপুরুষের লক্ষণ ছিল।

তাঁহার মৃত্যুর পর চীন-দেশীয় আপামর সাধারণসকল লোকেই বর্ষে বর্ষে ও মাসে মাসে তাঁহার মর্য্যাদা-সূচক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, এবং অনেকে পণ্ডিতবরের সমাধিস্থানে গমন করিয়া নানাপ্রকারে শ্রদ্ধাপ্রকাশ করিয়া থাকে।

ন. চ. মু.

রাজশাহী-জেলার ও নাটোর রাজবংশের-বিবরণ।

রাজশাহী জেলার উত্তর সীমা দিনাজপুর, দক্ষিণ সীমা পদ্মা নদী, উত্তরপূর্ব্ব সীমা বগুড়া জেলা, পূর্ব্ব ও দক্ষিণপূর্ব্ব সীমা পাবনা, পশ্চিম সীমা মালদহ। ইহা পূর্ব্ব পশ্চিমে ত্রিশ ক্রোশ দীর্ঘ, এবং উত্তর ও দক্ষিণে পঁচিশ ক্রোশ প্রশস্ত। গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞায় সম্প্রতি যে জরিপ হয় তদনুসারে ইহার ভূমির পরিমাণ ২০৮৪ চতুরস্র ক্রোশ। এই ভূমির পশ্চিমভাগে কএকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত ও বন আছে, সুতরাং তাহাতে শষ্যাদির উৎপত্তি হয় না, পরন্তু তদ্ভিন্ন উত্তরদিগে হিমালয় হইতে আগত অনেক নদী থাকাতে তত্রত্য ভূমি সরস হইয়াছে। ঐ সাহায্যে রাজশাহী জেলায় নীল ও রেসম প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভারতবর্ষহইতে স্থানান্তরে যত রেসম বাণিজ্যার্থ প্রেরিত হয় তাহার চতুর্থভাগ রাজশাহীর রেসম হইবেক। প্রস্তাবিত স্থানে নারিকেল বা গুবাক যথেষ্ট জন্মে না। বোয়ালিয়া ও নাটোর ইহার প্রধান নগর; তন্মধ্যে বোয়ালিয়াতে গবর্ণমেণ্ট-কার্য্যালয়সকল সংস্থাপিত আছে। গবর্ণমেণ্টের নির্ণয়ানুসারে এই জেলায় ছয় লক্ষ একাত্তর হাজার লোক বসতি করে। ইং ১৭৬৫ শালে দিল্লীর বাদশাহ কোম্পানিকে বাঙ্গালার দেওয়ানী প্রদান করিলে এই জেলা কোম্পানির হস্তগত হয়। ইহার অন্তর্গত নাটোর ও পুঁটিয়া নগরে বহুকালাবধি দুই প্রসিদ্ধ পরিবারের বসতি আছে, তন্মধ্যে এস্থলে নাটোর বংশের কিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত লেখিতব্য।

পূর্ব্বকালে নাটোর-নগরে কামদেব নামে এক জন বারেন্দ্রশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি অতি দরিদ্র ছিলেন; পৌরোহিত্য কর্ম্মদ্বারা তাঁহার দিনযাপন হইত। রামজীবন, রঘুনন্দন এবং বিষ্ণুরাম নামে তাঁহার তিন পুত্র হয়। তাহাদিগের মধ্যে রঘুনন্দন সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট; তিনি সুশীল ও সুক্ষ্মবুদ্ধি ছিলেন; কিন্তু বাল্যকালে উত্তমরূপে বিদ্যাশিক্ষা না হওয়াতে তাঁহার স্বাভাবিক উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তিসকলের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হইতে পারে নাই। রঘুনন্দনের বিদ্যাশিক্ষা করিবার আগ্রহিতা এত প্রবল ছিল, যে সাংসারিক সমূহ কষ্টসত্ত্বেও তিনি কেবল আপনার যত্ন ও পরিশ্রমদ্বারা বাঙ্গলার চলিতভাষা বিশিষ্টরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। রঘুনন্দন পিতার দুরবস্থা দেখিয়া অধিক দিন বাটীতে থাকিয়া লেখা পড়া করিতে পারেন নাই; শীঘ্রই স্থানান্তরে কর্ম্মানুসন্ধান করিতে গমন করেন। প্রথমতঃ তিনি লস্করপুর বা পুঁটিয়ার ভূম্যধিকারি দর্পনারায়ণ রায়ের * নিকট কর্ম্ম প্রার্থনার্থে উপস্থিত হন। রঘুনাথ কোন বিষয়-কর্ম্মের উপযুক্ত পাত্র নহেন, রায় মহাশয় ইহা বিবেচনা করিয়া তাহাকে প্রথমতঃ দেবপূজার নিমিত্ত পুষ্পচয়িতার কর্ম্ম প্রদান করিলেন। রঘুনন্দন পুষ্পচয়ন করিতে থাকেন, কিন্তু অবকাশ পাইলে স্বীয় অভিলষিত লেখাপড়ার চর্চ্চা করিতে বিরত হইতেন না; এবং প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিদিগের নিকট বিচারালয় সংক্রান্ত বিষয়কর্ম্ম শিখিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ আইনে তাঁহার বিলক্ষণ জ্ঞান জন্মিল ও যে রূপ কস্তুরীর সৌরভ কখনই লুক্কায়িত থাকে না অবশ্যই প্রকাশিত হইয়া পড়ে, সেই রূপ রঘুনন্দনের কার্য্যদক্ষতা আপনাহইতে ব্যক্ত হইতে লাগিল। দর্পনারায়ণ

* তাঁহার অষ্টম পুরুষ যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় গবর্ণমেণ্ট ওয়ার্ডস্ বিদ্যালয়ে অধুনা বিদ্যাধ্যয়ন করিতেছেন।

রায় তাহাকে তাহা জ্ঞাত হইয়া পুষ্পচয়নরূপ হীন কর্ম্ম ত্যাগ করাইয়া ঢাকার বিচারালয়ে নিজ কর্ম্ম নির্ব্বাহিত করিবার নিমিত্ত মোক্তারিপদে নিযুক্ত করিলেন। রঘুনন্দন স্বীয়কর্ত্তব্য কর্ম্ম যথা-বিহিত-মনোযোগপূর্ব্বক নির্ব্বাহিত করাতে অল্পকালের মধ্যেই প্রভুর প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। তাহাতে তাঁহার বেতনের দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইল। অধিকন্তু যথেষ্ট পুরস্কারও প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। ক্রমে রঘুনন্দনের আইন-দক্ষতার প্রশংসা এরূপ ব্যাপ্ত হইল যে সুবা বাঙ্গলার কানুনগুই রঘুনন্দনকে নিকট রাখিবার নিমিত্ত দর্পনারায়ণ রায়ের নিকট প্রার্থনা করিলেন। রায় মহাশয় কানুনগুইকে অত্যন্ত মান্য করিতেন, সুতরাং কালবিলম্ব না করিয়া রঘুনন্দনকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। কানুনগুই রঘুনন্দনকে সমাদরে গ্রহণ করিয়া ঢাকার বিচারালয়ে স্বীয় উকীলের পদে নিযুক্ত করেন। রঘুনন্দন কএক বৎসর ঐ কর্ম্ম করিতে লাগিলেন, এবং কর্ম্মের শুভফলস্বরূপ ইং ১৭০৩ শালে স্বীয় ভ্রাতা রামজীবনের নামে বড়গেচিয়া পরগণা ক্রয় করেন। তৎ-পর বৎসরে তিনি কানুনগুইর পেস্কারী পদ প্রাপ্ত হন, কিন্তু সে কর্ম্ম তাঁহাকে অধিককাল করিতে হয় নাই, কারণ নবাব মুরশিদ্‌কুলী খাঁ তাঁহার কৃতিকুশলতার যশঃশ্রবণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে তদপেক্ষা উচ্চপদ প্রদান করেন। রঘুনন্দন সাতিশয় অধ্যবসায় ও প্রগাঢ় মনোযোগ-পূর্ব্বক কর্ম্ম নির্ব্বাহ করাতে নবাবের এতাদৃশ প্রিয়পাত্র হইলেন যে নবাব তাঁহার পরামর্শ না লইয়া কোন কর্ম্মই করিতেন না। রঘুনন্দন নবাবের রাজ্যপ্রণালীর অনেক সুধারা করেন। শ্রুত হওয়া গিয়াছে যে তিনি রাজস্বের যে ডৌল প্রস্তুত করিয়া দেন নবাব মুরশিদ্‌কুলী খাঁ তদনুসারে সুবা বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব গ্রহণ করিতেন।

এই সময়ে ভাতুড়িয়া পরগণার অধিকারী রাজা রামকৃষ্ণ স্বীয় মহিষী সর্ব্বময়ীর হস্তে নিজ সম্পত্তি সমর্পণ ও রঘুনন্দনকে তাহার কার্য্যনির্ব্বাহক পদে নিযুক্ত করিয়া পরলোকে গমন করেন। সর্ব্বময়ী অধিক দিন বিষয় ভোগ করিতে জীবিত রহেন নাই। অপর তাঁহার কোন যথার্থ উত্তরাধিকারী না থাকাতে রঘুনন্দন নবাবের অন্যান্য যাবতীয় কর্ম্মচারিদিগের সহিত পরামর্শ ও তাহাদিগকে স্বপক্ষ করিয়া ভাতুড়িয়া পরগণা আপনি গ্রহণ করেন। ইহাতেই রঘুনন্দন সামান্য সরবরাকারহইতে এককালে মুরসিদাবাদের উত্তরস্থ এক বৃহৎ জমিদারীর অধিকারী হয়েন।

অনন্তর রঘুনন্দন রাজশাহী জেলার আধিপত্য প্রাপ্ত হন। ঐ জেলার অধিকারী উদয়নারায়ণের অনেক সৈন্য ছিল। এক সময়ে রশীদ খাঁ নামে কোন দুর্দ্দান্ত অফগন্ নবাবের অবমাননা করাতে নবাব উদয়নারায়ণকে নিজ লোকদ্বারা তাহার সমুচিত শাস্তি করিতে আদেশ করেন। উদয়নারায়ণ কএক সামান্য যুদ্ধ করিয়া রশীদকে পরাস্ত করেন। পরে নবাবের নিকট উপস্থিত হইয়া যুদ্ধে যে ব্যয় হইয়াছিল তাহার প্রতিপ্রাপ্তির প্রার্থনা করিলে টাকা দিতে নবাবের অস্বীকৃতি হওয়াতে তিনি নবাবের নিকট রাজশাহীর দেয় রাজস্ব প্রদান করিলেন না। এই ব্যবহারে নবাব তাঁহার প্রতি যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া, তাঁহাকে বন্ধনদশায় মুরসিদাবাদে উপস্থিত করিতে রঘুনন্দনের প্রতি অনুমতি করিলেন। রঘুনন্দন নবাবের আদেশ প্রতিপালনে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইলেন। তাহাতে নবাব প্রসন্ন হইয়া রাজশাহী জেলা প্রদান করিয়া রঘুনন্দনের পুরস্কার করেন। তিনি এই বিষয়টীও অন্যান্য বিষয়ের মত ভ্রাতা রামজীবনের নামে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পর

বৎসর তিনি নলদহ পরগণা প্রাপ্ত হন। এই রূপে মুরসিদাবাদের উত্তরস্থ প্রায়ঃ সকল পরগণাই রঘুনন্দনের অধিকৃত হইল। তিনি অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণতনয় হইয়াও স্বীয় বুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষতা গুণে মহামান্য নবাবের প্রিয়পাত্র ও প্রভূত অর্থশালী হইয়া লোকের পরম মান্যাস্পদ হইয়া উঠিলেন। বস্তুতঃ এ অবস্থায় তাঁহার পূর্ব্বপুষ্পচয়িতার পদের গন্ধও রহিল না। কিন্তু প্রশংসার বিষয় এই যে তাঁহার চরিত্র আধুনিক ধনির ন্যায় অহঙ্কার বা উপকারবিস্মরণ দোষে দূষিত হয় নাই। তাঁহার উন্নতাবস্থায় তাঁহার প্রাথমিক প্রভু ও অন্নদাতার ভূমি লস্করপুর তাঁহার হস্তগত হইবার অনেক সদুপায় হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহাতে কদাপি হস্তক্ষেপ করেন নাই। রঘুনন্দন ১১২৫ শালে মানবলীলা সম্বরণ করেন, এবং তৎপর বৎসরে তাঁহার অপৌগণ্ড পুত্র ভবানীপ্রসাদের মৃত্যু হয়।

রঘুনন্দনের মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতা রামজীবন নবাবের প্রিয়পাত্র হন। নবাব সুজাউদ্দীন তাঁহাকে মুহম্মদাবাদ, উধিন, ভুজঙ্গরূপপুর, পুখোরিয়া প্রভৃতি পরগণাসকল প্রদান করেন। তাহার কিয়দ্দিনপরে ঢাকার অন্তঃপাতি জালালপুরের ভূম্যধিকারী আমীরতুল্লা রাজস্ব না দেওয়াতে নবাব রামজীবনকে জালালপুর বিক্রয় করেন।

১১৩০ শালে রামজীবনের একমাত্র পুত্র কালীপ্রসাদের মৃত্যু হয়। তাহাতে তিনি স্বীয় দুহিতার দৌহিত্র রামকান্তকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন, এবং নবাব সরকারে জানাইয়া সমস্ত সম্পত্তির অংশ করিয়া দশ আনা ভাগ পোষ্যপুত্রকে আর ছয় আনা ভাগ বিষ্ণুরামের পুত্র দেবীপ্রসাদকে প্রদান করেন। দেবীপ্রসাদ ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া অর্দ্ধেকের সত্বাধিকারী বলিয়া নবাবের নিকট অভিযোগ করিয়াছিলেন; কিন্তু রামজীবন নবাবের কর্ম্মচারিদিগের সহিত সুযোগ করিয়া নবাবের নিকট এমন নিষ্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন যে তাহাতে দেবীপ্রসাদের এক কপর্দকেরও সত্ব অবশিষ্ট রহিল না, রামকান্ত সকলের অধিকারী হইলেন। রামজীবনের দয়ারাম নামা * এক জন তিলী ভৃত্য ছিল, তাহাকে তিনি যথেষ্ট ভাল বাসিতেন, এবং অবশেষে তাহাকে আপন বিষয়ের মোক্তার নিযুক্ত করিয়া ১১৩৮ শালে ইহলোকহইতে অপসৃত হন।

রামজীবনের উত্তরাধিকারী রামকান্ত ১১৩৮ শালে পরলোক গমন করেন। অপুত্রক প্রযুক্ত তাঁহার স্ত্রী প্রসিদ্ধা রাণী ভবানী তাবত্ বিষয়ের অধিকারিণী হইলেন। রাণীভবানী যেমন সুপত্নী তেমন অশেষগুণসম্পন্না ছিলেন। তাঁহার দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণ সর্ব্বত্র বিখ্যাত ছিল। বিপন্ন ব্যক্তির বিপদুদ্ধার করিতে পারিলেই তিনি আপনাকে কৃতার্থা জ্ঞান করিতেন। তিনি বঙ্গভাষায় লিখিতে ও পড়িতে বিলক্ষণ সুপারগা ছিলেন। বক্তৃতাশক্তি ও তাঁহার বিলক্ষণ ছিল। কোন গুরুতর বিষয়ের কোন পত্রাদি লিখিতে হইলে তিনি স্বয়ং লিখিবার মুসাবিদা করিয়া দিতেন, এবং কাছারীতে বসিয়া সকল কর্ম্ম স্বয়ং নির্ব্বাহিত করিতেন। তাঁহার নিকট আবেদনিকদিগের আসিবার বাধা ছিল না। তিনি দুঃখী প্রজাদিগের প্রতি সাতিশয় মমতা প্রকাশ করিতেন। জমিদারী-নির্ব্বাহ-বিষয়ে রাণীভবানীর তুল্য এ পর্য্যন্ত কাহারও যশঃ হয় নাই। শেষাবস্থায় অহরহঃ দেবসেবায় মনোভিনিবিষ্ট রাখিবার মানসে তিনি সমস্ত বিষয় দেখিবার ভার জামতা রঘুনন্দনের প্রতি সমর্পিত করেন; কিন্তু তৎপরে কতিপয় মাসের মধ্যেই

* দীঘাপতির ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত রাজা প্রসন্ননাথ রায় ইহারই বংশজাত।

তাহার মৃত্যু হওয়াতে তাঁহাকে পুনর্ব্বার বিষয়-কার্য্যে ব্যাসক্ত হইতে হয়। দেবীপ্রসাদের পুত্র গৌরীপ্রসাদ ১৭৫৩ শালে রাজা নন্দকুমারের সহিত যোগ করিয়া রাণীর জমিদারীর কিয়দংশ অধিকৃত করিয়াছিল। কিন্তু তাহার জমিদারী রক্ষা করিবার ক্ষমতা না থাকাপ্রযুক্ত রাণীভবানী অপর এক জমিদারীর সহিত আপন স্বত্ব প্রতি-প্রাপ্ত হন।

১৭৫৫ শালে রাণীভবানীর বিষম বিভ্রাট উপস্থিত হয়। তাঁহার কন্যা তারার রূপ লাবণ্যের কথা নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার শ্রুতিগোচর হওয়াতে. নবাব তাহার প্রাপ্তির নিমিত্ত সাতিশয় ব্যগ্র হইয়া তারার ও জগত্ সেটের কন্যার চিত্র লিখিয়া আনিতে চিত্রকর মদনকে প্রেরণ করেন। চিত্রকর প্রচ্ছন্নভাবে ও কোন প্রকারে উভয়ের বাটীতে গিয়া প্রতিরূপ লিখিয়া আনিল। নবাব দুই প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া তারার প্রতি অত্যন্ত আনুরক্ত্য প্রকাশ করত তাহার প্রাপ্তির বিষয়ে সম্যক্ চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। সৌভাগ্য-বশতঃ রাণীভবানী এই কামুকের দুরভীষ্ট পূর্ব্বাহ্ণে জানিতে পারিয়া কন্যা লইয়া বারাণশী পলায়ন করেন। তথায় তাঁহাকর্তৃক অপর্য্যাপ্ত ব্যয়ে এতাদৃশ সুচারু মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে লোকে তাঁহাকে দ্বিতীয় অন্নপূর্ণা বলিয়া বিখ্যাত করে।

রাণীভবানী বারাণশী যাইবার পূর্ব্বে রাজা রামকৃষ্ণকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞানবান ছিলেন, এবং তান্ত্রিক-গ্রন্থ-পাঠে তাঁহার নিতান্ত অনুরাগ ছিল; কিন্তু বিষয়বিভব-রক্ষা-করণে তাঁহার কিছুমাত্র মনোযোগ ছিল না; প্রত্যুত তাহাতে এত বিরক্তি জন্মিয়াছিল যে অপরিশোধিত রাজস্বের নিমিত্ত তাঁহার জমিদারী বিক্রীত হইলেই তিনি সন্তুষ্ট হইয়া গৃহ-দেবী জয়দুর্গাকে বলি প্রদান করিতেন। এইরূপে রামকৃষ্ণের ভ্রান্তি ও তদানুষঙ্গিক অমনোযোগ-বশতঃ রঘুনন্দনের বংশহইতে তাঁহার সমস্ত বিভব নিসৃত হয়। কেহ কেহ এই লোপাপত্তির অপর এক কারণ নির্দ্দেশ করে, যে এক্ষণকার নড়ালের ভূম্যধিকারী রামরত্ন রায়ের পিতামহ কালীশঙ্কর রায় রামকৃষ্ণের প্রধান কর্ম্মকারক ছিলেন; তাঁহার ও অন্যান্য কর্ম্মচারিদিগের প্রজাপীড়ন দোষহইতেই রামকৃষ্ণের দুরবস্থা ঘটে; পরন্তু রাজা রামকৃষ্ণের অমনোযোগই তাঁহার দুর্ভাগ্যের প্রধান কারণ স্বীকার করিতে হইবেক।

রাজা রামকৃষ্ণের দুই পুত্র; তাহার মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা বিশ্বনাথ; তাহার পরলোক প্রাপ্তি হইলে তদীয় পোষ্য পুত্র রাজা গোবিন্দচন্দ্র রাজ্যাধিকারী হন। ইনি অতিযোগ্যপুরুষ ছিলেন। তাঁহার সাবধানতায় বংশের পূর্ব্বোন্নতি হইবার উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু অল্পকালের মধ্যে কালগ্রাসে পতিত হওয়াতে তিনি কৃতকর্ম্মা হইতে পারেন নাই। গোবিন্দচন্দ্রের পোষ্যপুত্র গোবিন্দনাথ, অধুনা তাহার বয়ঃক্রম দশবৎসর হইবেক, সুতরাং তাহার পিতামহী রাণী কৃষ্ণমনী তাবৎ বিষয়কর্ম্ম নির্ব্বাহিত করিতেছেন। পরন্তু এই ক্ষণে ইহাঁদের পূর্ব্বগৌরবের অনেক লোপ হইয়াছে। রামকৃষ্ণের দ্বিতীয়পুত্রের নাম আনন্দনাথ। তিনি অতি ভদ্র মান্য এবং বংশের প্রধান বলিয়া গণ্য।

পাগলের লক্ষণ।

অকারণ ক্রোধ, অনর্থক বাক্যব্যয়, অনভিপ্রায়ে পরিবর্ত্তন, বিনাপ্রয়োজনে প্রশ্ন, অপরিচিত ব্যক্তিকে বিশ্বাস, এবং অরিমিত্র-প্রভেদ-করণে অক্ষমতা, এই ষড় লক্ষণের যে কোন লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলেই পাগল নির্দ্দিষ্ট হয়।

শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ।

রাজপুত্র-ইতিহাস।

৪ চতুর্থ পর্ব্বের ৭২ পৃষ্ঠাহইতে ক্রমাগত।

বিধার্থ-সঙ্গ্রহের চতুর্থ পর্ব্বে রাজপুত্র ইতিহাস-প্রসঙ্গে আকবর-বাদসাহ-কর্তৃক উদয়-সিংহের পরাজয় ও চিতোর গ্রহণ, তথা রাণার মৃত্যু ও প্রতাপ সিংহের রাজ্যাভিষেক বিষয়ক বিবরণ পাঠকবর্গের গোচর হইয়াছে। অধুনা তাহার পরের ঘটনা লিপি বদ্ধ করা যাইতেছে।

প্রতাপ সিংহ রাজধানী ভ্রষ্ট হইলে পর তাঁহার চতুর যবন বৈরি মাড়োয়ার অম্বর বেকানীর এবং বুঁদীর রাজামাত্যগণকে প্রতাপের বিরুদ্ধে শস্ত্রধারণ করাইলেন, এবং সাগরজী ভ্রাতা প্রতাপের অবমানে, তথা যবনহস্তহইতে পিত্রাসন ও মর্য্যাদা পাইয়া আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলেন। প্রতাপ আপন মাতৃভূমের বীর্য্যপ্রদর্শনে অঙ্গীকৃত হইয়া একাকী পঞ্চবিংশবর্ষযাবৎ কদাচিৎ পর্ব্বতের ফল-ভক্ষণদ্বারা কদাচিৎ অরণ্যে বন্য পশু বা মনুষ্যের নিকেতনে আপন শিশু ও পরিজনের প্রতিপালনদ্বারা তাঁহাকে ধৃতকরণার্থ যবনরাজের ঐকান্তিক চেষ্টা ব্যর্থ করিয়াছিলেন। বাপ্পা রাওলের বংশ মনুষ্যসন্নিধানে নতশির হইবেক ইহা অসহ্য জ্ঞানে পৃথিবীপতি মোগল বাদশাহের সহিত উদ্বাহ-সন্ধি ও তৎসমীপে অধীনতাসুচক প্রস্তাবের প্রসঙ্গকেও তিনি অবজ্ঞা করিয়াছিলেন। তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বদেশীয় পর্ব্বত ও গহ্বরে এবং রাজপুত্র-বক্ষঃস্থলে অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। তৎকালে তাঁহার অধ্যবসায় দেখিয়া সুবিখ্যাত পটরাজ এবং জয়মল্লের সন্তানেরা ও রাজামাত্য সলুম্ব্রা-বংশীয়েরা ও দেলবারাধিপতি প্রভৃতি কতক গুলিন ব্যক্তি ধনসম্পত্তির লালসা ত্যাগ করিয়া প্রতাপসিংহের সহিত সংগ্রামে প্রাণ সমর্পিত করিতে স্বীকৃত হইলেন। চিতোরনগরী রাজবিপ্লবে নিতান্ত শ্রীহীনা ও দুর্দ্দশান্বিতা হইয়াছিল। যাবৎ প্রতাপের সন্দর্শনদ্বারা তাহার ঐ বৈধব্য দশা বিমোচিত না হয় তদবধি প্রতাপ সমস্ত রাজোপযোগি পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্রের বিনিময়ে পত্রে ভোজন, ও পর্য্যঙ্কের পরিবর্ত্তে মৃত্তিকা ও তৃণোপরির শয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। অধিকন্তু ক্ষৌর কর্ম্ম রহিত করিলেন, এবং সৈন্যের সমাগমে রণবাদ্যকে পশ্চাতে গমন করাইবার রীতি প্রচারিত করিলেন। তদবধি মিবার-বংশীয়েরা শ্মশ্রুতে ক্ষৌর কর্ম্ম করেন না; এবং যদিও এক্ষণে স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্রে ভোজন ও কোমল শয্যায় শয়ন করেন, তত্রাপি প্রতাপের আজ্ঞানুরোধে ঐ পাত্র ও শয্যার অধোভাগে পত্র ও তৃণ বিস্তৃত করেন *। প্রতাপের পূর্ব্বে শতবর্ষের মধ্যে হিন্দুস্থানের অবস্থা অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়া চর্ম্মণ্বতী নদীর উভয় পার্শ্বে ক্ষুদ্র২ রাজ্যের আবির্ভাব এবং অম্বর মাড়োয়ার প্রভৃতি রাজ্য প্রবলপ্রতাপান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। তত্রাপি সকলেই মিবার-রাজ উদয় সিংহকে সম্ভ্রমে হিন্দুশ্রেষ্ঠ বলিয়া ধর্ম্ম ও রাজ্য বিষয়ে প্রধান স্বীকার করিতে অপ্রস্তুত ছিলেন না। যদি তাঁহার পুত্র উদয় সিংহ না জন্মিতেন, অথবা তৎপরেই প্রতাপ সিংহ রাজ্য ভার গ্রহণ করিতেন, তবে কদাচিৎ হিন্দুস্থান যবন হস্তে পতিত হইত না।

প্রতাপ সিংহ চিতোরচ্যুত হইয়া কোমলমেরু এবং অপর কএকটি পর্ব্বতীয় দুর্গের আশ্রয় লন, এবং ঐ দুর্গসকল সবল ও দৃঢ় করিয়া আপন অরণ্য রাজ্যের নূতন নিয়ম সংস্থাপন করত প্রজাগণকে নিম্নভূমি পরিত্যাগ করাইয়া পর্ব্বতমধ্যে প্রবেশ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। তাহাতেই মিবারস্থ নিম্নভূমি অরণ্য-সদৃশ, ও শস্য বিনিময়ে তৃণাবৃত, ও রাজমার্গসকল বাবুল-কণ্টকে পরিপুরিত, হইয়াছিল; ও বন্যপশু সকল মনুষ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া মিবারকে এককালীন উৎসন্ন করিয়াছিল। ঐ পরিত্যক্ত দেশে প্রতাপের ভয়ে কদাপি কেহই গমন করিত না। বণিকেরা গমন করিলে তৎক্ষণাৎ প্রতাপের চরকর্তৃক বিনষ্ট হইত। দৈবাৎ জনৈক মেষপালক রাজার আজ্ঞার উল্লঙ্ঘন করত তৎস্থানে সঙ্গোপনে মেষ পালন করিয়াছিল বলিয়া তৎক্ষণাৎ রাজাজ্ঞায় তাহার প্রাণদণ্ড বিধান হয়।

অকবরশাহ এই নিমিত্ত মিবাররাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া আজমিরে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। মাড়োয়ারাধিপতি মল্লদেব পূর্ব্বে শের শাহার সহিত যুদ্ধে জয়ী হইয়া অবশেষে অম্বরাধিপতি ভগবান্ দাসের ন্যায় আকবরের পদাবনত হইলেন। প্রতাপসিংহের রাজ্যাভিষেকের দুই বৎসর পরে ক্ষণৈক কাল বিফল সংগ্রাম করত মল্লদেব আপন পুত্র উদয়সিংহকে বাদশাহের সন্নিধানে সম্মান করিতেয প্রেরণ করেন। নাগৌর নামক স্থানে তাহার সহিত বাদশাহের সন্দর্শন হইল। তিনি স্থূলকায় প্রযুক্ত তথায় "মোটা রাজা" নামে বিখ্যাত হইলেন, এবং ঐ অবধি কান্যকুব্জ-বংশাবতংশ রাঠৌর ভূপতিরা মোগল বাদশাহের দক্ষিণপার্শ্বে উপবেসন করিবার অনুমতি পাইয়া মর্য্যাদান্বিত হইলেন। তিনিই সর্ব্বাগ্রে স্বীয় দুহিতা

* এই ব্যবহার কোচ-বেহারের রাজবংশে অদ্যাপি প্রচলিত আছে। তত্রত্য বর্ত্তমান রাজা কদলী পত্র বিস্তৃত করত তদুপরি রৌপ্য বা সুবর্ণ পাত্র স্থাপিত করিয়া আহার করেন।

যোধাবাই পরিণয়ার্থ যবনরাজকে সমর্পণ করিয়া বিংশতি-লক্ষ-মুদ্রোপযোগি রাজ্য উৎকোচস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে ক্ষুদ্র২ হিন্দু ভূপতিরাও সহজেই দিল্লীশ্বরের শরণাগত হইল। এই প্রকারে স্বদেশীয় রাজন্যবর্গ দুরন্ত যবনের সহিত মিলিত হইবায় প্রতাপ ক্রমশঃ অধিকতর ক্ষীণবল হইলেন; বিশেষতঃ যাহারা যবন-সম্পর্কে অপবিত্র হইয়াছিল তাহারা প্রতাপের পবিত্র কুল দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হইতে লাগিল; এবং সেই জাতীয় ঈর্ষাতে প্রতাপ নিতান্ত দুর্বল হন। পরন্তু স্বীয়পদের নিতান্ত খর্ব্বাবস্থাতে ও মিবারস্থ রাণারা যবন-রাজগণের সহিত সম্পর্ক বন্ধকরা এককালীন হেয়জ্ঞানে অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, প্রত্যুত যবন-সম্পর্কে দূষিত হিন্দু রাজন্যবর্গকেও শতবর্ষযাবৎ পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে মাড়বার এবং অম্বরের অধিপতি প্রবলপ্রতাপ বখত্ সিংহ ও জয়সিংহের ভূয়ো২ অনুরোধে তাহাদিগকে গ্রাহ্য করেন। তাহাতে ঐ রাজদ্বয় অনেক ন্যূনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মের ইহা সাধারণ গৌরব নহে যে রাণার নিতান্ত ক্ষুণ্ণাবস্থায় যবন-রাজের একান্ত অনুগৃহীত প্রবল হিন্দুবংশদ্বয় জাতি-মর্য্যাদা-প্রাপ্ত্যর্থে তাঁহার সমীপে করপুটে এতাদৃশ ন্যূনতা স্বীকার করেন। প্রতাপসিংহের এতদ্বিষয়ে অসাধারণ বিদ্বেষ ছিল। অম্বরাধিপতি রাজা মানসিংহ অক্বর বাদশাহের শ্যালক-পুত্র ও প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার বাহুবলে পশ্চিমে কাবুলহইতে পূর্ব্বদিগে আরাকানপর্য্যন্ত বাদশাহের রাজ্য বিস্তৃত হয়; তিনি সোলাপুর জয় করিয়া হিন্দুস্থানে প্রত্যাগমনকালীন প্রতাপের সহিত কোমলমেরুতে সন্দর্শন করিতে উপনীত হন। উদয়সাগর-নামক প্রসিদ্ধ হ্রদের তীরে প্রতাপ অগ্রবর্ত্তী হইয়া সাগরোপান্তে উচ্চ ভূমিতে অতিথি সেবার আয়োজন করিয়া স্বীয় অপত্য অমরসিংহকে আতিথ্যে নিয়োগ করেন। ভোজনকালে মানসিংহ আসনের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রাণা স্বয়ং অনুপস্থিত; তাহাতে তিনি কহিলেন, "রাণা অনাগত, আমার সমাদর কে করিবে?" রাণা উত্তর প্রেরণ করিলেন যে তাঁহার শিরঃ পীড়া হইয়াছে, অতএব লৌকিকতা না করিয়া রাজা মানসিংহ সানুগ্রহে রাজকুমারের সম্মুখে ভোজন করিবেন; কিন্তু মানসিংহ রাণাকে আসিতে নিতান্ত অনুরোধ করিলেন; সুতরাং রাণাকে কহিতে হইল, "যে রাজপুত্র তুরুস্ককে ভগিনী প্রদান করিয়াছে এবং তাহার সহিত বা কদাচিৎ ভোজনও করিয়াছে তাহার সহিত কি রূপে একাসনে ভোজনে সক্ষম হইব?" রাজামান অন্ন ব্যঞ্জন পরিত্যাগ করিয়া ক্রোধভরে উঠিয়া কহিলেন, "তোমারই মানরক্ষার্থে আমরা ভগিনী ও কন্যা তুরুস্ককে প্রদান করিয়াছি। যদি এখনো দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থাকে তবে তোমার আসন্ন বিপদ্, এবং এ দেশে তোমাকে অধিক দিন অবস্থান করিতে হইবেক না;" ইহা কহিয়া ব্যগ্রতায় অশ্বারোহণ করিতে২ রাণাকে কহিলেন, "যদি আমি ত্বরায় আসিয়া তোমার গর্ব্ব খর্ব্ব না করি, তবে আমার নাম মানসিংহ নহে"। প্রতাপ উত্তর করিলেন, "তোমার সহিত সন্দর্শন করিতে সদা সুখী হইব;" এবং কেহ২ ব্যঙ্গ করিল, "এবার আসিবার সময় তোমার পিসা অক্বরকেও সঙ্গে আনিও" ব দ শা হ এতাবদ্বৃত্তান্ত শুনিয়া প্রতাপের প্রতিকূলে যুদ্ধ সজ্জা করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। রাজকুমার সলিম রাজা মান এবং মুহব্বত্ খাঁর সহযোগে সঙ্গ্রামে উপনীত হইলেন; এবং তদ্বিরুদ্ধে প্রতাপ দ্বাবিংশতি সহস্র রাজপুত্র ও স্বদেশীয় পর্ব্বতকে সহায় করিলেন। আরাবল্লী পর্ব্বতের পশ্চিমদিগ্‌হইতে যবনসৈন্য ক্রমে অগ্রসর হইল। পর্ব্বতের-মধ্যস্থিত উচ্চশিখর বেষ্টিত গহ্বরসদৃশ অল্প-পরিসর-প্রবেশ-বর্ত্ম-বিশিষ্ট হলদীঘাট-নামক এক স্থানে প্রতাপ সসৈন্যে আবদ্ধ হইয়া সগৌরবে সঙ্গ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। বহুতর রাজপুত্রদল রাণার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া ঘোরসঙ্গ্রামমধ্যে রক্ত পতাকা উড্ডীয়মান করিল। রণভূমিতে রাজা মানের সন্দর্শন না পাইয়া রাণা বাদশাহের পুত্র সলিমের সম্মুখবর্ত্তি হইয়া সমস্ত রক্ষকের বিনাশ করিলেন। স্বয়ং আয়স-পটাচ্ছাদিত হাওদার বলে সলিম রাণার নিক্ষিপ্ত শূলহইতে উদ্ধার পাইলেন। করিপালক অরিকরে নিহত হইবায় সলিমের হস্তী ক্ষিপ্তের ন্যায় রাজকুমারকে লইয়া চলিল। যবনেরা নৃপ-নন্দনকে রক্ষা এবং রাজপুত্রেরা রাণাকে সাহায্য করাতে ঐ স্থলে বিস্তর প্রাণিহত্যা হয়। রাণার নিকট রাজছত্র দেখিয়া তিনবার অগণনীয় শত্রু তৎস্থান আবৃত করে। এই ঘটনা দেখিয়া ঝালেশ্বর মান্না সূর্য্যদ্যুতিমতী মিবার-স্বর্ণপতাকা গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় মস্তকোপরি ধারণ করিলেন; তাহাতে তাঁহার সন্নিধানে সমস্ত শত্রু আকর্ষিত হইল; এবং তিনি আপন প্রাণসমর্পণদ্বারা রাণাকে ভয়ানক আপদহইতে উদ্ধৃত করিলেন। এই মহতী কীর্ত্তির নিমিত্ত তদ্দিবসাবধি ঝালাবংশীয়েরা অদ্যাপি মিবার-রাজ-পতাকা-ধারণ ও নৃপতির দক্ষিণ ভাগে উপবেশন করিয়া থাকেন। ঝালাধিপতির ন্যায় অন্যান্য রাজপুত্রেরাও আশ্চার্য্য বলবীর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন; কেহই সূর্য্যবংশের মান রক্ষা করিতে ত্রুটি করেণ নাই; কিন্তু অসঙ্খ্য সৈন্য ও অগ্নাস্ত্র-বিরুদ্ধে এতাদৃশী সাহসও ব্যর্থ হইল; দ্বাবিংশতি সহস্র রাজপুত্রের মধ্যে কেবল মাত্র অষ্ট-সহস্র সৈন্য হলদীঘাটের যুদ্ধহইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল। প্রতাপ একাকী অশ্বোপরি পলায়ন করিলেন, এবং একটা পার্ব্বত্য স্রোতঃ উল্লঙ্ঘন করিয়া অতিবেগে ধাবমান দুই জন মোগল

সওয়ারের হস্তহইতে ক্ষণকাল রক্ষা পাইলেন; কিন্তু তাঁহার অশ্ব চৈতক সমস্ত শরীরে আহত হইবায় ক্রমে পশ্চাদ্বর্ত্তি ব্যক্তিদ্বয়ের নিকটবর্ত্তী হইল। এমতকালে 'হো! নীলা ঘোড়ারা অসওয়ার' 'হে নীল অশ্বারোহি' এই শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিবা মাত্র রাণা পশ্চাদ্দৃষ্টি করিয়া দেখেন যে একমাত্র অশ্বারোহী আসিতেছে এবং সে ব্যক্তি তাঁহার ভ্রাতা। সাগরজী ভ্রাতৃসহ বিরোধ করিয়া বিপক্ষদলে মিলিত হইয়াছিলেন; এই ক্ষণে রাণার নীল অশ্ব একাকী পলায়নশীল ও তৎপশ্চাৎ দুই ব্যক্তি ধাবমান হইয়াছে দেখিয়া তিনি স্নেহার্দ্রচিত্তে তৎপশ্চাৎ গমন করত অশ্বারোহিদ্বয়কে বিনাশ করিয়া ভ্রাতৃসহ প্রেমালিঙ্গন করিলেন। চৈতক আঘাতে জ্বর২ হইয়াছিল; এই স্থানে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল; এবং রাণা ভ্রাতার অশ্ব আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। এই ঘটনা জারোল নামক স্থানের সন্নিধানে ঘটিয়াছিল, এবং তথায় অদ্বিতীয় অশ্ব চৈতকের সমাধি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

ভ্রাতৃ-সন্দর্শন-সময়ে সাগরজী ব্যঙ্গচ্ছলে কহিয়াছিলেন, "প্রাণ লইয়া পলায়ন কালীন মনুষ্যের মনে কি রূপ অনুভূত হয়,"? এবং ত্বরায় ভ্রাতার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিবেন এই স্বীকার করিয়া প্রস্থান করেন। সাগরজী ভ্রাতৃবিরুদ্ধে সলিমের সহিত মিলিয়াছিলেন, কিন্তু ভ্রাতার সঙ্কট দেখিয়া নিরস্ত থাকিতে পারেন নাই। এই ক্ষণে সহোদরকে আপদহইতে উদ্ধার করিয়া সলিমের নিকটে প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক কহিলেন যে যুদ্ধে অশ্বচ্যুত হইয়া আসিয়াছেন; কিন্তু বাদশাহনন্দন তাঁহার আরোপিত বাক্যে সন্দেহ করিয়া সত্য কহিলে ক্ষমা করিবেন, অঙ্গীকার করিলেন। ইহাতে সাগরজী কহিলেন, "আমার ভ্রাতৃস্কন্ধে এক রাজ্যের ভার রহিয়াছে, তাহার বিপদদৃষ্টে কি প্রকারে তাহাকে না রক্ষা করি?" এই কথা শুনিয়া সলিম তাঁহাকে ক্ষমা করত স্বদলহইতে বহিস্কৃত করিয়া দিলেন। তিনি অগ্রেই ভৈঁসোর পরাজয় করত উদয়পুরে প্রতাপের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তদ্রাজ্য উপহার প্রদান করিলেন। প্রতাপ সিংহ তাহা তাঁহাকেই পুরস্কারস্বরূপ প্রত্যর্পণ করেন। তথায় সাগরজীর বংশাবলীর বাসস্থান হয়, এবং তদবধি তদ্বংশীয়েরা কবিদ্বারা "খোরাসান মুলতানি কে আগল," অর্থাৎ "খোরাসান এবং মুলতান-দেশীয় রাজ-রক্ষক বীরহইতে অগ্রগণ্য" এই উপাধি প্রাপ্ত হয়।

১৬৩২ শকের শ্রাবণের সপ্তম দিবসে হল্‌দীঘাট-নামক স্থানে প্রতাপের সহিত মোগল-সৈন্যের সাক্ষাৎ হয়; তদ্দুর্ঘটনায় হল্‌দীঘাট মিবারের উৎকৃষ্ট শোণিতে প্লাবিত হইয়াছিল; এবং পঞ্চশত রাজামাত্য গোয়ালিয়রের বহিস্কৃত রাজা রামশা এবং তৎপুত্র খন্দীরাও ও তৎসহ তিন শত পঞ্চাশৎ তুয়ার-বংশীয় সৈন্য তথায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। অধিকন্তু ঝালানামক প্রসিদ্ধ সেনাপতি মীনাজাতীয় দেড় শত সৈন্যের সহিত বিনষ্ট হয় এবং মিবারস্থ প্রধান বংশমাত্র নির্ম্মস্তক হয়। ঐ দুর্দৈবের পর বর্ষাকাল প্রবৃত্ত হওয়াতে প্রতাপ সিংহ কএক মাস বিশ্রাম পাইলেন, কিন্তু বসন্তের সমাগমে তাঁহার শত্রুরা প্রত্যাগত হইয়া তাঁহাকে পরাজিত করিয়া কোমলমেরুতে প্রস্থান করায়। তিনি তথায় সাবাজখাঁকর্ত্তৃক আক্রমিত হইলে বহুদিনপর্য্যন্ত সেই স্থান রক্ষা করিয়া শেষ জলাশয়ের বারি অপবিত্র হইলে পলায়ন পূর্ব্বক চাওণ্ড-নামক স্থানে অবস্থিতি করেন। তথায় ভান-নামক শোনিগরা-দেশীয় সরদার কএক মাস যুদ্ধ করত স্বয়ং বিনষ্ট হইল।

কোমলমেরু যবনহস্তগত হইলে ধূর্ম্মটি এবং গণ্ডণ্ডা নামক দুর্গ রাজামানকর্ত্তৃক বেষ্টিত হয়; মুহম্মৎ খাঁ উদয়পুর গ্রহণ করেন; এবং অন্য দিগে খাঁ ফরীদ নামা এক জন মোগল-সরদার অগুনা-পানোরা নগর হস্তগত করিয়া চপ্পন আক্রমণ করত দক্ষিণহইতে চাওণ্ড নগর প্রদেশে অগ্রসর হইলেন। এই রূপে চতুর্দ্দিগে বেষ্টিত ও সমস্ত নিভৃত স্থানহইতে তাড়িত হইয়াও প্রতাপ মধ্যে২ পার্ব্বত্য সঙ্কেতদ্বারা আপন অবশিষ্ট দলবল একত্র করিয়া সহসা শত্রুকে যুদ্ধ প্রদান করিতেন; ঐ প্রকারে একদা খাঁ ফরীদকে গহ্বরমধ্যে বেষ্টন করিয়া সসৈন্যে নিঃশেষ করিয়াছিলেন। বেতনোপজীবি মোগল-সৈন্য এবম্প্রকার সঙ্গ্রামে ক্রমে বিরক্ত হইল। ইতোমধ্যে প্রাবিট্‌কালের সমাগমে পার্ব্বত্য স্রোতঃসকল জলে পরিপূরিত হইল, এবং প্রতাপ পুনর্ব্বার বিশ্রাম প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু সে বিশ্রাম বিশেষ ফলদায়ক হইল না; বর্ষার শেষ হইলেই তিনি ক্রমশঃ উপায়বিহীন হইতে লাগিলেন। রাজপরিবারকে শত্রুহস্তহইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে অত্যন্ত ব্যগ্রচিত্তহইতে হইল। একদা কাড়ার বিশ্বস্ত ভিল্লদিগকর্ত্তৃক রাজপরিবার ঝুড়ির মধ্যে আচ্ছাদিত থাকিয়া রক্ষিত ও জাওরের রাঙ্গের খানি মধ্যে লুক্কায়িত হইয়া প্রতিপালিত হইয়াছিল। মধ্যে তরুশাখায় দোলয়মান থাকিয়া মিবারস্থ রাজপরিবার ব্যাঘ্র ও ভল্লুকহইতে রক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তথাচ প্রতাপ নিরুদ্যম না হইয়া অরণ্যমধ্যে অচলমানসে স্বজনলইয়া ফলাহারদ্বারা জীবনধারণ করিতে লাগিলেন। তদ্দৃষ্টে শ্রেষ্ঠ মোগল বাদশাহ ও তদনুচরেরা এবং রাজপুত্র কুলীনবর্গ তাঁহার অসীম ধন্যবাদ করিয়াছিল; এবং মোগলদিগের প্রধান পারিষদ খান্ খানান্ প্রতাপকে রাজপুত্র ভাষায় এই অভিপ্রায়ে এক কবিতাদ্বারা সম্বোধন করিয়াছিলেন, যে "অবনীমধ্যে সকলি অচিরস্থায়ী, রাজ্য ধন বৈভব সকলি ধ্বংস হইবেক,

কিন্তু মহাজনের মহৎধর্ম্ম অবশ্য চিরস্মরণীয় থাকিবেক। প্রতাপ রাজ্য এবং বৈভব ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু কদাচ নতমস্তক হএন নাই। হিন্দু রাজগণমধ্যে তিনিই একাকী জাতিমর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন।” প্রতাপও এই প্রশংসার অনুপযুক্ত পাত্র ছিলেন না। মোগলেরা তাঁহার সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছিল; তাঁহার অমাত্যগণ দুঃখে বা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল; কোন্ সময়ে তাঁহার ধর্ম্মপত্নী বা দুহিতারা যবনহস্তে পতিতা হয় সর্ব্বদা এই আশঙ্কা বিদ্যমান ছিল; অহরহ প্রস্তুতান্ন ত্যাগ করিয়া পলাইতে হইয়াছিল; তত্রাপি তিনি ভগ্নোদ্যম হয়েন নাই। অবশেষে একদা তাঁহার নৈরাশ্য উপস্থিত হইল। একদা তাঁহার রাজ্ঞী ও রাজকুমার-পত্নী যৎসামান্য কুশশস্যের পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া এক ২ খানি প্রত্যেক বালককে দিলেন। তাহারা আপাতত তাহার অর্দ্ধেক ভোজন করিয়া অবশিষ্টার্দ্ধ ভবিষ্যতের নিমিত্ত রাখিয়াছিল। প্রতাপ ভূমিশয্যায় অর্দ্ধশায়ী হইয়া স্বীয় অবস্থা মনোমধ্যে আন্দোলন করিতেছেন, এমত সময়ে তাঁহার দুহিতা সহসা চীৎকারধ্বনি করিলে তিনি দেখিলেন যে একটা বন্যবিড়াল তাহার অবশিষ্টাংশ পিষ্টক লইয়া পলাইবাতে সে ক্ষুধায় কাতরা হইয়া চীৎকার করিতেছে। ঐ ক্রন্দন শ্রবণে রাজা এককালীন ভগ্নোদ্যম হইলেন! তিনি অপত্য ওঅমাত্যগণকে অবিরত রণভূমিতে পতিত হইতে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু সে রাজপুত্রের ধর্ম্ম বলিয়া তাহাতে উদ্বেগ করেন নাই; এই ক্ষণে অনাহার হেতুক স্বীয় অপত্যের ক্রন্দন সহ্য করিতে না পারিয়া রাজোপাধিতে অভিশাপ দিলেন, এবং অক্বর বাদশাহের সহিত সন্ধির প্রার্থনা করিলেন। বাদশাহ আনন্দে মগ্ন হইয়া প্রতাপের অধীনতাসূচক লিপি পৃথ্বীরাজকে দেখান। ঐ পৃথ্বীরাজ বীকানেররাজের কনিষ্ঠ সহোদর; তৎকালের যোদ্ধাগণের মধ্যে অগ্রগণ্য এবং কবিত্বতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছিলেন। তিনি প্রতাপ সিংহকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন, এবং এই সম্বাদ-শ্রবণে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বাদশাহকে অকপটে নিবেদন করিলেন, “এ পত্র প্রতাপ সিংহের কোন শত্রুতে তাঁহার নামে প্রেরণ করিয়াছে। আমি তাঁহাকে বিলক্ষণ জানি; তিনি তোমার রাজ্য পাইলেও তোমার নিকট অধীনতা স্বীকার করিবেন না।” ইহাতে বাদশাহ অনুমতি দিলেন যে “তুমি দূত-প্রেরণদ্বারা স্বরূপ অবগত হও।” এই অবকাশে পৃথ্বীরাজ কবিতাপ্রবন্ধে প্রতাপকে নিবেদন করিলেন, “হিন্দুশ্রেষ্ঠেই হিন্দুজাতির একান্ত ভরসা ছিল; সেই রানাই তাহাদিগকে ত্যাগ করেন। প্রতাপ না থাকিলে সকলেই অক্বরকর্তৃক সমভাবে প্রমর্দ্দিত হইত; যেহেতুক আমাদের বীরমাত্রেই সাহসশূন্য এবং যোষিদ্‌গণ মানহীনা হইয়াছে। অস্মদ্-জাতিবিক্রয়ের হট্টে যবনরাজ একমাত্র ক্রেতা; উদয়ের তনয় ভিন্ন তিনি সকলকেই ক্রয় করিয়াছেন। সে ব্যক্তি তাঁহার দেয়মূল্যের অতীত। কোন্ প্রকৃত রাজপুত্র নৌরোজার নিমিত্ত আপন মান বিক্রয় করিবে? কিন্তু হায়! কত জন তাহা বিক্রীত করিয়াছে! সকলেই ক্ষত্রিয়ের সর্ব্বস্ব ধন বিক্রীত করিয়াছে; এক্ষণে চিতোর কি সেই দুষ্কর্ম্মে লাঞ্ছিত হইবেক? পট্টো (প্রতাপ) ধন সম্পত্তি ত্যাগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু স্বীয় মান তিনি অদ্যাপি রক্ষা করিয়াছেন। নৈরাশবশতঃ অনেকেই যবন রাজাতে আপন২ অপমানকর্ত্তা অবলোকন করিয়াছে; কেবল হামীরবংশজ এই কলঙ্কে আবৃত হয়েন নাই। লোকে জিজ্ঞাসা করে ‘কোথাহইতে প্রতাপ গোপনে সহায় প্রাপ্ত হয়’? তাহারা জ্ঞাত নহে যে পুরুষার্থ এবং অসীম বীর্য্যই তাঁহার অতুল্য সহায়। তাহাতেই তিনি ক্ষত্রিয়ের গরিমা রক্ষা করিয়াছেন। ক্ষেত্রিয়ের ক্রেতার এক দিবস পতন হইবেক; সে চিরজিবী নহে; তখন অস্মদ্ জাতিমাত্রে প্রতাপের সন্নিহিত হইবেক; তখন রাজপুত্রবীজ আমারদিগের শূন্য ক্ষেত্রে উপ্ত হইবেক। সকলেই প্রতীক্ষা করিতেছে যে তাঁহাদ্বারা স্বজাতীয় নির্ম্মল জ্যোতিঃ পুনঃ প্রজ্বলিত হইবেক।”

এই লিপি পাইয়া প্রতাপ বোধ করিলেন যেন দশ সহস্র সৈন্য প্রাপ্ত হইলেন। তিনি সমস্ত রাজপুত্র জাতির লক্ষ্যস্থল হইয়াছেন, এতদ্বিবেচনায় তাঁহার ভগ্নোদ্যম পুনরুদ্দীপ্ত হইল।

কবি যে নৌরোজের নিমিত্ত মান বিক্রয়ের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার অর্থ এস্থলে লেখা কর্ত্তব্য; তাহাতে যবন রাজের দৌরাত্ম্য বিকশিত হইবে। নব দিবসে অর্থাৎ নব বৎসরের প্রথম দিবসে সূর্য্য মেষ রাশিস্থ হইলে যবন রাজারা আনন্দোৎসব করিতেন, তৎপরিবর্ত্তে অক্বর প্রতিমাসীয় প্রধান পর্ব্বহইতে নবম দিবসে উৎসবাদি করিতেন, সেই নবম দিবসকে “খুশ্‌রোজ” বা আনন্দাহ নামে বিখ্যাত করা হইত। ঐ দিনে রাজবাটীর সন্নিকটে যোষিদ্‌গণকর্তৃক এক হট্ট স্থাপিত হইত; তাহাতে বণিগ্-বণিতারা বিক্রেতা এবং রাজপুরস্থ মহিলাসকল ক্রেতা হইতেন। আবুল্ ফজল্ লেখেন, অক্বর বাদশাহ স্বয়ং স্ত্রীবেশে তথায় পর্য্যটন করত দ্রব্য মূল্যের পরীক্ষা এবং রাজ্যবিষয়ে স্ত্রীদিগের উক্তি শ্রবণ করিতেন; কিন্তু যবন এবং রাজপুত্র মহিলাগণের অস্পষ্ট এবং অপভ্রংশ ভাষায় ঐ জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া অপেক্ষা তাঁহার অন্যোপায় ছিল; বস্তুতঃ ঐ হট্টে অন্যান্য কদর্য্য অভিপ্রায় সম্পন্ন হইত ইহাতে সন্দেহ কি? যবন-বাদশাহ শ্রেষ্ঠ অক্বর এরূপ কদর্য্য এবং অসভ্য অভিপ্রায়বিশিষ্ট হইবেন ইহা ভূরি আশ্চর্য্যের বিষয় বটে, কিন্তু এই অপবাদের সত্যতার

প্রতি সন্দেহ মাত্র নাই। পৃথ্বীরাজ স্বয়ং স্বীয় রাজ্ঞী মিবার-রাজদুহিতার বিপুল সাহস এবং সতীত্ববলে এই অবমানহইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। একদা ঐ আনন্দাহে মোগল-বাদশাহ ঐ মিবাররাজকুমারীর সৌন্দর্য্যে অতীব মগ্ন হইয়া তৎপ্রতি লক্ষ্য করেন—অসম্ভব নহে যে মিবারস্থ পবিত্রকুলে কলঙ্ক প্রদানের প্রত্যাশাও তাঁহার মনোমধ্যে প্রবল হইয়াছিল। সে যাহাহউক হটহইতে প্রত্যাবর্ত্তন-সময়ে রাজকুমারী এক অজ্ঞাত এবং কুটিল বর্ত্মে পতিত হইয়া সম্মুখে বাদশাহকে দণ্ডায়মান দেখিলেন; কিন্তু তাহাতে ভীতা না হইয়া তৎক্ষণাৎ খড়্গ প্রসারণ করিয়া বাদশাহকে রাজপুত্রকুলে কলঙ্ক-প্রদানের প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিবেন ইহা প্রতিশ্রুত করাইলেন। কথিত আছে যে মিবারের রক্ষিত্রী দেবীমাতা ব্যাঘ্রপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রাজকুমারীর সাক্ষাৎ হইয়া তাঁহার মনোমধ্যে সাহস এবং হস্তে খড়্গ প্রদান করিয়াছিলেন। পৃথ্বীরাজের ভ্রাতা রায়সিংহের বনিতাও ঐ রূপ যবন রাজের কপটতায় পতিত হইয়াছিলেন; এবং উপযুক্ত সাহস না থাকায় সতীত্বকে বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলে পৃথ্বীরাজ কবিত্ব করেন যে "তব বনিতা স্বর্ণ এবং মণি মুক্তাদি অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া রমণীয় ধ্বনিতে নিজনিকেতনে প্রবেশ করিতেছেন; কিন্তু হে ভ্রাতঃ, তোমার গোঁপের দশা কি হইল?"

আরাবল্লীপর্ব্বতস্থ স্বদেশানুরাগী প্রতাপকে আমরা বিস্মৃত হইতেছি তিনি সংগ্রামে অপারগ হইয়া মিবার এবং শোণিতাক্ত চিতোর পরিত্যাগ করত সিন্ধুনদতীরে সগড়াই-জাতির রাজধানীমধ্যে আপন রক্তপতাকা লইয়া যাইবার বাসনা করিলেন। এই মানসে স্বীয় পরিবার এবং অবশিষ্ট বিশ্বস্ত স্বজাতি-দল সমভিব্যাহারে লইয়া তিনি আরাবল্লী-পর্ব্বতোপান্তে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, এমত সময়ে তাঁহার মন্ত্রী ভীমাশাহ পুরুষানুক্রমে মিবারের মন্ত্রিত্বপদ ধারণ করিয়া যে ধন সঞ্চিত করিয়াছিলেন তাহা আনিয়া রাজপদে সমর্পণ করিলেন। তাহাতে পঞ্চবিংশতি সহস্র মনুষ্য দ্বাদশবর্ষ যাবৎ প্রতিপালিত হইতে পারিত। ঐ যুদ্ধমুলক ধন এবং উৎসাহ মূলক পৃথ্বীরাজের কবিতা প্রাপ্ত হইয়া প্রতাপ প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক সাবাজ-নামক যবন-সেনাপতিকে দিবর-নামক স্থানে সসৈন্যে এককালীন বিনষ্ট করিলেন। যেংকেহ অবশিষ্ট ছিল তাহারা আমেট-পর্য্যন্ত তাড়িত হইয়া তথাকার দুর্গস্থ সৈন্যের সহিত তদ্রূপে বিনষ্ট হইল। অরিগণ এই আতঙ্ক হইতে উত্তীর্ণ হইতে না হইতে প্রতাপ শত্রুহস্তহইতে কোমলমেরু গ্রহণ করিলেন; আবদুল্লা-নামক জনেক যবন-সেনানীকে সসৈন্যে বিনষ্ট করিলেন; এবং দ্বাত্রিংশৎ দুর্গ সহসা শত্রুহইতে গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ সকল দুর্গস্থ সেনানীকে অক্ষোভে হত করিলেন। এই রূপে প্রতাপ মিবারকে অরণ্য সদৃশ করিয়া তৎস্থিত সমুদয় জীবকে অসিমুখে সমর্পিত করিলেন; এবং প্রায়ঃ সমস্ত মিবার হস্তগত করিয়া রাজা মানকে শাস্তি দিবার নিমিত্ত অম্বর আক্রমণ-করণপূর্ব্বক তাহার প্রধান বাণিজ্যস্থান মানপুরা লুট করিলেন। উদয়পুরও পুনর্গৃহীত হইয়াছিল।

এই সকল কীর্ত্তিদ্বারা প্রতাপের অসম্ভব সহিষ্ণুতা এবং অন্যান্য গুণসমূহ দৃষ্টে অকবর তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হন; এবং রাজপারিষদ্গণ তৎপ্রতিপোষক হইয়া প্রতাপকে কিয়ৎকাল বিশ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতাপসদৃশ মহাত্মার প্রতি এতাদৃশ বিশ্রাম সুখদায়ক হয় নাই; যেহেতুক তিনি জানিয়াছিলেন যে শত্রুর দয়াহইতে ঐ বিশ্রামের উদ্ভব হইয়াছে; এবং সে দয়া ঘোরতর অবজ্ঞা অপেক্ষাও ক্লেশকর। উদয়পুরের উচ্চ শিখরহইতে চিতোর সন্দর্শন করত তিনি জাতিমর্য্যাদা উদ্ধার করিতে প্রজ্বলিত মানসে পিতৃ-পিতামহের মহতী কীর্ত্তির আন্দোলন করিতেন, এবং পরক্ষণে সেই বীরস্থানের বর্ত্তমান হীনতম অবস্থা স্মরণ করত স্বীয় দৈন্যতা ও দুর্দ্দশা এবং তাঁহার প্রবল যবন বৈরির অনিবার্য্য ক্ষমতার আলোচনা করিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ হইতেন। এই বিষণ্ণভাবে ক্রমশঃ তাঁহার শরীর ক্ষীনবল হইয়া আসিল; এবং এই মহাবলপরাক্রমী হিন্দুচূড়ামণি যৌবনের মধ্যাহ্নকালে ইহলোক ত্যাগ করিলেন। কথিত আছে যে অন্তিমকালে স্বীয়পুত্র ওমরাকে তিনি অরিহিংসায় প্রতিশ্রুত করাইয়াছিলেন। শেষশয্যায় শায়ী প্রতাপ সামান্য কুটীর মধ্যে মন্ত্রি ও অমাত্যগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত আছেন এমত সময়ে প্রধান পারিষদ্ প্রশ্ন করিলেন "মহারাজ, আর কেন যাতনায় ক্লেশ পাইতেছেন? স্বচ্ছন্দে আত্মার গমন হইতে কি কোন বাধা আছে?" মৃতকল্প প্রতাপ প্রত্যুত্তর দিলেন, "স্বদেশ যে অনায়াসে তুরুষ্ক দিগের হস্তে সমর্পিত হইবেক না ইহার বিশ্বস্ত-বাক্যবিরহে আত্মার গতি রোধ হইতেছে।" এই বাক্য কহিয়া স্বীয় অপত্যের সুখাভিলাষের প্রতি আশঙ্কা ব্যক্ত করিলেন এবং কহিলেন, যখন আমি পেশোনা-নদীতীরে আপন সেনানীর সহিত কএকটী সামান্য তৃণকুটীর নির্ম্মাণ করত দুর্দ্দিনে বরিষাকাল যাপন করিতেছিলাম তখন ওমরা কুটীরের নিম্ন চাল বিস্মৃত হইয়া প্রবেশ করাতে একটা চালের বংশে তাহার উষ্ণীষ মস্তকহইতে আকৃষ্ট হইয়াছিল; তৎকালে তাহার যে বিকট এবং ক্রোধান্বিত মূর্ত্তি হইয়াছিল তাহার মনন করিলে আমি নিশ্চিত কহিতে পারি যে এই সকল তৃণাচ্ছাদিত কুটীরের পরিবর্ত্তে সুবিস্তৃত অট্টালিকা নির্ম্মিত হইবেক; তদ্দ্বারা সুখাভিলাষ

বর্দ্ধিত হইবে এবং সেই কারণে মিবারের স্বাধীনতাও বিসর্জ্জিত হইবেক। হায়! বীরশ্রেষ্ঠসকলও রাজদৃষ্টান্তনুগামী হইবেক।" রাজকুমার এবং অমাত্যবর্গ সকলেই এক বাক্যে বাপ্পারাওলের সিংহাসন স্পর্শ করিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন যে "যদবধি মিবার স্বাধীন না হইবেক তদবধি এস্থলে অট্টালিকা কদাচিৎ নির্ম্মিত করিব না।" এই বাক্যে রাজার আত্মা সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়া স্বচ্ছন্দে স্বর্গারোহণ করিল। পরন্তু তাঁহার মানসিক রূপ অদ্যাপি সকল-রাজপুত্র-বক্ষঃস্থলে পূজিত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে, এবং যে পর্য্যন্ত ভদ্রসমাজে দেশহিতৈষিগুণের প্রশংসা ও বীরত্বের মহিমা সমাদরণীয় থাকিবেক সে পর্য্যন্ত প্রতাপ তাহাদের অদ্বিতীয় আধার বলিয়া বিখ্যাত থাকিবেন। বিবেচক ব্যক্তিমাত্রে ইহা অবশ্য স্বীকার করিবেন যে বিপুল সৈন্যশালী অবনী-মণ্ডলের তাৎকালিক শ্রেষ্ঠরাজমুকুটধারী অক্‌বরে বিরুদ্ধে এই অপ্লায়তন ক্ষুদ্র রাজ্যের সংগ্রাম করা কেবল একমাত্র অজেত অদ্বিতীয়বীরত্বের প্রভাবেই সম্ভব হইয়াছিল। অক্‌বরের সহিত প্রতাপের যুদ্ধ গ্রীস ও পারস্যের পরস্পর যুদ্ধ হইতেও মহদাশ্চর্য্য। "কদাপি রাজস্থানমধ্যে থিউসিডাইডিস্ অথবা জিনোফন্‌নের তুল্য ইতিহাসলেখক জন্ম গ্রহণ করিতেন তবে গ্রীসের ইতিহাসাপেক্ষা রাজপুত্রেতিহাসের গৌরব বৃদ্ধি হইত। আরাবল্লীস্থ পার্ব্বত্যরাজ্য প্রতাপের কীর্ত্তিরসে পরিপূরিত—হল্‌দিঘাট মিবার দেশের থর্‌মপিলী, এবং দিবরের রণক্ষেত্র মারাথনের প্রতিরূপ।"

মক্কা নগরের বৃত্তান্ত।

বিধার্থ-সঙ্গ্রহের তৃতীয় পর্ব্বের পঞ্চম খণ্ডে মুহম্মদের জীবন বৃত্তান্ত ও মতের বিবরণ লিখিত হইয়াছে, ভরসা করি তৎপাঠে অনেকের সন্তৃপ্তি হইয়া থাকিবেক। মুহম্মদের বৃত্তান্ত পাঠ করিলেই তাঁহার জন্মভূমি মক্কার অবস্থা জ্ঞান-গোচর করিতে ঔৎসুক্য হয়। বস্তুতঃ স্থানের প্রাকৃতিক বা সামাজিক অবস্থা মানবের কৃতিকুশলতা অথবা প্রাদুর্ভাব হইবার বিশেষ আনুকূল্য করিয়া থাকে। এই বিবেচনায় অদ্য মক্কার বৃত্তান্ত লেখিতব্য।

মক্কানগর আশিয়ার পশ্চিম ভাগে আরবদেশের মধ্যে সংস্থিত। উক্ত দেশের পূর্ব্ব পশ্চিম এবং দক্ষিণ এই পার্শ্বত্রয় সমুদ্রে বেষ্টিত; কেবল উত্তরদিগ্ তুরস্ক দেশের সহিত সংলগ্ন। ইহার পশ্চিমস্থ সমুদ্র লোহিত নামে প্রসিদ্ধ। ইংরাজদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে ইহার অনেক উল্লেখ আছে। যবনেরা ইহাকে সুফসাগর কহে।

আরবের পূর্ব্বস্থ জলধির নাম পারস্যখাড়ী এবং তাহার দক্ষিণ সীমা আরব্য সমুদ্র। এই সীমান্তর্গত ভূমি উত্তরদক্ষিণে ৭৫০ ক্রোশ দীর্ঘ। ইহার মধ্য-ভাগের প্রশস্ততা সর্ব্বত্র তুল্য নহে, মস্‌কট্‌হইতে মক্কা পর্য্যন্ত স্থান সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত; তাহার প্রশস্ততা ৬০০ ক্রোশ হইবেক। এই দেশের অধিকাংশ সিকতারাশি-সমাকীর্ণ জলশূন্য অথবা পর্ব্বতাকীর্ণ; সুতরাং তথায় অধিক লোকের বাস সম্ভাবনীয় নহে।

আরবদেশ তিন খণ্ডে বিভক্ত—যথা মরুস্থল-আরব, পার্ব্বত্য-আরব, ও সুখপ্রদ-আরব। দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব্ব ভাগ মরুস্থল-আরব বলিয়া প্রসিদ্ধ। বস্তুতঃ তাহার গুণ ও নামের সহিত কোন বিসম্বাদ দৃষ্ট হয় না। তাহার সর্ব্বত্র বালুকায় সমাবৃত, কুত্রাপি জীবনধারণের কিঞ্চিন্মাত্র উপায় দৃষ্ট হয় না। আরবদেশের উত্তরপশ্চিম ভাগও এই ভয়াবহ স্থানের সদৃশ; তাহার নাম পার্ব্বত্য আরব; তাহাও সিকতারাশিবিশিষ্ট ও পর্ব্বতাকীর্ণ। পরন্তু ইহাতে কিঞ্চিৎ উদ্ভিজ্জ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন পর্য্যটক লিখিয়াছেন, বোধ হয় এককালে পার্ব্বত্য-আরব ধাতু-মিশ্র জলপূর্ণ সাগর ছিল, উচ্চ উচ্চ পর্ব্বত তাহার লহরী; দৈবাৎ তৎসমুদায় অচল হইয়া গিয়াছে।

আরবদেশের প্রান্তভাগস্থ ও সমুদ্রতটের ভূমি-

মক্কা নগর।
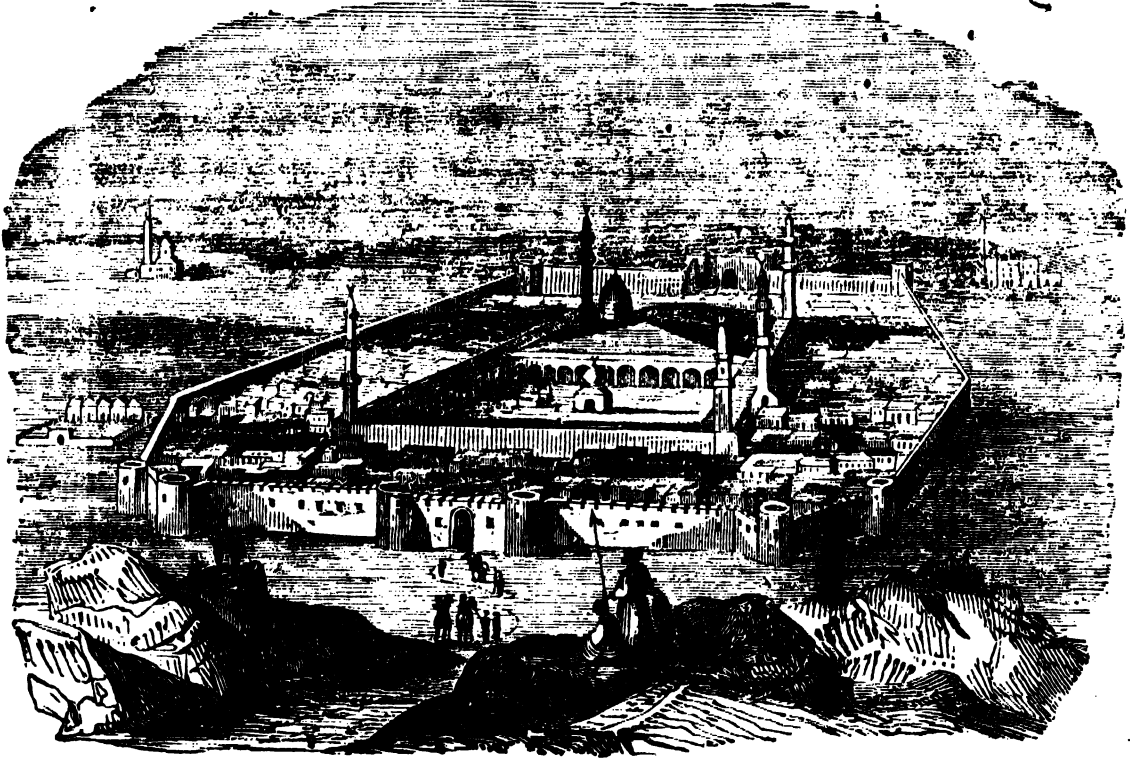
সকল পূর্ব্বোক্ত অংশদ্বয়ের সহিত কোন সৌসাদৃশ্য রাখে না। তাহা সুখপ্রদ-আরব বলিয়া বিখ্যাত। এই খণ্ড সুচারু উদ্ভিজ্জ্যে পরিপূর্ণ, এবং তৎপ্রযুক্ত তথায় অনেক মনুষ্য বাস করে। এস্থানের গন্ধদ্রব্য ও মসলা এবং সমৃদ্ধির খ্যাতি বহুকালাবধি প্রসিদ্ধ আছে। বস্তুতঃ "সুখপ্রদ" এই শব্দ ইহার উপযুক্ত ও সংলগ্ন বিশেষণই বটে; পরন্তু ইহার কোন কোন অংশে সিকতা-রাশি-বিশিষ্ট মরুভূমি আছে। আরব জাতীয়দের মধ্যে এই ভাগ য়মন-নামে বিখ্যাত।

আরব-জাতীয়েরা অতি-পূর্ব্বকাল-হইতে তাহাদিগের বৃত্তান্ত নির্ণীত করিয়া থাকে। তাহাদিগের মতে মহাপ্রলয়ের * পরেই নোয়ার-পুত্র সেমের বংশধরেরা তাহাদিগের দেশে আসিয়া বাস করিয়াছিল। অপর এরূপ প্রবাদও আছে যে নোয়ার পঞ্চমপুরুষের পর আতান নামা এক ব্যক্তি আরব-জাতীয়দিগকে আরব-দেশে সংস্থাপিত করে; খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তকে আতানের নাম যক্‌টান। তাহার পরলোক প্রাপ্তি হইলে তদীয় পুত্র ইয়াব আরবদেশের অধিপতি বলিয়া প্রচারিত হয়। কেহ কেহ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে ইয়াবের নামের অপভ্রংশে দেশের নাম আরব হইয়াছে। একথা সম্ভাব্য বটে, যেহেতু পোকক্ সাহেব ইহা নিরূপিত করিয়া গিয়াছেন। যে ইয়াবের ঊনত্রিংশ পুরুষ দুই সহস্র বিংশতি বৎসর আরবদেশে রাজ্য করিয়াছিল। পরন্তু সমুদায় আরবদেশ যে তাহাদিগের অধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল এমত বোধ হয় না।

আরবজাতীয়েরা দুই বিশেষ শ্রেণীতে বিভক্ত। কতকগুলিন তাম্বুতে থাকিয়া মরুভূমিতে কাল যাপন করে, গৃহাদি নির্ম্মিত করে না, সুতরাং তাহারা এক স্থানে স্থায়ী নহে; মেষ ও অন্যান্য

* খ্রীষ্টীয়দিনের নিরূপণানুসারে প্রায় পাঁচহাজার বৎসর হইল মহাপ্রলয় হইয়াছিল।

পশুর পাল লইয়া স্থানে স্থানে পর্য্যটন করে। এতাদৃশ ব্যক্তিরা বেদুইন নামে বিখ্যাত। ইহারা নিজ স্বাধীনতা রক্ষার্থে সর্ব্বদা প্রস্তুত। বস্তুতঃ তাহারা যে কোন গৃহস্থাশ্রম অবলম্বিত না করিয়া অস্থির ভাবেই কাল যাপন করে, স্বাধীনত্ব-প্রিয়তা ব্যতীত এরূপ করিবার আর অন্য কোন কারণ উপলব্ধি হয় না। বেদুইনেরা নিতান্ত সাহসিক ও উদ্যম-সম্পন্ন; এবং যাদৃশ প্রণয়শীল তাদৃশ প্রতিহিংসু। শেষোল্লিখিত দুই গুণের বিষয়ে কথিত আছে যে যদি কেহ ইহাদিগকে বিরক্ত করে, তাহা হইলে তাহার ও সকল পরিজনের রক্ষা নাই, কিন্তু ঐ ব্যক্তি যদি তাহাদিগের শরণ লয় বা তাহাদিগের সহিত একত্রে আহার করে, তবে আর তাহার কোন ভয় থাকে না; প্রত্যুত সে ব্যক্তি পরম প্রেমাস্পদ বলিয়া গণ্য হয়। বেদুইনেরা সম্বৎসরে তিন চারি মাস পুণ্যপ্রদ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে; তৎসময়ে, তাহারা অতি ক্রূর শত্রুরও অনিষ্ট করা অধর্ম্মের কার্য্য বলিয়া জ্ঞান করে।

আরবদেশীয় দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ লোকেরা নগরবাসী; কৃষিকার্য্য বা ব্যবসায় তাহাদিগের জীবনের প্রধান অবলম্বন। সুরিয়া পালেস্তাইন টায়র ও অন্যান্য দেশ তাহাদিগের বাণিজ্য-স্থল ছিল। "বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী" প্রসিদ্ধই আছে, সুতরাং আরব্যোপন্যাসাদি গ্রন্থে আরব দেশের অশেষ সমৃদ্ধির কথা শ্রবণ করিলে অবিশ্বাস হয় না, প্রত্যুত তাহা বাস্তবিক বলিয়া বোধ হইতে পারে।

পুরাকালহইতে সকল জাতীয় মনুষ্যেরা আচার ব্যবহার বা ধর্ম্মানুষ্ঠানের ইতর-বিশেষে ভিন্ন২ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া থাকে। সেই নিয়মে আরবদিগের মধ্যে তিন সম্প্রদায় আছে—যথা প্রাচীন, বিশুদ্ধ ও অবিশুদ্ধ। প্রথম সম্প্রদায়ের প্রায় লোপ হইয়াছে, সুতরাং তাহার বিষয়ে কিছুই বিজ্ঞাপ্য নাই। বিশুদ্ধ সম্প্রদায়িরা যকটানহইতে তাহাদিগের উৎপত্তি নির্ণীত করে। তাহারা বহুগোষ্ঠীতে বিভক্ত; এবং তাহার প্রত্যেক গোষ্ঠী স্বস্ব আদিপুরুষের নামে ব্যক্ত হয়। প্যাগনিয়র ও সেল্ সাহেব নিরূপিত করিয়াছেন যে বিশুদ্ধ আরব-জাতির ষষ্টী গোষ্ঠী বর্ত্তমান আছে। তাহার মধ্যে খোরেশ নামক গোষ্ঠী সর্ব্বপ্রধান। তৃতীয় সম্প্রদায়ের নাম অবিশুদ্ধ; মুহম্মদ তাহাতে জন্ম পরিগ্রহণ করেন, সুতরাং এ সম্প্রদায়ের গৌরবের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে? অবিশুদ্ধ আরবেরা যক্টানের পুত্র জরহামকে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া স্বীকার করে। জরহাম হিজাজ-প্রদেশ স্থাপিত করিয়া তথাকার রাজা হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বংশে আট জন রাজা হইয়াছিল।

কথিত আছে ইব্রাহীম তাঁহার স্ত্রী হেগার ও তাহার গর্ভজাত ইসমাইলকে দূর করিয়া দিলে তাহারা আরবদেশে আসিয়া উপস্থিত হয়। কালক্রমে ইসমাইল জুরামের বংশজ মোদাদ রাজার তনয়ার পাণিগ্রহণ করে, এবং ঐ ঘটনায় আরবদিগের মধ্যে হিব্রুজাতির শোণিত সঞ্চারিত হইল। ইসমাইলের দ্বাদশ পুত্র জন্মে, তাহারা ক্রমে ক্রমে প্রবল হইয়া সমুদায় দেশ আক্রমণ করত প্রাচীন আরবদিগকে বিনাশদশায় আনয়ন করে; ফলতঃ তৎপরে তাহাদিগের আর নামও শুনিতে পাওয়া যায় না। কোরাণের কোন কোন স্থলে উল্লিখিত আছে যে আরবদেশের সামাজিক অবস্থা সম্পূর্ণরূপে উৎকৃষ্ট বটে। তথাকার লোকেরা পূর্ব্বকালহইতে বাক্কুশলতা, কল্পনাশক্তি ও বহুকথাসমাকীর্ণ সুমধুর ভাষার গর্ব্ব করিয়া আসিতেছে, বস্তুতঃ আরবীভাষা উৎকর্ষ-বিষয়ে কেবল সংস্কৃতভাষার নিকট পরাভূতা হয়। আরবেরা যেরূপ পদ্যপ্রিয় সেরূপ গদ্যপ্রিয় নহে।

তাহাদিগের বিবেচনায় কোন রচনা সংশ্লিষ্ট পদ্যে রচিত হইলে মুক্তাহারের ন্যায় শোভা পায়, আর ঐ রচনা সরস গদ্য হইলেও দূর্ব্বাবনে নিক্ষিপ্ত-প্রায় বোধ হয়। প্রাচীন আরবেরা প্রতি বৎসর এক মাসকাল যাবৎ এক সভা করিত, তাহাতে প্রধান প্রধান কবিগণ উপস্থিত হইতেন, এবং তন্মধ্যে যাঁহার কবিতা উত্তম হইত, তিনি অশেষ সমাদর প্রাপ্ত হইতেন। তথা তাহার কবিতা আরবদেশ বিখ্যাত অলমোয়া নাকাত নামক সপ্ত কবিতার সহিত একত্রে রক্ষিত হইত। উক্ত সপ্ত কবিতা এতাদৃশ মান্য যে তাহা মিসরদেশীয় উত্তমাগজেবস্ত্রে সুবর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়া মক্কার কাবা নামক প্রসিদ্ধ ধর্ম্মমন্দিরে ঝুলান আছে।

পূর্ব্বে আরবদিগের মধ্যে সেবাই ও মেজাই নামক দুই মত প্রচলিত ছিল; তন্মধ্যে সেবাই মতই অনেকে অবলম্বন করে। কিংবদন্তী আছে, নোয়ার পৌত্র সেবাইহইতে সেবাইমতের উৎপত্তি হইয়াছে। অপর কোন কোন পুরাবেত্তারা কহেন যে হিব্রুভাষায় সেবাইশব্দে তারক। আসীরিয় দেশের মেষপালকেরা রাত্রিকালে মেষচারণ করিতে করিতে তারার প্রতি দৃষ্টি করিয়া কোন প্রকারে আপনাদিগের শুভাশুভ ফল নির্দ্দিষ্ট করিত। এই প্রযুক্ত তাহারা সেবাইনামে বিখ্যাত হয়। বিশুদ্ধাবস্থায় ঐ সেবাইরা পরমেশ্বরের একত্ব মানিয়া মানসে তাঁহার পূজা করিত। সদসৎ কর্ম্মের ফলানুসারে স্বর্গ বা নিরয়ে গমন হয় ইহা তাহাদিগের বিশ্বাস ছিল। পরমেশ্বরের প্রতি তাহাদিগের এতাদৃশ দৃঢ় শ্রদ্ধা ও ভয় ছিল যে প্রত্যক্ষ স্তুতি করিলে পাছে তাঁহার গ্রাহ্য হয় কি না এই আশঙ্কায় (সুতরাং অজ্ঞানতা প্রযুক্তই হউক বা অল্পমতিতাবশতই হউক) স্বর্গীয় দূত ও নক্ষত্রাদির দ্বারা স্তোত্রের প্রেষণ করিত। বস্তুতঃ ঈশ্বরব্যতীত আর কেহ তাহাদিগের স্বর্গে ছিলেন না। ক্রমশঃ এ মতের বিপরীত ঘটনা হয়। নক্ষত্রদ্বারা ঈশ্বরের স্তবন করিয়া তাহারা নক্ষত্রাদিকে ঈশ্বরস্বরূপে পূজা করিতে লাগিল, এবং আরবদিগের গোষ্ঠী-ভেদে ভিন্নভিন্ন গ্রহাদির পূজা আরম্ভ করিল।

মেজাই-মতাবলম্বিরা অগ্নিপূজা করে। পূর্ব্বে তাহারাও কেবল এক ঈশ্বরের পূজা করিত। তাহাদিগের এই বিশ্বাস ছিল যে পরমেশ্বর অর্মজ ও অরিমা, এই দুই দূতের সৃষ্টি করেন; তাহারাই সৌভাগ্য ও দৌর্ভাগ্যের কারণ। মেজাই-মতাবলম্বিরা প্রথমতঃ পৌত্তলিক ছিল না ও পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কোন পদার্থকেও ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিত না। তাহারা কেবল অদ্বিতীয় পরমেশ্বরেরই আরাধনা করিত। সূর্য্যমণ্ডলেতে তাঁহার বাস ইহাই তাহাদিগের নিশ্চয়জ্ঞান ছিল, এই হেতু যখন অন্ধকার হইত অথবা তাহারা অন্ধকারময় স্থানে থাকিত, তখন অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া সূর্য্যাভাবের সুতরাং পরমেশ্বরের অনুপস্থিতির প্রতিবিধান করিত। কালসহকারে তাহাদিগের অগ্নিতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব জ্ঞান জন্মিল। এই মতহইতে জোরোআষ্টর প্রথমতঃ অগ্নি পূজার সৃষ্টি করেন।

এই দুই মতই আরবদেশে বহুকাল প্রচলিত ছিল; মুহম্মদ আপন নূতন ধর্ম্ম প্রচারিত করিয়া সেবাইমতের একেবারে উচ্ছেদ এবং মেজাইদিগকে আরবদেশহইতে বহিষ্কৃত করেন। এই ক্ষণে সেবাই-মতাবলম্বিদিগের কোন যাজক বর্ত্তমান নাই, এবং মেজাইরা পারসীনামে ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলে বসতি করিতেছে। মুহম্মদ এই দুই মতের অপলাপ করিয়া আপন কোরাণের ধর্ম্ম প্রচলিতকরণপূর্ব্বক স্বদেশের মক্কা ও মদীনা এই দুই নগর স্বীয় ধর্ম্মের সিদ্ধপীঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ করেন। এই উভয়ের মধ্যে মক্কা-নগরই প্রধান।

মদীনা।

উক্ত নগর-পর্ব্বত-মধ্যবর্ত্তি উপত্যকা-ভূমিতে স্থিত। তাহার চারিদিগে অনেক পর্ব্বত আছে। তাহা মুহম্মদের জন্মের বহুকালপূর্ব্বহইতে বিখ্যাত; প্রাচীন গ্রীকেরা তাহাকে 'মেকবেরা' নামে জ্ঞাত ছিল। ঐ নগরের সন্নিকটে শস্যাদি উৎপন্ন হয় না, সুতরাং তৎস্থান-বাসিরা অন্যস্থান জাত দ্রব্যাদিদ্বারাই স্বকীয় প্রয়োজন সিদ্ধ করে। তাহাদিগের শত্রুহইতে রক্ষার নিমিত্ত পর্ব্বতের উপর একটি সামান্য দুর্গ ব্যতীত অন্য কোন বিশেষ উপায় নাই। সামান্য ব্যক্তিদিগের বাস-গৃহ-সকল প্রায়ঃ প্রস্তরে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। কোন কোন বাটী চারিতল উচ্চও দেখিতে পাওয়া যায়। গৃহসকল দৃশ্যেও মনোহর বটে; বিশেষতঃ তাহাদিগের নির্ম্মাণ-পরিপাটীর প্রতিই তত্রত্য লোকেরা জীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্ত অধিক নিভর করে; যেহেতু তাহারা যাত্রিদিগকে বাটী ভাড়া দেয়, এবং তদ্দ্বারা যাহা কিছু অর্থ প্রাপ্ত হয় তাহাতে তাহাদিগের সংবৎসরের জীবিকা-নির্ব্বাহের বিশেষ আনুকূল্য হইয়া থাকে। বুরখার্ড সাহেব স্থির করিয়াছেন, মক্কায় বিশ ত্রিশ সহস্র লোকের বাস আছে। পরন্তু অধুনা এত না থাকিবারও সম্ভাবনা, কারণ কোন কোন অংশ এককালে পরিত্যক্ত ও অনেক বাটী জনশূন্য হইয়াছে। মুহম্মদের পূর্ব্বপুরুষ হেসাম মক্কার অশেষ কল্যাণ সিদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি জসন ও সীরিয়া দেশহইতে মক্কায় বাণিজ্যার্থ প্রতি বৎসর যথেষ্ট দ্রব্যাদি আনয়ন করিতেন। মুহম্মদের মৃত্যুর পর তদীয় উত্তরাধিকারিরা খলীফা উপাধি গ্রহণ করিয়া প্রবলপরাক্রমে দেশ-দেশান্তর অধিকৃত করিয়া মুহম্মদের মত প্রচারিত করিতে লাগিলেন। মুহম্মদের দ্বিতীয় উত্তরাধিকারি

ওমার মিশর-দেশের প্রধান নগর আলেক্-জন্দরিয়াস্থ সপুস্তক অপূর্ব্ব পুস্তকালয়ে অগ্নি প্রদান করিয়া স্বীয় নাম চিরকলঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। ক্রমশঃ খলীফা-বংশ লোপ প্রাপ্ত হইলে তুরুষ্কের সুলতান মক্কা অধিকৃত করেন। তদবধি তাহা ঐ বংশের অধীন রহিয়াছে। মক্কার মধ্যে কাবা অর্থাৎ পরমেশ্বরের আলয় অতি প্রসিদ্ধ। কাশীতে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের যে রূপ মাহাত্ম্য, মক্কার মধ্যে কাবারও তদনুরূপ খ্যাতি আছে।

ইহার নির্ম্মাণ-বিষয়ে আরবেরা কেহ কেহ কহে যে ইব্রাহীম পরমেশ্বরের আদেশ পাইয়া ইহা নির্ম্মিত করেন। অপরে কহে আদম ও হওয়া জগদীশ্বরের আজ্ঞা অবহেলন করাতে তাহারা স্বর্গহইতে দূরীকৃত হইয়া মর্ত্ত্যে পতিত হইলে আদম সিংহলদ্বীপের কোন পর্ব্বতে, ও হওয়া আরবদেশে পতিত হন। তাহার দুই শত বৎসরের পর মক্কার অনতিদূরে আরাকত-পর্ব্বতে আদম ও হওয়ার মিলন হয়। আদম কৃত অপরাধের নিমিত্ত সাতিশয় অনুতাপ করিয়া পরমেশ্বরের নিকট এক ভজনামন্দির প্রার্থনা করিলেন। দয়াময় পরমেশ্বর আদমের প্রতি প্রসন্ন হইলেন; এবং স্বর্গের দূতেরা এক মেঘের মন্দির প্রস্তুত করিয়া অবতীর্ণ করিয়া দিলেক। আদম প্রতিদিন সপ্তবার ঐ মন্দিরের প্রদক্ষিণ করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ মন্দির স্বর্গে উঠিয়া যায়। অনন্তর আদমের পুত্র সেথ যে স্থানে মেঘের মন্দির ছিল সেই স্থানে প্রস্তর ও কর্দ্দমদ্বারা এক মন্দির প্রস্তুত করেন। মহাপ্রলয়কালে তাহাও ভাসিয়া যায়। বহুকালপরে ইব্রাহীমের স্ত্রী হেগার ও পুত্র ইসমাইল আরবের মরুভূমিতে ভ্রমণ-করণ-সময়ে পথশ্রান্তি এবং তৃষ্ণাতে মুমূর্ষু-প্রায়ঃ হইয়াছিলেন। তৎসময়ে স্বর্গের কোন দূত তাহাদিগকে পূর্ব্বে যে স্থানে মেঘমন্দির স্থাপিত ছিল তথায় এক কূপ দেখাইয়াদিল। ঐ কূপের নাম "জেম্জিম্।" ইহার কিছুকাল পরে আমালিকত-বংশীয় দুই ব্যক্তি তাহাদিগের পলাতক উষ্ট্রের সন্ধান করিতে করিতে জেম্জিম্ কূপের সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা তৃষ্ণাতুর হইয়াছিল, কূপের জল পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইল। ঐ দুই ব্যক্তি ইস্মাইল ও তাহার মাতা হেগারকে অবলম্বন করিয়া মক্কানগর স্থাপিত করে। কিয়ৎকাল পরে ইস্মাইল পরমেশ্বরের আদেশ পাইয়া কাবা নির্ম্মিত করিলেন। ইস্মাইল এই নির্ম্মাণ-কার্য্যে পিতার নিকট বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হন। ইব্রাহীম যে প্রস্তর খণ্ডের উপর দাঁড়াইয়া কাবার প্রাচীর গ্রথিত করিতেন, অদ্যাপি তাহা কাবার মন্দিরের সন্নিকটে সংরক্ষিত আছে, ধর্ম্মপরায়ণ মুসলমানেরা এখনও উহার উপর ইব্রাহীমের পদচিহ্ন দেখিতে পান।

অপর ইব্রাহীম ও ইস্মাইল কাবা নির্ম্মিত করিতেছিলেন এমত সময়ে গিব্রেল নামা স্বর্গের দূত তাঁহাদিগকে এক প্রস্তর প্রদান করেন। ঐ প্রস্তর-সম্বন্ধে এক প্রবাদ আছে; যখন আদম স্বর্গে ছিলেন তখন তাঁহার রক্ষক এক দূত ছিল। ক্রমশঃ সে পাপানুষ্ঠান করিলে, আপন কর্ত্তব্যকর্ম্ম নির্ব্বাহের ত্রুটির দণ্ডে পাষাণ হইয়া গেল। ইস্মাইল ও ইব্রাহীম আদরপূর্ব্বক ঐ প্রস্তরকে কাবার মধ্যে সংস্থাপিত করেন। তাহা পতিতাবস্থাতেও শ্বেতকান্তি উজ্জ্বল মণি ছিল, ক্রমে ক্রমে পাপপূর্ণ মনুষ্যের স্পর্শে কৃষ্ণবর্ণ ও অস্বচ্ছ হইয়া গিয়াছে। ইহার চারিদিক্ রৌপ্য মণ্ডিত। কাবা প্রায়ঃ ২২ হস্ত উচ্চ, উহার চারি দিগের দৈর্ঘ্য ২০ বা ২৪ হস্ত হইবেক। তাহার মধ্যে এক গৃহ এবং তন্মধ্যে দুই স্তম্ভ আছে। পূর্ব্বোক্ত দুই স্তম্ভের উপরে স্তরে স্তরে উপর্য্যুপরি সুবর্ণদীপ

রাখা হয়। কাবার অনতিদূরে বত্রিশ স্তম্ভের এক চাঁদনী আছে। এই সমুদায় স্তম্ভের মধ্যে প্রত্যেক স্তম্ভ সপ্ত২ সুবর্ণদীপে পরিশোভিত। ঐ সকল দীপ প্রজ্বলিত হইলে মন্দিরের অতিচমৎকার দ্যুতি হয়। কাবামন্দিরের অধোভাগ ব্যতীত সমুদায় প্রতিবৎসর কিম্‌খাপাদি উত্তম বস্ত্রে আবৃত হয়, তাহা তুরুষ্ক দেশের সুলতান প্রদান করেন। গৃহের স্তম্ভ ও প্রাচীর-সমুদায় সাটীন বস্ত্রে মণ্ডিত। তুরুষ্কের রাজসিংহাসনে যুবরাজ অধিরূঢ় হইলে ঐ সাটীনের পরিবর্ত্তন হইয়া নূতন হয়।

মক্কাতীর্থে গমন করিলে মস্তকমুণ্ডন, উদর পূরিয়া জেম্‌জিম্ কূপের জলপান ও কাবা-প্রদক্ষিণ এবং কাবার মধ্যবর্ত্তি কৃষ্ণ প্রস্তর চুম্বন করিতে হয়। ইহার অন্যথা হইলে পাপমোচনের সম্ভাবনা নাই। মুহম্মদের পূর্ব্বে মক্কার যাত্রিরা নগ্নভাবে তথায় গমন করিত। মুহম্মদ তাহা নিবারিত করিয়া যান। এক্ষণে যাত্রিরা মক্কার অনতি-দূরে উপস্থিত হইয়া বস্ত্র পরিত্যাগ করে; কিন্তু ভদ্রতা রক্ষা হইতে পারে এমত কিঞ্চিৎ বস্ত্রচীর তাহাদিগের কটিদেশে সংলগ্ন থাকে। এতদবস্থায় খলীফা হারুণ অল্‌রশীদ সস্ত্রীক পদব্রজে বুগদাদহইতে মক্কায় আগমন করিয়াছিলেন; পরন্তু কষ্ট না হয় এ নিমিত্তে সমস্ত পথে গালিচা বিস্তারিত হইয়াছিল।

মক্কায় প্রতিবৎসর বহুল যাত্রির সমাগম হয়। বুখার্ড সাহেব বলিয়াছেন যে ঐ যাত্রিকদিগের সংখ্যা সপ্ততি সহস্রেরও অধিক হইবে। এক এক সময়ে কেহ২ লক্ষাধিক উষ্ট্রের পৃষ্ঠে দ্রব্য বোঝাই ও ৪০। ৫০ হাজার লোক সমভিব্যহারে মক্কায় আনিয়াছেন।

মক্কার মন্দিরমধ্যে এক সুচারু বেদীর উপর এক খানি কোরান সংস্থাপিত আছে, এবং ছাদ হইতে সপ্তখানি প্রসিদ্ধ আরব্য কাব্য দোলায়মান আছে; ঐ কাব্যের সমষ্টি নাম "মুআলাকাৎ।" ৬৭ পৃষ্ঠায় যে চিত্র মুদ্রিত হইয়াছে তাহার মধ্যভাগে মন্দির দৃষ্ট হইবেক। তাহার সম্মুখে অপর একটি ক্ষুদ্র মন্দির দৃষ্ট হয়। তাহার নিম্নে জেম্‌জিম্ নামক কূপ আছে। এতদুভয় এক সুচারু অট্টালিকা পঙ্‌ক্তিতে পরিবৃত, এবং তাহার কোণচতুষ্টয়ে চারিটি সুদীর্ঘ স্তম্ভ দৃষ্ট হয়। তাহার কিয়দ্দূর অন্তরে অপর এক গৃহপঙ্‌ক্তি আছে; তাহা বপ্রের ন্যায় সমস্ত স্থান পরিবেষ্টিত করে। ঐ সমস্ত স্থান পবিত্র ও মহাপুণ্যপ্রদ বলিয়া বিখ্যাত; মুসলমানমাত্রেই তাহাকে মর্ত্ত্যলোকে স্বর্গের প্রতিরূপ বলিয়া বিশ্বাস করে।

জ্যেষ্ঠী।

নূতন গ্রন্থের নামাবলী।

শ্রী বেহারিলাল চক্রবর্ত্তী "স্বপ্ন দর্শন" নামক এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকটিত করিয়াছেন। তাহার রচনা সুরস বটে; এবং গ্রন্থকার অর্থ ও অভিপ্রায়ের সঙ্গতি-বিষয়ে মনোযোগ করিলে ক্রমশঃ সুলেখক হইবেন সন্দেহ নাই। সম্প্রতি আমরা চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের স্বপ্ন কোন্ সময়ে লিখিত হইয়াছিল তাহা স্থির করিতে সন্দিহান হইয়াছি। তিনি লেখেন "অদ্য সমস্ত দিন বিষয় কর্ম্মে পরিশ্রান্ত হইয়া ক্লান্ত শরীরে শয্যায় নিদ্রার অপেক্ষায় রহিলাম," পরে অপাক জনিত ভীষণ স্বপ্নে সমস্ত রাত্রি পীড়া ভোগকরত চমকিত হইয়া দেখেন "গত রজনীতে যে শয্যায় শয়ন করিয়াছিলাম সেই শয্যাতেই পতিত রহিয়াছি।" গ্রন্থারম্ভে "অদ্য" শব্দের প্রয়োগে বোধ হয় "রাম না জন্মিতে রামায়ণের" ন্যায় গ্রন্থকার স্বপ্ন দেখিবার পূর্ব্বেই ইহার রচনা করিয়া থাকিবেন।

২। হিন্দুদিগের রাজভক্তি নামক গ্রন্থের প্রসঙ্গে আমরা কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কিঞ্চিৎ সাধুবাদ করিয়াছিলাম; তদুৎসাহে তিনি "ভারতবর্ষের সঙ্ক্ষিপ্ত ইতিহাস" নামক এক খানি ক্ষুদ্র গ্রন্থের রচনা করত আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। অল্পবয়স্ক বালকদিগকে স্বদেশের ইতিহাস জ্ঞাপন করাই ঐ গ্রন্থের উদ্দেশ্য; তদর্থে তাহা উপযুক্ত হইয়াছে। আমরা ভরসা করি পাঠশালার অধ্যাপক মহাশয়েরা সাদরে এই পুস্তক আপন আপন ছাত্রদিগের হস্তে সমর্পিত করিবেন।

৩। "দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ কলিকাতা বিশ্বপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত।" এতদ্দেশীয় উপন্যাস সকলেরই এক ধারা; সকলেই "এক রাজা ছিলেন তাঁহার সো দো দুই রাণী" এই রূপ বান্ধা ধরণে আরম্ভ হইয়া থাকে; এই উপন্যাস তদ্রূপ নহে, এবং গল্প টীও তাদৃশ নিন্দনীয় বোধ হয় না।

৪। "বসুপালিতোপাখ্যান, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কর্তৃক প্রকাশিত।" ইহাতে ইটালিদেশীয় বোকেশিও নামা প্রসিদ্ধ উপন্যাস কর্ত্তার একটি গল্প বঙ্গভাষায় বিবৃত হইয়াছে। যাঁহারা গল্পপ্রিয় তাঁহাদের পক্ষে ইহা আদরণীয় হইবেক।

৫। তাঁহাদিগের পক্ষে শ্রীযুত মধুসূদন মুখোপাধ্যায়কর্তৃক ইংরাজিহইতে অনুবাদিত "কুৎসিত হংসশাবক ও খর্ব্ব কায়ার বিবরণও" অগ্রাহ্য হইবে না।

৬। "শ্রীমদ্ভাগবতীয় একাদশ স্কন্ধের মূল ও শ্রীযুত সনাতন চক্রবর্ত্তি কৃত তাহার বাঙ্গালি অর্থ। শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাসকর্তৃক প্রকাশিত।" এই পুস্তকের সমস্ত মুদ্রিতা বস্থায় দেখিতে আমাদিগের বিশেষ বাসনা আছে, যেহেতু সংস্কৃত মূলের অর্থ বাঙ্গালি পদ্যে ইহাতে অতিসুচারু রূপে রক্ষা পাইয়াছে; বোধ হয়, শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায়কর্ত্তৃক ভগবদ্গীতার অনুবাদ ভিন্ন অন্য কোন বাঙ্গালি পদ্যগ্রন্থে তদ্রূপ হয় নাই। যাঁহারা পদ্যপ্রিয় নহেন তাহাদিগের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ মহাশয় উক্ত গ্রন্থের কএক স্কন্ধের গদ্য অনুবাদ প্রকটিত করিয়াছেন। তাহা অদ্যাপি আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয় নাই, পরন্তু বিদ্যাবাগীশের নামোল্লেখে ভরসা হইতেছে যে পুস্তক উত্তমই হইয়া থাকিবেক।

৭। "টেলিমেকস, শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত, প্রথম তিন সর্গ।" এই পুস্তকের রচনা-প্রণালী অতীব সুন্দর, এবং ইহা সকলেরই পাঠ যোগ্য; অতএব বিশ্বাস হইতেছে যে বহু গ্রাহককর্তৃক ইহা সমাদৃত হইবে। অবকাশমতে আমরা ইহার বিশেষ সমালোচন করিতে মানস করি।

৮। "জ্ঞানরত্নাকর, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বসু কর্তৃক বিরচিত এবং সঙ্গৃহীত। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়দ্বারা পরিশোধিত, শ্রীনবকৃষ্ণ বসুদ্বারা প্রকাশিত, কলিকাতা ১৭৮০।" এই গ্রন্থ নয়রত্নে বিভক্ত। তাহাতে রাজসভা, পদার্থবিদ্যা, ভূমিকম্প, ভূগোল, প্রাচীন হিন্দুমতে পুরুষপরীক্ষা, নারীর লক্ষণ, হিতোপদেশ, ধর্ম্মবিচার, যোগ, প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা গদ্যপদ্যে সিদ্ধ হইয়াছে। মণি পরীক্ষক না হওয়া প্রযুক্ত আমরা এই রত্নের মূল্য নিরূপিত করিতে পারি নাই; পরন্তু বোধ হয় ইহার অভাবে কেহ দরিদ্রতা স্বীকার করিবেন না। আমাদিগের বিবেচনায় পদ্মিন্যাদি নারী ও শশকাদি পুরুষের লক্ষণ না জানাই ভদ্র, লজ্জার নিতান্ত অভাব না হইলে তদ্বিষয়ের গ্রন্থ কেহ আপন নামে প্রকটিত করে না।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

৫ পর্ব্ব] শকাব্দা ১৭৮০, ভাদ্র। [৫৩ খণ্ড

পাথুরিয়াকয়লা এবং তাহার খনি।
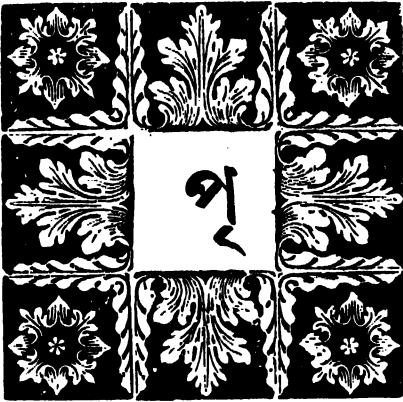
পৃথিবীর মধ্যে প্রায়ঃ সর্ব্বদেশেই পাথুরিয়াকয়লা পাওয়া যায়, পরন্তু তাহা সর্ব্বত্র সমপরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তন্মধ্যে গ্রেটব্রিটন্-রাজ্যে যত অধিক কয়লার খনি খোদিত হইয়াছে তত আর কুত্রাপি হয় নাই। গ্রেটব্রিটন রাজ্যে প্রচুর পরিমাণে কয়লা পাওয়া যায় বলিয়াই তথায় অসঙ্খ্য বাষ্পীয় যন্ত্রেরও প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, সুতরাং তন্নিবন্ধন শিল্পবিদ্যারও উন্নতি হইয়া তত্রস্থ সমাজের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। গ্রেটব্রিটনের মধ্যে যে যে স্থানে সমধিক কয়লার সংস্থান আছে সেই সেই স্থানেই অধিক শিল্প-যন্ত্রেরও প্রাদুর্ভাব হইয়াছে; যথা, ব্রিষ্টল্, বরমিঙ্হেম্, উল্বরহেম্টন, সেফিল্ড্, নিউকাসল্, এবং গ্লাস্গো।

অধুনাতন ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন যে নানা জাতীয় উদ্ভিৎ-পদার্থ কালে পরিবর্ত্তিত হইয়া কয়লারূপে পরিণত হয়। তাঁহারা কহেন যে ভূকম্পনাদি-নৈসর্গিক ঘটনাদ্বারা যখন পৃথিবীর কোন কোন দেশ পার্থিবপদার্থে এককালে আচ্ছাদিত হইয়া যায়, তখন ঐ দেশের উদ্ভিৎসমূহ কর্দম ও বালুকাদি স্তরের মধ্যে চাপা পড়িয়া কালেতে পাথুরিয়াকয়লারূপে পরিণত হয়। প্রস্তাবিত পণ্ডিতদিগের এই মত কোন রূপেই অগ্রাহ্য করা যায় না, যেহেতু অদ্যাপি কয়লার খনির মধ্যে অনেক স্থানে অনেক প্রাচীন বৃক্ষের নিদর্শন পাওয়া যায়। কয়লার মধ্যে কোন কোন বৃক্ষের শাখা পল্লব ও পত্র পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইয়াছে। অপর দূরবীক্ষণ-যন্ত্রদ্বারা সাবধানে পরীক্ষা করিলে কোন্ কয়লা কোন্ জাতীয় বৃক্ষের পরিণামাবস্থা, তাহাও নির্দ্দিষ্ট হয়। অধিকন্তু কোন কোন পণ্ডিত পূর্ব্বোল্লিখিত-প্রকার কয়লা ব্যতীত পশু-শরীর পরিণত হইয়াও কয়লা উৎপন্ন হইবার কথা ব্যক্ত

পাথুরিয়াকয়লা এবং তাহার খনি।

করিয়াছেন। তাঁহারা কহিয়াছেন, যে পাথুরিয়াকয়লা এক প্রকার নহে, নানাস্তরে নানাপ্রকার কয়লা দেখিতে পাওয়া যায়; এবং ঐ সমস্ত কয়লার দাহোপযোগ্যতার ভেদ দেখিয়া উহাদিগের জাতিভেদও জানিতে পারা যায়। উদ্ভিৎপদার্থ পরিণত হইয়া যে কয়লা জন্মে, তাহা যেমন অতিশয় দাহ্য, পশ্বাদিপরিণত শরীরাত্মক কয়লা তাদৃশ দাহ্য নহে। পণ্ডিতগণ এই উভয়-পদার্থ-জাত উভয়-প্রকার কয়লার দাহোপযোগ্যতা-ভেদের এই কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে উদ্ভিৎ-সম্ভূত কয়লাতে লবণের ভাগ অধিক থাকাপ্রযুক্ত তাহা সত্বরেই জ্বলিয়া উঠে, আর পশুশরীর-জাত কয়লার উক্ত-প্রকার লবণাংশ সমধিক নাই বলিয়াই উহা কিছু বিলম্বে জ্বলে।

যাহাহউক সামান্য কয়লার ন্যায় পাথুরিয়াকয়লা এক স্বতন্ত্র পদার্থ নহে তাহা যে কতিপয় কারন পদার্থের সংযোগে উৎপন্ন হয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। রসয়ানবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা

পাথুরিয়া কয়লার ঐ কারণাংশসকল পৃথক্ করিয়া দেখিয়াছেন; এবং যে যে কারণ পদার্থের সংযোগে পাথুরিয়া কয়লার উৎপত্তি হয় তাহা একত্র সংযুক্ত করিয়াও ঐ কয়লার উৎপত্তি করিয়াছেন। কিন্তু পাথুরিয়া কয়লা যোগজাত পদার্থ হইলেও শীঘ্র উহার কারণাংশ-সকল পৃথক্ করিতে পারা যায় না। ঐ কয়লাদ্বারা অনেকপ্রকার অদ্ভুত অদ্ভুত রাসায়নিক ব্যাপার সম্পন্ন হইতে পারে। উহার সহিত গন্ধকদ্রাবক একত্র করিলে গন্ধক পৃথক্ হয়, এবং ফস্‌ফরিক-এসিডের যোগ হইলে ফস্‌ফরস্ নামক-দ্রব্য পৃথক্ হয়। এই রূপ নানাজাতীয় পদার্থের সংযোগে অন্যান্যপ্রকার দ্রব্যের উৎপত্তি হয়।

বস্তুতঃ পাথুরিয়া কয়লা একপ্রকার খনিজ পদার্থ। মৃত্তিকার নিম্নভাগে আকর হইতে উহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে প্রকার করিয়া ঐ খনির খননদ্বারা উহার উদ্ধার করিতে হয়, তাহার সঙ্ক্ষিপ্ত বিবরণ পশ্চাৎ ভাগে ব্যক্ত হইতেছে।

পাথুরিয়া কয়লার খনি সর্ব্বত্র সমান নহে। কোন স্থানে অতি অল্প মৃত্তিকার খনন করিলেই কয়লা প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং কোন স্থানে তাহার নিমিত্ত অতিদূর পর্য্যন্ত খনন করিয়া যাইতে হয়। উহার স্তরও অতি চমৎকার। পাথুরিয়া কয়লার স্তর প্রায়ঃ বহুদূর-পর্য্যন্ত সমানভাবে চলে না; কিয়দ্দূর অল্প মৃত্তিকার নিম্নদিয়া চলিয়া পুনর্ব্বার অতি দূর নিম্ন-দেশাভিমুখে গমন করে, এবং ক্রমে এত অধিক নীচে যায় যে তথাহইতে কোন রূপে উহার উদ্ধার করাই কঠিন হইয়া উঠে। সাধারণতঃ পাথুরিয়া কয়লা অধিক মৃত্তিকার নীচেতেই থাকে। গভীর খাত খনন না করিলে উহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। খনিহইতে পাথুরিয়া কয়লা উদ্ধৃত-করণার্থে খননকারিরা যে প্রকার অসামান্য ও অসাহসিক কার্য্যকরে ও মধ্যে মধ্যে যে প্রকার গুরুতর বিপদে পতিত হয় তাহা অতি-বিস্ময়-জনক ব্যাপার।

ভূতত্ত্ববিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা প্রথমতঃ একপ্রকার বেধনিকাঅস্ত্র মৃত্তিকামধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া খনির পরীক্ষা করিয়া দেখেন। যে স্থলে অল্প মৃত্তিকার নীচে পাথুরিয়া কয়লার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় সেই স্থানেই খনি-খাতকরণ-কার্য্য আরম্ভ হয়। কুদ্দাল, কুঠার ও খনিত্র প্রভৃতি নানাপ্রকার শস্ত্র-দ্বারা নানাস্থানে নানাপ্রকার খাত-খনন করিতে হয়, এবং আকরস্থ জল-রাশি স্থানান্তর-করণার্থে স্থানে স্থানে প্রায়ঃ প্রণালীও প্রস্তুত করিতে হয়। পর্ব্বতাদির নিম্নদেশে খনি প্রকাশ পাইলে কখন কখন তাহার মধ্যে বারুদ রাখিয়া অগ্নিপ্রদান-দ্বারা খনির উপরিস্থিত মৃত্তিকাদিকে শ্লথ করিতেও হয়। এইরূপে নানা উপায়দ্বারা নানা স্থানে নানাপ্রকার করিয়া খনি খোদিত হইয়া থাকে, এবং খননকারিরা ঐ নবপ্রস্তুত পথ অবলম্বনপূর্ব্বক ক্রমে খাত খনন করত আকরমধ্যে প্রবেশ করে। কোন কোন আকরের প্রবেশ-পথ এমন প্রশস্ত যে তাহা দেখিলে এক বৃহৎ বিলদ্বারের ন্যায় বোধ হয়। খনিমধ্যে খননকারিদিগের অবরোহণার্থে ক্রমে ক্রমে সোপান প্রস্তুত করিয়া যাইতে হয়; সেই সোপানদিয়া খনকেরা অনায়াসে অবরোহণারোহণ করিতে পারে। যে স্থলে অন্যান্য ধাতুর স্তর ভেদ করিয়া কয়লার স্তর অতিগভীরে মৃত্তিকার মধ্যে প্রবেশ করে,তথাকার কয়লা উত্তোলিত করা সুকঠিন হইয়া উঠে। কিন্তু দীর্ঘে ও প্রস্তে উহার খনি যতদূর বিস্তৃত থাকে, খনকেরা অনায়াসে মৃত্তিকার মধ্যে ততদূর-খনন করিয়া যাইতে পারে; উপরের মৃত্তিকাদি যেমন তেমনিই থাকে; কেবল তাহার অভ্যন্তর-দেশ শূন্য হয়। উপরিস্থিত ভূমির অবলম্বনের জন্য কেবল মধ্যে মধ্যে এক এক প্রশস্ত স্তম্ভ থাকে। এক এক খনির মধ্যে একদা বহুসঙ্খ্যক লোক কর্ম্ম করে এবং প্রয়োজনানুসারে তাহারা খনিমধ্যে সপরি-

বারের সহিত দীর্ঘকাল বাস করিয়া থাকে। কোন কোন খনির মধ্যে খনকেরা এত দীর্ঘকাল বাস করে, যে তন্মধ্যে তাহাদিগের সন্তানাদিও হইয়া থাকে। তাহাদিগের আহার্য্য নগরাদিহইতে প্রয়োজন মত প্রাপ্ত হয়।

এক্ষণে শিল্পবিদ্যার সমধিক প্রাদুর্ভাব হওয়াতে যে প্রকার উৎকৃষ্ট পদ্ধতির অনুসারে খনিহইতে কয়লা উদ্ধৃত হইতেছে, পূর্ব্বে তদ্রূপ পদ্ধতি অবলম্বিত হইত না। পূর্ব্বে অতিশয় গুরুতর পরিশ্রম ও অধিক ব্যয়দ্বারা অল্পমাত্র কয়লা প্রাপ্ত হওয়া যাইত, এবং খননকারিদিগকেও অধিক ক্লেশভোগ করিতে হইত। পূর্ব্বে এপ্রকার প্রশস্ত খনি খনন করিবার পদ্ধতি ছিল না; এক এক টি কূপ খনন করিয়া আকরহইতে কয়লা উদ্ধৃত হইত। কূপ যত গভীর হইত, ততই খননকারিদিগের তন্মধ্যে অবরোহণ করিতে ক্লেশ হইত। খননকারিরা এক গাছি রজ্জু অবলম্বিত করিয়া খনিতে নামিত; এবং তদ্দ্বারা তাহারা সর্ব্বদাই ক্লেশ পাইত। একপ্রকার কাষ্ঠদ্রোণী করিয়া খনিহইতে কয়লা তুলিতে হইত, সুতরাং এক বারে অতি অল্পমাত্র কয়লা উঠিত; এবং তুলিবার দোষে তাহারও অধিকাংশ নষ্ট হইয়া যাইত। ঐ কাষ্ঠময়ী দ্রোণী কূপের গায়ে লাগিয়া কূপও নষ্ট হইত, এবং দ্রোণীও ভগ্ন হইয়া যাইত। এই দোষ-পরিহারের জন্য ১৮২৫ ও ২৬ খ্রীষ্টাব্দে টমস্-ইষ্টন্-নামক এক জন পণ্ডিত উপায়ান্তর নিয়োগ করিলেন; কিন্তু তদ্দ্বারাও কয়লার ক্ষতি ও খনকদিগের ক্লেশ নিবারিত হইল না। অনন্তর কাষ্ঠময়ী দ্রোণী করিয়া কয়লা তুলিলে দ্রোণী ভগ্ন হইয়া অনেক কয়লা নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া আর এক জন পণ্ডিত তাহার পরিবর্ত্তে লৌহনির্ম্মিত-দ্রোণী-ব্যবহারের প্রথা প্রচলিত করিলেন, কিন্তু তাহাতেও বিশেষ উপকার দর্শিল না। ক্রমে শিল্পবিদ্যার উন্নতি ও লোকের বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত হওয়াতে এক্ষণকার ন্যায় উৎকৃষ্টরূপে খনি খোদিত ও খনিহইতে কয়লা উত্তোলিত করিবার পদ্ধতি প্রচলিত হইল। কেবল খনি-খননের সুপদ্ধতিদ্বারা সকল বিপদ্ নিরাকৃত হয় নাই।

মৃত্তিকার অভ্যন্তর-দেশস্থিত গভীর আকরমধ্যে বিন্দুমাত্র সূর্য্যালোক গমন করে না; সুতরাং খনকেরা তথায় প্রদীপাদির সাহায্য ব্যতিরেকে কর্ম্ম করিতে পারে না। পূর্ব্বে ঐ দীপশিখার সামান্য অগ্নিদ্বারা সর্ব্বদাই আকরেতে অগ্নি লাগিয়া আকর নষ্ট ও বহু সংখ্যক লোকের অপঘাত-মৃত্যু হইত। কয়লার খনির স্থানে স্থানে একপ্রকার ঘনীভূত দাহশীল বাষ্প সঞ্চিত থাকে, ঐ বাষ্পে অগ্নিশিখা সংলগ্ন হইলেই তৎক্ষণাৎ জ্বলিয়া উঠে, এবং ক্রমে এমন ভয়ঙ্কর ব্যাপার হইয়া উঠে যে তদ্দ্বারা সমুদয় আকর জ্বলিয়া যায়। পূর্ব্বে ঐরূপ দীপাগ্নিদ্বারা সর্ব্বদাই আকরে অগ্নি লাগিত, এবং এক এক খনিতে এক এক বার ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটিত। কোন কোন খনি উপর্য্যুপরি পাঁচ ছয় মাস পর্য্যন্ত জ্বলিত; তাহা বিবিধ উপায়দ্বারা নদনদী প্রভৃতি জলাশয়হইতে রাশীকৃত জল-আনয়ন করিয়া নির্ব্বাণ না করিলে আর ক্ষান্ত হইত না। এইরূপ অগ্নিদাহদ্বারা যে কত খনি নষ্ট ও কত লোক হত হইয়াছে তাহার সংখ্যা করাই কঠিন। কোন কোন সময়ে ইংলণ্ড ও স্কট্লণ্ড প্রভৃতি স্থানের এক এক খনিতে পুত্রপৌত্রাদির সহিত দুই তিন বংশ দগ্ধ হইয়াছে। ১৩৪৮ খ্রীষ্টাব্দে নিউকাসেল্-নগরের নিকটবর্ত্তী বেনওএল্-নামক স্থানের এক খনিতে ঐরূপ দীপশিখাদ্বারা অগ্নি সংলগ্ন হয়। প্রথমতঃ ঐ অগ্নি এত মৃদু ছিল যে এক ব্যক্তি যৎসামান্য বেতন পাইলে তাহা নির্ব্বাণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিল। তৎকালে তাচ্ছীল্য করিয়া তাহাকে

কেহ সে বেতন দিতে সম্মত হইল না, কিন্তু পরে সেই অগ্নি বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমাগত ত্রিশ-বৎসর পর্য্যন্ত জ্বলিয়া সমুদায় আকরকে ভস্মসাৎ করিল। পৃথিবীর নানা স্থানে নানা কয়লার খনিতে এই-রূপ অগ্নি লাগিয়া অসঙখ্য লোকের প্রাণ নষ্ট হইয়াছে। এই অগ্নিদাহ-নিবারণের জন্য পণ্ডিত-গণ নানা উপায় কল্পনা করিতে নিযুক্ত হন। যে ঘনীভূত বদ্ধ বাষ্পে অগ্নি লাগিয়া উক্তপ্রকার ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে, খনিহইতে তাহাকে স্থানান্তরিত করিবার উপায় প্রথমতঃ উক্ত পণ্ডিত কর্তৃক নির্দ্ধারিত হয়। এবং যাহাতে খনিমধ্যে ঐ রূপ বাষ্প সমধিক না জন্মিতে পারে তাহারও মন্ত্রণা স্থির হয়। শিল্পশাস্ত্র বিশারদ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এস-পিলিং সাহেব দেখিলেন যে আকর-স্থিত বাষ্পে কেবল প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা সংলগ্ন হইলেই তাহা জ্বলিয়া উঠে, নচেৎ অন্য প্রকার অগ্নি লাগিলে জ্বলে না। এই দেখিয়া তিনি খনক-দিগের আলোক-নির্ব্বাহের জন্য এমনি এক দীপ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, যে সেই যন্ত্র-স্থিত অগ্নির স্ফুলিঙ্গ-জাত আলোকদ্বারা খননকারিরা অনা-য়াসে খনন কর্ম্ম করিতে পারে; অথচ তদ্দ্বারা আকরে অগ্নি লাগে না। কিন্তু ঐ উপায়দ্বারা সুচারুরূপে কার্য্যসিদ্ধি এবং সম্পূর্ণরূপে বিপদ্ নিবারিত হইল না। অনন্তর উল্লিখিত অগ্নি-ভয়-নিবারণের জন্য সর হম্ফ্রে-ডেবি-নামক সু-প্রসিদ্ধ বিজ্ঞতম পণ্ডিত এক অদ্ভুত দীপ প্রস্তুত করিলেন। তদ্দ্বারা খনকেরা যথেষ্ট আলোক প্রাপ্ত হয়; অথচ খনিতে অগ্নি লাগিবার সম্ভাবনা প্রায়ঃ থাকে না। এক্ষণে ঐ দীপই সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। খনকেরা ঐ দীপ গ্রহণ করিয়াই খনিতে কার্য্য করে। ঐ দীপ প্রকাশ পাইয়া যে সংসারের কি পর্য্যন্ত উপকার-সাধন ও বিপদন্নিবারণ হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। ঐ দীপ প্রকাশ পাওয়াতেই খনি-খনন-কার্য্যের এতাদৃশ উন্নতি হইয়াছে, বলিতে হইবে। উক্ত-দীপ-সঙক্রান্ত বিশেষ বৃত্তান্ত প্র-স্তাবান্তরে না লিখিলে এ স্থলে ব্যক্ত করা সুসাধ্য হইল না।

অগ্নিদাহ যেমন আকরের এক বিপদ্, সেইরূপ জলপ্লাবনও আর এক ভয়ঙ্কর বিপদ্। অগ্নি-দাহদ্বারা যেমন অনেক খনি নষ্ট হইয়াছে, জল-প্লাবনেও সেইরূপ বিস্তর খনির হানি হইয়াছে। কয়লার খনি খনন করিতে করিতে তন্মধ্যহইতে এত প্রভূতজলরাশি উত্থিত হয় যে তাহার নির্গ-মের পথ না থাকিলে তদ্দ্বারা যাবৎ আকর প্লা-বিত হইতে পারে। পূর্ব্বে খনিহইতে ঐ জল উত্তোলন করিবার সুপদ্ধতি না থাকাতে অনেক খনি জলপ্লাবিত হইয়া নষ্ট হইয়াছে। ঐ বিপ-ন্নিবারণের জন্য শিল্পবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতেরা এক আশ্চর্য্য বাষ্পীয় যন্ত্রের নির্ম্মাণ করেন। ঐ যন্ত্রের সাহায্যে খনিহইতে অনবরত জল উত্তোলন করিয়া ফেলা যায়; উহাদ্বারা এক দিবসের মধ্যে খনিহইতে এত জল উঠিতে পারে, যে উপায়ান্তরদ্বারা এক মাসের মধ্যেও তত জল উঠা সম্ভব হয় না। অতএব এই বাষ্পীয় যন্ত্র খনি-খনকের পক্ষে বিশেষ উপকারী মানিতে হইবেক। খনিহইতে জলোত্তোলনের জন্য এই প্রকার বাষ্পীয়যন্ত্র ব্যবহৃত না হইলে কোন রূপেই নির্বিঘ্নে খনি-খনন-কার্য্য সুসাধ্য হইত না।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে প্রায়ঃ পৃথিবীর সর্ব্বদেশ-হইতেই পাথুরিয়াকয়লা পাওয়া যায়। ইউরো-পের মধ্যে নানা স্থানে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কয়লার খনি আছে, এবং ঐ সমস্ত-খনি-সম্ভূত কয়লাদ্বারা তৎ তৎ স্থানের অনেক বাষ্পীয়-যন্ত্র ও শিল্পা-গারের ইন্ধনের কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। আমরি-কার উত্তর-খণ্ডে অনেক কয়লার খনি আছে।

আশিআরাজ্যের অনেক স্থানেও সুবিস্তীর্ণ খনি দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদিগের এই বাঙ্গলা-দেশের মধ্যে রাণিগঞ্জে কয়লার প্রসিদ্ধ খনি বিদ্যমান আছে। ঐ খনিহইতে বিস্তর কয়লা পাওয়া যায়। ঐ কয়লার খনি থাকাতে রাণিগঞ্জ প্রসিদ্ধস্থান হইয়াছে। বিজ্ঞানশাস্ত্র-সম্মত বর্ত্তমান সুপদ্ধতির অনুসারে তথাকার খনি-খনন-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। তথায় এতদ্দেশীয় বহুসংখ্যক লোকেই খননকার্য্য সম্পন্ন করে; কিন্তু ইউরোপীয় আকরজ্ঞ পণ্ডিতকর্ত্তৃক তাহারা সর্ব্বদা আদিষ্ট ও উপদিষ্ট হয়। রাণিগঞ্জে যে কয়লার খনি আছে তাহা এতদ্দেশ বৃটিশদিগের অধীনস্থ হইবার পূর্ব্বে প্রকাশ পায় নাই। এদেশের মধ্যে রাণিগঞ্জে কয়লা খনি প্রকাশ পাওয়া ইংরাজদিগের পক্ষে এক বিশেষ রত্নলাভ বলিতে হইবে। রাণিগঞ্জের কয়লাদ্বারা এ দেশের যে কি পর্য্যন্ত উপকার সিদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা সকলেরই জ্ঞান-গোচর রহিয়াছে; ফলতঃ কেবল এক রাণিগঞ্জের কয়লাদ্বারা এ দেশীয় যাবৎ বাষ্পীয় যন্ত্রের ও শিল্পাগারের ইন্ধন-কার্য্য সম্পন্ন হয়। যদি দেশান্তরহইতে কয়লা আনাইয়া অথবা এ দেশজাত কাষ্ঠাদি অপর ইন্ধন দিয়া এখানকার বাষ্পীয় যন্ত্র ও শিল্পাগারের ইন্ধনের কার্য্য নির্ব্বাহিত করিতে হইত তাহাহইলে কখনও এ দেশে বাষ্পীয়যন্ত্রের ও শিল্পযন্ত্রের এতাদৃশ পাদুর্ভাব হইত না, সুতরাং তাহা হইলে কোন রূপেই এ দেশের শ্রীবৃদ্ধিও হইত না। ডেবিড-স্মিথ-নামক এক জন প্রসিদ্ধ খনিপরিদর্শক এক বিজ্ঞাপনী-পত্র-মধ্যে ব্যক্ত করিয়াছেন যে নানাবিধ-ইন্ধন-কার্য্যে রাণিগঞ্জের কয়লা ইউরোপীয়-খনি-সম্ভূত উৎকৃষ্ট কয়লাপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। এই প্রযুক্ত বাষ্পীয় যন্ত্র ও শিল্পাগারের ইন্ধন-কার্য্য ভিন্ন রাণিগঞ্জের কয়লা আরও অনেক কার্য্যে লাগিতেছে। এক্ষণে প্রায় ঐ কয়লাদ্বারাই এ দেশের অনেক পাঁজা পোড়ান যায়, এবং কেহ কেহ অন্যান্য কর্ম্মেও ব্যবহার করে। বোধ হয় কিয়দ্দিন-পরে উহা আমাদিগের পাকশালার কার্য্যেও লাগিবেক; যেহেতু এক্ষণে কাষ্ঠের সহিত উহার প্রায় তুল্য মূল্য হইয়াছে; পরে তদপেক্ষা সুমূল্য হইবারই সম্ভাবনা। রাণিগঞ্জের খনি বহুকালেও নিঃশেষিত হইবার নহে। উহা যে কতকাল পর্য্যন্ত কয়লা প্রদান করিবে তাহা বলা যায় না।

পাথুরিয়াকয়লাদ্বারা যে কেবল ইন্ধনেরই কার্য্য-নির্ব্বাহ হয় এমন নহে; উহাদ্বারা জনসমাজের আরও অনেক কার্য্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা। ইউরোপের এক জন রসায়ন-বিদ্যাবিৎ পণ্ডিত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে যে সকল উপাদান পদার্থের সংযোগে রুটি প্রস্তুত হয় পাথুরিয়া-কয়লাতে তত্তাবৎই বিদ্যমান আছে। ঐ উপাদান পদার্থ সকল পৃথক্ করিলে তন্মধ্যহইতে রুটির উপাদান পদার্থ সকলও পৃথক্ হইতে পারে। কিন্তু ইহা অনায়াসেই নিশ্চিত কহা যাইতে পারে, যে এই পৃথিবী-মধ্যে যত বিজ্ঞান-শাস্ত্রের উন্নতি হইবে, ততই কয়লাদ্বারা জনসমাজের বিস্তর উপকার হইতে থাকিবে।

মুরশিদাবাদের বর্ত্তমান নবাবের বংশ-বিবরণ।

পূর্ব্বকালে মুরশিদাবাদ মগধ-নামক বৃহদ্রাজ্যের এক অংশ ছিল। মগধ-রাজ্যের পতন হইলে, তাহা গৌড়রাজ্যের সহিত একীভূত হয়। ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর অধিপতি কুতবউদ্দীন বাদশাহের সেনাধ্যক্ষ বখ্‌তিয়ার খিলিজি গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিতে আইসেন। লক্ষ্মণ সেন তৎকালে তথাকার রাজা ছিলেন। যবনদিগের আগমন দেখিয়া রাজার সভাস্থ ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে আসিয়া বলিলেন, "মহারাজ! শাস্ত্রে এরূপ উল্লিখিত আছে যে এই রাজ্য যবনদিগের হস্তগত হইবেক; এক্ষণে সেই যবনেরা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; অতএব যাহা বিবেচনাসিদ্ধ হয় করুন।" রাজা লক্ষ্মণ সেন তৎকালে অশীতিপরবৃদ্ধ ও বার্দ্ধক্যানুষঙ্গিক দুর্ব্বলতাগ্রস্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং পলায়ন করা শ্রেয়ঃ হইলেও আপাততঃ তাহা স্বীকার না করিয়া স্বকীয় রাজধানী-মধ্যে রহিলেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহার ভাগ্যে কি ঘটিবেক ইহার অপেক্ষায় না থাকিয়া পলায়ন করিল। ক্রমে যখন যবন-শত্রু রাজভবনে উপস্থিত হইল; রাজা তখন ভোজন করিতে বসিয়াছিলেন। শত্রু আসিয়াছে এই সংবাদ শ্রুত হইবামাত্র ব্যস্ত সমস্ত হইয়া অন্তঃপুরের গুপ্তদ্বারদিয়া নৌকারোহণ করত রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। এই ঘটনাতে মুসলমানদিগের গৌড়রাজ্য হস্তগত হইল। এই ঘটনার অল্পকাল-পরে বাঙ্গালা এক স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়, এবং মুরশিদাবাদ তাহার অধীন ও সম্মিষ্ট থাকে। ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে অকবর বাদশাহ বাঙ্গালাকে আপন রাজ্যসাৎ করেন।

অনন্তর তাঁহার পৌত্র প্রবল পরাক্রান্ত ঔরঙ্গজেব বাদশাহের মৃত্যু হইলে তদীয় বংশজেরা তাদৃশ বীর্য্যশালী না হওয়া প্রযুক্ত দিল্লীর অধিনস্থ প্রধান কর্ম্মকারকেরা অধীনতা পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইল; কেহই অধিপতিদের বশবর্ত্তী থাকা আবশ্যক বোধ করিল না।

মুরশিদ কুলী খাঁ ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেব বাদশাহ-কর্তৃক বাঙ্গালার দাওয়ানীপদে নিযুক্ত হন। তিনি মুরশিদাবাদ * নগরে স্বকীয় রাজধানী স্থাপিত করিলেন; এবং আপন নামানুকরণে উহার আখ্যা প্রদান করিলেন। তদবধিই ঐ স্থান মুরশিদাবাদ বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। মুরশিদকুলী খাঁর আচরণ দিল্লীর এক জন অধীন কর্ম্মকারকের মত ছিল না, প্রত্যুতঃ তিনি একজন করপ্রদ রাজার ন্যায় ছিলেন। ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় জামাতা সুজাউদ্দীন বাঙ্গালার সুবাদারিপদ প্রাপ্ত হন। তিনি সাতবৎসর ঐ পদ সম্ভোগ করিয়া পরলোকে গমন করেন। তদনন্তর তাঁহার পুত্র সরফরাজ খাঁ ঐ পদ প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু কএকমাস-পরেই তিনি অলীবর্দ্দি খাঁ-নামক নিজ এক সৈনিক পুরুষদ্বারা আক্রান্ত হইয়া যুদ্ধে গত-জীবিত হন। অলীবর্দ্দি খাঁ নির্ব্বিঘ্নে হতভাগ্য রাজার যথাসর্ব্বস্ব গ্রহণপূর্ব্বক মুরশিদাবাদের অধিকারী হইলেন। তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তি নিতান্ত ন্যায়বিরুদ্ধ ও কৃতঘ্নতাদ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছিল, কিন্তু তৎপরে অলিবর্দ্দি ন্যায়-তৎপর হইয়া অতি যোগ্যতা-পূর্ব্বক প্রাপ্ত অধিকার ভোগ করিতে লাগিলেন, প্রজারাও তাঁহার আচরণে পরিতুষ্ট ছিল। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে

* ইহার পূর্ব্বনাম কোলারিয়া।

তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় দৌহিত্র দুর্দ্দান্ত সিরাজ-উদ্দৌলা বাঙ্গালার নবাব হইলেন। তাঁহার অধিকার-সময়ে বাঙ্গালায় নানা অমঙ্গল ঘটিয়াছিল; তাঁহার আচরণে তাঁহার কর্ম্মকারকেরা পর্য্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহার বিপক্ষ হইয়া উঠে। তাঁহার সেনাধ্যক্ষ মীর জাফর তাঁহার প্রতিকূলে ইংরাজদিগের সহিত মন্ত্রণা স্থির করিয়া তাঁহাকে জঘন্য দশায় আনয়ন করে। সিরাজউদ্দৌলা ইংরাজদিগের সহিত কএক বার যুদ্ধ করেন। পরে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০ জুন পলাশীক্ষেত্রে ইংরাজদিগের সহিত এক যুদ্ধে পরাভূত হইয়া তিনি নৌকাযোগে গোপনে দেশত্যাগী হন, এবং রাজমহলে এক ফকীরের আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে ঐ সন্ন্যাসির তিনি যৎপরোনাস্তি দুরবস্থা করিয়াছিলেন। এক্ষণে সে ব্যক্তি সময় পাইয়া প্রতিহিংসা করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইল, এবং তদর্থ ঐ অতিথিকে বিবিধ-প্রকার খাদ্য-সামগ্রী আহার করিতে দিয়া গোপনে মীর জাফরকে সেরাজউদ্দৌলার আগমনবার্ত্তা জ্ঞাত করাইয়া পাঠাইল। মীর জাফরের পুত্র মীরাণ আসিয়া নিজ হস্তে দুরাচার সিরাজউদ্দৌলার প্রাণ বধ করিলেক।

সিরাজউদ্দৌলার মৃত্যুর পর ইংরাজেরা মীরজাফরকে নবাবের পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। মীরজাফর সাধ্যানুসারে ইংরাজদিগের প্রসাদলাভার্থে যত্নশীল হইয়াছিলেন। এবং মিত্রতা-নিবন্ধন প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। ফলতঃ অর্থ সঙ্গ্রহ করিবার নিমিত্ত প্রজাদিগের নিকট তাহাদের সাধ্যাতীত করও গ্রহণ করিয়াছিলেন। তথাপি ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার সদ্ভাব অধিককাল থাকে নাই। স্বল্পকাল-মধ্যে ইংরাজেরা তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার জামাতা মীর কাসিমকে বাঙ্গলার নবাব বলিয়া প্রচারিত করিলেন। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর তাঁহার সহিত ইংরাজদিগের এক সন্ধি হয়; তদনুসারে তিনি ইংরাজ সৈন্যের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ ইংরাজদিগকে মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, ও চট্টগ্রাম, প্রদান করেন। পরন্তু ক্রমশঃ কাসিম অলীও ইংরাজদিগের অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। তৎকালে ইংরাজদিগের কর্ম্মকারকেরা ব্যবসায় করিয়া ধন সঙ্গ্রহ করিত। কাসিম অলী দেশীয় ও ইংলণ্ডীয় বণিক্ উভয়ের নিকট অভ্যন্তর-প্রদেশে বাণিজ্যের কর গ্রহণ করা রহিত করিতে আজ্ঞা প্রদান করেন। ইহাতে লাভের হানি হওয়াপ্রযুক্ত তাঁহার প্রতি ইংরাজবণিক্দিগের যৎপরোনাস্তি ক্রোধ জন্মিল। ফলতঃ পাটনাস্থ পণ্যশালার কর্ম্মকর্ত্তা এলিস সাহেব অস্ত্র সাহায্য অবলম্বন করিলেন। বীরবর কাসিম তাঁহাকে পরাভূত করত তাঁহাকে ও তৎসমভিব্যাহারি চাল্লিশত ইংরাজকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। অনন্তর কাসিম অলী ইংরাজদিগের নিকট পরাভূত হইয়া অযোধ্যায় পলায়ন করেন। ইতোমধ্যে ইংরাজেরা ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মীরজাফরকে পূর্ব্বপদ প্রদান করিলেন। তৎকালে তিনি এতাদৃশ জীর্ণকলেবর হইয়াছিলেন যে সংবৎসরের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইল। মীর জাফরের পুত্র নিজামউদ্দৌলা অষ্টাদশ-বৎসর-বয়সে নবাব হন। ১৭৬৫ শালের ফিব্রুয়ারি-মাসে ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার সন্ধি হয়। ঐ সন্ধির অনুসারে ইংরাজেরা তাঁহাকে নির্ব্বিঘ্নে পদস্থ রাখিবার ভার গ্রহণ করেন, এবং তন্নিমিত্ত তিনি তাহাদিগকে মাসিক পাঁচলক্ষ টাকা দিবার প্রতিজ্ঞা করেন।

অনন্তর বিবিধ-কারণ-বশতঃ দিল্লীর বাদশাহ ইংরাজদিগকে সুবে বাঙ্গালা, বেহার, ও উড়িষ্যার দাওয়ানী ভার প্রদান করিলেন। নিজামউদ্দৌলা নিজব্যয়-নির্ব্বাহার্থে বার্ষিক ১৭,৭৮,৮৫৪ টাকা ও সৈন্য-ব্যয়ের কারণ ৩২,০৭,২৭৭ টাকা লইবার সন্ধি করিয়া কোম্পানিকে দত্ত বাদশাহের দান-

পত্রে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ সেপ্টম্বর দিবসের প্রতিজ্ঞাপত্রে তাহা অবধারিত হয়। পর বৎসর নিজামউদ্দৌলার মৃত্যু হইলে তদীয় ভ্রাতা সএফউদ্দৌলা সুবাদারের পদ প্রাপ্ত হইলেন। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ মে তাঁহার সহিত এক প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিত হয়, তদনুসারে উক্ত সৈন্যবৃত্তির হ্রাস হইয়া ২৪,৩৭,৩৭৭ টাকা স্থির হয়। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে সএফউদ্দৌলার মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতা মুবারিকউদ্দৌলা ঐ পদ প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহাকর্ত্তৃক নবাবীপদের প্রাপ্তি হওয়া অবধি উক্ত বৃত্তির হ্রাস হইয়া গেল, এবং তাহার দুই বৎসর পরে নিজ ও সৈনিক ব্যয়ার্থে সর্ব্বশুদ্ধ ষোললক্ষ টাকা স্থির হয়। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মুবারিকউদ্দৌলার মৃত্যু হয়। তাঁহার উত্তরাধিকারী পুত্র নিজামউল্‌মুলক ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুত্র সৈয়দজৈনুদ্দীনঅলী নবাবীয় পদ প্রাপ্ত হইলেন। দ্বাদশ বৎসর নবাবীয় পদ-সম্ভোগের পর ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তদনন্তর সৈঅদ অহম্মদ অলী নবাব হয়েন। ১৮২৪ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে আওমালুনজাহ্ পিতৃপদ প্রাপ্ত হন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে ফরেদুনজাহ্ তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। ইহাঁরা সকলেই কোম্পানির দত্ত বৃত্তিভোগ করিয়া কালযাপন করিয়াছেন, কোন সৎকর্ম্মের সহিত ইহাঁদের নাম বিখ্যাত হয় নাই, সুতরাং ইহাঁদের উত্তরাধিকারি হওন সময় কেবল মৃত্যু ভিন্ন অন্য কোন বিষয় উল্লেখনীয় নাই। ফরেদূনজাহর অপরাভিধান সৈয়দমনসুর অলী। ইহাঁর অপোগণ্ডাবস্থাতে ইহাঁর রক্ষণাবেক্ষণের ভার গবণরমেণ্ট গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি মুরশিদাবাদের নূতন প্রাসাদ নির্ম্মিত করিয়াছেন। বিদ্যা-বিষয়ে ইহাঁর যথেষ্ট অনুরাগ আছে। ইহাঁর ব্যয়ার্থে ষোললক্ষ টাকা বার্ষিক বৃত্তি অবধারিত আছে; তন্মধ্যে ইনি স্বয়ং ছয়লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হন; অবশিষ্ট টাকায় জ্ঞাতি-কুটম্বদিগের বৃত্তি, কালেজের ব্যয়, পর্ব্বাদির ব্যয়, ও গবণরমেণ্ট-পক্ষীয় কর্ম্মচারিদিগের বেতন, নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

বিজয়পুরের বৃত্তান্ত।

বিজয়পুর ভারতবর্ষের এক প্রসিদ্ধ প্রাচীন দেশ। তাহা এককালে মনোহারিণী কীর্ত্তিসমূহে সুশোভিত ছিল; কিন্তু কালসহকারে তৎসমুদয়েরই লোপ পাইয়াছে। অধুনা যাহা কিছু বর্ত্তমান আছে, তাহা কেবল ইহার পূর্ব্বসমৃদ্ধির পরিচয়সূচক অবশিষ্ট চিহ্নমাত্র। ঐ চিহ্নসকল সন্দর্শন করিলে বিজয়পুরের পূর্ব্বকালিক সমৃদ্ধাবস্থার অনায়াসে উপলব্ধি হইতে পারে। মহারাষ্ট্রীয়েতিহাসবেত্তা শ্রীযুত ডফ্‌সাহেব লিখিয়াছেন, "বিজয়পুর প্রস্তর নির্ম্মিত ও অতি উচ্চ প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত ছিল, তাহা অদ্যাপিও সমস্ত ভগ্ন হইয়া যায় নাই। তত্রত্য প্রাসাদোপরিস্থ গোলাকার শৃঙ্গ ও তদানুসঙ্গিক নানাবিধ সমুন্নত শিখর নগরের বহির্ভাগহইতে দৃষ্টিগোচর হয়। তাহাতে বোধ হয় যে বিজয়পুর বহুল প্রজায় শ্রীসম্পন্ন আছে; কিন্তু ইহার মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দৃষ্টিক্ষেপ করিলে প্রত্যক্ষ হইবেক যে সকলই নিভৃত, সকলই নিস্তব্ধ, ও সকলই সুরম্য ভগ্নহর্ম্ম্যাদিতে সমাকীর্ণ"।

উপরোক্ত প্রাচীর-মধ্যে বিজয়পুরের পাষাণময় দুর্গ আছে, তাহা ১০৯ সঙখ্যক বুরুজদ্বারা দৃঢ়ীকৃত হইয়াছিল। এই দুর্গের চতুর্দ্দিকে এক সুদীর্ঘ পরিখা আছে, তাহার অনেকাংশ এমন বিলুপ্ত হইয়াগিয়াছে, যে তথায় পরিখা ছিল বলিয়া

বিজয়পুর।

বোধ হয় না। নগরের অভ্যন্তরে অপর একটি দুগ আছে, তাহাও প্রাগুক্ত দুর্গের ন্যায় পরিখা ও প্রাচীরদ্বারা দৃঢ়ীভূত।

ঐ দুগের পশ্চিমাংশে এক বৃহৎ নগরের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে অসঙ্খ্য সমাধি-মন্দির, নানা-পান্থশালা ও মহম্মদীয় ধর্ম্ম-মন্দির, এবং নানাবিধ অট্টালিকা দেখিয়া ইহাই স্থির হয় যে পূর্ব্বে ঐ স্থান ভারতবর্ষের মধ্যে এক প্রধান নগর ছিল। এই নগর অনেক পল্লীতে বিভক্ত আছে, তাহার মধ্যে সাপাড়া-নামক একটী পল্লীর পরিধি তিন ক্রোশ। শ্রুত হওয়া গিয়াছে, তথায় বাসোপযুক্ত অনেক গৃহ ছিল।

বিজয়পুরে যে সমস্ত আশ্চর্য্য কীর্ত্তি আছে, তাহার মধ্যে তথাকার রাজা মুহম্মদ আদিলশাহের সমাধি-মন্দির অতীব প্রিয়-দর্শন। এই মন্দিরের অভ্যন্তর-দেশ প্রতিদিকে একশত হস্ত প্রশস্ত। ইহার উপরিভাগস্থ গোলাকার হর্ম্ম্যশিখর শতহস্ত উচ্চ হইবেক। এই সমাধি-মন্দির প্রস্তরদ্বারা নির্ম্মিত। ইহার শিখর ও স্তম্ভমালা অতি সুন্দর; দেখিলে নির্ম্মাণকর্ত্তার নির্ম্মাণচাতুর্য্য-বিষয়ক অশেষ প্রশংসা না করিয়া নিরস্ত থাকা যায় না। ডফসাহেব কহিয়াছেন যে "এই সমাধি-মন্দিরে তাদৃশ অলঙ্করণীয় বস্তু না থাকিলেও উহার এতাদৃশ শোভা আছে যে তাহার প্রভাবে চারিদিকস্থ ভগ্ন অট্টালিকাসকলেরও একপ্রকার শোভা-কার্য্যের সমাধা হইয়াছে।" এই সমাধিমন্দিরের অনতিদূরে এক বৃহৎ ও চমৎকার-জনক মসজিদ আছে, তাহাও মুহম্মদ আদিলশাহের কীর্ত্তি।

বিজয়পুরের জমামসজিদ-নামক প্রধান ধর্ম্ম-মন্দিরের গঠন অতীব সুন্দর। কোন সময়ে তাহা নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ছিল। ঔরঙ্গজেব বাদশাহ ১৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়পুর অধিকৃত করত এই মসজিদের নানাবিধ বহুমূল্য দ্রব্য অপহৃত করেন। মন্দির-মধ্যে ছাদহইতে তলপর্য্যন্ত এক রজত-শৃঙ্খল ছিল; ঐ শৃঙ্খলের অগ্রভাগে এমন এক খানি সমুজ্জ্বল পান্না ছিল যে তাহার ঔজ্জ্বল্য-প্রভাবে সমস্ত মসজিদ সুপ্রকাশিত হইত; তাহাও উক্ত বাদশাহ হরণ করেন।

বিজয়পুর-রাজ্যে যত আশ্চর্য্য দ্রব্য আছে, তাহার মধ্যে, "মালি কি-ময়দান" অর্থাৎ ক্ষেত্র-স্বামী নামে প্রসিদ্ধ এক পিত্তলের তোপ অতি বিখ্যাত। ইহা প্রায়ঃ দশহস্ত দীর্ঘ এবং দ্বাদশ-শত মোন পরিমিত। অহমদ-নগরে বিউমী খাঁ নামক কোন সেনানী ইহার ঢালাই করেন, অদ্যাপিও তাহার ছাঁচ বর্ত্তমান আছে। বিজয়পুরের রাজা মুহম্মদ আদিলশাহ অহমদ-নগরের রাজার হস্তান্তর করিয়া তাহা নিজ হস্তগত করেন। তিনি এই তোপের উপর স্বীয় স্বামিত্ব খোদিত করিয়াছিলেন। অনন্তর ঔরঙ্গজেব বাদশাহ ১৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়পুরকে অধিকৃত করত মুহম্মদের খোদিত চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া তথায় স্বীয়াধিকার বৃত্তান্ত খোদিত করান; এই প্রযুক্ত যাহারা নিগূঢ় তথ্য না জানে তাহারা ঐ তোপ ঔরঙ্গজেব বাদশাহের প্রস্তুত বলিয়া প্রচারিত করিয়া থাকে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে নগরের অভ্যন্তর-প্রদেশে প্রবেশ করিলে সকলই নিভৃত, সকলই নিস্তব্ধ,ও সকলই সুরম্য-ভগ্ন-হর্ম্ম্যাদিদ্বারা আকীর্ণ জ্ঞান হয়, সুতরাং অভ্যন্তর-প্রদেশে অল্প অট্টালিকা কালগ্রাসহইতে এড়াইয়া এ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে। অলী আদিলশাহা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এক মসজিদ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, তাহা প্রস্তরনির্ম্মিত। নগরের অভ্যন্তরস্থিত দুর্গ-মধ্যে এক দেবালয় আছে, তাহা দেখিলে অতি পূর্ব্বকালের নির্ম্মাণ স্থির হইবেক; যেহেতু ইলোরার গুহার * সহিত উহার সৌসাদৃশ্য আছে।

দুর্গের বহির্দিগে অপর সকল বাটীহইতে দ্বিতীয় ইব্রাহীম আদিলশাহের সমাধি-মন্দির উৎকৃষ্ট। ইহার বহির্ভাগের প্রাচীরের সমস্ত অংশে আরবি অক্ষর খোদিত হওয়াতে ভাস্করের বিলক্ষণ পটুতা প্রকাশ পাইয়াছে। অপর, এই সমাধি-মন্দির নানা আভরণে সুসজ্জিত ও সমুজ্জ্বল ছিল, যদিচ কালসহকারে সেই ঔজ্জ্বল্যের হ্রাস পাইয়াছে, তথাপি তাহার এক কোণে এমন নিদর্শন আছে, যাহা দেখিলে সমস্ত মন্দিরের লুপ্তশোভা অনুভূত হইতে পারে।

যে সকল হর্ম্ম্যের কথা উল্লিখিত করা গেল, তৎসমুদয় প্রস্তরনির্ম্মিত; তাহাদের কোন অংশে কাষ্ঠ সংযোজিত নাই। অপর তাহাদের নির্ম্মাতা এতাদৃশ যত্ন-কৌশল ও সাবধান প্রকাশ করিয়াছেন যে একালপর্য্যন্তও প্রস্তরের পরস্পর-সংযোগ-স্থান নির্দ্দিষ্ট করা সুকঠিন-কার্য্য হইয়া উঠে। কেবল বোধ হয় যেন সমস্তই একখানি প্রস্তরের গঠন।

বিজয়পুরে মুসলমান-রাজবংশ স্থাপিত হওয়ার বিষয়ে ফেরেস্তা এই লিখিয়াছেন, "যে রূম অর্থাৎ এসিয়ামাইনর নামক দেশের রাজা দ্বিতীয় মুরাদের পুত্র ওস্মানলী সুলতানের মৃত্যু হইলে তদীয় উত্তরাধিকারী, দ্বিতীয় মুহম্মদ কোন দুষ্ট ব্যক্তির মন্ত্রণা-পরবশ হইয়া নিজ ভ্রাতাদিগকে বিনষ্ট করিবার আজ্ঞা প্রচারিত করেন। এই নিদারুণ আজ্ঞাহইতে ইউসফ-নামক শিশুটী কেবল মাতৃকৌশলে ও চতুরতা-নিবন্ধন রক্ষা পায়।" কথিত আছে এই ইউসফ ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত

* বিবিধার্থের ২ পর্ব্বের ৪৯ পৃষ্ঠায় ইহার বিবরণ আছে।

হইয়া উঠিলে অহমদাবাদ ও বিদর্ভের রাজার নিকট কর্ম্ম গ্রহণ করেন; পরে ক্রমশঃ কীর্ত্তি-কুশল হইয়া ভাবি সৌভাগ্যমূলক উচ্চপদও রাজার নিকটে প্রাপ্ত হন। অনন্তর রাজার মৃত্যু হইলে বিজয়পুরে আইসেন; এবং বিজয়পুর-বাসিরাও রাজপুত্র জানিতে পারিয়াই হউক অথবা অন্য কোন কারণে হউক, তাঁহাকে রাজা বলিয়া স্বীকার ও অভিষিক্ত করিলেক। এই ঘটনা ১৪৮৯ খ্রীষ্টাব্দে সম্পন্ন হয়। ইউসফ্ প্রবল-প্রতাপে রাজ্য ভোগ করেন। তিনি পর্ত্তুগীশদিগহইতে গোয়াদ্বীপ অধিকৃত করিয়া লন। তিনি যে সমৃদ্ধি-শালী ছিলেন তাহা তাঁহার বিজয়পুরের অভ্যন্তরস্থ দুর্গ-নির্ম্মাণ করাতেই সপ্রমাণিত হইতেছে। ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পরলোক-প্রাপ্তি হইলে তদীয় পুত্র ইস্মাইল্ রাজ্যাধিকারী হন। ইস্-মাইল অতিযোগ্যপুরুষ ছিলেন বলিয়া নির্ব্বিঘ্নে রাজ্য সম্ভোগ করিয়াছিলেন। ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লোকান্তরিত হন। তাঁহার উত্তরাধিকারী পুত্র মলু আদিলশাহের ভাগ্য অন্যরূপ হইয়াছিল। তিনি ছয় মাসের মধ্যেই রাজ্যচ্যুত ও দর্শনেন্দ্রিয়-বিহীন হন। ইহাতেই তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইব্রাহীম রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। তিনি ব্যসনানুরক্ত ছিলেন। ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তদনন্তর তাঁহার পুত্র অলী আদিলশাহ রাজা হইলেন। তিনি বিজয়নগরের হিন্দুরাজা রাজারামের প্রতিকূল হইয়া অহমদাবাদ ও গোলকন্দার রাজাদিগের সহিত মিত্রতা করেন; তাহাতে এই ফল দর্শিল যে রাজারাম ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণানদীর তীরে কাল্লিকট-স্থানের যুদ্ধে পরাভূত হইয়া কারাবদ্ধ হইলেন। তদনন্তর বিপক্ষেরা তাঁহাকে বধ করিয়া রাজ্য অধিকৃত করিয়া লয়। বিজয়পুরের প্রাচীর, জমামস্জিদ্ এবং পয়ঃপ্রণালী ও এবম্বিধ আরো কতকগুলি সাধারণ-হিত-কর কার্য্য তিনি সম্পন্ন করেন। ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় ইব্রাহীম আদিল তৎকালে অপোগণ্ড ছিলেন, সুতরাং তাহার মাতা চাঁদবীবী বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। এই স্ত্রীর সৌর্য্য-গুণ-বিষয়ক বিশেষ খ্যাতি আছে। কিয়ৎকাল পরে ইব্রাহীম বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন, এবং যোগ্যতাপূর্ব্বক রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত করিতে লাগিলেন। ৪৭ বৎসর-রাজ্য-ভোগানন্তর ১৬২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোকে গমন করেন। তাঁহার পুত্র মুহম্মদ আদিলশাহ বিজয়পুরের অধিকারী হন। তাঁহার সময় মহারাষ্ট্রীয়-ক্ষমতাস্থাপক সিবাজী প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহার পিতা সাহজী বিজয়পুরের রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। সিবাজী বিদ্রোহী হইয়া ১৬৪৩ হইতে ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দুই বৎসরে বিজয়পুরের অধীন অনেক দুর্গ, এবং কণ্‌খন বা কণখলের অধিকাংশ অধিকৃত করেন। কিন্তু সিবাজীর অপেক্ষা মুহম্মদের অধিক পরাক্রম ছিল। শাহজহাঁ বাদশাহ স্বীয় পুত্র ঔরঙ্গজেবকে বিজয়পুর আক্রমণ করিতে প্রেরণ করেন। ঔরঙ্গজেব প্রায়ঃ কার্য্য সিদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁহাকে আগ্রাতে প্রত্যাগমন করিতে হয় সেই অনুপস্থিতিতে সিবাজী প্রবল হইয়া উঠিলেন। তাহাতে বিজয়পুর-রাজবংশের ক্ষমতার হ্রাস হইয়া গেল। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে মুহম্মদের মৃত্যু হইলে দ্বিতীয় অলী আদিল উত্তরাধিকারী হন। তিনি ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে শেকন্দর আদিলশাহ নামক এক অপোগণ্ড পুত্র রাখিয়া পরলোকে গমন করেন। ইনি ঐ বংশের শেষ রাজা; কারণ ইহাঁর রাজ্যকালে ১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়পুর তদধীন কতকগুলি অধিকারসমেত ঔরঙ্গজেব বাদশাহের হস্তগত হয়। সেকন্দর আদিলশাহ

ঔরঙ্গজেবকর্তৃক হত-জীবিত হইয়াছিলেন। অনন্তর প্রায়ঃ দেড়শত বৎসরের পর অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দিল্লীর সম্রাট্দিগের শেষদশায় বিজয়পুর মহারাষ্ট্রীয় বালাজীবাজিরাও পেশ্বার হস্তগত হয়। তৎপরে মহারাষ্ট্রীয় রাজারা উৎসন্ন হইলে ইংরাজ গবর্ণরমেণ্ট বিজয়পুর লইয়া সেত্তারার রাজাকে তাঁহাদিগের প্রদত্ত অধিকারে সন্নিষ্ট করিয়া দেন। ততঃপর সেতারার রাজা অধিকার-ভ্রষ্ট হইলে বোম্বাই-গবর্ণরমেণ্ট ঐ নগরের যথা-কথঞ্চিৎ শ্রীরক্ষার্থে যত্ন করিতেছেন।

বিবেক-বিষয়ক রূপক-প্রবন্ধ।

(প্রেরিত প্রস্তাব।)

একদা পর্য্যটন প্রসঙ্গে আমি কোন চতুষ্পথে উপনীত হইলাম। সৌভাগ্যক্রমে তথায় দৈবাৎ এক অসাধারণ পণ্ডিতের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। ঐ পণ্ডিতরত্ন অতিপ্রাচীন; তাঁহাকে সন্দর্শন করিবামাত্র আমার জ্ঞান হইল, বুঝি জগদীশ্বর মর্ত্ত্য-মূর্ত্ত্যবলম্বন-পূর্ব্বক আপনার সৃষ্টিকৌশল-সুখ অনুভব করিতেছেন। আহা! তিনি কি শান্ত-গম্ভীর-প্রকৃতি! কি সরল-স্বভাব-সম্পন্ন! কি মহাপুরুষ বেশী, করুণারাশি! দেখিতে দেখিতে বোধ হইল, যেন তিনি বিশ্বসংস্রব-রহিত, অথচ বিশ্বের বিহিত-হিতাভিলাষী।

আমি ঐ মহাপুরুষ-পরমেষ্ঠীর চরণারবিন্দে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলাম, "মহাশয়! এ কোন্ স্থান? এবং আপনি কে, এ চতুষ্পথকে শোভিত করিতেছেন?" তিনি সহাস্যবদনে উত্তর করিলেন, "ওহে পান্থ! তুমি আমাকে চিনিতে পার নাই; আমার নাম বিবেক। আমি সর্ব্বদা জ্ঞানালোচনা করিয়া কালক্ষেপ করি। আমার কতকগুলি প্রিয়শিষ্য আছে, তাঁহারা নিয়তই আমার নিকটে জ্ঞান-শিক্ষা লইতে আইসেন। এই চতুষ্পথের একপ্রান্তে আমার চতুষ্পাঠী। আর, এই চতুষ্পথের নাম ভ্রম।"

দৌর্ভাগ্যবশতঃ আমি ঐ পণ্ডিতরত্নকে পূর্ব্বে আর কখনই দেখি-নাই; ইহাঁর নামও পূর্ব্বে আর কখন আমার কর্ণগোচর হয় নাই। এক্ষণে ইনি করুণা করিয়া আমাকে এত পরিচয় দিলেন, তথাপি আমি ইহাঁকে চিনিতে পারিলাম না। চিনিতে পারিলাম না, যথার্থ বটে, কিন্তু তাহাতে কোন ব্যাঘাত হয় নাই; তাঁহাকে দেখিয়াই আমার সাতিশয় ভক্তি জন্মিল; এবং আমি তাঁহাকে মনের কথা সবিশেষ কহিতে লাগিলাম।

"মহাশয়! আমি বিপদ্ দারিদ্র্য প্রভৃতি সাংসারিক অশেষ জ্বালায় বিব্রত হইয়া অবশেষে এই অলক্ষ্যপর্য্যটনব্রত অবলম্বন করিয়াছি। কোথা যাইব, কি করিব, কিছুরই স্থিরতা নাই। বহুদিন-পর্য্যটনের পর অদ্য এই চতুষ্পথে মহাশয়ের নিকট উপনীত হইলাম; এই পথের নাম কি, ইহাও আমি বিদিত নহি, এবং সম্মুখে ঐ আর যে তিনটী পথ দেখা যাইতেছে, ঐ তিন পথের মধ্যে কোন্ পথ জন-সমাজে কোন্ নামে প্রসিদ্ধ, ও কোন্ পথ দিয়াইবা কোন্ স্থানে উত্তীর্ণ হওয়া যাইতে পারে, কিছুই জানি না। অতএব আমার বাঞ্ছা যে অনুগ্রহ-প্রদর্শন-পূর্ব্বক আপনি আমাকে তাহার সবিশেষ বলিয়া দেন"।

বিবেক বলিতে লাগিলেন, "পথিক! তোমার কথাতে আমি মহতী ব্যথা পাইলাম। দেখিতেছি, তুমি যুবা পুরুষ। এই তারুণ্যসময়ে অবশ্যম্ভাবিনী সাংসারিক জ্বালায় প্রপীড়িত

হইয়া অবশ্য-কর্ত্তব্য সংসার-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া আসিয়াছ, ইহা ভাল কর নাই। সংসারে যত প্রকার আশ্রম আছে, তাহার মধ্যে গৃহস্থাশ্রম সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। অতএব তোমার গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ-কর্ম্ম হইয়াছে। যাহাহউক, তুমি যে পথে এখানে আসিয়াছ, এই পথের একপ্রান্তে কোন এক প্রধান অধ্যাপকের চতুষ্পাঠী আছে। বোধ হয় তুমি ঐ অধ্যাপকের দৃষ্টিপথে-পড় নাই, পড়িলে তোমার ঔদাসীন্য অনেক অপগত হইত, সন্দেহ নাই। ঐ অধ্যাপকের নাম ধৈর্য্য। ধৈর্য্য আমার এক প্রধান প্রিয়শিষ্য।

"তুমি যে পথ অবলম্বন করিয়া এত দূর আসিয়াছ, এই পথের নাম দুশ্চিন্তা-পথ। সংসারাশ্রমে বিঘ্নিত হইয়া অনেকেই উদাসীন-বেশে এ পথ অবলম্বন করিয়া থাকেন, যথার্থ বটে। কিন্তু যিনি সর্ব্বাগ্রে আমার প্রিয়শিষ্য ঐ ধৈর্য্যের সম্মুখে পড়েন, তাঁহাকে এতদূর আসিতে হয় না। ধৈর্য্য তাঁহাকে অশেষ-প্রকার শান্তনা ও কৃচ্ছ্র-সমুপার্জ্জিত অন্ন বস্ত্র দিয়া ক্রমে সুশিক্ষিত ও প্রকৃতিপন্ন করিতে থাকেন।

"ঐ প্রিয়শিষ্য ধৈর্য্যের শিক্ষালয়ে সর্ব্বদাই আমার গমনাগমন হয়। মধ্যে মধ্যে আমি অনুশিষ্যদের পরীক্ষাও করিয়া থাকি। যিনি আমার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, আমি তাঁহাকে এক প্রশংসাপত্র দিয়া স্বালয়ে যাইতে বিদায় দি। এইরূপে আমার স্নেহভাজন হইয়া যিনি পুনর্ব্বার গার্হস্থ্য আশ্রম সেবন করেন, তাঁহার সাংসারিক সুখের পরিসীমা থাকে না। অতঃপর সাবধানে চলিতে পারিলে তিনি পরিশেষে হয় ত চক্রবর্ত্তী রাজাও হইতে পারেন। আর যে ব্যক্তি দৌর্ভাগ্যবশতঃ ধৈর্য্যের অথবা আমার সম্মুখে না পড়ে, তাহার দুর্গতির ইয়ত্তা থাকে না। সম্মুখে ঐ যে তিনটী পথ দেখিতেছ, উহার অন্যতমগামী ব্যক্তি অশেষ ক্লেশে জীবন যাপন করে। অতএব ঐ সকল পথ অতীব ভয়ঙ্কর।

"ঐ দেখ, দুশ্চিন্তাপথের ঠিক সম্মুখে যে পথ দেখা যাইতেছে, উহার নাম উন্মাদপথ। উন্মাদপথ কতদূর গিয়াছে, কোন্ স্থান স্পর্শ করিয়াছে, কেহই তাহা বলিতে পারে না। এই পথের প্রারম্ভে ঐ যে বৃহদ্বৃহদ্ অট্টালিকা দেখিতেছ, ঐ সকল বিপদের ভাণ্ডার; লোকে উহাকে মাদকবিপণি বলে। আমার সহিত তোমার সাক্ষাৎ না হইলে, তুমি ঐ পর্য্যন্ত যাইতে, তাহা হইলে আর তোমার কোনমতেই রক্ষা ছিল না। দৌর্ভাগ্যক্রমে শত শত লোক ঐ পথে গিয়া বিপদগ্রস্ত হইয়াছে, এবং অদ্যাপি হইতেছে।

"ওহে সৌভাগ্যশালি পান্থ! এই এ দিকে দেখ, তোমার বামপার্শ্বে ঐ যে চলিষ্ণু কালসর্পের ন্যায় অতিবক্র পথ দৃষ্ট হইতেছে, ঐ পথের নাম আত্মহত্যা। এই স্থলে আমার সহিত সাক্ষাৎ না হওয়াতে তোমার তুল্যাবস্থ অনেকেই ঐ পথে প্রাণত্যাগ করিয়াছে; এবং অন্তে ঘোর নরকে গিয়াছে। আত্মহত্যাপথের প্রথমেই দুর্ম্মতি নামে এক মোহিনী বারাঙ্গনার আলয়। ঐ দুশ্চরিত্রা তাদৃশ পথিক পাইলেই তাহাকে কটাক্ষমাত্রে বিমোহিত ও সংজ্ঞাশূন্য করে। অনন্তর পথিকের স্থানে মৃত্যুত্রাস, পাপাশঙ্কা, সাংসারিক স্নেহ-প্রবাহ প্রভৃতি যে কিছু যৎকিঞ্চিৎ চিরসঞ্চিত সম্পত্তি থাকে, তাহা অবলীলাক্রমে হরণ করিয়া লয়; এবং অবশেষে এক গাছা রজ্জু অথবা সাক্ষাৎকালকল্প হালাহল হস্তে দিয়া বিদায় করিয়া দেয়। বিদায় করিয়া দিলে এ পথে আর অধিক দূর যাইতে হয় না; অচিরেই মৃত্যু।

"প্রিয়পথিকবর! আর এক পথের বিবরণ শুন। তোমার দক্ষিণপার্শ্বহইতে যে পথ বিস্তৃত হইয়াছে, উহার নাম চিররোগ। এই চিররোগ পথের উভয়পার্শ্বে যে সকল পথিক শবাকারে শয়নে রহিয়াছে, দেখিতেছ, বস্তুতঃ উহার একটীও শব নয়। তাহারা কেহ কানা, কেহ খঞ্জ, কেহ অন্ধ, কেহ বধির, কেহ মূক, কেহ বা গলিতকুষ্ঠী। তাবতেই জীবদ্দশায় ঐরূপ যমযন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। ফলতঃ আমার সহিত সাক্ষাৎ না হওয়াতেই পূর্ব্বে উহারা সাবধান ও সতর্ক হইতে পারে নাই, এই নিমিত্ত উক্ত দশা প্রাপ্ত হইয়াছে।

হে শুভাদৃষ্ট! তুমি এই স্থান হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন কর। কিছুদিন আমার প্রিয়শিষ্য ধৈর্য্যের শিক্ষালয়ে অবস্থিতি করিলেই তোমার তাবৎ দুরদৃষ্ট দূরীকৃত হইবেক। তুমি সেই স্থানে আমার সম্পূর্ণ স্নেহাস্পদও হইতে পারিবে। (দরিদ্র)

কৃষি-প্রবৃত্তি জল-সিঞ্চনোপায়।

ভারতবর্ষে কাহার কৃষি-প্রবৃত্তি নাই। হতভাগ্য ভারতবর্ষের প্রধান লোকেরা কৃষি-বৃত্তিকে অতি নীচ বৃত্তি জ্ঞান করেন। কি উপায়ে প্রজারা অর্থোপার্জন করে, কি প্রকারে কৃষির উন্নতি হয়, কিসেই বা ভূমির উর্ব্বরতা জন্মে, এ সকল বিষয়ে এদেশীয় ভদ্রসন্তানেরা মনোভিনিবেশমাত্র করেন না। তন্মধ্যে কোন কোন মহাত্মার যৎকিঞ্চিৎ প্রযত্ন দেখা যায়, যথার্থ বটে, কিন্তু লক্ষ লক্ষ তস্করের মধ্যে এক সাধু কি করিতে পারেন? সুতরাং ভারতবর্ষ ক্রমে ক্রমে অতি হীনদশার ভাজন হইতেছে।

ভারতবর্ষ একে অশিল্প-প্রাচুর্য্য স্থল; তাহাতে আবার দীর্ঘকালাবধি কৃষিবিষয়ে তাদৃশ সমাদর না থাকা প্রযুক্ত ইদানীং কৃষিসঙক্রান্ত শিল্পের প্রথা এককালেই অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। অতি পুরাতনকালে লাঙ্গল, জোয়াল, কোদাল, কাস্তে, শাল, মই প্রভৃতি যে কএকটি কৃষিশস্ত্র এই হিন্দুস্থানে উদ্ভাবিত হইয়াছিল, দৌর্ভাগ্য-বশতঃ নীচ লোকেরা একালপর্য্যন্ত তদ্দ্বারাই যথাকথঞ্চিদ্রূপে কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে, তৎপ্রাচুর্য্যার্থে উপায়ান্তর সমুদ্ভাবন করে-নাই।

প্রস্তাবিত বিষয়ে দেশান্তরীয়দিগের সমুৎসাহ দেখিয়া আমরা সাতিশয়হর্ষবিষাদে মনকে আন্দোলিত করিতেছি। এস্থলে দেশান্তরীয়-শব্দের প্রধান লক্ষ্য ইউরোপীয়-পুরুষ। ইউরোপ-বাসিরা নিত্য নিত্য নূতন নূতন সাধন উদ্ভাবিত করিতেছেন। তাহাদিগের ঐ সকল উদ্ভাবিকা ক্রিয়ার সন্দর্শনে আমাদের মানস যাদৃশ হর্ষরসে সিক্ত হয়, এতদ্দেশীয় ব্যক্তিরা উক্ত ক্রিয়াসন্দর্শন করত তাহার অনুকরণ না করাতে তাদৃশ বিষাদের অনুভব করিতে হইয়াছে।

অল্পকাল অতীত হইল, ইংলণ্ড-প্রদেশে ধান্য গোধূম প্রভৃতি প্রধান প্রধান শস্য-সকলের ছেদনার্থে এক অতি উপাদেয় যন্ত্র সমুদ্ভাবিত হইয়াছে। ঐ যন্ত্র অভূতপূর্ব্ব-কার্য্যকর। কৃষকেরা একস্থানে স্থিত হইয়া উহাদ্বারা সন্নিহিত নানা প্রকার ক্ষেত্রসকলের শস্য অনায়াসেই কর্ত্তন করিতে পারে। প্রস্তাবিত সাধনের অপর এক বিশেষ গুণ এই যে অতি অল্পকালের মধ্যে সুদীর্ঘকাল-সাধ্য কর্ত্তন-ব্যাপারের সমাধা হয়। কোন কৃষাণ ৯ ঘণ্টার মধ্যে ৪০ বিঘা ভূমির শস্য একদা কর্ত্তন করিয়াছিল।

ইহা ভিন্ন, মেং কাহিল সাহেব ও অপরাপর শিল্পপণ্ডিত সাহেব কৃত লাঙ্গল মই প্রভৃতি অভিনব যন্ত্রজাতের কথা স্মরণ করিলে বিস্ময়া-

ন্বিত হইতে হয়। ফলতঃ যদি দেশীয় জমীদার মহাশয়েরা তাদৃশ প্রযত্ন-পরতন্ত্র হইতেন তবে ঐ সকল যন্ত্র অথবা ঐ সকল যন্ত্র সদৃশ শত শত যন্ত্রান্তর এ দেশে অনায়াসেই আনীত ও উদ্ভাবিত হইতে পারিত। কিন্তু হা! কি দুঃখ! তাঁহারা তদ্বিষয়ে মনোভিনিবেশ না করিয়া তদ্বিপরীতে কৃষি-বিষয়ে বিপরীত ঘৃণা প্রকাশ করেন।

ইংরাজী ১৮২০ শালে মহাত্মা উইলিয়ম কেরি সাহেব বিংশতি-ধারা-বিশিষ্ট এক অতি প্রাঞ্জল রোচক প্রস্তাব প্রস্তুত করেন। ঐ প্রস্তাব ঐ শালের ১৫।১০ এপ্রেল দিবসে বঙ্গদেশীয় সাধারণ সমাজে পঠিত হয়। পঠিত হয় যথার্থ বটে, কিন্তু তাহাতে কিছুই ফলোদয় হয় নাই।

ইষ্টইণ্ডিয়া-কোম্পানি কেরি সাহেবের প্রার্থনানুসারে ভারতবর্ষে কৃষিপ্রবৃত্তি-সম্বর্দ্ধনার্থে সর্ব্বপ্রথমেই বার্ষিক ১০০০ সহস্র মুদ্রা দান করিতে অঙ্গীকার করেন। ঐ এক সহস্র মুদ্রা উপলক্ষ করিয়া এক সভা সংস্থাপিতা করা হয়। তৎকালের সরকারী শেক্রেটরি শ্রীযুত হোল্ট মেকেঞ্জি সাহেব ঐ সভার অঙ্গীকার পত্র অতি প্রযত্নে ঘোষণা করেন, এবং উহার পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ও অতি স্পষ্টরূপে প্রকাশ করেন। ইংরাজী ১৮২১ শালের নবেম্বর মাসে ঐ পত্র কৌন্সেল চেম্বরহইতে লিখিত হইয়াছিল।

কৃষি-সঙক্রান্ত মূলসমাজ স্থাপিত হইলে, সমাজের সম্পাদক উইলিয়ম লেস্তর সাহেব, লার্ড আমহর্ষ্ট গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের সমীপে যে যে প্রার্থনা করিলেন, তিনি তদ্দণ্ডেই তাহা সফল করেন। অধিক কি, তিনি স্বয়ং এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীশ্রীমতী লেডি আমহর্ষ্ট, উভয়ে সমাজের প্রার্থনানুসারে তৎক্ষণাৎ সমাজের প্রতিপালকের পদ স্বীকার করত সমাজকে বিশেষও উন্নত করিলেন।

এইরূপে ভারতবর্ষীয় কৃষি-সমাজের স্থাপন ও শ্রীবৃদ্ধি হয়। কিন্তু দৌর্ভাগ্য-বশতঃ ভারতবর্ষীয় কৃষির উন্নতি হয় নাই; বরং কৃষির উন্নতির পরিবর্ত্তে দিন দিন দাসত্বের উন্নতি হইতেছে। প্রায়ঃ তাবতেই দাসত্বরুচি। বলিতে কি, যিনি লক্ষপতি, তিনিও দাসত্ব-নিমিত্ত লালায়িত। ফলতঃ কৃষি, বাণিজ্য, এবং শিল্প, দেহযাত্রা-নির্ব্বাহের প্রধান সাধন, ইহা কাল-সহকারে এ দেশের উপকথাস্বরূপ হইয়া গিয়াছে।

ইংরাজী ১৮৩৫ শালে যৎকালে ভারতবর্ষের মহোপকারী মহোদয় মহাত্মা লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক স্বদেশ যাত্রা করেন, ঐ সময়ে তিনি সাতিশয়-খেদ-প্রকাশ-পূর্ব্বক স্বমুখে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, "এ দেশে অন্যান্য বিদ্যার যেমন অপ্রাচুর্য্য, তেমনি কৃষিবিদ্যারও অপ্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়। এই অপ্রাচুর্য্য-দর্শনে আমি কি পর্য্যন্ত খেদিত আছি, তাহা সহজে প্রকাশ করিতে পারি না। ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিলে ভারতবর্ষের তিনটী মাত্র প্রধান চিহ্ন লক্ষ হয়, ফলে সে অন্য কিছুই নহে কেবল দরিদ্রতা, অপকৃষ্টতা এবং অপমানিতা। এই সকল দোষের প্রতীকারার্থে অন্য কিছু মহৌষধ লক্ষিত হয় না, কেবল এক মাত্র মহৌষধ আছে তাহার নাম জ্ঞান,— জ্ঞান,— জ্ঞান"।

বর্ণিত লার্ড বাহাদুর এদেশীয় কৃষি-সমাজকে আরও বলেন, "ভারতবর্ষে আগমনের পূর্ব্বে বহুকাল-হইতে আমি কৃষি-বিষয়ে অনুরক্ত আছি। মনে ছিল, এখানে পঁহুছিয়া ঐ বিষয়ে সবিশেষ প্রয়াস পাইব। ফলতঃ প্রয়াস পাইয়াছি, যথার্থ বটে, কিন্তু তাহাতে আমার প্রত্যাশিত বিষয়ের সহস্রাংশের একাংশও ফল পাই নাই। অন্যান্য নানা কার্য্যে ব্যগ্র থাকাপ্রযুক্ত এই ত্রুটি ঘটিয়াছে।

যাহা হউক; অতঃপর ঐ ক্ষতি-পূরণে অবশ্যই প্রযত্ন করিব, সন্দেহ নাই।”

এই প্রকারে সাহেবেরা ভারতবর্ষীয় কৃষিপ্রবৃত্তি-সংবর্দ্ধনার্থ বিস্তর প্রয়াস পান। কিন্তু আমরা এমনি অকর্মণ্য লোক যে স্বকার্য্য-সাধনের নিমিত্ত সমুচিত উপায় সত্বেও অলস হইয়া রহিলাম।

ইহা প্রত্যক্ষ হইতেছে যে উদ্ভিজ্জ-পরিবর্দ্ধন-সাধনে জল অত্যন্ত আবশ্যক-পদার্থ। জলবিহীন ক্ষেত্রে উদ্ভিজ্জাদির উৎপত্তি সম্ভাবিত নহে। তথায় বীজ উপ্ত হইলে কখনই অঙ্কুরিত হইতে পারে না; কদাচিৎ হইলেও রসপ্রাপ্তির অভাবহেতু কদাপি তাহার বৃদ্ধি হয় না। এমন ঘটিয়া থাকে যে উষ্ণ-প্রদেশীয় বালুকাময় ভূমিতে বর্ষাকালে উদ্ভিজ্জ উৎপন্ন হয়; কিন্তু বর্ষার শেষ অথবা সঞ্চিত জল বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া নিঃশেষিত হইলে ঐ উৎপন্ন উদ্ভিজ্জও হ্রাসতা প্রাপ্ত হয়। অতএব জল না পাইলে যে উদ্ভিজ্জ বর্দ্ধিত হইতে পারে না তাহার প্রমাণার্থে বহুল আয়াস অনাবশ্যক। স্বভাবতঃ সরস ভূমিতে জলের অভাব ঘটিলে শস্যাদির উৎপত্তি-বিষয়ে তাদৃশ ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে। এমন যে বহুশস্যোৎপাদিকা-শক্তি বিশিষ্টা ভারতভূমি, ইহার মধ্যেও এরূপ কত স্থান আছে যথায় অপর্য্যাপ্ত শস্য জন্মিতে পারে, কিন্তু তাদৃশ জল প্রাপ্তির সুবিধা না থাকা প্রযুক্ত মরুভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছে। যদি কোন উপায়-দ্বারা তথায় জল সঞ্চারিত করা যায়, তাহা হইলে আপাততঃ সেই অনুর্ব্বরতা অবগত হইয়া এত শস্য জন্মে যে তাহা সন্দর্শন করিলে রমণীয় উদ্যানের শোভা লক্ষিত হইবেক। ফলতঃ জলই উদ্ভিজ্জের জীবনস্বরূপ। এই নিমিত্ত অতিপূর্ব্বকালহইতে যে দেশে তাদৃশ ফলোপধায়িনী বর্ষা হয় না, অথবা যে ক্ষেত্রে জলপ্রাপ্তির তাদৃশ নৈসর্গিক উপায় নাই, মনুষ্য তৎপ্রতিবিধান-করণ-পূর্ব্বক প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত নিজ-কৌশলোদ্ভাবিত-উপায় অবলম্বন করিয়া আসিতেছে।

ক্ষেত্রে জলসিঞ্চন করিবার আবশ্যকতা অতি-পূর্ব্বকালীন কৃষিদিগের বিদিত ছিল। মিসরদে-

জল তুলিবার পারস্যদেশীয় যানিকল।
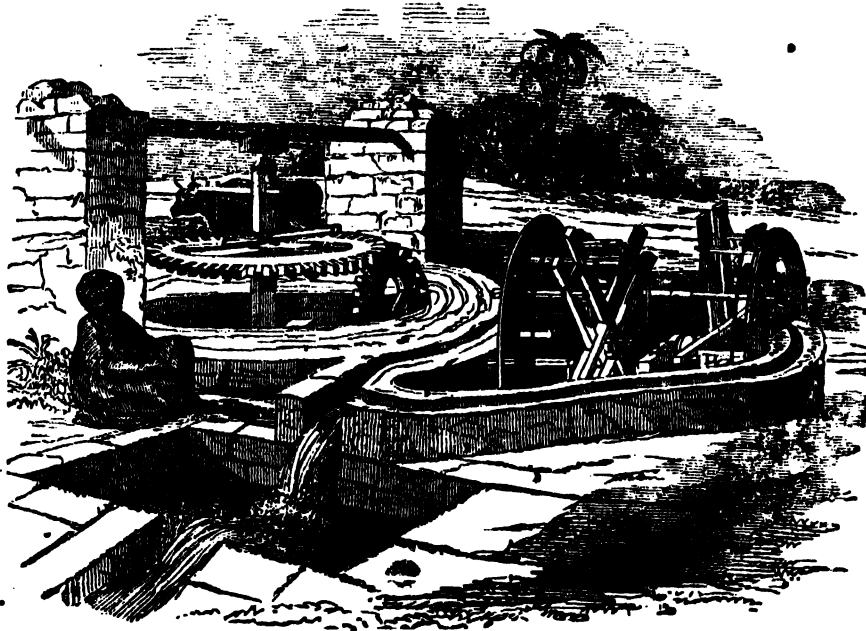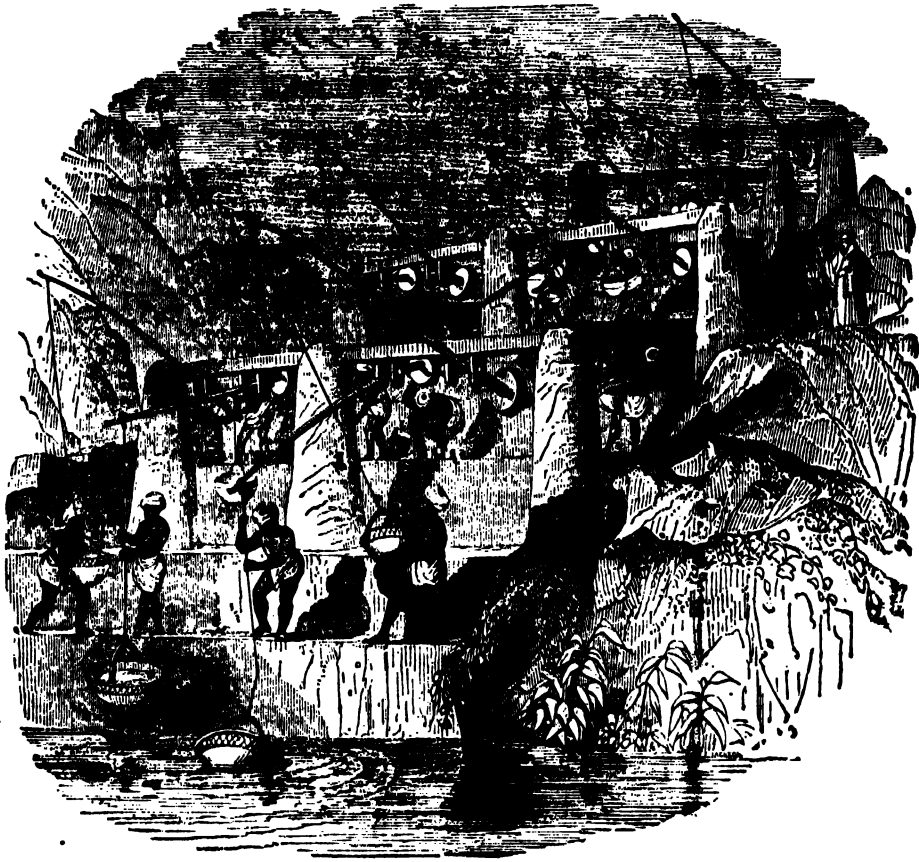
জল সিঞ্চনের ঢেঁকী কল।

শীয়েরা নীলনদের বার্ষিক প্লাবন দেখিয়া জলসিঞ্চনের আবশ্যকতা স্থির করিয়াছিল, এবং তাহাদিগের দেশে যে জলসিঞ্চনের বহুল প্রচার ছিল, তাহা তাৎকালিক খাত খাল ও হ্রদাদির অবশেষ চিহ্নদ্বারা স্থির হইতেছে। তাহাদিগের জলসিঞ্চনকরণে নানাপ্রকার যন্ত্রেরও ব্যবহার ছিল, তৎসমুদায় পাদদ্বারা সঞ্চালিত হইত।

ইদানীন্তন মিসরদেশে জলসিঞ্চন-কার্য্য ঐ রূপযন্ত্রদ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। নদীহইতে জল তুলিয়া তাহারা নদীরতটে এক বৃহৎকুণ্ডে রাখে; এবং ক্ষেত্রের চারিদিকে জলসঞ্চারিত হইতে পারে, এমন আবশ্যকীয় প্রণালী নীলের কুঠীতে খাত করে। পরে আবশ্যক হইলে কুণ্ডের দ্বার মুক্ত করিয়া দেয়,তাহাতে জল বহির্গত হইয়া প্রণালীদ্বারা ক্ষেত্রে সঞ্চলিত হয়। কৃষকেরা প্রয়োজনোপযোগী জল লইয়া পুনরায় কুণ্ডের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিতে পারে। মিসরদেশে জলসিঞ্চনকার্য্যে, যে সকল কলের ব্যবহার আছে তাহার দুইটির প্রতিরূপ এস্থলে প্রদর্শিত হইল। তন্মধ্যে একটী আমাদিগের দেশের ঢেঁকীকলের সদৃশ। সচরাচর উদ্যানের জলসিঞ্চনকার্য্যে ঐ কলের ব্যবহার হইয়া থাকে। এতদ্দেশে নীলের কুঠীতে ইহার সমধিক ব্যবহার আছে,অপর কলটি পারস্যদেশীয় বৃক্ষবাটিকাতে জলসিঞ্চনার্থে বহুল ব্যবহৃত হয়। আমাদিগের দেশে সিউনীর ব্যবহার প্রসিদ্ধ আছে। উত্তর পশ্চিম রাজ্যে কূপহইতে পূর্ব্বোক্ত ঢেঁকীকলদ্বারা জল উত্তোলিত হয়। তাহাতে চক্রের অঙ্গে কলস কিম্বা ঝুড়ি সংলগ্ন থাকে। কিন্তু এ সকল যন্ত্রে অধিক পরিশ্রমে

অল্প ফল দশে। এই প্রযুক্ত উত্তর পশ্চিম বোম্বাই ও মান্দ্রাজ রাজ্যে খাল খাত হইয়াছে। তাহাদ্বারা অল্পায়াসে বহু ফলের সম্ভাবনা আছে। প্রথমতঃ ইটালী-রাজ্যে খালদ্বারা জল সিঞ্চিত হয়। তদ্দৃষ্টান্তে ফ্রান্‌স ও স্পেন রাজ্যে খালদ্বারা জলসিঞ্চনের প্রণালীঅবলম্বিত হয়, এবং তদ্দৃষ্টে ব্রিটেন রাজ্যে খাল-খননের আরম্ভ হইয়াছে।

ভারতবর্ষে যবন-রাজাদিগের আধিপত্য-সময়ে জলসিঞ্চনের বিষয়ে বিহিত মনোযোগ ছিল; এবং তাহাদিগের মহতী কীর্ত্তিস্বরূপ গঙ্গাও যমুনার মধ্যগত স্থানে অক্‌বর শাহের খাল-অলি মর্দানের খাল, ফিরোজ শাহের খাল, প্রভৃতি কএকটি সুদীর্ঘ জলানয়নের বর্ত্ম অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, এবং লক্ষ লক্ষ মনুষ্যের উপকার সিদ্ধ করিতেছে। ইংরাজ-রাজ-পুরুষেরা প্রজার হিতকর-কার্য্য-সাধনে বিশেষ তৎপর; জলসিঞ্চনের উপায়-নির্ম্মাণে বিশেষ-মনোযোগ-পূর্ব্বক মান্দ্রাজ ও বোম্বাই রাজ্যে অনেক কীর্ত্তি সম্পন্ন করিয়াছেন; বিশেষতঃ উত্তর-পশ্চিম রাজ্যে গঙ্গারখাল নামে এক আশ্চর্য্য ও অপূর্ব্ব জলবর্ত্ম প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা চিরস্মরণীয় হইবেন, সন্দেহ নাই। উক্ত খাল প্রায়ঃ ৮০০ জ্যোতিষী ক্রোশ দীর্ঘ; এবং তাহাদ্বারা সহস্র সহস্র ক্রোশ ভূতপূর্ব্ব মরুভূমি সলিলসিক্ত হইয়া অসংখ্য মনুষ্যের খাদ্য উৎপন্ন করিতেছে।

বঙ্গভূমিতে স্বভাবসিদ্ধ নদী অনেক আছে, তাহাদ্বারাই তত্রত্য ক্ষেত্র ফলশালি হয়। তথায় খালের বিশেষ প্রয়োজন নাই; তত্রাপি স্থান-বিশেষ তাহা নিষ্প্রয়োজনীয় নহে; প্রত্যুত তাহাতে অনেক উপকার দর্শিতে পারে। বিবেচনা-পূর্ব্বক এতৎকর্ম্ম সম্পন্ন করিলে অল্পব্যয়ে অনেক জমিদারী সমধিক ফলবতী হইতে পারে।

জলসিঞ্চন যে কি রূপ ফলোপধায়ক ও লাভ প্রদায়ক তাহা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত অধিক দৃষ্টান্তের আবশ্যকতা নাই। সম্প্রতি বর্দ্ধমান-জেলার অন্তঃপাতি রাজবোলহাট-নামক স্থানে শ্রীযুত গ্রোস সাহেব দামোদর নদে এক এড়ো বাঁধ বান্ধিয়া ক্ষেত্রে জলসিঞ্চনের উপায় করাতে যে রূপ কৃতকর্ম্মা হইয়াছেন তাহার শ্রবণ করিলে বিস্ময়াম্বিত হইতে হয়। গ্রোস সাহেবের বান্ধ-বন্ধন-কর্ম্মে দুই সহস্র টাকা ব্যয় হইয়াছিল। তাহাতে সপ্তদশ সহস্র বীঘা ভূমি সিঞ্চিত হইয়া ঐ দুই সহস্র টাকায় এক-বৎসর-মধ্যে ৫৩০০০ টাকা উৎপন্ন হইয়াছে। তাদৃশ কর্ম্মে স্বদেশীয়েরা কৃতকর্ম্মা হইলে দেশহিতৈষিদিগের কি অপরূপ সুখানুভব হয়।

নূতনগ্রন্থের সমালোচন।

আমরা শ্রুত আছি, একদা অপরাহ্নে শরৎকালের মনোহর-বায়ু-সেবনার্থে তিন জন বিজয়ানুরক্ত নাগরিক প্রিয় বিজয়ার ধূমে আঘূর্ণিত-নয়নে পথ-ভ্রমণ করিতেছিল, ইত্যবসরে পথিমধ্যে এক খানি শারদীয়া প্রতিমা দৃষ্টিগোচর হইল। পীত ধূমের মাহাত্ম্যেই নাগরিকদিগের কবিতা-শক্তি প্রকৃষ্ট-রূপে উদ্ভূতা ছিল, মহিষমর্দ্দিনীর অপূর্ব্বরূপ-দর্শনে তাহা একেবারে উচ্ছ্বসিতা হইলে এক নাগরিক কহিলেন; "সখে, আইস, আমরা একটা কবিতা রচনা করি?" দ্বিতীয় নাগরিক তাহাতে স্বীকৃত হইয়া কহিলেন, "ভাই, তিন জনে তিন চরণ রচনা করিয়া কবিতা সম্পূর্ণ করিতে হইবে।" এই পণ স্থির হইলে প্রথম নাগরিক বিশেষ প্রযত্নে প্রথম চরণ রচনা করত কহিলেন, "ওমা ভবের ভবানী।" দ্বিতীয় নাগ-

রিক ভবানীর অনুপ্রাস রক্ষা করা কঠিন বোধে কহিলেন, "দুর্ মূর্খ, নীর মীল কর্লি?" পরে অনেক কষ্টে অনুপ্রাস সিদ্ধ করিয়া কহিলেন, "কি শোভা সিঙ্গীর পীঠে চড়ানী।" এই প্রকারে দুই নীর অনুপ্রাস সাঙ্গ হইলে তৃতীয় নাগরিক মহাক্রোধে কহিলেন, "রে হতভাগা? সমস্ত নীর মীল শেষ কর্লি?" এবং মানসিক সকল বৃত্তির পরিশ্রমে অনেক শিরো-বেদনা ও ঘর্ম্মের পর নীর অনুপ্রাস-বিশিষ্ট তৃতীয় পদ পূর্ণ করিলেন, যথা; "ওমা সাপকে দিয়া চোরাকে কামড়ানী।" অধুনা কোন নূতন পদ্য-গ্রন্থ দেখিলেই আমাদিগের মনে এই নীর মীলের উপাখ্যান স্মরণ হয়; যেহেতু যে কোন নব্য গ্রন্থ গ্রহণ করা যায় তাহাই অর্থ ও ভাব বিহীন অকিঞ্চিৎকর অনুপ্রাসে পরিপূর্ণ দেখা যায়। এই নিমিত্ত নব্য বাঙ্গালী-পদ্য দেখিলেই আমরা নীর মীলের আশঙ্কায় তাহা পরিত্যাগ করিয়া থাকি। সম্প্রতি কোন কাব্য-প্রিয় বন্ধুর অনুরোধে "পদ্মিনী উপাখ্যান" নামা এক খানি নূতন গ্রন্থ পাঠ করাতে আমাদিগের সে আশঙ্কার সমাধা হইয়াছে। গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থ কবি বটেন, সন্দেহ নাই। তিনি আধুনিক কাব্যাভিমানিদিগের ন্যায় কএক শব্দালঙ্কারকেই কবিত্ব স্বীকার করেন না। ভাব ও অর্থই তাঁহার পূজ্য, এবং ঐ দেবসেবায় তিনি সিদ্ধকাম হইয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ সদ্ভাবের আকর, এবং সেই ভাবসকল মনোহর ভঙ্গীতে অলঙ্কৃত হইয়াছে। এই শুভ-ঘটনার পক্ষে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উপাখ্যানের সৌন্দর্য্যে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছেন মানিতে হইবে। ভীমসিংহ-গেহিনী সুবিখ্যাতা পদ্মিনীর ন্যায় শৌর্য্য-গুণ-সম্পন্না পতিপ্রাণা রূপলাবণ্যবতী রমণী পতিব্রতাদিগের ইতিহাসমধ্যেও সমধিক-প্রাপ্যা নহে। শ্রীরামচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী পতিভক্তির অনুরাগে রামায়ণকে প্রোজ্জ্বল করিয়াছেন; পদ্মিনীর সতীত্ব-মাহাত্ম্য তাহাহইতে খর্ব্ব নহে। সাধ্বী স্ত্রীদিগের অনুকীর্ত্তন-সময়ে তিনি অবশ্যই শ্রেষ্ঠা-মধ্যে গণ্যা হইবেন। তদ্গুণ-কথনে যে গ্রন্থের সাফল্য হইবেক ইহাতে সন্দেহ কি? পরন্তু এ কথা কহিয়া আমরা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গুণগরিমা খর্ব্ব করিতে মানস করি না। তিনি টডসাহেব-কৃত ইংরাজি গদ্যের কএক পৃষ্ঠাহইতে সুদীর্ঘ কাব্য বিরচিত করিয়াছেন; অতএব তাঁহার রচনা-শক্তির প্রশংসা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। অপর ঐ রচনা যে রূপ প্রাঞ্জলভাবে ও সুললিত-ভাষায় বিকশিত হইয়াছে তাহাতে তাঁহাকে ধন্যবাদ না করিয়া নিরস্ত হওয়া যায় না।

সর ওয়াল্টর্ স্কট্ নামা সুবিখ্যাত ইংরাজি কবি তাঁহার কাব্যসকলের আরম্ভে এক জন বন্দীকে কোন গৃহস্থের বাটীতে আনাইয়া তাহার মুখহইতে আপন কাব্য সুব্যক্ত করেন। এই প্রকারে পুরাবৃত্ত-কথনে অনায়াসে পাঠকের মনোহরণ হয়। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঐ দৃষ্টান্তের অনুসারে কোন সরোবর-তীরে এক নবীন ভাবুকের নিকট জনৈক প্রাচীন ব্রাহ্মণের মুখহইতে পদ্মিনীর উপাখ্যান নিঃসৃত করিয়াছেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে ঐ অনুকরণের কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইয়াছে। ওয়াল্টর স্কট্ সাহেবের গায়ক গৃহস্থের বাটীতে আহ্নিক সমাপন করিয়া সন্তুষ্টমনে হার্পযন্ত্র সাহায্যে আখ্যায়িকা করিতে আরম্ভ করেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রাচীন ব্রাহ্মণ তৈলাক্তদেহে ও নক্তকস্কন্ধে "স্নানাশয়ে জলাশয়ে" আসিয়া অকৃতাহ্নিকাবস্থায় শতাধিক পৃষ্ঠা আখ্যান অনুকীর্ত্তন করেন; ইহাতে কদাপি মনঃপ্রীতি জন্মে না। জঠরাগ্নির বিরুদ্ধে কালিদাসের কবিত্বও রুচি-প্র-

দায়িনী নহে। ভগবান্ বেদব্যাস বর্ণন করিয়াছেন যে রণক্ষেত্রস্থ যুদ্ধোন্মুখ অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত ভগবদ্গীতা শ্রবণ করাইয়াছিলেন বটে; কিন্তু সে দৃষ্টান্তে মধ্যাহ্ন সময়ে কাব্যের অনুরোধে অকৃতাহ্নিক থাকা প্রিয়কল্প বোধ হয় না। পরন্তু কল্পিত ব্রাহ্মণের ক্লেশে পাঠক মহাশয়দিগের অপরাহ্নে উক্তগ্রন্থালোচনায় কোন মতে রসের হানি হইবেক না।

কবিদিগের এক প্রধান লক্ষণ এই যে সদভাবকে উজ্জ্বল ভঙ্গীতে ব্যক্ত করেন। ঐ ভঙ্গী সিদ্ধ করিতে কদাপি অর্থের কৌশল এবং কদাপি শব্দের কৌশল অবলম্বিত হয়। সাহিত্যকারেরা এই কৌশলদ্বয়কে অলঙ্কার শব্দে অবিধান করেন; সুতরাং অলঙ্কার দুই প্রকার প্রসিদ্ধ হইয়াছে। প্রাচীন কবিরা অর্থালঙ্কারকেই শ্রেষ্ঠ মানিতেন; এবং তাহার প্রয়োগেও তাঁহারা বিশিষ্ট নিপুণ ছিলেন। আধুনিক কবিরা তাহার বিনিময়ে শব্দালঙ্কারের অনুরাগী হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের কাব্যে অনুপ্রাস-যমকের সাহায্যে মনের পরিবর্ত্তে কর্ণের বিনোদ অধিক হয়। সহৃদয় ব্যক্তিদিগের পক্ষে এ প্রথা কোন মতে আদরণীয় নহে; এই প্রযুক্ত তাহারা প্রাচীন কাব্যেরই অনুশীলন করিয়া থাকেন। ইহা উল্লিখিত করা বাহুল্য যে শব্দালঙ্কার সাবধানে স্থানবিশেষে প্রযুক্ত হইলে অতীব রমণীয় বোধ হয়; পরন্তু মনুষ্য-দেহের স্থানে স্থানে সভঙ্গীতে অলঙ্কার না দিয়া সর্ব্বাঙ্গ আভরণে আচ্ছাদিত করিলে যে রূপ সৌন্দর্য্যের হানি হয়, সেই রূপ অবিবেচনায় কবিতার সর্ব্বত্র যমকের আবরণ হইলে রসের একান্ত ব্যাঘাত হইয়া থাকে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এ বিষয়ে কবিদিগের যথার্থ প্রথা সাবধানে গ্রহণ করিয়া অর্থালঙ্কারের বাহুল্যপ্রচার করিয়াছেন; তত্রাপি তাঁহার গ্রন্থে শব্দালঙ্কারের অভাব নাই। এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত সঙ্গ্রহীত করিতে হইলে আমাদিগের পত্রে স্থানাভাব হইয়া উঠে, এই প্রযুক্ত পাঠকবৃন্দকে এ বিষয়ে বঞ্চিত করিতে হইল; তাঁহারা পদ্মিনী উপাখ্যান পাঠ করত অনায়াসে তাহার সঙ্গ্রহ করিতে পারিবেন।

সুরস নূতন ভাব বর্ণন করা আধুনিক কবিদিগের পক্ষে অত্যন্ত দুষ্কর; তথাপি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বকীয় গ্রন্থের স্থানে স্থানে তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এক স্থলে তিনি শেখরাগ্রে সূর্য্যকিরণের নির্ম্মল জ্যোতির বর্ণনে পরম চাতুর্য্যের সাহিত্য লিখিয়াছেন. "প্রবালের বৃষ্টি যেন হয়েছে অচলে।" বোধ হয় পাঠকবৃন্দ আমাদিগের সহিত একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে এ উপমা অপূর্ব্ব বটে। অপর এক স্থানে পদ্মিনীর লজ্জার প্রশংসায় তিনি লিখিয়াছেন—

> "কি কব লজ্জার কথা, লতা লজ্জাবতী যথা,
> মৃত প্রায় পরপরশনে।"

ইহাও অসাধারণ সুন্দর বলিয়া মানিতে হইবেক। প্রভাত কালে চন্দ্রের মলিন হইবার কারণ বর্ণিত করিবার ছলে বন্দ্যোপাধ্যায় কবিত্ব করিয়াছেন—

> "সারা নিশা গেল তাঁর নক্ষত্র সভায়।
> তাই বুঝি পাণ্ডুবর্ণ শরমের দায়॥"

এবং বিধ অপরাপর অনেক গুলি পদ্য আমরা পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি; পরন্তু এতদপেক্ষায় প্রাচীন সংস্কৃত-গ্রন্থের ভাব সুরসভাষায় বিন্যস্ত করিতে প্রস্তাবিত গ্রন্থকার বিশেষ দক্ষ, এবং তাহার পাঠে সহৃদয় ব্যক্তিরা অবশ্যই আনন্দ লাভ করিবেন। গ্রন্থারম্ভে রাজপুতনার মাহাত্ম্যবর্ণন-প্রসঙ্গে বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন

> "বসুধা বেষ্টিত যার কীর্ত্তিমেখলায়।"

এই চরণ পাঠ করিবামাত্র কালিদাসের রচনা

স্মৃতিপথে উদিত হয়। অপর এক স্থানে ভীমসিংহের কারাবদ্ধাবস্থার বর্ণনে কবিবর লেখেন

"হেথা ভীমসিংহ রায় দেখিয়া ভাস্কর।
কিছুকাল মূর্চ্ছিত ছিলেন মহীপর॥
মোহ ভঙ্গে পুনর্ব্বার বাড়িল যাতনা।
চক্ষে অশ্রু সহশোভে ক্রোধ অগ্নিকণা॥
একি বিপরীত ভাব জলে অগ্নিজ্বলে।
কবি কহে বিজলী চমকে মেঘ দলে।
মোহমেঘে ক্রোধ সৌদামিনী দেয় দেখা।
সেই হেতু জলে জ্বলে অনলের রেখা।"

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভারতচন্দ্রের ন্যায় সুললিত-ভাষা-সম্পন্ন নহেন, কবিকঙ্কণের ওজো গুণও ইনি প্রাপ্ত হয়েন নাই। অপর স্থানে ২ বিকট * ও কঠিন শব্দ ব্যবহৃত করিয়া রসেরও হানি করিয়াছেন; তথাপি রসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই তাঁহার কাব্য সমাদৃত করিবেন; বিশেষতঃ এতদ্দেশীয় ললনারা যে ইহার পাঠে পরিতৃপ্তা সদুপদিষ্টা হইবেন, সন্দেহ নাই।

ভারতচন্দ্রের কাব্য লালিত্য প্রযুক্তই বিশেষ বিখ্যাত, তদর্থে তাঁহাকে জয়দেবের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। অপর তিনি বাঙ্গালিভাষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বিরচিত করিয়াছেন মানিতে হইবে। কিন্তু কোন এক ব্যক্তির স্বভাবসিদ্ধ অবিকল চরিত্র বর্ণন করিতে তিনি বিশেষ সক্ষম হয়েন নাই। সুচিত্রকরেরা যে প্রকার বর্ণাদিদ্বারা কোন এক ব্যক্তির চিত্র প্রস্তুত করিলে তাহা সে ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহার অবিকল বোধ হয় না; তেমনি কবিদিগের গরিমা এই যে তাঁহারা বাক্যদ্বারা তাদৃশ প্রতিরূপ চিত্রিত করিতে পারেন, যাহা অভীপ্সিত ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহার বোধ হয় না। হোমর যে সকল যোদ্ধাদিগের বর্ণন করিয়াছেন তাহার প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র বোধ হয়; একের বিবরণ অন্যে প্রযুক্ত হইতে পারে না। ভগবান্ ব্যাসদেব অর্জ্জুন ও কর্ণ এবং ভীম ও দুর্য্যোধনকে বীর শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত করিয়াছেন; তথাপি একের বিশেষণ অন্যে কদাপি সংলগ্ন হয় না। এই ক্ষমতা অত্যন্ত প্রশংসনীয়; ইহাদ্বারা ঈশ্বরসৃষ্ট মানব মণ্ডলীর প্রত্যেকের কায়িক পার্থক্য লক্ষণ অনুকৃত হইয়া থাকে। কিন্তু ভারতচন্দ্র এ ক্ষমতায় সম্পন্ন ছিলেন না। বোধ হয় কেবল মালিনী এবং সাধো মাধী ভিন্ন তাঁহার নায়ক নায়িকার কেহই এমত কোন লক্ষণ বিশিষ্ট নহে যাহাদ্বারা তাহাদিগকে অন্য নায়ক নায়িকা হইতে পৃথক্ করা যাইতে পারে। গ্রন্থকার বিদ্যাকে বিদ্যাবতী বর্ণিত করিবার ইচ্ছা করেন; অথচ সমস্ত কাব্যের এক স্থানেও তাহার বিদ্যাবতীত্ব প্রকাশিত হয় নাই। সুন্দরের বর্ণনায় সামান্য লম্পট ভিন্ন অন্য কোন ভাবের উপলব্ধি হয় না।

এতদপেক্ষায় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নায়ক নায়িকারা সুচিত্রিত হইয়াছে। তাঁহার পদ্মিনীর চিত্র দেখিয়া কেহই অন্য স্ত্রীর সহিত তাঁহার সাম্য করিতে পারিবেন না। আক্ষেপের বিষয় এই যে কবিবর পদ্মিনীকে এক কদর্য্য পত্র লেখাইয়া সহৃদয়দিগের মনে বেদনা দিয়াছেন; নতুবা আমরা তাঁহাকে অনুপমা কহিতে শঙ্কিত হইতাম না। সে যাহা হউক পদ্মিনী উপাখ্যান অন্নদামঙ্গলহইতে লঘু হইলেও যে বঙ্গ কাব্য গ্রন্থের শ্রেষ্ঠমধ্যে গণ্য হইবেক ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

প্রচলিত রীত্যনুসারে গ্রন্থকার মহাশয় আপন প্রবন্ধকল্পনায় ছন্দঃসকল অক্ষরগণনায় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন; তদন্যথায় সংস্কৃতবৃত্তি ছন্দঃসকল বৃত্তিগণদ্বারা নির্দ্দিষ্ট করিলে সংস্কৃতজ্ঞদিগকে বিরসহইতে হইত না। পরন্তু তন্নিমিত্ত আমরা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে অনুযোগ করিতে পারি না। বৃত্তের অব-

* ৬৮ পৃষ্ঠ "রবেলোক" শব্দ তাহার এক দৃষ্টান্ত।

হেলায় তিনি ভারতাদি সমস্ত বাঙ্গালি কবির অনুগামি মাত্র হইয়াছেন; তবে আমাদিগের এস্থলে এ প্রসঙ্গ করায় এই মাত্র অভিপ্রায় যে তিনি এ বিষয়ে মনোযোগী হউন। সামান্য কথায় বলে. "লঘুগুরু যান না," অথচ আমাদিগের কবিমাত্রেই অঙ্গুলীর অগ্রভাগদ্বারা কবিতা নির্বন্ধন করেন; কেহই লঘুগুরুর অনুসন্ধান করেন না। এই অবিধির প্রতীকার করিতে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সক্ষম। তাঁহার ছন্দঃসকল যে প্রকার সাধু, এবং কাব্যরচনায় তিনি যে প্রকার সুপটু, ইহাতে আমরা মুক্তকণ্ঠে কহিতে পারি যে তিনি চেষ্টা করিলে বাঙ্গালি ছন্দের অনেক উন্নতি হইতে পারে। কিন্তু এবিষয়ে আর অধিক লিখিবার স্থানাভাব; অতএব আমরা রাজা ভীমসিংহের উৎসাহ বাক্য এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া এ প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি।

ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি রাজার উৎসাহ বাক্য।

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়?
কোটি কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায়!
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গ-সুখ তায় হে,
স্বর্গ-সুখ তায়!
একথা যখন হয় মানসে উদয় হে,
মানসে উদয়।
পাঠানের দাস হবে ক্ষত্রিয় তনয় হে,
ক্ষত্রিয় তনয়।
তখনি জ্বলিয়ে উঠে হৃদয় নিলয় হে,
হৃদয় নিলয়।
নিবাইতে সে অনল বিলম্ব কি সয় হে,
বিলম্ব কি সয়?
অই শুন! অই শুন! ভেরীর আওয়াজ হে,
ভেরীর আওয়াজ।
সাজ সাজ সাজ বলে, সাজ সাজ সাজ হে,
সাজ সাজ সাজ ॥
চল চল চল সবে সমর সমাজ হে,
সমর সমাজ।
রাখহ পৈতৃক ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের কায হে,
ক্ষত্রিয়ের কায ॥
আমাদের মাতৃভূমি রাজপুতনার হে,
রাজ পুতনার।
সর্ব্বাঙ্গ বহিয়ে ছুটে রুধিরের ধার হে,
রুধিরের ধার ॥
সার্থক জীবন আর বাহু-বল তার হে,
বাহু-বল তার।
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে,
দেশের উদ্ধার ॥
কৃতান্ত কোমল কোলে আমাদের স্থান হে,
আমাদের স্থান।
এসো তায় সুখে সবে হইব শয়ান হে,
হইব শয়ান ॥
কে বলে শমনসভা ভয়ের আধান হে,
ভয়ের আধান?
ক্ষত্রিয়ের জ্ঞাতি যম *, বেদের বিধান হে,
বেদের বিধান ॥
স্মরহ ইক্ষ্বাকু বংশে কত বীরগণ হে,
কত বীরগণ।
পরহিতে, দেশহিতে, ত্যাজিল জীবন হে,
ত্যাজিল জীবন ॥

* যম সূর্য্যের পুত্র, এবং ক্ষত্রিয়দিগের আদি পুরুষও সূর্য্যপুত্র।

স্মরহ তাঁদের সব কীর্ত্তি বিবরণ হে,
কীর্ত্তি বিবরণ।
বীরত্ব বিমুখ কোন্ ক্ষত্রিয় নন্দন হে,
ক্ষত্রিয় নন্দন?
অতএব রণভূমে চল ত্বরা যাই হে,
চল ত্বরা যাই।
দেশহিতে মরে যেই তুল্য তার নাই হে,
তুল্য তার নাই॥
যদিও যবনে মারি চিতোর না পাই হে,
চিতোর না পাই।
স্বর্গসুখে সুখী হব, এসো সব ভাই হে,
এসো সব ভাই॥"

শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি বসাক ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের তৃতীয় পর্ব্ব প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্ব দুই পর্ব্বের সমালোচন এতৎপত্রে প্রকটিত হইয়াছে, অধুনা আর অধিক আমাদিগের লেখিতব্য নাই। গ্রন্থকার সুলেখক বলিয়া বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধই আছেন, এবং তাঁহার "আরব্য উপন্যাস," "নবনারী," প্রভৃতি পুস্তক সকলেই সমাদর করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রযত্নে যে বাঙ্গালি গ্রন্থ উৎকৃষ্ট হইবে ইহা অবশ্য সম্ভাব্য, এবং প্রস্তাবিত পুস্তকে সে সম্ভাবনার অন্যথা হয় নাই। তিনি বর্ত্তমান পর্ব্বে সুরস সুললিত ভাষায় মোগলদিগের রাজ্যকালের আখ্যান অতীব মনোহররূপে বর্ণিত করিয়াছেন। আমরা তাহার পাঠে পরম প্রীতি লাভ করিলাম, এবং ভরসা করি পাঠকবৃন্দও সেই প্রীতির অংশী হইবেন। প্রসিদ্ধ তাতারজাতীয় বাবরশাহ, ভারতবর্ষীয় মোগল-সম্রাট্দিগের আদিপুরুষ, তাঁহার প্রসঙ্গাবধি সুবিখ্যাত অকবর শাহের রাজ্যকালপর্য্যন্ত কালের সঙ্ক্ষিপ্ত বিবরণ এতৎপত্রে সময়ে সময়ে প্রকটিত হইয়াছে। পরন্তু সাময়িক পত্রের নিয়মানুরোধে ক্রমান্বয়ে প্রকাশের অনেক ব্যাঘাত হইয়াছে। নীলমণি বাবুর গ্রন্থে ঐ ত্রুটির প্রসঙ্গ নাই। তিনি তৎসমুদায় ও তৎপরে শাহ আলমবাদশাহের সমকালপর্য্যন্ত সমুদায় বিবরণ ক্রমান্বয়ে একত্র করাতে পাঠকদিগের পাঠবিচ্ছেদ প্রযুক্ত রসের হানি সহ্য করিতে হয় না। অপর গ্রন্থখানি শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের বিদ্যারত্ন-যন্ত্রে পরিপাটি ও পরিশুদ্ধি রূপে মুদ্রিত হওয়াতে পাঠসময়ে নয়নের প্রসন্নতায় মনের বিশেষ পরিতৃপ্তি হইয়া থাকে। আমরা কেবল একমাত্র বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ অতৃপ্ত হইয়াছি, তাহার নিরাকরণের নিমিত্ত আমরা গ্রন্থকারকে অনুরোধ করি। তিনি পারসিভাষায় সুবিজ্ঞ; তত্রাপি পারসি শব্দ বঙ্গাক্ষরে লিখিতে পারসির উচ্চারণানুযায়ি বর্ণের প্রয়োগ না করিয়া অনেক স্থলে অপভ্রংশ ইংরাজি ও সামান্য লোকের উচ্চারণানুসারে বর্ণ বিন্যস্ত করিয়াছেন; তাহার পরিবর্ত্তে যথাসাধ্য পারসি উচ্চারণের রক্ষা করিলে বোধ হয় গ্রন্থের গরিমা বর্দ্ধিত হইত। ইহা অবশ্য স্বীকর্ত্তব্য যে অনেক সামান্য বাঙ্গালি গ্রন্থে ইতর উচ্চারণ প্রচলিত থাকাতে গ্রন্থকার ব্যবহার-সিদ্ধ বলিয়া অপভ্রংশ শব্দের ব্যবহার গ্রাহ্য করিতে পারেন। পরন্তু শুদ্ধ শব্দ সুসাধ্য ও সুবোধ হইলে বসাখ বাবুর গ্রন্থসদৃশ উত্তম গ্রন্থে অপভ্রংশের প্রয়োগ বিহিত বোধ হয় না। এই উক্তিতে আমরা অকবর মুহম্মদ ঔরঙ্গজেব প্রভৃতি শব্দের প্রতি কটাক্ষ করিলাম। ভারতবর্ষ ইতিহাসের চতুর্থপর্ব্বে এই বিষয়ের বিহিত হইলে সহৃদয় পাঠকেরা পরিতৃপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

৫ পর্ব্ব] শকাব্দা ১৭৮০, আশ্বিন। [৫৪ খণ্ড

মিসর-দেশের বিবরণ।

মুহম্মদ অলীকর্ত্তৃক মামলুক-জাতির বিনাশ।

ফরিকা-খণ্ডে মিসর-নামে এক দেশ আছে; তাহা অতি পূর্ব্বকালহইতে শিল্প ও বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ। ইউরোপ-খণ্ডের ইদানীন্তন যাঁহারা বিদ্যাপ্রভাবে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের শিল্প ও বিজ্ঞানাদি শাস্ত্র মিসরদেশীয়দের নৈপুণ্যহইতে সম্ভূত ইহা তাঁহারা স্বীকার করেন। পরন্তু মিসরদেশে যে কোন্ সময়ে বিদ্যার অনুষ্ঠান হইয়াছিল তাহা অদ্যাপি স্থিরীকৃত হয় নাই। ঐ বিষয়ের যাহা কিছু প্রকাশ পাইয়াছে তাহা যৎসামান্য বোধ হয়। সেই সামান্য উপকরণ লইয়া মিসরদেশের পুরাবৃত্ত-সঙ্কলন-স্বরূপ মহদ্ব্যাপার সম্পন্ন করা কোন মতে সুসাধ্য নহে। ফলতঃ সম্বদ্ধ বৃত্তান্ত লিখিতে হইলে ঘটনাসকলের যাদৃশ নিশ্চিত কাল-নিরূপণ আবশ্যক মিসরদেশ-সম্বন্ধে তাহার যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে। যাহা হউক পণ্ডিতেরা দৃঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে ও অসামান্য-বুদ্ধি-প্রভাবে যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহা জ্ঞাত হইতে পারিলেও অধিকতর উপকার সম্ভাবনীয়। এই নিমিত্ত মিসরদেশের বিবরণ সঙক্ষেপে প্রকটিত হইল।

যৎকালে গ্রীসদেশে জ্ঞানের উপক্রমমাত্র হইতেছিল, তৎকালে মিসরদেশে গৌরবসূচক ভূরি ২ কীর্ত্তির অনুষ্ঠান হইয়াছিল, ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। ইউরোপের প্রাচীন লেখকেরা মিসরদেশের শেষ উন্নতির কথা উল্লিখিত করিয়া গিয়াছেন। অপর কোন ২ অংশে উহার পতনদশাও তাহাদিগের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। যে সকল পণ্ডিত জ্ঞানলাভের উদ্দেশে ভূমধ্যসাগরপারে গমন করিয়াছিলেন তাঁহারা মিসরদেশে অশ্রুতপূর্ব্ব ও অদৃশ্যপর কীর্ত্তিকলাপ অবলোকন করিয়া এক কালে বিমোহিত ও বিস্মিত হইয়াছিলেন। গ্রীসদেশের প্রসিদ্ধ প্রাচীন কবি হোমর থিবিয়ড্ রাজ্যের শোভার বিষয় নিজ অডেশী নামক গ্রন্থমধ্যে যে রূপ লিখিয়াছেন, মিসরের বিবরণ শুনিয়া তাহা অসঙ্গত বা অতিবাদ জ্ঞান হয় না। তিন সহস্র বৎসরের অধিক কাল অতিক্রম করিয়া অদ্যাপি তথাকার সকল কীর্ত্তি বিরাজিত রহিয়াছে; বরং অডেশীর বর্ণনাপেক্ষা অহাদের অধিকতর শোভা লক্ষিত হয়। এক্ষণে যে সকল জাতি জ্ঞানপ্রাদুর্ভাববশতঃ যশস্বী হইয়াছেন, যাহাদিগের সভ্যতার আলোক বিকীর্ণ হইয়া অন্যত্র ভিন্নজাতিকে সভ্য-

মুহম্মদ অলীকর্ত্তৃক মামলুকদিগের বিনাশ। ইহার বিবরণ প্রস্তাবশেষে দৃষ্ট হইবে।

তায় শোভিত করিতেছে, তাহারা যখন যৎসামান্য অবস্থায় ছিল, তখন মেম্‌ফিস্‌ ও থিবিসের লোকেরা খগোল-বিদ্যালোচনায় কৌতূহল প্রদর্শিত করিত। বিজ্ঞান-শাস্ত্রেও তাহাদিগের বিশিষ্ট ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। প্রাচীনত্বে গ্রীকজাতিই সর্ব্বপ্রধান, বিলাতে এই প্রবাদ আছে; কিন্তু ঐ জাতিরই বিজ্ঞতমেরা বলিয়াছেন, তুলনা করিলে মিসর দেশীয়দের নিকট গ্রীকদিগকে আধুনিক ও নব্য জ্ঞান হইবেক। কি উপায়দ্বারা মিসরদেশে সভ্যতা, বিজ্ঞান ও শিল্পশাস্ত্রের প্রাদুর্ভাব হইল, তাহা অনেকে অনেক প্রকারে স্থির করিয়া থাকেন। পরন্তু তন্মধ্যে অন্যতম সঙ্গত যুক্তি একটা বোধ হইতেছে যে বাবিলন হইতে কতক গুলি মনুষ্য আসিয়া তথায় উপনিবাস স্থাপিত করে। ইহা সপ্রমাণীকৃত হইয়াছে যে আশিয়াহইতে মনুষ্যেরা বাণিজ্য অথবা উর্ব্বরস্থান-প্রাপ্তির নিমিত্ত নিউবিয়া ও আবিসিনিয়াদেশে উপস্থিত হইয়াছিল। অপর ইহাও সম্ভাব্য বটে যে তাদৃশ বিদ্যাবুদ্ধি-সম্পন্ন লোকেরা সিন্ধুনদ পার হইয়া হিন্দুস্থানে আসিয়াছিল। কারণ, ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশের ধর্ম্মবিষয়ক কর্ম্ম ও কাল্পনিক গল্প, অপর শিল্পনিপুণতার সহিত নীলনদের উত্তর-ভূভাগবাসিদিগের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ইদানীন্তন নিউবিয়ার ধর্ম্মমন্দিরের সহিত বোম্বাই-প্রদেশের নিকটস্থ ধর্ম্মমন্দিরের এক হিন্দুভাব দেখা গিয়াছে,—গঠনের কোন বৈলক্ষণ্য নাই। উভয়

স্থলের মন্দিরই পর্ব্বত-খোদিত গুহা; ও তাহাতে সম আকারের মূর্ত্তি খোদিত আছে।

কএক বৎসর হইল করাসিস্‌দিগকর্তৃক ভারতবর্ষ আক্রান্ত হইবার আশঙ্কায় ইংরাজেরা মিসরদেশে সেপাহী প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহারা তথাকার ধর্ম্মমন্দির দেখিয়া অন্য জাতির ধর্ম্মমন্দির জ্ঞান না করিয়া তথায় হিন্দু ধর্ম্মনিবন্ধন কার্য্য করিতে লাগিল। এলিফাণ্টা-গুহার সহিত মিসরদেশের গর্ফ-হাসেনের মন্দিরের অনেক সাদৃশ্য আছে। এই উভয় দেশের লোকেরা গ্রীকদিগের নিকট নির্ম্মাণ-কার্য্য শিক্ষার নিমিত্ত উপকৃত নহে; প্রত্যুত গ্রীকেরা ইহাদিগের নিকট অনেক বিষয়ে উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে। অপর মিশরদেশে ভারতবর্ষীয়দের মত জাতিপদ্ধতি থাকাতে হিন্দুর সহিত তাহাদের অধিকতর সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। হিন্দুদিগের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি জাতি আছে, মিসরদেশীয়দের মধ্যেও রাজতন্ত্র, ধর্ম্ম, সৈনিক ও শিল্পকার্য্য বিষয়ক ভিন্ন২ জাতি আছে। যাহাহউক ইহা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে, মিসরদেশের পুরাবৃত্ত যত প্রকাশিত হইবেক ততই ভারতবর্ষের সহিত সৌসাদৃশ্য স্পষ্টীকৃত হইবেক। অক্ষরদ্বারা শব্দ লিখিবার সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে মিসরদেশে অনেক প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাতে যে সকল সাঙ্কেতিক চিহ্ন আছে, তাহার মর্ম্ম ক্রমে যত বোধগম্য হইয়া উঠিবেক, ততই মিসর দেশের ইতিহাসের ও কাল-নিরূপণের সৌকর্য্য হইবেক, সন্দেহ নাই।

মিসর-দেশ যেমন পুরাকালহইতে বিদ্যা ও কীর্ত্তি বিষয়ে মহান্ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, ইহার প্রাকৃতিক অবস্থাও তদ্রূপ উৎকৃষ্ট। যদিচ তথায় বৃষ্টি প্রায় হয় না, তথাচ নীলনদ বৎসর ২ প্লাবিত হইয়া ইহার উর্ব্বরত্ব, ও শোভা এবং লোকদিগের স্বাস্থ্য সম্পাদন করে। হিন্দুদিগের গঙ্গানদী যেমন পূজনীয়া, নীলনদও মিসরদেশীয়দের তদ্রূপ। অপর, কেবল দেশীয়েরাই নীলনদের অনুরক্ত তাহা নহে; বিদেশীয়েরাও উহার সুস্বাদু জলের অনেক প্রশংসা করিয়া থাকেন। ম্যালে নামক ইউরোপীয় এক ব্যক্তি কহিয়াছেন, "মদ্যের মধ্যে শ্যামপেন যাদৃশ উপাদেয়, জলের মধ্যে নীলনদের জল তাদৃশ সুস্বাদু।" পরন্তু ইহাও বক্তব্য যে নীলনদপ্লাবনে যেমন উপকার দর্শে তেমন কোন২ সময়ে অপকারসিদ্ধিও হইয়াছে। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে বেলজোনী সাহেব দেখিয়াছিলেন, নীলনদ সচরাচর প্লাবনকালে যেরূপ উচ্চ হয়, তদপেক্ষা দুই হস্ত ঊর্দ্ধ্ব হওয়াতে অনেক পল্লী ও তদ্বাসী অনেক প্রাণী ভাসিয়া ও বিনষ্ট হইয়াছিল। বোধ হয় পূর্ব্বেও এতাদৃশ দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকিবেক, কারণ স্থানে স্থানে বাঁধ ও উৎপ্লবিত-জল-ধারণোপযোগী হ্রদাদি অনেক কৃত্রিম উপায় প্রকল্পিত আছে। যে২ স্থান নীলনদের প্লাবনে প্রয়োজনানুরূপ প্লাবিত হয় না, লোকে কৃত্রিম উপায়দ্বারা ক্ষেত্রে জল সিঞ্চন করিয়া ঐ অসদ্ভাব পূর্ণ করে। বিবিধার্থের পূর্ব্বখণ্ডে জলসিঞ্চন প্রসঙ্গে ইহার উল্লেখ করা গিয়াছে।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, মিশরদেশের পুরাবৃত্ত দুর্ব্বোধ্য; সুতরাং প্রাথমিক রাজপুরুষদিগের নির্ণয় হওয়া সুকঠিন। তথায় ষট্‌ত্রিংশ সহস্র বৎসর দেবগণের রাজত্ব ছিল, এইরূপ কিংবদন্তী আছে। পরন্তু মর্ত্ত্য হইয়া দেবতাদিগের কাল-নিরূপণচেষ্টা করা গর্হিত ও অনুচিত; অতএব তদ্বিষয়ে আমাদিগের কিছু বক্তব্য নাই।

খ্রীষ্টাব্দের তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মিনিস-নামে মিসরদেশে এক জন রাজা ছিলেন, জোসিফস ইহা নিরূপিত করিয়াছেন। কথিত আছে, মিনিস দেশসাধারণ অনেকগুলি হিতকর কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি বীরপুরুষ ছিলেন। তাঁহার

পর ৩৩৩ জন রাজা হইয়াছিল। তাঁহারা কোন বিশেষ কীর্ত্তিদ্বারা নাম চির স্মরণীয় করিয়া যান নাই। কেবল মেরিস নামক রাজা এক প্রকাণ্ড হ্রদ খাত করিয়া আপন নামে বিখ্যাত করিয়া গিয়াছেন।

মিনিসের বংশের শেষরাজা টাএমস্ ছিলেন। তাঁহার অনেকপরে অথবা খ্রীষ্টাব্দের ২১৫৯ বৎসরে একদল মেষপাল পূর্ব্বহইতে আসিয়া মিশরদেশ অধিকৃত করণ-পূর্ব্বক প্রজাদিগের উপর যৎপরোনাস্তি নৃশংস ব্যবহার করিয়াছিল। ইহারা নিজ দলহইতে সালাটীশ নামক এক ব্যক্তিকে কর্ত্তৃত্বপদে প্রতিষ্ঠিত করে। সালাটীশ মেম্‌ফিসে বাস করিত; এবং নগর-রক্ষাহইতে পারে এমত অনেক উপদুর্গ ও নানাবিধ উপায় বিধান করিয়াছিল। ইহার পর যাঁহারা রাজা হইয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই প্রায় অধিকৃতদিগের উপর নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেন। ক্রমে দেশীয়েরা প্রবল হইয়া খ্রীষ্টীয় ১৮৯৯ বৎসর পূর্ব্বে তাহাদিগকে দূরীকৃত করিয়া দেয়।

কাপ্তেন উইলফোর্ড মীমাংসা করিয়াছেন, ঐ রাখালদল ভারতবর্ষের পালী বংশ ছিল। সংস্কৃত-ভাষায় পালীশব্দে রাখাল। পালিবংশ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়াছিল। পূর্ব্বকালে তাহারা সিন্ধুনদহইতে গঙ্গার মুখ পর্য্যন্ত ভূভাগের অধিকারী থাকে। ইহারা ভারতবর্ষে পালিপুত্রনামে পরিজ্ঞাত এবং অধিকার ও উপনিবাস-স্থাপনদ্বারা ইউরোপ, আশিআ ও আফরিকার অনেক স্থানে বিস্তারিত হইয়াছিল। ২৬০ বৎসরকাল মিসরদেশে ইহাদিগের রাজত্ব থাকে। দেশীয়রাজারা ইহাদিগকে দূরগত করিয়া ২৫১ বৎসর রাজ্য করিয়াছিল। তাহাদিগের পর যাহারা রাজা হইয়াছিল, তাহাদিগের অধিকার ৩৪০ বৎসর থাকে। তাহাদিগের শেষরাজা মিরিস্। খ্রীষ্টাব্দের ১৩০৮ বৎসর পূর্ব্বে মিরিসের মৃত্যু হয়। তিনি শান্তস্বভাববিশিষ্ট ছিলেন। তাঁহার পুত্র প্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী সিসস্ট্রিস্। আবিসিনীয় জাতি তাঁহার করপ্রদ হয়। লোহিত সাগরের উভয় কূলবর্ত্তি জাতীয়দের সহিত তাঁহার বিগ্রহ হইয়াছিল। হিরোডোটস্ বলিয়াছেন সিসট্রিস্ পারস্য অথাত হইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশপূর্ব্বক গঙ্গার তটে আসিবার উপক্রম করিয়াছিলেন। সিসস্ট্রিসের অনেক কীর্ত্তি ছিল, এক্ষণে তৎসমুদয় বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার প্রাসাদ ও সমাধি মন্দির বৃহৎ ও সুন্দর ছিল। সমাধি মন্দিরে খগোল চিহ্ন সকল খোদিত হইয়াছিল; এবং তাহাতে তারাগণের উদয় ও অস্ত সটীকনির্দ্দিষ্ট ছিল। ইহারই বংশে খ্রীষ্টাব্দের ১০৮১ বৎসরে চীঅপস নামা রাজা রাজ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার আজ্ঞায় পিরামিড নামা প্রধানকীর্ত্তি সংস্থাপিত হয়।

সিসস্ট্রিসের উত্তরকালের অধিকারীরা অনেক পুরুষপর্য্যন্ত তাদৃশ ক্ষমতাবান্ হয় নাই। তাহাদিগের উল্লেখযোগ্য কোন বিশেষ কীর্ত্তি নাই। মিসরদেশীয়েরা তাহাদিগের অক্ষম রাজগণের প্রতি বিরক্ত হইয়া বিশেষ২ ক্ষমতা-প্রদান পূর্ব্বক দ্বাদশজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করে। খ্রীষ্টাব্দের ৬১৯ বৎসর পর্য্যন্ত মিসরদেশে এই দ্বাদশ নায়কের রাজ্য থাকে। ইহার পর কেরোনিকোস্ একাধিপত্য প্রাপ্ত হন। কেরোনিকস্ জেরুসালেম অধিকৃত করেন। বাণিজ্যসৌকার্য্যার্থে খালদ্বারা লোহিত সাগরে নীলনদ সম্মিলিত করিবার নিমিত্ত তিনি বহুল প্রয়াস পাইয়াছিলেন, এবং বাবলমেণ্ডেব্ জলশঙ্কটহইতে ভূমধ্য সাগর পর্য্যন্ত আফরিকা-পরি ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

এই সময় আসিরিয়া রাজ্য অতিপ্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তথাকার রাজা নেবুকড্‌নেজরকর্তৃক মিসরদেশ অধিকৃত হয়। অনন্তর

পারস্যাধিপ সাইরস্ পাদশাহ মিসরদেশ অধিকৃত করেন। তাঁহার ঔদার্য্য-প্রভাবে অধিকৃতেরা এক প্রকার স্বাধীনতা পাইয়াছিল; কিন্তু কর্ম্মদোষে তাহা রক্ষা করিতে পারিল না। সাইরসের উত্তরাধিকারী কাম্বাইসিস্ তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে অধীনতা শৃঙ্খলদ্বারা আবদ্ধ রাখেন। মিসরদেশে পারসিকদিগের অধিকার দুইশত বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক কাল থাকে; তৎপরে শিকন্দর পাদশাহ পারস্যদেশ অধিকৃত করিলে অগত্যা উহাও তাঁহার অধীন হইল। খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে ৩৩২ বৎসরে এই ঘটনা হয়।

তাহার অষ্ট-বৎসর পরে শিকন্দর পাদশাহের মৃত্যু হয়। তাহাতে তাঁহার অধিকার তদীয় সেনাপতিগণ বিভাগ করিয়া লন। টলমি-লেগস্ নামক তাঁহার এক জন সেনাপতি মিসর-দেশের সিংহাসনাধিরূঢ় হইয়া সোটর্-নামে আপনাকে প্রচারিত করেন। তিনি বিশেষগুণসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহাকর্ত্তৃক আলেকজন্দ্রিয়ার বিখ্যাত পুস্তক-সঙ্গ্রহালয় সংস্থাপিত হয়। তিনি বিক্রমাদিত্যের ন্যায় পণ্ডিতগণের সমাদর করিতেন। ফলতঃ বিদ্যাবিষয়ে তাঁহার একান্ত অনুরাগ ছিল; এবং তিনি স্বয়ং সুপণ্ডিত ছিলেন। বিক্রমাদিত্যের অধিকারসময়ে উজ্জয়নী জ্ঞানালোকে যেরূপ উজ্জ্বল হইয়াছিল, মিসর রাজ্য তাঁহার সময়ে সেইরূপ হয়। তাঁহার পুত্র টলমী ফিলেডেল্‌ফস্। তিনি যেমন পিতার পুত্র ছিলেন, তদনুরূপ প্রকৃতিও পাইয়া ছিলেন। তিনি আলেক্‌জন্দ্রিয়ার আলোক-গৃহ নির্ম্মাণ সম্পন্ন করেণ। ঐ গৃহদ্বারা নাবিকেরা, অকূল সমুদ্র অথবা বৃহৎ-নদী দিয়া গমন-সময়ে দিঙ্‌নির্ণয় করিতে সক্ষম হয়। অপর ঐ আলোক-গৃহে জাহাজাদির প্রয়োজনীয় তাবৎ দ্রব্য প্রাপ্য হওয়াতে তাহাদের অনেক উপকার হইয়া থাকে। আলোক-গৃহ ব্যতীত তিনি ৩৮ বৎসর অধিকার কালে অপর অনেক গুলি দেশের সাধারণ হিতকর কীর্ত্তি করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে বাণিজ্যের অশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল।

তাঁহার উত্তরাধিকারী তৃতীয় টলমীর অধিকার সময় রাজ্যে কেবল শান্তি-স্থাপনেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল। তাঁহার উত্তরাধিকারী হয়জিটীস বাক্‌ট্রিয়া দেশ অবধি প্রবেশ করিয়াছিলেন। কাম্‌বাইসিস্ মিসরদেশহইতে যত স্বর্ণ ও রজত দেবমূর্ত্তি লইয়া গিয়াছিলেন ইনি তাহার অনেকগুলি পুনরানয়ন করেন।

টলমী ফাইলোপেটর্ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে ২২১ বৎসরে পিতৃ-সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ যে সকল অধিকার-গ্রহণ পূর্ব্বক রাজ্যের বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, ইহাঁর সময় শিরিয়াদেশীয়েরা তৎ সমুদয় অপহৃত করিয়া লয়। ফাইলোপেটর্ অক্ষম পুরুষ ছিলেন, ব্যসনের দাস হইয়া কালযাপন করিতেন। অপর কুক্রিয়াশক্তির ফলস্বরূপে তিনি অচিরাৎ কালগ্রাসে পতিত হন।

ফাইলোপেটর্ এপিফিনিস্ নামক পঞ্চবৎসরের এক অপোগণ্ড পুত্র রাখিয়া পরলোকগমন করিয়াছিলেন। এপিফিনিস্‌কে অপোগণ্ড দেখিয়া নিউমিডিয়া ও সিরিয়ার অধীশ্বরেরা রাজ্যবিচ্ছিন্ন করিবার নিমিত্ত সচেষ্টিত হইলেন। ইহাদিগের বৈফল্য-সিদ্ধির নিমিত্ত এপিফিনিসের রক্ষণাবেক্ষণ-কারিরা রোমকদিগের সহায়তা প্রার্থনা করেন। রোমকেরা সাহায্যদানে সম্মত হইয়া লিপিডস্‌কে প্রেরণ করেন। রোমকেরা মিসর-রাজ্যে যে শৃঙ্খলা স্থাপিত করেন, এপিফিনিস্ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া নিজ হস্তে রাজ্য-ভার গ্রহণ করাতে তাহা তাঁহার অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠিল। তিনি দুর্নীত দুষ্ক্রিয়াসক্ত ও গর্ব্বান্ধ হইয়া উঠিলেন। তখন অধিকৃতেরা তদীয় নিষ্ঠুরাচরণে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া যে কোন উপায় দ্বারাই হউক তাঁহার হস্তহইতে মুক্তি

প্রাপ্ত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এপিফিনিস্ ঊনত্রিংশ বৎসর বয়ঃক্রমে হত জীবিত হন।

ঐ হতভাগ্য রাজার এক অপৌগণ্ড পুত্র থাকে। এই প্রযুক্ত তাহার মাতা ক্লিয়োপেট্রা রাজ্যভার গ্রহণ করিল। সিরিয়া-দেশের রাজা এণ্টিওকস্ তাহার ভ্রাতা ছিলেন। ভ্রাতৃস্নেহ-বশতঃ তিনি শিরিয়া-দেশের রাজনিয়মেরই অনুরাগ করিতেন; মিসরদেশের অধিকৃতদিগের হিত-সাধনে তাদৃশ যত্ন করিতেন না। ইহা দেখিয়া প্রজারা বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল; কিন্তু রোমকেরা সাহায্য করিয়া এই দুশ্চেষ্টার বৈকল্য জন্মাইয়াছিল। অপর এণ্টিওকস্ যুবরাজকে এরূপ হস্তগত করিয়া রাখিয়াছিলেন যে তাঁহার আপন ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে সাহস ছিল না। ইহাতে রোমকেরা তাঁহাকে কাপুরুষ স্থির করিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে রাজ্য দিয়া দ্বিতীয় ইউর্গেটীনা-নামে প্রতিষ্ঠিত করিল। কিছুকাল পরে উভয় ভ্রাতা রাজ্য বিভক্ত করিয়া স্বামিতানুসারে নিজ২ অংশ ভোগ করিতে লাগিলেন।

ফাইলোমিটর সাত বৎসরের এক পুত্র রাখিয়া লোকান্তরিত হন। রোমকেরা যুক্তি স্থির করিয়া তাঁহার বিধবা রাজ্ঞীর সহিত দ্বিতীয় ইয়র্জিটীসের বিবাহ স্থির করে। পরন্তু নৃশংস রাজা দ্বেষবশতঃ ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রাণ-সংহার করিলেন। পরে রাজ্ঞীকেও দূষিত জ্ঞান করিয়া রাজ্যহইতে দূরীকরত সিরিয়াদেশে প্রেরণ করিলেন। এই দুষ্টাচরণে রাজ্যহইতে বিদ্যা দেবী পলায়ন করিলেন। তখন পণ্ডিতেরা তথায় থাকা আর শ্রেয়স্কর বোধ করিলেন না। কুকর্ম্মের এক অসাধারণ ধর্ম্ম এই যে কেহ উত্তেজনা না করিলেও বিবেক মনোমধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার করিয়া দেয়। ইয়র্জিটীস দেখিলেন যে কার্য্যদোষে সকলেই তাঁহার শত্রু হইয়াছে, এবং তাঁহার জীবনসংশয় হইয়াছে, অতএব ত্রপিয়ন্. ল্যাথিরস্ ও আলেক্জন্দর এই তিন পুত্র রাখিয়া আপন হস্তে আপনার প্রাণ বিনষ্ট করিলেন। এই অবকাশে ক্লিয়োপেট্রা সিরিয়াহইতে মিসর-দেশে প্রত্যাগমন করত উদ্যোগ পাইয়া আলেকজন্দরকে রাজ্যাধিকারী করিলেন। কিন্তু রাজ্যের সমস্ত লোক ল্যাথিরসকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। সেই সাহায্যে ল্যাথিরস্ বলপূর্ব্বক মিসরদেশের সিংহাসনে স্বত্ব স্থাপিত করিলেন।

খ্রীষ্টাব্দের ৮১ বৎসর পূর্ব্বে ল্যাথিরসের মৃত্যু হয়। তাহাতে প্রজারা সকলে তাঁহার কন্যা ক্লিয়োপেট্রাকে রাজ্য প্রদানে এক মত হইল, কিন্তু তাঁহার পিতৃব্য আলেক্জন্দর রাজ্যে উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিলেন। অতএব রোমকেরা গোলযোগ নিবারণকরিবার মানসে উপায়-স্থির করিয়া দ্বিতীয় আলেক্জন্দরের সহিত ক্লিয়োপেট্রার পরিণয় সম্পাদিত করিয়া দেন। কিন্তু তাহাতে বিপরীত ঘটিয়া উঠিল। নবদম্পতির সহিত প্রণয় সঞ্চারিত হওয়া দূরে থাকুক, আলেকজন্দর ক্লিয়োপেট্রাকে অসমবয়স্কা দেখিয়া তাহাকে বধ করিলেন, এবং সমগ্র রাজ্য অধিকৃতকরণ-পূর্ব্বক বহুকাল ভোগ করিয়া অবশেষে অধিকৃতদিগের দারুণ ক্রোধানলহইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত টায়ার-নগরে পলায়ন করেন। তথায় মৃত্যু হইবার পূর্ব্বে তিনি রোমকদিগের মিসরদেশপ্রাপ্তি-নিবন্ধন এক দানপত্র করিয়া যান।

আলেক্জন্দরের মৃত্যুর পর ল্যাথিরসের একপুত্র রাজ্যাধিকারী হয়েন। তিনি বীণাবাদনে পটু ছিলেন এই নিমিত্ত অলেটিশ্ উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি অর্ব্বাচীন ও নিতান্ত অক্ষম হওয়া প্রযুক্ত তাঁহার প্রধান অমাত্যেরা তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তদীয় বেরিনিস্ নামা কন্যাকে তাহাতে সংস্থাপিত করিল। অপর রোমকেরা সহসা তাহাদিগের অনিষ্ট সিদ্ধ করিতে সমর্থ না হয়, এই নিমিত্ত

তাহারা অভিনব রাজ্ঞীকে সিরিয়া-দেশের রাজার সহিত পরিণয় করিবার যুক্তি স্থির করিল। কিন্তু তাহা কোন কার্য্য-কারণের নিমিত্তে হইল না। সিরিয়া-দেশাধিপতি ত্রণ্টোনিয়ো অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। এই ঘটনায় অলিটিস্ প্রসিদ্ধ রোমক সেনাপতি পম্পের সহায়তায় রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। ইনি এতাদৃশ নৃশংস ছিলেন যে স্বীয় দুহিতা বেরিনীসের প্রাণ নষ্ট করিয়াছিলেন।

অলিটিসের মৃত্যুর পর রোমকেরা তাঁহার সন্তান সন্ততিগণের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হন। সন্ততিদিগের মধ্যে ক্লিয়োপেটরা ও ডাওনিশস্ নাম পুত্র ও কন্যা প্রসিদ্ধ ছিল। তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইবামাত্রই রোমকেরা তাহাদিগের উভয়কে সিংহাসন প্রদান করিল। কিন্তু এই দুই জন পরস্পর তাদৃশ প্রীতিবদ্ধ হইল না; প্রত্যুত বিবাদ করিতে লাগিল। অবশেষে ক্লিয়োপেটরা পলাইয়া সিরিয়াতে লুক্কাইত হইল। এই ঘটনার অনতিবিলম্বে রোমের সেনাপতি জুলিয়স্ সিজর্ অধিকার-স্থাপন-মানসে মিসরদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্লিয়োপেটরা আলেক্জন্দ্রিয়াতে উপস্থিত হইয়া সিজরের সহিত আলাপন ও তাঁহাকে আত্মদুঃখ জ্ঞাত করিলেন। সিজর তৎকালে এই প্রচার করিয়া দিলেন যে ডাওনিসস্ ও ক্লিয়োপেটরা মিসরদেশের সম্মিলিত অধিকারী থাকিবেন, রোমকদিগের রাজকর্ম্মচারিরা এই আদেশ করিয়াছেন। কিন্তু ডাওনিসসের পক্ষীয় লোকেরা ইহাতে সন্তুষ্ট হইল না; প্রত্যুত তাহারা এমন এক কৌশল করিয়াছিল যাহাতে সিজর্ ও তাঁহার সহচরেরা রক্ষা পাইত না। যাহা হউক উভয়দলে শীঘ্র এক যুদ্ধ হয়, যাহাতে ডাওনিসসের মৃত্যু হইল ও রোমকদিগের মিসরদেশে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব সম্পাদিত হইল।

অনন্তর কোন কারণ-বশতঃ ক্লিয়োপেটরা ভয়ঙ্কর বিষধর সরীসৃপদ্বারা দংশন করাইয়া আপন প্রাণ আপনি ত্যাগ করিলেন। তাহাতেই মিসরদেশে গ্রীক-রাজবংশের লোপ পাইল। ২৯৩ বৎসর যাবৎ মিসরদেশে ঐ বংশের অধিকার ছিল।

রোমকেরা মিসরদেশে সাধারণ-কল্যাণ-কারিণী অনেক কীর্ত্তির অনুষ্ঠান করিয়াছিল। কিন্তু তথায় দীর্ঘকাল রাজত্ব করে নাই।

অনন্তর মুহম্মদের উত্তরাধিকারিরা প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া ক্রমশ মুহম্মদের মত প্রচারিত করিবার নিমিত্ত আগ্রহাতিশয্য-সহকারে দেশ বিদেশ অধিকার করিতে লাগিল। আহা যখন আলেকজন্দ্রিয়ার অধিকার প্রাপ্ত হইল, তৎকালে তাহাদিগের সেনাপতি ওমার জনপদে এই আজ্ঞা ঘোষিত করাইলেন, যে "হয় বৎসর বৎসর অধিক টাকা কর প্রদান কর, নতুবা মুহম্মদীয় মত অবলম্বন কর।" অধিকারীরা এই উপলক্ষে আলেক্জন্দ্রিয়াস্থ প্রসিদ্ধ পুস্তক-সঙ্গ্রহালয় অনলদ্বারা ভস্মীভূত করে। ঐ আলয়ে লক্ষাধিক পুস্তক ছিল; তাহাতে যে কত প্রকার প্রাচীন শাস্ত্র ও বিদ্যার আলোচনা ছিল তাহার অনুমান করাও কঠিন। তাহার ধ্বংস করাতে ওমার যে কি পর্য্যন্ত জ্ঞানের অপকার্য্য করিয়াছে তাহা বর্ণনা-সাধ্য নহে। তন্নিমিত্ত তাহার নাম যে চিরকাল কলঙ্কিত রহিবে, সন্দেহ নাই। ইতি পূর্ব্বে মিসরদেশে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতেছিল। অপর প্রবাদানুসারে তথায় সেবাই মতের প্রচার ছিল। এতৎ পূর্ব্বে মক্কার বৃত্তান্তে প্রসঙ্গাধীন সেবাই-মতের কথঞ্চিৎ বর্ণন হইয়াছে। মুহম্মদের উত্তরাধিকারিদের গৃহবিচ্ছেদ ও তন্নিবন্ধন বিগ্রহ বর্ণন সাধারণতঃ পাঠকদিগের প্রীতিকর না হইবার সম্ভাবনা। যাহা হউক খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ সপ্তশত বৎসরের অধিক হইল, মিসরদেশে বহু

বিধ দুর্ঘটনা হয়। দারুণ দুর্ভিক্ষ তথা মহামারী দ্বারা বহুলোকের প্রাণ বিনষ্ট হয়। অপর তুরস্কেরা উক্তদেশে স্থানে স্থানে হৃদয়-বিদারণকারী নৃশংস ব্যবহার করিতে লাগিল। অধিকন্তু অত্যাচারের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহা ইউরোপীয় তীর্থযাত্রিরা আসিয়া সম্পন্ন করিল। তাহারা কয়রো নগর অধিকৃত করিবার পন্থা করিল, কিন্তু যখন শুনিতে পাইল যে তাহাদিগের প্রতিরোধার্থ সিরিয়াহইতে সৈন্য আসিতেছে, তখন কিঞ্চিৎ অর্থ লইয়া আক্রমণ করিতে ক্ষান্ত হইল।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে মিসরদেশে মুহম্মদের বংশের অধিকার নিঃশেষিত হইয়া যায়। ঐ বংশের শেষ রাজা আলাউদ্দীন; অমাত্যবর্গের প্রতি তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। অমাত্যবর্গ প্রভুর পদ যে উপায়দ্বারা উৎসন্ন যায় ও যাহাতে আপনাদিগের পদ বর্দ্ধিত হয় সতত তাহারই উপায় দেখিতে লাগিল। অপর আলাউদ্দীনের মৃত্যু হওয়াতে ও তাহার কোন নিকট জ্ঞাতি না থাকাতে প্রধান অমাত্য রাজ্যাধিকারী হইলেন। ইহার নাম আলাউদ্দীন বা সালাদীন। যাহাদিগকে প্রতি কুলাচারী বলিয়া সন্দেহ জন্মিয়াছিল তিনি তাহাদিগকে ধ্বংস করিতে লাগিলেন। তিনি খলীফা উপাধি না গ্রহণ করিয়া কেবল সুল্‌তান্‌ উপাধি গ্রহণ করেন। এক সময় সিসিলির রাজা উইলিয়মস্‌ খ্রীষ্টিয়ানদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া আলেকজন্দ্রিয়া আক্রমণ করেন। কিন্তু তাহাদিগকে দূরীকৃত করিবার নিমিত্ত সুলতানকে প্রয়াস পাইতে হয় নাই। তাহারা ভীত হইয়া আপনাহইতে পলায়নপর হইল।

সালাউদ্দীন বিবিধ প্রকারে কয়রো-নগরীর শোভা ও উন্নতি সম্পন্ন করেন। তিনি ডামাস্‌কসের অধিকারী খলীফাদিগকে বিজিত করিয়া তথায় প্রভুত্ব-স্থাপন করেন। তৎকালে খ্রীষ্টিয়ানেরা খ্রীষ্টের জন্মবশতঃ যিরূসালম-নগরকে পুণ্যপ্রদ জ্ঞান করিত, ও তদ্দর্শন ও অধিকার করিবার মানসে বহুল খ্রীষ্টিয়ান ইউরোপহইতে আগমন করিত। সালাউদ্দীন তাহাদিগের সহিত সর্ব্বদা বিবাদ করিতেন। অনন্তর বিবিধ প্রকার অবস্থা ভোগ করিয়া পঞ্চপঞ্চাশৎ-বৎসরে মর্ত্যলীলা সম্বৃত করেন। তাঁহার পুত্র এল্‌কামেল্‌ খ্রীষ্টিয়ানদিগকে যিরূসালেম-নরগহইতে দূরীকরণ-কার্য্যে কৃতকর্ম্মা হইয়াছিলেন। ১২৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ডমসকস্‌ নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তাঁহার পুত্রদিগের অধিকার-কালে ফরাসিসরা মিসরদেশ আক্রমণ করিবার উদ্‌যোগ করিয়াছিল; কিন্তু অবশেষে তাহাদিগের অধিপতি নবম লুইপাদশাহ পর্য্যন্ত বিজিত হইয়া বন্দী হয়েন।

এই কালে মামলুকনামে বিখ্যাত এক শ্রেণীয় ব্যক্তিদিগের প্রাদুর্ভাব হয়। সালাউদ্দীন নিজে পরস্বাপহারী বলিয়া দেশীয় সৈন্যদিগকে আত্ম অথবা অধিকার রক্ষার নিমিত্ত বিশ্বাস-যোগ্য জ্ঞান করিতেন না; প্রত্যুত কাস্‌পীয় হ্রদের পশ্চিম-পার্শ্ববর্ত্তী কতকগুলি প্রদেশীয় দাস অথবা বন্দী লইয়া মিসরদেশের রক্ষক নিযুক্ত করেন। তাঁহার পরে আগত সুলতানেরাও ক্রমশঃ নূতন নূতন ক্ষমতা প্রদান করত তাহাদিগের বিক্রম বর্দ্ধিত করিয়া গিয়াছিলেন; সুতরাং তাহারা ক্রমে সকল বিষয়ে কর্ত্তা হইয়া উঠিল। আইবেগ-নামে তাহাদিগের এক প্রধান ব্যক্তি অপোগণ্ড রাজকুমারের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল; পরে রাজ্ঞীকে বিবাহ করিয়া স্বয়ং রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইল। তাহার মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র পিতৃপদ ভোগ করে। এই সৈন্য দল মামলুক-নামে ন্যূনাধিক শত বৎসর মিসরদেশের কর্ম্ম নির্ব্বাহিত করিয়াছিল।

অপর সরকেশিয়াহইতে বহুসঙ্খ্যক বন্দী

মিসরদেশে বৎসর বৎসর আনীত হইয়া সৈনিক-কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিত। তাহারা বর্গাইট-নামে খ্যাত এবং বিলক্ষণরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া উঠিয়াছিল। ঐ সৈন্যদিগের বার্কক-নামা কোন অধ্যক্ষ মামলুকদিগের ক্ষমতা অনেক খর্ব্ব করিয়া দেয় তাহার বংশ প্রায়ঃ দেড়শত বৎসর পর্য্যন্ত মিসর-দেশের অধিকারী ছিল। অনন্তর ১৫১৭ অব্দে তুর্ক-জাতীয়েরা বর্গাইট-বংশের শেষ রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া মিসরদেশ স্বীয়াধিকারাধীন করিয়া লইল।

মিসরদেশে তুর্কীয় রাজতন্ত্রের যখন সম্পূর্ণ শৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়াছিল তখন এক সভা ছিল, সভাপতির পাশা উপাধি ছিল। ঐ সভাপতি মামলুকদিগহইতে কয়রোর শাসনকর্ত্তা ও অন্যান্য প্রধান কর্ম্মকারক নির্ব্বাচন করিয়া লইতেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপ-খণ্ডে যুদ্ধ ঘটনা হওয়াতে মিসরদেশে তুর্কীয় সুলতানের ক্ষমতা বিশেষ খর্ব্ব হয়, এবং কার্য্যশৃঙ্খলারও অনেক বিষয়ে পরিবর্ত্তন ঘটে। মামলুক কর্ম্মচারীরা ক্রমশ অধিক সঙ্খ্যক মামলুক নিয়োজিত করিয়া তাহাদিগের ক্ষমতা বর্দ্ধিত ও পুষ্ট করিয়াছিল। অধিকন্তু এ রূপ ঘটিয়া উঠিল যে রাজ্যে মামলক ব্যতিরেকে অন্য উপযুক্ত সৈন্য রহিল না। কর্ম্মকারিরাও তাহাদিগের সাহায্যে যৎপরোনাস্তি উচ্চ-পদস্থ হইতে লাগিলেন। কএক জন পাশা পদস্থ হইয়াছিলেন। তাহাদিগের সাময়িক কোন বৃত্তান্তের উল্লেখ না করিয়া মামলুকদিগের নাশ ও তাহাদিগের নাশের কারণ কথঞ্চিৎ বলিয়া প্রস্তাব শেষ করা যাইতেছে।

মিসরদেশের বর্ত্তমান পাশা মুহম্মদ অলী। ইনি বালক কাল-হইতেই চতুর, কার্য্যক্ষম, ও সাহসিক। প্রথমতঃ যৎসামান্য কার্য্য করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেন। তদনন্তর সৈন্যাধ্যক্ষতাপদ প্রাপ্ত হন। প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ ইউসফ্ তাঁহাকে অকর্ম্মণ্য অপবাদ দিয়াছিলেন; কিন্তু মুহম্মদ সে অপবাদে ভীত না হইয়া বরং গর্ব্বিত হইয়া অধীনস্থ সৈন্যদিগের প্রাপ্য বেতন পাইবার প্রার্থনা করিলেন। তাহা না দেওয়াতে অবশেষে সৈন্যেরা ক্রোধপরবশ হইয়া তৎকালের পাশাকে পদচ্যুত করিয়া অপর ব্যক্তিকে পাশাপদে নিযুক্ত করিল। তিনি নৃশংস হওয়াতে দ্বাবিংশ দিবসের অধিক উক্তপদে থাকিতে পারিলেন না। বস্তুতঃ এই সময় সমস্ত রাজকার্য্য মামলুকদিগের হস্তগত হইল। অপর তাহারা সুলতানের প্রতি বিরাগ এবং মধ্যে ২ নিতান্ত ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতে লাগিল। ইহাতে মুহম্মদঅলী ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে অনেক ব্যক্তির অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া মিসরদেশের রাজপ্রতিনিধিত্ব পদ গ্রহণ করিলেন। খোরশেদ-নামা এক ব্যক্তি তৎকালে পাশা ছিলেন, তিনি মুহম্মদঅলীর অধিকার-গ্রহণে বিড়ম্বনা দিবার নিমিত্ত মামলুকদিগের সহায় করিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে খোরশেদ কর্ত্তৃপক্ষদিগের নিদেশানুসারে মুহম্মদের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ-করণে বাধ্য হইলেন।

তাহাতে তাঁহাকে কিঞ্চিৎ ক্ষান্ত হইতেও হইল, কিন্তু মামলুকদিগের আর শান্তি হইল না। তাহারা মুহম্মদের প্রতি বিদ্বেষ দেখাইতে লাগিল। মুহম্মদ অতিচতুর পুরুষ। মামলুকেরা তাঁহার অভীষ্ট অগ্রে জানিতে না পারে অথচ তিনি তাহাদিগের সম্যক্ শাস্তি বিধান করিতে পারেন আদৌ ইহারই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। অপর সিদ্ধসঙ্কল্প হইবার নিমিত্ত মামলুকদিগের বিশ্বাসী পাত্রদিগকে গোপনে শিখাইয়া দিলেন যে তাহারা তাঁহাকে কয়রো নগরের মধ্যে আক্রমণ করিলেই কৃতকর্ম্মা হইতে পারিবেক তোমরা এই পরামর্শ দেও। মামলুকেরা তাহাদিগের

ঐ সকল কপটমিত্রের মধুর বাক্যে নৃশংসয়ে বিশ্বাস করিয়া নগর-প্রবেশ করণে প্রতিজ্ঞা করিল, এবং জয় হইবেক নিশ্চয় করিয়া পূর্ব্বাহ্নেই নগরের দ্বারের নিকট গিয়া জয়ঢক্কার বাদ্য করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে শীঘ্রই তাহাদিগের ভ্রান্তি প্রকাশ পাইল। নগরবাসীরা চারিদিগ্‌হইতে কোলাহল করণ-পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিজিত করিয়া নৃশংস-বধ করিতে লাগিল। তাহাতে তাহাদিগের এতাদৃশ ক্ষতি হইল যে তাহাদিগের পরাক্রম আর রহিল না। তুর্কদেশীয় যাহারা বন্দী পড়িয়াছিল তাহাদিগেরও প্রাণ বিনষ্ট হইল।

সুলতানের ইচ্ছা ছিল না যে মুহম্মদের মত ক্ষমতাশীল ব্যক্তি মিসরদেশের প্রধানপদে অধিরূঢ় থাকে। এই নিমিত্ত তিনি কোন-প্রধান কর্ম্মচারিকে এই উপদেশ দিয়া আলেকজন্দ্রিয়ায় প্রেরণ করিলেন যে তিনি এলিফা নামক ব্যক্তিকে মুহম্মদের পদে প্রতিষ্ঠিত করেন ও তন্নিবন্ধন মুহম্মদ নিম্নপদস্থ হইয়া যান। যাহা হউক মুহম্মদের আশ্চর্য্য চাতুর্য্য ও অসামান্য প্রাদুর্ভাব দেখিয়া সুলতান স্থির নিশ্চয় করিলেন, মুহম্মদকে অপদস্থ করা সহজ নহে; সুতরাং মুহম্মদ যেমন ছিলেন তেমনি রহিলেন। কিছু দিন পরে মুহম্মদের প্রতিদ্বন্দীরাও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। অতএব তিনি নির্ব্বিঘ্নে মিসরদেশের একাধিপত্য করিতে লাগিলেন। অপর মামলুকদিগকে এক-কালে বিজিত অথবা তাহাদিগের প্রভুত্ব নিঃশেষিত করিবার নিমিত্ত মিসরদেশের উত্তর-ভাগে অগ্রসর হইলেন। তথায় তাহাদিগের অনেককে নিপাতিত করিয়াছেন এমত সময়ে তুর্কীয় সুলতান পত্র পাঠাইলেন, ইংরাজদিগের সহিত বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে। এই প্রযুক্ত তাঁহাকে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিতে হইল। অতঃপর ইংরাজেরা মিসরদেশহইতে চলিয়া গেলে মুহম্মদ রাজ্য সুশৃঙ্খল করিতে যত্নবান্ হইয়া অনেক সৈন্য নিযুক্ত করিলেন, ও চিরশত্রু মামলুকদিগের উৎসেদ না হইলে ভদ্রতা নাই স্থির করিয়া যে প্রকারে হউক তাহাদিগকে উৎসন্ন দিবার উপায় করিতে লাগিলেন। অপর এমন সময় আরবদেশে ওয়াহাবিদিগের সহিত সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত সুলতান, মুহম্মদকে আদেশ প্রেরণ করেন, ও তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত তদীয় পুত্রকে দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ পাশা পদ প্রদান করেন।

যে সকল সৈন্য আরবদেশে যুদ্ধার্থ গমন করিবার আজ্ঞা পাইয়াছিল মুহম্মদঅলী আপন পুত্রকে তাহাদিগের অধ্যক্ষতা-পদে নিয়োজিত করেন। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দের ১ লা মার্চ দুর্গমধ্যে ঐ নবপদ প্রদানের উৎসব হয়। তদুপলক্ষে মামলুকদিগেরও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, তাহারাও সভায় সমাগত হইয়া সম্পূর্ণ মনের সহিত আমোদ প্রমোদে রত হয়। মুহম্মদও তাহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন।

এমত সময়ে মুহম্মদের ইচ্ছানুসারে উৎসব-নিবন্ধন কার্য্য দুর্গের বহির্ভাগে ভূধর-খোদিত পথমধ্যে সম্পন্ন হইবার কল্পনা ধার্য্য হইল। উৎসব নিবন্ধন সৈন্যসকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিতে লাগিল। প্রথমতঃ মুহম্মদের প্রিয় সৈন্যেরা গমন করিল; তৎপশ্চাৎ মামলুকেরা অশ্বারোহণে রহিল। যে মাত্র তাহারা দুর্গের প্রবেশদ্বার পার হইল তৎক্ষণাৎ তাহা অবরুদ্ধ করা হইল। ঐ সময়ে পথের অপর সীমাও রুদ্ধ হইল। ইহাতে মামলুকেরা বিষম বিপাকে পতিত হইল। মুহম্মদের নিজ সৈন্যেরা পূর্ব্বআদেশানুসারে পর্ব্বতোপরিভাগে উঠিয়া মামলুকদিগের লক্ষ্য বহির্ভূত থাকিয়া স্বচ্ছন্দে অশরণ মামলুকদিগের প্রতি গুলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তাহাতে মামলুকদিগের সবংশে বিনাশ হইল। যথার্থ বটে যে কতকগুলি ব্যক্তি প্রাণ-ভয়ে পাশার অন্তঃপুর-মধ্যে

লুক্কায়িত হইয়াছিল; কিন্তু নৃশংস মুহম্মদ তাহাদিগকে বাহিরে আনাইয়া পশুবৎ সংহার করিলেন। কথিত আছে যে আমিম্-নামে এক ব্যক্তি মামলুকমাত্র রক্ষা পাইয়াছিল। সে দৈবাধীন নির্দ্দিষ্ট সময়ে মহোৎসবে উপস্থিত হয় নাই। অনন্তর যখন আসিয়া উপস্থিত হইল তখন সৈন্যেরা গিরিশঙ্কটে আবদ্ধ হইয়াছিল, আর দুর্গের দ্বার বদ্ধ দেখিয়া তাহার সন্দেহ জন্মিয়াছিল, অতএব সে কাল-বিলম্ব না করিয়া নগর বহির্গত হইয়া সিরিয়া দেশে পলায়ন করে। মুহম্মদ যেরূপ পাষাণহৃদয় হইয়া এই নৃশংস ব্যাপার সিদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা ১২২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত চিত্রে কটাক্ষ করিলে হৃদয়ঙ্গম হইবেক। ঐ চিত্রে মুহম্মদঅলী এক হস্তে জপমালা ও অন্য হস্তে অলবলার নল ধারণ-পূর্ব্বক ধূমপান করিতেছেন সম্মুখে সৈন্যেরা মামলুকদিগকে বন্দুকদ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিতেছে।

মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক।

মালবিকাগ্নিমিত্রনাটক মহাকবি কালিদাস-প্রণীত। এই নাটক পঞ্চম অঙ্কে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। কিংবদন্তী এই প্রকার আছে, কালিদাস সর্ব্বাগ্রেই এই নাটক রচনা করেন। যাহা হউক, মালবিকাগ্নিমিত্র এক্ষণে এদেশে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। মধ্যে কিছুকাল ভারতবর্ষের মঠধারী অধ্যাপক মহাশয়েরা নাটক-নাটিকাদি সাহিত্য-পুস্তক স্পর্শও করেন নাই; সুতরাং ঐ সকল গ্রন্থ এদেশে প্রায়ঃ অন্তর্হিতই হইয়াছিল। অনন্তর, সৌভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষীয় সংস্কৃত কালেজের সৃষ্টি হওয়াতেই এক্ষণে সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রের একপ্রকার আবিষ্কার হইয়াছে। কিন্তু তথাপি মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের বহুলপ্রচার অদ্যাপি হয় নাই।

অনুমান ৪০ বৎসর অতীত হইল, কলিকাতায় সংস্কৃত-কালেজ স্থাপিত হইয়াছে। এই দীর্ঘ-কাল-মধ্যেও তথায় মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের আলোচনার উল্লেখ হয় নাই। সুতরাং তথাকার ছাত্রেরা অদ্যাপি ইহার নামও করেন না। এদেশীয় যন্ত্রাধ্যক্ষেরাও ইহার মুদ্রাঙ্কনে অদ্যাপি বিরত রহিয়াছেন। জর্ম্মণেরা এই নাটক মুদ্রাঙ্কিত ও প্রচারিত করিয়াছেন। আমরা জর্ম্মণদেশীয় মুদ্রিত পুস্তক দৃষ্টি করিয়াই নিম্ন নিবেশিত উপন্যাস ভাগ সঙ্গ্রহ করিলাম।

পণ্ডিতবর উইলসন সাহেব কহেন, এই মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক, বাস্তবিক, অভিজ্ঞান-শকুন্তলাদি নাটকের প্রণেতা মহাকবি কালিদাসের প্রণীত নহে। বস্তুতঃ এ কথা সঙ্গত বোধ হয় না। আমরা ইহার লিখন ভঙ্গীতে এবং অন্যান্য নানা প্রমাণে নিশ্চয় অনুমান করিয়াছি, ইহা কবিরত্ন কালিদাসের প্রথম কৃতিই হইবেক, সংশয় নাই।

এই মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে রাজা অগ্নিমিত্রের মালবিকাগত ব্যাসক্তি বর্ণিত হইয়াছে। রাজ্ঞী ধারিণীর এক শঙ্কর * ভ্রাতা বীরসেন নর্ম্মদাতীর-বর্ত্তী অন্তপালদুর্গের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনিই ঐ মালবিকাকে ভগিনী-সমীপে উপহার প্রেরণ করেন। তৎকালে, মালবিকা বালিকা অথচ সাতিশয় শিল্প-প্রবৃত্তিমতী ছিলেন, এই নিমিত্তই উহাকে ঐ ভগিনী-সমীপে উপহার প্রেরণ করিতে বীরসেনের প্রবৃত্তি হয়। ধারিণী মাল-

* মদ্ধজাতি হইতে উৎকৃষ্ট জাতির গর্ভজাত।

বিকা-প্রাপ্তিতে সবিশেষ পরিতুষ্টা হইলেন, এবং তাহাকে প্রিয়সহচরী করিয়া রাখিলেন।

রাজ্ঞী ধারিণী সঙ্গীতবিদ্যায় অনুরক্তা ছিলেন; অতএব. এক জন নাট্যাচার্য্য তাঁহার নিয়তই চাকর নিযুক্ত ছিলেন। রাণীর ঐ নাট্যাচার্য্যের নাম গণদাস। কিছু দিনপরে রাজ্ঞী সহচরী মালবিকাকে গণদাসের শিষ্যা করাইয়া দিলে গণদাসের নিকটে মালবিকার সঙ্গীতবিদ্যার শিক্ষা হইতে লাগিল।

মালবিকা অত্যন্ত রূপবতী ছিল। এমন কি, তাহাকে দেখিলে নিতান্ত শান্ত রসাস্পদ মুনিজনেরও মানস বিচলিত হইয়া যায়। অতএব রাজ্ঞী তাহাকে সর্ব্বদা সাবধানে রাখিতেন— মহারাজের দৃষ্টিপথ স্পর্শও করিতে দিতেন না।

রাজ্ঞী ধারিণী এক দিন চিত্রশালায় স্বয়ং উপস্থিত হইয়া; আপনার চিত্র প্রস্তুত করাইতেছেন। ঐ চিত্রপটে তাঁহার চিত্রের চতুষ্পার্শ্বে সখী এবং সহচরীদের চিত্রও অঙ্কিত হইয়াছে, এমত সময়ে রাজা অগ্নিমিত্র হঠাৎ তথায় উপনীত হইলেন। রাজ্ঞী রাজার এই অসম্ভাবিত-সমাগম-সন্দর্শনে অতীব ব্যস্ত সমস্ত হইলেন, এবং পাছে মালবিকার সবিশেষ সমস্ত বিবরণ তাঁহার কর্ণগোচর হয় এই নিমিত্ত শশব্যস্ত হইতে লাগিলেন।

অনন্তর. সখীরা সিংহাসন আনিয়া উপস্থিত করিল। রাজ্ঞী এবং রাজা উভয়ে তাহাতে উপবেশন করিলেন। চিত্রপট সম্মুখেই রহিয়াছে, যথেষ্ট চেষ্টা ছিল, কিন্তু রাজ্ঞী তাহা কোন রূপেই সরাইতে পারেন নাই।

রাজ্ঞীর সমুচিত অভ্যর্থনা সমাপনের পর, রাজা মালবিকার চিত্র উদ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন. "রাণি! এ চিত্রটী কার?" তখন, রাজ্ঞী যেন শুনিতে পাইলেন না এরূপ ছল করিয়া নিরুত্তর রহিলেন, অথবা অন্য কোন আলাপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু চোর, কোথায় ধর্ম্মের কথায় কর্ণদান করিয়া থাকে? অগ্নিমিত্র ঐ কথা পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজ্ঞী, এবারেও পূর্ব্ববৎ ব্যাজাবলম্বন করিতেছেন .এমন সময়ে তাঁহার বকুল স্ত্রী-নাম্নী একটী অতি বালিকা দাসী তাঁহাকে নীরব দেখিয়া হঠাৎ কহিয়া ফেলিল, এ ছবি মালবিকার। তখন রাজ্ঞী পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক ত্রাসযুক্তা হইলেন। কিন্তু কি করেন, অগত্যা ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক মনে ২ স্থির করিলেন, আমি অতঃপর সমধিক সতর্ক থাকিলে, অন্য কোন বিঘটঘটনার সম্ভাবনা বোধ হইতেছে না।

রাজা অগ্নিমিত্র মধুময় মালবিকার নাম শ্রবণ মাত্র অতিমাত্র আহ্লাদে পুলকিত হইলেন। ঐ অবধি মালবিকার অসামান্য রূপ লাবণ্য তাঁহার চিত্তপটে চিত্রিত রহিল। অনন্তর তিনি কি প্রকারে ঐ অসাধারণ ললনারত্ন মালবিকার মনোহর মূর্ত্তি সাক্ষাৎ করিয়া নয়নযুগলকে চরিতার্থ করিবেন, অহর্নিশ কেবল এই অভিসন্ধির পরতন্ত্র রহিলেন। গৌতম-নামা এক ব্রাহ্মণ অগ্নিমিত্রের অতি প্রিয় সহচর ছিলেন। তিনি বিলাসিজন মনোরঞ্জন বিদ্যায় সাতিশয় নিপুণ এবং অসাধারণ-ক্ষমতাপন্ন। অগ্নিমিত্র তাঁহাকেই ঐ উপায়ের উদ্ভাবনে ব্রতী করিলেন।

রাজা অগ্নিমিত্র হরদত্ত-নামা এক নাট্যাচার্য্যকে চাকর রাখিয়াছিলেন। গণদাস যেমন রাজ্ঞীর নাট্যাচার্য্য হরদত্তও সেই প্রকার রাজার নাট্যাচার্য্যতা করিতেন। গৌতম অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, অবশেষে ঐ গণদাস এবং হরদত্ত উভয়ের মধ্যে বিবাদ উত্থাপন করিয়া দিলেন। গণদাস কহেন আমি শ্রেষ্ঠ, এবং হর-

দত্ত বলেন, আমি শ্রেষ্ঠ, এই রূপে তাঁহাদের উভয়ে ঘোরতর বিতণ্ডা চলিতে লাগিল।

একদা রাজা অগ্নিমিত্র সস্ত্রীক রাজসিংহাসনে অধ্যাসীন হইয়াছেন, ইত্যবসরে তাঁহার মন্ত্রী বাহতক একখান পত্র পাঠ করিতে২ আসিয়া রাজসভায় উপনীত হইলেন। রাজা মন্ত্রিকে তাদৃশাবস্থ দেখিয়াই জানিতে পারিলেন, ঐ পত্র রাজা বৈদর্ভের নিকটহইতে আসিয়াছে; অতএব জিজ্ঞাসিলেন, "বাহতক, বৈদর্ভের ভাব কি?" অমাত্য উত্তর করিলেন, "মহারাজ; তিনি মরণোন্মুখ হইয়াছেন। এই দেখুন্ তিনি আপনকার পত্রের কি প্রকার গর্ব্বগর্ভ উত্তর লিখিয়াছেন। রাজা বৈদর্ভ লিখেন, "মহাশয় আমাকে আদেশ করিয়াছেন মহাশয়ের পিতৃব্য-পুত্র কুমার মাধব সেন, সপরিবারে আমার রাজ্য দিয়া গমন করিতেছিলেন, আমার সীমাপাল, তাঁহাকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এক্ষণে আমি মহাশয়ের নাম শুনিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিব। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! মহাশয় কি ইহাও বিদিত নন্ যে সমকক্ষ রাজার সহিত কি প্রকারে ব্যবহার করিতে হয়। বরং এস্থলে আমি আপনকাকেই মধ্যস্থ মানিতেছি, আপনিই এবিষয়ে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-কল্পে সমুচিত বিবেচনা করিবেন। পরন্তু ইহাঁর ভগিনী, গৃহবৈগুণ্যে অনুদ্দিষ্টা হইয়াছেন। তাঁহার অন্বেষণের নিমিত্ত পশ্চাৎ যত্ন পাইব। অথবা মাধবসেনকে আপনি ছাড়াইলেই আমি ছাড়িয়া দি। এবিষয়ে আমার যে অভিসন্ধি, তাহা আপনকাকে সুস্পষ্ট করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে এ রাজধানীর প্রধান মন্ত্রী আমার শ্যালককে আপনি রুদ্ধ করিয়াছেন, এক্ষণে আপনি যদি তাঁহাকে মুক্তি দেন, তাহাহইলে আমিও আপনকার মাধবকে ছাড়িয়া দিতে পারি।""

বৈদর্ভের এই পত্র শ্রবণ করিয়া রাজা অগ্নিমিত্র এককালে কোপানলে প্রজ্বলিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি! দুরাত্মা বৈদভ আপনার পরিমাণ বুঝিল না, আমার নিকটেও আত্মাকে মহম্মন্য প্রকাশিত করিতেছে; আমার সহিত সমব্যবহার করিতে ইচ্ছা করে?" অনন্তর তৎক্ষণাৎ সমুচিত-আড়ম্বর-পূর্ব্বক মন্ত্রীকে আজ্ঞা করিলেন, "বাহতক, আমি তোমাকে পূর্ব্বেই কহিয়া ছিলাম, দুরাত্মা বৈদর্ভের দমনার্থ বীরসেন প্রভৃতি আমার সেনাপতিদিগকে তথায় প্রেরণ কর। তুমি তৎকালে তাহা করিলে না। যাহা হউক, এক্ষণে আর নিমেষমাত্রও বিলম্বে প্রয়োজন নাই। আশু তাহাই সম্পন্ন কর। অপর বলিয়া দাও, উহারা তথায় উপস্থিত হইয়াই যেন সেই দুরধ্যবসায়ীর প্রাণবধ-সাধন করিয়া সর্ব্বাগ্রেই মাধবের উদ্ধার করে।" বাহতক "যে আজ্ঞা মহারাজ!" বলিয়া প্রস্থান করিল।

এই ব্যাপারের পরই রাজা একাকী গৃহান্তরে অধিবাস ও বিশ্রাম করিতেছিলেন এই সময়ে তাঁহার প্রিয় সহচর গৌতম* আসিয়া তথায় উপনীত হইলেন। অগ্নিমিত্র গৌতমকে দেখিয়া আহ্লাদিত হইলেন, এবং কহিয়া উঠিলেন, এই যে আমার কার্য্যান্তর-সচিব আসিতেছেন, অনন্তর গৌতমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সখে! কি উপায় করিলে বল? তখন গৌতম যথোচিত আড়ম্বরপূর্ব্বক কহিলেন, "উপায়ের কথা আর কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন? এক্ষণে কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে কি না ইহাই জিজ্ঞাসা করুন।" এই বলিয়া রাজার কর্ণে মালবিকা-সাক্ষাৎকারের উপায়ভূত গণদাস ও হরদত্ত উভয়ের পরস্পর-বিবাদ-ঘটনার সবিশেষ সমস্ত বিবরণ কহিলেন। তাহা শুনিয়া রাজা ঐ সহচরের

* নাটকে ইহার নাম বিদূষক।

যথেষ্ট প্রশংসা এবং আপনার যথেষ্ট তুষ্টি প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

মালবিকার ভাবি-মিলন-প্রসঙ্গে এই প্রকার কথোপকথন ও আমোদ প্রমোদ চলিতেছে এমন সময়ে, পরস্পর জয়ৈষী হইয়া গণদাস এবং হরদত্ত উভয়ে দ্বারদেশে আসিয়া পৌঁহুছিলেন। কঞ্চুকী রাজসাক্ষাৎকারে উপনীত হইয়া নিবেদন করিল, "মহারাজ! অমাত্য বাহতক বিজ্ঞাপন করিতেছেন, অধিরাজের আজ্ঞা সম্পাদন হইয়াছে। পরন্তু নাট্যাচার্য্য গণদাস ও হরদত্ত উভয়েই রাজসন্দর্শন-মানসে দ্বারদেশে উপস্থিত; কি আজ্ঞা হয়?" তখন রাজা, গণদাস এবং হরদত্তের, প্রতীক্ষিত আগমন-সমাচার শ্রবণ-গোচর হইবামাত্র, গৌতমকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "সখে! তোমার সুনীতিপাদপের পুষ্প বিকশিত হইয়াছে।" অনন্তর কঞ্চুকীকে আজ্ঞা করিলেন "অবিলম্বে লইয়া আইস।"

গণদাস ও হরদত্ত রাজসাক্ষাৎকারে উপনীত হইলে, রাজা তাঁহাদিগকে সমুচিত সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং যথোচিত অভ্যর্থনা-সমাপনের পর জিজ্ঞাসিলেন, "শিষ্যোপদেশকালে আপনারা উভয়েই হঠাৎ এই স্থানে আগমন করিলেন ইহার কারণ কি? "গণদাস কহিলেন," মহারাজ! অসময়ে আসিবার হেতু শ্রবণ করুন, আমি সুপণ্ডিত-হইতে অভিনয়-বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি। আর, এবিষয়ে আমি সুশিক্ষিত কি না, তাহাও অধিরাজের অগোচর নাই। প্রথমে আমার প্রয়োগ-নৈপুণ্য দেখিয়াই অধিরাজ এবং অধিরাজ্ঞী আমাকে মনোনীত করেন। তদনন্তর আমি এই রাজ-সরকারে পরিগৃহীত হইয়াছি। কিন্তু এক্ষণে কহিতে দুঃখাতিশয়ে আমার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। সেই আমি, সম্প্রতি আপনকার হরদত্তকর্তৃক সবিস্তর অবমানিত হইয়াছি। হরদত্ত কোন প্রধান লোকের সাক্ষাতে আমাকে এই বলিয়া অধিক্ষিপ্ত করিয়াছেন "তুই আমার পদধূলিরও তুল্য হইবি না।" হরদত্ত কহিলেন, "অধিরাজ, শ্রবণ করুন, উনিই অগ্রে বিবাদের সূত্রপাত করেন। প্রথমে উনিই অকারণ আমার নিন্দা করিয়াছেন। হঠাৎ আমাকে উদ্দেশ করিয়াই কহিয়া উঠিলেন, "সমুদ্র এবং পল্বল এ উভয়ে যত অন্তর, তোমায় আমায় তত প্রভেদ।" তা. চূড়ামণি।

নকুলাদি পশুর বিবরণ।

প্রাণি-তত্ত্বজ্ঞেরা বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন যে মাংসাদ জীব-সকলের মধ্যে কতকগুলি জীব ভূমিতে পদতল স্পৃষ্ট করিয়া ভ্রমণ করে; কতকগুলি ভূমিতে কেবল অঙ্গুলি স্পৃষ্ট করিয়া বিচরণ করে, এবং অপর কতকগুলি জলে বিচরণ করে, সুতরাং তাহাদিগকে "পদচর" "অঙ্গুলীচর" এবং "জলচর" এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ফলতঃ তাহাদিগের সাধারণ লক্ষণ নির্ণীত করিলেও তাহাদের তিন শ্রেণী সপ্রমাণীকৃত হয়।

পদচর মাংসাদ জীবের মধ্যে ভল্লুক, বেজর, রাকুন, বেণ্টুরঙ্গ, কোয়াটী প্রভৃতি কএক পশু নির্ণীত হয়। তাহারা স্বভাবতঃ মাংসপ্রিয়, কিন্তু ইচ্ছা ও অবকাশমতে অনেক উদ্ভিদ্-পদার্থও ভক্ষণ করে। ভল্লুক এই গণের মধ্যে প্রধান জীব। ইহার বল বীর্য্য ও নৈষ্ঠুর্য্য সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে।

অঙ্গুলীচর মাংসাদ-জীবেরা অঙ্গুলীরই অবলম্বনে বিচরণ করে; কদাপি অন্য পশুর ন্যায় সমস্ত পাদ ভূমিতে স্পর্শ করায় না। তাহাদের পদতল কেশে আবৃত, এবং দন্তসকল মাংস-ভক্ষ-

নকুলাদি পশু।

গের বিশেষ উপযুক্ত; ফলতঃ ইহারাই মাংসাদ জীবের প্রধান আদর্শ। ইহাদিগের দেহ সরল, দীর্ঘ, সমর্থ, এবং যৎপরোনাস্তি চঞ্চল। জীববেত্তারা ইহাদিগকে তিন দলে বিভক্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে নকুলাদি দল "দ্বিতীয়," "কুক্কুরাদি দল," এবং তৃতীয় "বিড়ালাদি দল।" এই তিন দলের মধ্যে বর্ত্তমান প্রস্তাবে নকুলাদি দলে আমাদিগের উদ্দেশ্য। ঐ দলমধ্যে কোন বৃহৎ-কায় বা মনোরঞ্জক পশু নির্দ্দিষ্ট নাই; তত্রাপি তাহা অনেককর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া থাকে। ইহাতে যে সকল জীব নির্দ্দিষ্ট আছে তৎসমুদায়ই কৃশ লঘু এবং খর্ব্বপাদবিশিষ্ট; অথচ ইহারা অত্যন্ত বলবান, অত্যন্ত চঞ্চল এবং যৎপরোনাস্তি নৃশংস। সিংহ ব্যাঘ্রাদি পশু অত্যন্ত নৃশংস বলিয়া প্রসিদ্ধ

আছে: তাহারা প্রয়োজন হইলেই জীব-হিংসা-দ্বারা উদরপূর্ত্তি করে; কিন্তু ক্ষুধার বেগ না থাকিলে জীবহিংসায় ব্যগ্র হয় না; প্রয়োজনাতিরিক্ত জীব-বিনাশেও ইহাদিগের প্রবৃত্তি নাই। নকুলাদি পশুরা তাদৃশ নহে; তাহারা তদপেক্ষায় অধিকতর নিষ্ঠুর; তাহারা জীববিনাশে প্রীতি প্রাপ্ত হয়, অতএব তৎকর্ম্মে সাধ্যানুসারে কদাপি ত্রুটি করে না; যে কোন সঙ্খ্যক জীব নিকটে পায় তৎসমুদায়ই বিনষ্ট করিয়া থাকে। খটাস এই গণান্তর্গত পশু। অনেকে দেখিয়া থাকিবেন যে তাহারা কোন কপোত-পালীতে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে সকল পারাবত নষ্ট করে, ইচ্ছানুসারে একটিও ত্যাগ করে না; অন্যথা তাহারা ক্ষুন্নিবারণে তুষ্ট হইলে দুই একটা পারাবতে পরিতৃপ্ত হইত। ভোন্দড়েরাও অবকাশমতে পুষ্করিণীর সমস্ত মৎস্য নষ্ট করিতে ত্রুটি করে না।

এই নৃশংসত্বের এক প্রধান কারণ এই যে নকুলাদি পশু শোণিত-প্রিয়; অন্যান্য পশুর ন্যায় মাংস-ভক্ষণ না করিয়া কেবল মস্তিষ্ক ভক্ষণ ও স্কন্ধের শোণিত পান করে; সুতরাং অনেক জীব নষ্ট না করিলে পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। অপর এই প্রযুক্তই তাহারা জীব নষ্ট করিবার সময়ে তাহাদের স্কন্ধেই দংশন করিয়া থাকে। প্রস্তাবিত পশুরা যে প্রকার ব্যাঘ্রহইতেও নৃশংস সেই রূপ সাহসিকও বটে। দৃষ্ট হইয়াছে যে অতি ক্ষুদ্রকায় ইন্দুর-সদৃশ নকুল বৃহৎকায় রাজহংসকে ধৃত করিতেও অপ্রস্তুত নহে। কথিত আছে যে কএকটী বেজি একত্রিত হইয়া মনুষ্যকেও আক্রমণ করিয়া থাকে।

নকুলাদি পশুদিগের অনেক জাতিভেদ আছে। ইউরোপ-খণ্ডে উর্দ্ধবিড়াল (পোলকেট), * সম্বর, (ষ্টোট্ বা অর্মিন সিবেট-কেট মার্টেন্, ফেরেট্, বেজী (উইজল্) এবং ভোন্দড় (অটর্) এই কয় জাতি প্রসিদ্ধ; এবং ইহাদের অনেক বর্ণভেদও উক্ত হইয়া থাকে। বিবিধার্থের প্রথম-খণ্ডে আমরিকা-নিবাসী দুর্গন্ধ নকুল-নামে এই জীবের জাতি-বিশেষের বিবরণ লিখিত হইয়াছে। এতদ্দেশের নকুলদিগের জাতিভেদ করিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত বিলাতি জাতি কএকের অনায়াসে অবলম্বন হইতে পারে; কারণ তাহাদ্বারা নকুলাদি সমস্ত জীবের বিবরণ না হইলেও প্রধান ২ সকল পশুদিগের সমাহার হইতে পারে।

বঙ্গদেশে সর্ব্বদা দুই প্রকার উদ্‌বিড়াল দৃষ্ট হয়। তাহার উভয়ের অবয়ব একপ্রকার; কিন্তু একের গাত্রে আতব-তণ্ডুলের সদৃশ গন্ধ থাকে, অন্যের গাত্রে কোন গন্ধ থাকে না। ইহাদিগের দেহ সামান্য-বিড়ালের দেহহইতে প্রায়ঃ দ্বিগুণ বৃহৎ হইবেক; এবং বর্ণ অনুজ্জ্বলধূম্র। ইহারা স্বভাবতঃ নক্তচর, এবং ক্ষুদ্র পক্ষী মৎস্য ও ক্ষুদ্র-পশু-শাবক ভক্ষণ করিয়া কাল-যাপন করে। বৃক্ষে বিচরণ করিতে ইহারা বিশেষ তৎপর, এবং তৎপ্রযুক্তই উদ্‌বিড়াল-নামে বিখ্যাত হইয়াছে। গন্ধবিশিষ্ট উদ্বিড়ালকে গন্ধনকুল বা গন্ধনকুলও বলা গিয়া থাকে।

ইউরোপ-খণ্ডের অর্মিন্ পশুর অনুরূপ কোন পশু বঙ্গদেশে নাই; কিন্তু হিমালয়ের উত্তর পারে তাহার কোন অসদ্ভাব হয় না। ইহার অবয়ব সামান্য বেজীহইতে কিঞ্চিৎ বৃহৎ; কিন্তু উদ্‌বিডালহইতে অনেক কৃশ ও হ্রস্ব। ইহার স্বভাব ও আহারের নিয়ম অন্যান্য নকুলের সদৃশ; কিন্তু ইহার লোম অন্য সকল নকুলাপেক্ষা অত্যন্ত কোমল এবং মসৃণ। তাহারা গ্রীষ্মকালে ধূম্র বর্ণ থাকিয়া শীতকালে নির্ম্মল শুক্ল বর্ণ হয়। তাহাদের লাঙ্গুলের লোম কৃষ্ণবর্ণ। এই লোম শীত-নিবারণের উত্তম উপায়; তৎপ্রযুক্ত শীতপ্রধানদেশে

* পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় মুদ্রিত চিত্রের ক চিহ্নে পোলাকট, খ চিহ্নে সম্বর, গ চিহ্নে মার্টিন, ঘ চিহ্নে ফেরেট, এবং ঙ চিহ্নে বেজী পশুদিগের আকৃতি প্রদর্শিত হইয়াছে।

ইহার বিশেষ সমাদর আছে; এবং ধনী লোকেরা অনেক অর্থ দিয়া ইহা ক্রয় করিয়া থাকেন। এতদ্দেশে উক্ত লোম "সম্বর" নামে প্রসিদ্ধ, এবং তৎপ্রযুক্ত আমরা প্রস্তাবিত পশুকে উক্ত নামে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি। আমাদিগের ঋদ্ধিমন্ত পাঠকদিগের অনেকের সম্বরের টুপি আছে, সন্দেহ নাই; পরন্তু তাহা যে বঙ্গদেশে বিশেষ প্রয়োজনীয় এমত বোধ হয় না। শীতাধিক্য দেশে সম্বর বিশেষ সুখদ বটে; এবং তৎপ্রযুক্ত প্রতিবৎসর অনেক লক্ষ আর্মিন্ বিনষ্ট হয়। বোধ হয় ঐ লোমের নিমিত্ত বার্ষিক দশ লক্ষ টাকার বাণিজ্য হইয়া থাকে।

বিলাতি মার্টিন পশু প্রায়ঃ উদ্বিড়ালের তুল্য; এবং তাহার লোমও কখন২ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা আমাদিগের বিশেষ প্রয়োজনীয় বলা যাইতে পারে না। তদপেক্ষায় ফেরেট্ পশু অনেক উপকারী। তাহা এতদ্দেশীয় বেজী হইতে কিঞ্চিৎ বৃহৎ বা প্রায় তুল্যাবয়ব বলা যায়; কেবল তাহার বর্ণ শুক্ল। ইহারা অনায়াসে মনুষ্যের পোষ্য হয়; এবং আজ্ঞাধীন হইয়া ধান্যাগারের উপদ্রবজনক ইন্দুর নষ্ট করিয়া থাকে। এতদ্দেশে এই পশুর প্রচার থাকিলে অনেক কৃষকদিগের উপকার হইত, সন্দেহ নাই।

সামান্য বেজী পাঠকবর্গ সকলেই দেখিয়াছেন; এবং তাহাদিগের বর্ণ স্বভাব চরিত্র সর্পশত্রুতা দুগ্ধপ্রিয়তা এবং বিষঘ্ন ঔষধানয়নশক্তি সকলেরই গোচর আছে, অতএব তাহার বর্ণনে বিবিধার্থের আয়তন সঙ্কীর্ণ করা কর্ত্তব্য নহে। বিলাতে প্রবাদ আছে যে বন্যবেজীরা দলবদ্ধ হইয়া মনুষ্যকে আক্রমণ করে; কিন্তু সে প্রবাদ কি পর্য্যন্ত সত্য তাহা নিরূপিত হয় নাই। এই মাত্র দৃষ্ট হইয়াছে যে আক্রান্ত হইলে ইহারা নিঃসংশয়ে কুক্কুরাদিকে আক্রমণ করিতে বিরত হয় না; এবং তৎসময়ে কুক্কুর ও তৎস্বামীকে নৃশংসরূপে দংশন করিয়া থাকে।

ইউরোপ-খণ্ডের ভোন্দড়হইতে ভারতবর্ষের ভোন্দড়ে কোন বিশেষ প্রভেদ নাই; ফলতঃ তাহারা এক জাতীয় পশু। বঙ্গদেশের স্থানভেদে তাহাদিগকে ধেড়ে ও ভাম নামেও উল্লেখ করা গিয়া থাকে। ইহারা নকুলহইতে স্থূলকায় খর্ব্বকেশ ও বর্ত্তুলমুখ বিশিষ্ট; অধিকন্তু ইহাদিগের পদচতুষ্টয়ের অঙ্গুলীসকল অপরাপর জালপাদ পশুর ন্যায় ত্বচে আবৃত। চক্ষুঃ অত্যন্ত ক্ষুদ্র; কর্ণকুহর ত্বক্ ও লোমে আবৃত; তদ্দৃষ্টে অনায়াসে বোধ হয় যে স্বভাবতঃ ইহারা জলচররূপে সৃষ্ট হইয়াছে। ফলতঃ ইহারা মৎস্য ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে; পরন্তু মৎস্য ধৃত করণ ভিন্ন অন্যসময়ে ইহারা স্থলেই বাস করিয়া থাকে। ধীবরেরা ইহাদিগকে অনায়াসে বশীভূত করিতে পারে; এবং তাহা হইলে স্বামীর আদেশানুসারে ইহারা অনেক মৎস্য ধরিয়া প্রতিপালকদিগের শ্রম সফল করে। চীনদেশে অনেক ধীবর জালাদির অবলম্বন না করিয়া কেবল ভোন্দড়ের সাহায্যে অনায়াসে দিনপাত করিয়া থাকে।

ক্র্যাকৌ নগর সন্নিহিত লবণখনি।

(প্রেরিত প্রস্তাব।)

পোলণ্ড দেশের পূর্ব্ব রাজধানী ক্র্যাকৌর প্রায়ঃ আটমাইল অন্তরে উইলিট্স্কা নামক ক্ষুদ্র নগরীতে সৈন্ধব লবণের একটী আকর আছে। যে পর্ব্বত-শ্রেণী কার্পথিয়ান পর্ব্বতের সহিত মিলিত হইয়াছে, এই আকর তাহারই উত্তরস্থ কএকটী গণ্ডশৈলে স্থিত। ইহা অতীব বৃহৎ ও আশ্চর্য্য; প্রায়ঃ ছয় শত বৎসর অতীত

হইল, ইহা অনবরত খাত হইতেছে তত্রাপি ইহার বিশেষ হ্রাস হয় নাই।

এই আকরের আটটী দ্বার আছে; তাহার ছয়টী প্রান্তর মধ্যস্থ, এবং দুইটী নগরাভ্যান্তরস্থ। দ্বারসকলের অভ্যন্তর বৃহৎ২ বৃক্ষকাণ্ডে মণ্ডিত, এবং প্রত্যেকের উপরে এক২ টী প্রকাণ্ড চক্র ও তদুপরি জাহাজের কাছির ন্যায় এক এক খান স্থূল রজ্জু রহিয়াছে। ঐ যন্ত্রদ্বারা বস্তুসকল নিম্নে অবতারিত ও লবণ উত্থিত করা হইয়া থাকে।

আকর-গর্ভে প্রবেশ করিবার সোপান অত্যন্ত প্রবণ নহে, কিন্তু অতিশয় অপ্রশস্ত। সোপানের অধোভাগ চারিশত হস্ত নিম্ন। দিদৃক্ষু ব্যক্তিকে এই সোপানযোগে অবতীর্ণ হইয়া যে স্থানে উপস্থিত হইতে হয় তাহা ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। খনি-খনকেরা এই স্থলে চক্‌মকিযোগে অগ্নিবহিষ্করণপূর্ব্বক একটী ক্ষুদ্র প্রদীপ জালিয়া তাহাকে অনেক ক্ষুদ্র২ পথ দিয়া লইয়া যায়। এই সকল পথ অতিক্রম করিয়া তাহারা সোপান-যোগে ক্রমশঃ আকর গর্ভে প্রবেশ করিতে থাকে। পরে সর্ব্ব-নিম্নস্থ সোপান সহকারে অবরোহিত হইয়া তাহাদিগকে একটী অন্ধকারময় ক্ষুদ্র গহ্বরে উপনীত হইতে হয়। অবরোহণ-কালে পথ-প্রদর্শক পাছে আপনার হস্তস্থিত সেই প্রদীপের ক্ষীণ আভা কোন প্রকারে নির্ব্বাণ হয় এই আশঙ্কা প্রকাশ করিতে থাকে; এবং সর্ব্বদাই কহে "এই রূপ ঘটনা ঘটিলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে।" এই বিভীষণ গহ্বরে উপস্থিত হইবামাত্র খনি-খনক সহসা প্রদীপ নির্ব্বাপিত করে, এবং হস্তধারণ পূর্ব্বক সেই দর্শনেচ্ছু ব্যক্তিকে আকর্ষণ করিয়া এক অপ্রশস্ত দ্বারদিয়া আকরের অভ্যন্তরে লইয়া যায়। এই স্থলের শোভা অননুভবনীয়। দিদৃক্ষু ব্যক্তি তথায় দেখেন, প্রশস্ত ভূমি খণ্ড সম্মুখে রহিয়াছে, এবং তদুপরি একটী কৃত্রিম নগরী শোভা পাইতেছে। তত্রস্থ গৃহ, শকট, পথ ইত্যাদি সমুদায় এক প্রকাণ্ড লাবণ গিরিহইতে খোদিত হইয়া যেন স্ফটিকের সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে। তথায় ব্যবহারার্থ যে সকল আলোক অবিরামে প্রজ্বলিত রহিয়াছে, সেই সকল আলোক-সহযোগে আকরের ছাদের আশ্রয়স্বরূপ, ইন্দ্রধনুবর্ণ মণ্ডিত এবং অমূল্য-মণি-খচিতের ন্যায় দৃশ্যমান মহোচ্চ লবণ-স্তম্ভ-সকল দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া এরূপ অত্যুজ্জ্বল ও শোভাসম্পন্ন হইয়াছে, যে তাহা পৃথিবীতলস্থ কোন পদার্থেই দৃষ্টিগোচর হইবার সম্ভাবনা নাই।

এই প্রসারিত পৃথিবীগর্ভের নানাস্থানে খনি-খননকারী মনুষ্যগণ কুটীর-নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক সপরিবার বাস করিয়া রহিয়াছে। কোন২ স্থানে তাহাদের কুটীর সকল একত্র নির্ম্মিত হইয়া গ্রামের ন্যায় অনুভূত হইতেছে। পৃথিবীস্থ মনুষ্যগণের সহিত তাহাদের কিঞ্চিন্মাত্রও সংস্রব নাই। কত শত ব্যক্তিই এই রূপ ভূগর্ভে জন্ম গ্রহণ ও ভূগর্ভে বসতি করিয়া জীবন-যাপন করিতেছে।

এই প্রশস্ত সমভূমির মধ্যস্থলে একটী পথ আছে? সর্ব্বদাই তাহা প্রভূত-লবণে পরিপূরিত শকট-সমূহে সমাকীর্ণ থাকে। লবণ-সকল দূর-হইতে আনীত হইতেছে, শকট-পরিচালকেরা আহ্লাদে গান করিতেছে, এবং শকট-স্থিত লবণ রাশি রত্নরাশির ন্যায় শোভা পাইতেছে। আকর-গর্ভে বহুসঙ্খ্যক অশ্ব নিয়োজিত রহিয়াছে। ঐ হতভাগ্য অশ্বগণ খনিতে প্রবিষ্ট হইয়া অবধি জীবনসত্বে আর সূর্য্য-কিরণ দেখিতে পায় না।

খনকেরা গাঁতী মুদ্‌গর এবং বাটালী ব্যবহার করিয়া থাকে। এতাবৎ অস্ত্রযোগে তাহারা প্রথমতঃ বৃহৎ২ চোঙ্গার অবয়বে লবণ খনন করে। এই রূপে খনন করিলে লবণ উত্থিত করিবার অনেক সুবিধা হয়। উত্থিত হইলে পর সেই সকল

বৃহদাকৃতি লবণকে ক্ষুদ্রাকারে ভগ্ন করিবার উপযোগী যন্ত্রে চূর্ণ করে। সর্ব্বোৎকৃষ্ট-লবণখণ্ডসকল প্রায়ই স্ফটিক বলিয়া বিক্রীত হইতে পারে।

এই সীমাশূন্য অবিনশ্বর লবণ-ভাণ্ডার এত কাল ব্যবহৃত হইয়াও শেষ হয় নাই; কবে যে শেষ হইবে তাহারও নিরূপণ নাই। ইহা প্রস্থে ১১১৫, দীর্ঘে ৬৬৯১, এবং গাম্ভীর্য্যে ৭৪৩ ফিট। পরন্তু পাঠকবর্গ মনে করিবেন না যে ইহা খনির যথার্থ পরিমাণ। তাহা নিরূপণ করা সম্ভব-পর নহে; যত দূর খাত হইয়াছে তাহারই পরিমাণ লিখিত হইল।

আসঙ্গলিপ্সা।

পরস্পরের সহকারিতায় আমাদিগের যে সকল উপকার সিদ্ধ হয়, ও অন্যের সুখে আমাদিগের মনোমধ্যে যে অনুরাগ জন্মে তাহা দেখিয়া এক প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে স্বজাতির সহিত একত্রীভূত থাকিয়া লোকযাত্রা নির্ব্বাহকরণস্পৃহা মনুষ্যের প্রকৃতিসিদ্ধ। যে প্রবৃত্তি-প্রভাবে মানবের ঈদৃশ প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে, তাহাকে আসঙ্গলিপ্সা বলা যায়। আসঙ্গলিপ্সা যে জ্ঞানসাপেক্ষ এমত নহে; মনুষ্যের বোধোদয় হইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ তাহার শৈশাবস্থাতেই ইহার প্রকাশ পাইয়া থাকে। এক শিশু অপর একটা শিশুকে নিকট পাইলে যে হর্ষোৎফুল্ল নয়নে তাহাকে নীরিক্ষণ করে,—তাহার ভাব-ভঙ্গীতে যে উৎসাহ লক্ষিত হয়—তাহাতেই বিলক্ষণ সপ্রমাণীকৃত হইতে পারে যে আসঙ্গলিপ্সা মানবের স্বভাবসিদ্ধ। বোধোদয়ের পূর্ব্বেই তাহা সঞ্চারিত হয়।

আসঙ্গলিপ্সা যে কেবল মানুষেরই হইয়া থাকে এমত নহে; ইতর প্রাণীদিগের অনেকের এই প্রবৃত্তি আছে। মনুষ্য যেমন কোন অভিপ্রেত সিদ্ধির নিমিত্ত সমাজ-বদ্ধ হয়, কোন২ ইতর প্রাণিরাও ঐরূপ দলবদ্ধ হইয়া থাকে। এবং সেই একত্রিত হওন কেবল যে শত্রুকে আক্রমণ ও অনিষ্টের নিবারণ করণাভিপ্রায়ে ঘটিয়া থাকে, এমত নহে। একত্রে থাকিলে শরীরের স্ফুর্ত্তি ও মনের স্বচ্ছন্দতার বৃদ্ধি হয়, এই নিমিত্ত তাহারা দলবদ্ধ থাকিতে ইচ্ছা করে। ইহা সর্ব্বদাই দৃষ্ট হয় যে ক্ষেত্রে অশ্বগণ স্বজাতীয় বান্ধবগণের সহিত একত্র বিচরণ করিলে যত আহার করে একাকী থাকিলে তত করে না। গোমহিষাদিরাও ঐ রূপ করিয়া থাকে। যে গো গোষ্ঠে অন্যান্য গোর সহিত চরিতে পায় তাহার স্ফুর্ত্তি ও শরীরের স্থূলতা যাদৃশ বর্দ্ধিত হয়, শালাবদ্ধ ও যূথভ্রষ্ট গো যদ্যপি প্রচুর আহার প্রাপ্ত হয় তথাপিও তাদৃশ স্ফুর্ত্তি ও পুষ্টতা সম্ভোগ করে না। অতএব আসঙ্গলিপ্সা যে স্বভাবসিদ্ধ তাহা স্বীকার করিতে হইবে। নতুবা ইতর প্রাণীদিগেরই দলবদ্ধ থাকিবার ইচ্ছা কেন এত প্রবল হইবেক; এবং তদ্বিপরীত ঘটনা হইলে কিনিমিত্তই বা তাহাদের যাতনা বোধ হইয়া থাকে, এই প্রশ্নের উত্তর ঘটিয়া উঠিবেক না।

ইতর প্রাণীদিগের আসঙ্গলিপ্সার যে কিপর্য্যন্ত আবশ্যকতা তাহার শেষ সিদ্ধান্ত করা নিতান্ত সহজ নহে, কিন্তু ইহা অনায়াসে নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে, যে তাহারা-স্বাভাবিকী-প্রবৃত্তি হেতু স্বজাতির সহবাসে সন্তুষ্ট হয়। অনেকে স্বজাতির সঙ্গ না পাইলে অন্য জাতীয় পশুর সঙ্গ করিতে চেষ্টা পায়। অশ্ব ও গো যখন স্বজাতির সহবাস বর্জ্জিত হয় তখন আপনারাই পরস্পর প্রণয়াস্পদ হইয়া উঠে। কুক্কুর ও বিড়াল, পক্ষী ও বিড়াল, ইহাদের পরস্পর খাদ্য খাদক সম্বন্ধ স্বত্তেও কোন ২ সময় আসঙ্গলিপ্সার অধীন হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক একত্র বাস করে।

পূর্ব্বোল্লিখিত প্রাণি পুঞ্জের এই সকল ব্যবহার বিশেষৰূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে নিশ্চয় প্রতীত হইবেক যে আসঙ্গলিপ্সা আমাদিগের স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানানুযায়িনী প্রবৃত্তি। কোন২ পণ্ডিত ইহার বিপরীত মত ও সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের হেতুবাদ নিতান্ত ন্যায়সিদ্ধ ও যুক্তিপর বোধ হয় না।

করুণাময় পরমেশ্বর মনুষ্যপ্রকৃতিতে যে সকল প্রবৃত্তি বিধান করিয়া দিয়াছেন তৎ সমুদায়েরই আসঙ্গলিপ্সা নিদানভূত, সন্দেহ নাই। ঐক্যভাবাপন্ন প্রবৃত্তি গুলিন অধিকতর ক্রম পূর্ব্বক কার্য্য করিতে থাকে। সমাজের উন্নতিসহকারে ব্যক্তিদিগের পরস্পরের ঘনিষ্ঠতা বর্দ্ধিত হয়, ও মনুষ্যদিগের পরস্পরাবলম্বনাতিশয্য হইয়া উঠে।

মনুষ্য যখন জন্ম গ্রহণ করেন তখন তিনি পরাধীন হইয়া আইসেন। কিয়ৎকাল পিতামাতার প্রতিপালনাধীন থাকিলে পরিবর্দ্ধিত হইতে পারেন। অপর প্রাণীদিগের শাবককে তদবস্থায় অধিকদিন থাকিতে হয় না। মনুষ্যকে এই বাল্যকালীন অসহায়তা ও অপটুতার প্রতিবিধান করিতে হইলে সমাজের আনন্দপ্রদ নিয়মসকল যথামতে প্রতিপালন করিতে হয়, তাহাতে উন্নতি ও স্বচ্ছন্দতা সিদ্ধ হইতে পারে।

পরমেশ্বরের কি অপার করুনা, তাঁহার কি আশ্চর্য্য সৃষ্টিকৌশল! তিনি মৎস্যের ডানাদ্বারা যেৰূপ তাহার সন্তরণের উপায় করিয়াদিয়াছেন— পক্ষীকে পক্ষদ্বারা যেৰূপ উড্ডীনশীল করিয়াছেন— উদ্ভিদের নিমিত্ত যেৰূপ উৎপত্ত্যুপযুক্ত স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন—সেই ৰূপ তিনি মনুষ্যকে জ্ঞান দান করিয়া তাহাকে সমাজে থাকিবার উপযুক্ত করিয়া দিয়াছেন; এবং তাহারাও স্বাভাবিক অসম্পন্নতা ও অপটুতার প্রতি বিধান করিয়া সুখে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইয়াছে।

মনুষ্য যখন স্ববর্গ-পরিত্যক্ত হইয়া নিভৃতাবস্থায় কালযাপন করেন তখন তাঁহার কোন উৎসাহ থাকে না। তিনি নিভৃতাবস্থা-নিবন্ধন দারুণ দুঃসহ যন্ত্রণা দূরগত করিবার নিমিত্ত অগত্যা ইতর প্রাণীকেও প্রীতিবদ্ধ রাখিবার চেষ্টা করেন। কদাপি অচেতন পদার্থকেও আপনার আয়ত্ত করিয়া লন। কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন, "যদি আমি বিজন-প্রদেশে বাস করি তথায় আমার স্বভাবসিদ্ধ অনুরাগ সম্পাদনোপযোগী পদার্থের অভাব হইবেক না। আমি অশোক বৃক্ষকে বলিব হে অশোক তুমি আমাকে ছায়া প্রদান কর। আমি তোমার ছায়ায় শীতল হইব। আমি তাহার ত্বচে আপন নাম খোদিত করিয়া বলিব তুমি আমার পরম প্রণয়াস্পদ। তাহার শুষ্ক পত্র দেখিয়া আমি শোক করিব, ও সরস পত্রকে দেখিয়া আমি সুখী হইব।"

ফ্রান্সদেশের অধিপতি চতুর্দ্দশ লুই বাদশাহ কাউণ্ট ডি লুজন্ নামক কোন ব্যক্তিকে নয়বৎসর কারাবদ্ধ রাখেন। ঐ কারাগার অন্ধকারময় ছিল, কেবল ছাদের এক পার্শ্ব কাটা ছিল, তাহাদিয়া কদাচিৎ আলোক আসিত। এতাদৃশ অসুখাবস্থায় কাউণ্টের মন এক মাকড়শায় অনুরত হইল। কাউণ্ট তাহাকে অবলম্বন করিয়া সুখী হইতে লাগিলেন। আহারের নিমিত্ত তাহাকে মক্ষিকা ধরিয়া দিতে লাগিলেন। তাহাতে কাউণ্টের পরিজন-বর্জ্জন-দুঃখের অনেক অপলাপ হইয়াছিল। কাউণ্টের এসুখটী রক্ষকদিগের অসহ্য হইয়া উঠিল। তাহারা মাকড়শাকে বিনষ্ট করিল। কাউণ্ট মাকড়শার নাশে যে ৰূপ শোকপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার বাক্যদ্বারা প্রকাশিত আছে, —"সন্তান বিয়োগ হইলে মাতার মন যাদৃশ তাপিত হয়, মাকড়শার নাশে আমার মন তাদৃশ তাপিত হইয়াছে।"

আসঙ্গলিপ্সা যে মনষ্যের স্বভাবসিদ্ধ প্রবৃত্তি ইহা প্রতিপন্ন হইলে উহা আমাদিগের উন্নতি ও স্বচ্ছন্দতা সম্পাদন-বিষয়ে যে কত দূর পর্য্যন্ত সঙ্গত তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক।

মনুষ্য আপন প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত পরস্পর সাহায্য অপেক্ষা করে, এবং ভিন্ন২ বিষয়-সিদ্ধির নিমিত্ত তাহারা ভিন্ন২ দলে বিভক্ত হয়। কোন বিষয়ের আবিস্ক্রিয়া করণ, বা কোন বিষয়ের প্রচলন করণ, কিম্বা কোন বিষয়ের রাহিত্য করণ প্রভৃতি সকল বিষয়ের নিমিত্তই সমাজ স্থাপিত হইয়া থাকে। তাহা না হইলে সৌকর্য্য সম্ভাবিত হয় না। ইহা নিশ্চয় আছে, যে কার্য্য এক জনের অসাধ্য, একত্রীভূত কতকগুলি ব্যক্তিদ্বারা তন্নির্বাহ সুসাধ্য হইয়া উঠে। একতা সকল কর্ম্মেরই সিদ্ধিদাত্রী। বহুব্যক্তির মন এক বস্তুতে নিবেশিত হইলে অদ্ভুত কীর্ত্তি সম্পাদিত হয়। মিলিত আয়াস ও সহিষ্ণুতার নিকট স্বভাবও বিজিত হয়। প্রকাণ্ড অচলকে খণ্ড২ করিতে পারাযায়। মনুষ্য ভ্রাতৃবৎ মনুষ্য-বর্গের সহিত একত্র থাকিলে মহাবল জন্তুকেও আপন আয়ত্ত করিতে পারে।

মনুষ্য লোকালয়ে থাকিলে কেবল যোগ্যতা-বিশিষ্ট হন এমত নহে। একতা-হেতু তাহার কার্য্যোৎসাহ ও অনুরাগের দার্ঢ্য জন্মে। তাহার মন উদ্যম-প্রভাবে সুপ্রকাশিত হয়। বিজনে মনুষ্যের তাদৃশ উৎসাহ বা উদ্যম জন্মে না। উৎসাহ ও উদ্যম সম্পন্ন মানবকে দেখিলে কার্য্য-প্রবর্ত্তনে নব উৎসাহ জন্মে। বিজন-বাসহেতু মানবের স্বাভাবিক ক্ষমতা কোন কার্য্যকারণে আইসে না, যেরূপ শুষ্কপ্রায় তরু-মূলে জল সিঞ্চিত হইলে তাহা সতেজ হইয়া কুসুমিত হয়, সেই রূপ একতা সহকারে ঐ ক্ষমতাটী ফলোৎপাদিকা হয় সন্দেহ নাই। সামাজিক হইবার প্রবৃত্তি ও সামাজিক-সম্বন্ধ আমাদিগের উৎকর্ষের প্রসূতি স্বরূপ। কিন্তু অনেকে এই কল্যাণকারিণী সামাজিক নিয়মাবলীর যথার্থ তত্ত্ব জ্ঞাত না থাকা প্রযুক্ত তাদৃশ ফলভাগী হইতে পারে না। মনুষ্যের মনোবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বিষয়ে সামাজিকতা নিতান্ত উপযোগিনী। অন্যের নিকট যে ফল লাভ করা যায় তাহাতে যে আমাদিগের মন বিশিষ্ট-রূপে ফলবিশিষ্ট হয় এমত নহে, মন নিজ উদ্ভাবিত ফলভারেও অবনত হইয়া পড়ে।

লোকালয়ে থাকিলে আমাদিগের জ্ঞানোদয় হয়। যদি আমরা আজন্মকাল বিজন-প্রদেশে থাকি, তাহা হইলে আমাদিগকে পশুবৎ অজ্ঞান-পাশে চিরবদ্ধ থাকিতে হয়। যদি আমরা সত্যান্বেষণে রত না হই, যদি চিরাগত সিদ্ধান্ত বা সংস্কারের বশবর্ত্তী থাকি, যদি নিজ বুদ্ধি বা যুক্তির চালনা না করিয়া অন্যপ্রদর্শিত যুক্তি অথবা বুদ্ধির অবলম্বন করিয়া চলি, তাহা হইলে আমাদিগের জ্ঞান তাদৃশ ফলদায়ক হইতে পারে না। অন্যের উপদেশ গ্রহণ করা দূষ্য নহে; কিন্তু ঐ উপদেশ কতদূর পর্য্যন্ত যুক্তি ও বিচার সঙ্গত, তদ্বিষয়ের পরীক্ষা না করিলে কেবল অসারতা প্রকাশ পায়; এবং আমাদিগের বাস্তবিক কোন ক্রমেই উন্নতি সিদ্ধ হয় না।

উত্তরামরিকার বন্য কপোত।

আমরিকা-খণ্ডস্থ বন্য কপোতের বিবরণ অনায়াসে জনগণের বিশ্বাস যোগ্য হয় না, সুতরাং তাহা শ্রবণ করিলে অনেকেই উপহাস ও সন্দেহ করিয়া থাকেন; অথচ সেই সন্দেহ ও উপহাস যে নিতান্ত ভ্রান্তি-

মূলক ও অদূর দর্শিতাজনিত, তাহা প্রতিপন্ন করা কোনমতে দুষ্কর বোধ হয় না যৎকালে অনেক বিশ্বস্ত ভ্রমণকর্ত্তারা ঐ খেচরদিগকে স্বচক্ষুদ্বারা দেখিয়া তাহাদের বিবরণ লিখিয়াছেন, তৎকালে তাহাদের উক্তিতে আস্থা না করায় ঔদ্ধত্যমাত্র ব্যক্ত হয়। ঐ সকল লেখকদিগের গ্রন্থহইতে কএক পঙক্তি সঙ্কলন করিয়া নিম্নে প্রকাশিত করিতেছি।

"প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার অদির্বঁ সাহেব লেখেন যে একদা সঙখ্যাতীত বন্যকপোত একত্রিত হইয়া জর্জিয়া প্রদেশে উপস্থিত হওয়াতে অতি অপূর্ব্ব ও রমণীয় শোভা বোধ হইতে লাগিল। বিশেষতঃ আগমন-কালে তাহাদের ব্যক্তিবর্গ ভিন্ন২ দলবদ্ধ হইয়া আগমন করাতে অধিকতর শোভা হইয়াছিল। ঐ আগমন-কালে গগনমণ্ডল সম্পূর্ণ আবৃত হয়, তাহাতে মনে হইতে লাগিল যে যেন দিবাকর স্বীয় শুভ্র বর্ণ পরিত্যাগপূর্ব্বক মলিনবেশ ধারণ করিয়াছেন।"

"ঐ অসঙখ্য পারাবতের গমন সময়ে একরূপ ভয়াবহ শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে। বোধ হয় কোন অত্যুচ্চ-গিরি গহ্বরহইতে প্রবল বেগে জল নিঃসৃত হইলেও সেরূপ শব্দ হয় না। একদা ওএষ্ট-ইণ্ডিয়া দেশে অবস্থিতি-কালে এক অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শন করিয়াছি। কোন বিস্তীর্ণ বন-মধ্যে এই পক্ষীসকল তত্রস্থ বৃক্ষাদির সর্ব্বাবয়ব ব্যাপিয়া কুলায়-নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক এত অধিক শাবক প্রসব করিয়াছিল যে তদ্ভরে বৃক্ষের বৃহদ্বৃহৎ শাখাসকলও ভূমিসাৎ হইয়াছিল। তদ্ঘটনায় কত শত২ পক্ষী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং শত২ বিহঙ্গম ভগ্ন হস্তপদ নিবন্ধন যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল, তাহার গণনাকরা দুষ্কর। তাহা দেখিয়া তদ্দেশবাসিজনগণ অশ্ব আনয়ন-পূর্ব্বক তদুপরি ঐ মৃত পক্ষীসকল স্থাপিত করিয়া হর্ষোৎ-ফুল্লমনে গৃহে গমন করিতে লাগিল। ঈদৃশ ঘটনা আর কখন আমার নয়নপথে পতিত হয় নাই। যখন ঐ পক্ষিরা শূন্য মার্গে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে থাকে, তখন বোধ হয় যেন অগ্নিক্রীড়া হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকে নিপতিত হইতেছে, ও পক্ষাস্ফালনে ঘূর্ণীবায়ুর উৎপত্তি হইতেছে তদ্দর্শনে শকটে যোজিত অশ্বসকল ত্রাসে কম্পিত-কলেবর হইয়া গমন-শক্তি-বিহীন হইয়াছিল; কিন্তু তৎকালে আমি প্রীতি-প্রফুল্ল নয়নে এই আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিতে লাগিলাম।"

"ওহাইও নদীর অভ্যন্তর দিয়া তরণীযোগে ভ্রমণ করণ সময়ে আমি ইহাদিগের সেই অ-দ্ভুত পক্ষ-চালনদ্বারা বিমোহিত হইয়া কখন ২ নৌকাচালনা ক্ষান্ত রাখিতাম। ইহাদিগের মধ্যে একটী অগ্রসর হইয়া অন্যকে পথ প্রদর্শন করি-য়া লইয়া যাইত। গমন কালে ইহাদিগের বক্রগতি দৃষ্ট হইলে পূর্ব্বকালীন এশিয়া মাইনরস্থিত মিরাণ্ডার নামক সহস্র বক্র নদী স্মৃতিপথে প্রকা-শিত হয়। ইহাদিগের এমত চমৎকৃত সংস্কার আছে, যদি বাজপক্ষী অতি উচ্চ হইতে ইহাদিগের বিনাশার্থ আক্রমণ করে, তবে ইহারা তৎক্ষণাৎ নিম্ন হইয়া যায়।"

পক্ষিজাতির মধ্যে বন্য কপোতেরই সঙখ্যা যে অধিক এমত নহে; এতদ্ব্যতীত অন্যান্য পক্ষি-শ্রেণীতে অধিকতর জীব দৃষ্ট হইয়া থাকে। ফুমার পেট্রেল নামা পক্ষীজাতি ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। অথচ ইহারা অন্যান্য পেট্রেল ও কতিপয় কপোত জাতী-য়ের ন্যায় নীড়ে কেবল এক ২ টি করিয়া ডিম্ব প্রসব করতঃ শাবকোৎপত্তি করিয়া থাকে; এক কালে একাধিক ডিম্ব প্রসব করে না।

অদির্বঁসাহেব লিখিয়াছেন যে ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে যখন তিনি লুইবিল নগরে যাইবার মানস করিয়া ওহাইও নদীর তীরস্থ হেণ্ডসেন

নগর পরিত্যাগ করিলেন, এবং হার্ডেনসবর্গের কিয়দ্দূর গিয়াছেন তখন দেখিলেন, যে তথায় সংখ্যাতীত বন্যকপোত নভোমণ্ডল আচ্ছাদন করত ঈশান কোণহইতে নৈঋর্ত-কোণাভিমুখে গমন করিতেছে ; তৎকালে বোধ হইল, যেন সূর্য্যদেব রাহুকর্তৃক গ্রসিত হইয়াছেন এবং তাহাদিগের বিষ্ঠা যেন তুষার কণার ন্যায় পতিত হইতেছে। তিনি যত অগ্রসর হইতে লাগিলেন ততই তাহারা স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। তাহাদের পক্ষচালনার শব্দদ্বারা তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইতে লাগিল। লুইবিল-নগর হইতে হর্ডেনসবর্গ প্রায়ঃ সার্দ্ধ-সপ্ত-বিংশতি ক্রোশ পথ হইবেক। দিনমণি অস্তাচলচূড়াবলম্বন করিবার প্রাক্কালে ভ্রমণ কর্ত্তা তথায় উপনীত হইলেন। কিন্তু তখন পর্য্যন্তও তাহারা অবিরত গমন করিতেছিল, এবং তৎপর তিন দিবস অবিশ্রান্তরূপে গমন করিয়াছিল। আবাল বৃদ্ধ সকলেই অস্ত্রাদি ধারণপূর্ব্বক ওহাইও নদীর উভয়কূলে আসিয়া কপোতদিগকে বধ করিতে লাগিল। ইহারা এত অধিক পারাবত বিনষ্ট করিয়াছিল যে তত্রত্য লোকেরা ক্রমাগত এক সপ্তাহ ঐ মাংস আহার করিয়াছিল—অন্য-মাংসের প্রয়োজন হয় নাই। কপোত দেহহইতে নির্গত গন্ধদ্বারা কিছু দিনের নিমিত্ত বায়ু পরিপূর্ণ ছিল।

ঐ সকল বন্যকপোতের সংখ্যা ও তাহাদিগের দৈনিক আহার নির্ণয় করা সহজ নহে, পরন্তু যদি তাহাদিগের দলের প্রশস্ততা ন্যূনকল্পে এক জ্যোতিষি ক্রোশ হয়, আর তাহারা প্রতি মিনিটে যদি এক জ্যোতিষি ক্রোশ অগ্রে গমন করে, তাহাহইলে তাহারা ১৮০ চতুরস্র ক্রোশ ব্যাপিয়া থাকিবেক, এবং যদি তিন চতুরস্র ফুটে দুইটী কপোত থাকে তাহা হইলে ঐ ঝাঁকে ১৮,৮০,১১, ৫১,৩৬, ৮৮০ কপোত ছিল ; এবং যদি প্রত্যেক কপোত তিন ছটাক করিয়া শস্য ভক্ষণ করে তাহা হইলে ৫২,২৭,২৮০ মোণ শস্য ভক্ষণ করিবেক, সন্দেহ নাই।

ইহাদিগের অসাধারণ ভ্রমণ-শক্তি বিবেচনা করিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। ইহারা এত দ্রুত গমন করে যে নিমেষ ক্ষেপণ করিতে না করিতে নয়নপথের বহির্ভূত হইয়া যায়। নিউইয়র্ক-নগরে এবংবিধ যে কতিপয় কপোত সংহার করা হয়, তাহাদিগের কণ্ঠস্থিত থলী শস্যে পরিপূর্ণ দৃষ্ট হইয়াছে; এবং ইহাও স্থির আছে যে ইহাদিগের জীর্ণকরণ ক্ষমতা অতি প্রখর, এমন কি দ্বাদশ ঘণ্টার মধ্যে উদরস্থ সমস্ত সশ্য জীর্ণ করত পুনরায় বিলক্ষণ ক্ষুধার সঞ্চার হয়। অতএব বিলক্ষণ অনুভব হইতেছে যে জর্জিয়া ও কেরোলিনার ক্ষেত্রহইতে ঐ সকল শস্য সংগ্রহ করিয়া থাকিবেক, সন্দেহ নাই ; যেহেতু অন্য এমন কোন ক্ষেত্র নিকটে নাই যাহাতে এতাদৃশ ভয়ানক দল আহারীয় শস্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রাপ্ত হইতে পারে। তাহাদিগের বাসস্থানহইতে পূর্ব্বোক্ত ক্ষেত্রদ্বয় তিন চারি শত জ্যোতিষি ক্রোশ অন্তর; তথায় তাহারা ছয় ঘণ্টায় উপস্থিত হয়। ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে, গড়ে একমিনিটে তাহারা এক জ্যোতিষি ক্রোশ গমন করিতে পারে, এইরূপ গতি-সম্পন্ন পক্ষী ইচ্ছা করিলে তিন দিবসের মধ্যে সমস্ত ইউরোপ খণ্ড পরিভ্রমণ করিতে পারে।

ঐই জাতীয় দলভ্রষ্ট দুই একটী কপোত স্কাণ্ডিনেবিয়া, রুশিয়া, ও গ্রেট্‌ব্রিটন্ দেশেও দৃষ্ট হইয়াছে। হর্ডফোটশায়র প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দুইটী বন্য কপোত আগত হইয়াছিল ; তন্মধ্যে, একটী উক্ত নগরীতে উপস্থিত হওনকালে এরূপ ক্লান্ত হইয়াছিল, যে বোধ হয় একটী যষ্ট্যাঘাতদ্বারাই অনায়াসে ভূমিসাৎ করা

যাইত। যাহা হউক গুলিদ্বারা বধ করিলে দৃষ্ট হইল তাহার কণ্ঠস্থিত স্থলীমধ্যে কোন প্রকার খাদ্য দ্রব্য ছিল না। কেবল তুষ ও ফলের আটীতে ইহার উদর পূর্ণ ছিল। পক্ষদেশ, পুচ্ছ কিম্বা পাদনালীতে কোন চিহ্ন ছিল না, তাহাতে প্রমাণ হইয়াছিল, তাহারা কাহারো পোষিত। উইল্‌সন ও অদির্বঁ সাহেবেরা ইহাদিগের বিস্ময়-জনক উড্ডয়ন শক্তির ভূরি২ প্রশংসা করিয়াছেন। তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে তাহাদের তুল্য দ্রুতগামী জীবভূমণ্ডলে আর নাই।

শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ রায়।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।

সুশীলার উপাখ্যান।

বঙ্গ ভাষানুবাদক সমাজের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুত মধুসূদন মুখোপাধ্যায় মহাশয় কতকগুলি গ্রন্থ প্রকাশ করণ পূর্ব্বক যশস্বী হইয়াছেন। সমাজের উৎসাহপ্রভাবে গ্রন্থপ্রণয়নে উত্তরোত্তর তাঁহার অনুরাগ বর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে। সম্প্রতি সুশীলার উপাখ্যান নামে তিনি এক খানি নূতন গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ তাঁহার অনুবাদিত হংসরূপী রাজপুত্রের ইতিহাস ও অন্যান্য গ্রন্থাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবেক। কারণ ইহাতে রচনা-প্রণালীর অধিকতর মাধুর্য্য আছে। যাহারা বালিকাদিগকে কোন পুস্তক পাঠ করাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে সুশীলার উপাখ্যান উপাদেয় সন্দেহ নাই। পুস্তক খানির মূল্য তিন আনা মাত্র।

বস্তুবিচার।

হুগলী নরমেল বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুত রামগতি ন্যায়রত্ন এই পুস্তকের প্রণেতা বালকদিগকে বস্তুজ্ঞান শিক্ষা করানই ইহার উদ্দেশ্য, রচনা প্রণালী সহজ বটে, কিন্তু কএক স্থানে ভ্রম হওয়াতে আক্ষেপের বিষয় হইয়াছে। যেহেতু বালকের পাঠ্য গ্রন্থে ভ্রম অতীব দূষণীয়।

পুরাবৃত্ত সার।

হুগলী নরম্যাল বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধারক শ্রীযুত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় ইংরাজি হইতে অনুবাদপূর্ব্বক এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে তিনি ঐতিহাসিক উপাখ্যান নামে আর এক খানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাও জনসমাজে আদৃত হইয়াছে। ইতিহাস পাঠের যত বাহুল্য প্রচার হইবেক ততই উপকার-সম্ভাবনা। অতএব পুরাবৃত্তসার গ্রন্থখানি প্রচার করিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গালা বিদ্যাশিক্ষার্থিদিগের উপকার করিলেন, বলা বাহুল্য।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

৫ পর্ব্ব] শকাব্দা ১৭৮০, কার্ত্তিক। [৫৫ খণ্ড

কয়রো-নগরীর সমাধি-মন্দির।

পৃথিবীর সমস্ত জাতির সহিত বিশিষ্টরূপে পরিচিত থাকিবার অথবা তাহাদিগের অবস্থা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হইবার বাসনা ধীশক্তি-সম্পন্ন মানবের মনে বলবতী হওয়াতে, নানাবিধ উপকার সিদ্ধ হইবার যে এক বিশেষ উপায় হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। দূরদেশে গমন, তথাকার লোকদিগের রীতি নীতি আচার ও ব্যবহার শিক্ষাকরণ, তত্রত্য অদ্ভুত নৈসর্গিক ব্যাপারের সন্দর্শন এবং তত্রত্য পদার্থাদির নির্দ্দেশকরণ, এই সকল কার্য্যে মনুষ্যের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে। অল্পপরিমাণেই হউক বা অধিক পরিমাণেই হউক, ঈদৃশ প্রবৃত্তি মনুষ্যমাত্রেই থাকা সম্ভব। তন্নিমিত্তই তাহারা সেই মনোগত অনিবার্য্য ভাব চরিতার্থ-করণাভিপ্রায়ে স্বদেশ-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দেশান্তরে গমন করে। পর্য্যটনকর্ত্তা ও শিল্পনৈপুণ্য-সম্পন্ন ব্যক্তি পর্য্যটন ও পর্য্যবেক্ষণ করত যে সকল পুরাবৃত্ত ও কীর্ত্তি প্রতিরূপ লিপিবদ্ধ বা চিত্রিত করিয়া আমাদিগের হিত-সাধন করেন, তাহার প্রতি বিহিত অনুরাগ-প্রকাশ করিলে ইহাই প্রতীত হয় যে অন্যের অবস্থাবিষয়ক-জ্ঞান-লাভে আমাদিগের বিশিষ্ট উৎসাহ আছে। এতাদৃশ উদার ভাব জ্ঞানোন্নত ব্যক্তিরই মনে বিশেষরূপে জাগরূক থাকা সম্ভাবিত। যাহারা বহুকালাবধি অনুন্নত অবস্থায় কালযাপন করিতেছে, অর্থাৎ কালসহকারে যাহাদিগের বিদ্যা ও বুদ্ধি তাদৃশ মার্জ্জিত হয় নাই, যাহাদিগের চিরাগত সংস্কারের তাদৃশ পরিবর্ত্তন হয় নাই, তাহাদিগের মনে ঐরূপ উদার ভাবের প্রকৃষ্টরূপে উদয় হওয়া আশু সম্ভাবনীয় হয় না; পরন্তু তাহাদেরও মনে এরূপ ভাব উদিত হইয়া থাকে। যাহা হউক পর্য্যটক ও কলাজ্ঞব্যক্তিদিগের দ্বারা যে অনেক উপকার দর্শিয়া আসিতেছে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তাহাদের সাহায্যে আমরা স্থানান্তরে গমন না করিয়াও যে কোন স্থানের বৃত্তান্ত স্পষ্টরূপে অবগত হইতে পারগ হই, ইহা সামান্য উপকার নহে।

এই বাক্যের প্রমাণার্থে আমরা শ্রীযুত লেন ও হে সাহেব দিগের নাম উল্লেখ করিতে পারি। ঐ মহোদয়েরা মিসরদেশের বর্ত্তমানাবস্থা-বিষয়ক

কয়রো-নগরীয় সমাধি মন্দির।
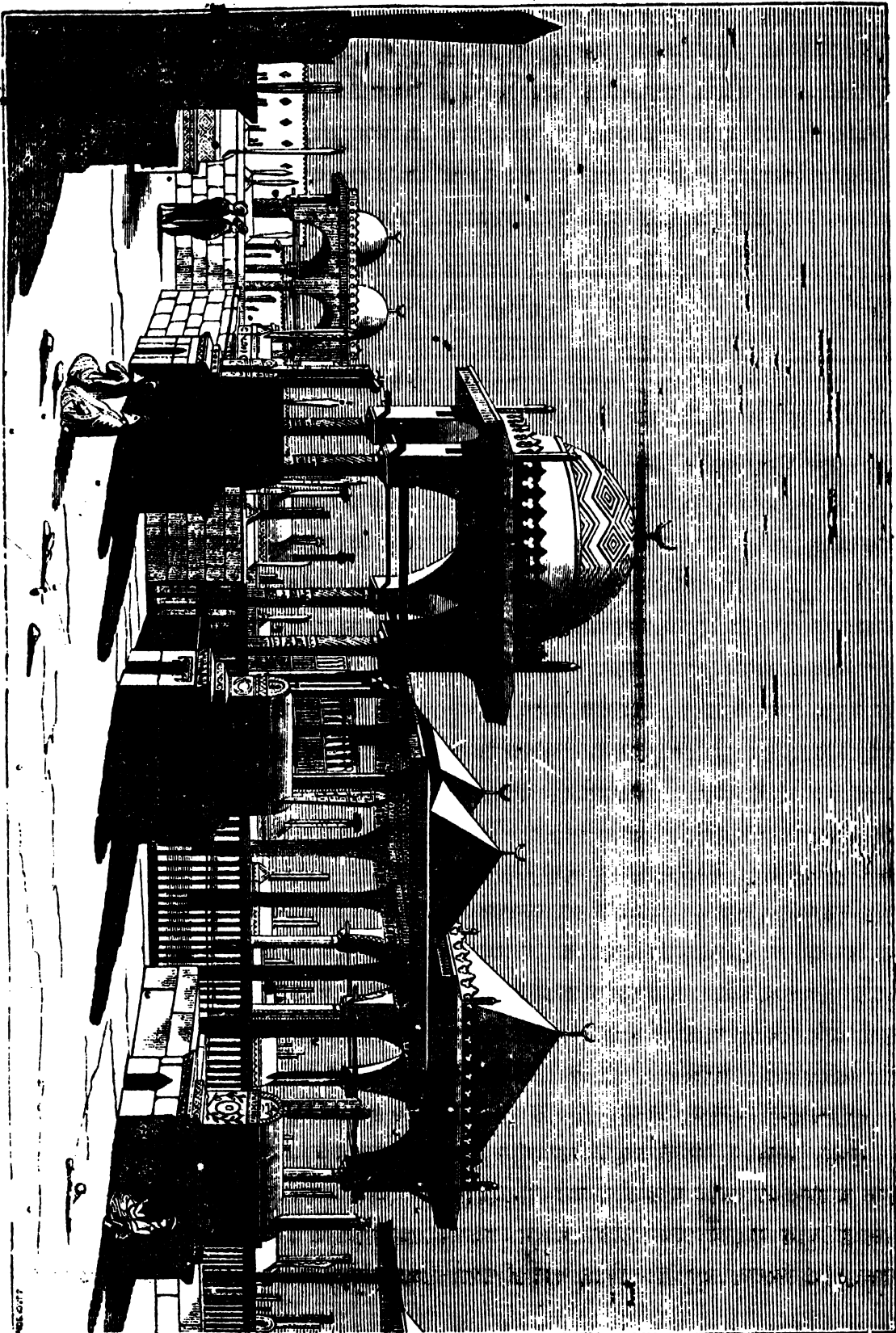
[Cemetery at Grand Cairo]

গ্রন্থ ও কয়রো-নগরের আদর্শ প্রচারিত করিয়া আমাদিগের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন; ফলতঃ তাহাদিগের সাহায্যে মিসর-দেশের বর্ত্তমান অবস্থাজ্ঞ হইবার এরূপ সৌকর্য্য হইয়াছে যে কিছু জানিতে অবশিষ্ট রহিল বলিয়া ক্ষোভ হয় না। তাঁহাদের গ্রন্থে ব্যক্ত হইতেছে যে প্রায়ঃ নয় শত বৎসর হইল মিসর দেশের প্রধান নগরের নাম কয়রো স্থাপিত হইয়াছে। পূর্ব্বে ইহার নাম কোহায়রো ছিল। ইউরোপীয়েরা কোহায়রোর অপভ্রংশে কেরো নির্দ্দেশ করিয়াছেন; দেশীয়দের মধ্যে ইহা মুসর বলিয়া প্রচরিত। এই নগরের আয়তন সার্দ্ধ এক চতুরস্র ক্রোশ। এস্থানে নীলনদ প্রবাহিত হয়।

অপরাপর প্রসিদ্ধ প্রাচীন নগরের ন্যায় এই নগর প্রাচীর-দ্বারা চেষ্টিত আছে; রাত্রিকালে ঐ প্রাচীরের প্রবেশদ্বার রুদ্ধ থাকে। এই স্থান অতি জঘন্য। এখানে কোন প্রশস্ত পথ নাই, প্রায়ঃ সকল পথই সঙ্কীর্ণ; কোন২ পথ এমন সঙ্কীর্ণ যে দুইটী ব্যক্তির একত্রে গমনাগমন করা ক্লেশ-সাধ্য হইয়া উঠে। প্রায়ঃ স্থানের সকল বাটীই ইষ্টক-নির্ম্মিত, ও তিন চারি তল পর্য্যন্ত উচ্চীকৃত হইয়া থাকে। প্রায়ঃ লোকেরা বাটীর প্রবেশ-দ্বারের উপর এই প্রভিপ্রায়ে পরমেশ্বরের নাম অঙ্কিত অথবা খোদিত করিয়ারাখে যে তদ্দৃষ্টে পরমেশ্বরকে স্মরণ হইবেক। অন্তঃপুরবাসিনীরা বাহিরহইতে দৃষ্ট না হয় এই নিমিত্ত গবাক্ষসকল গৃহের উচ্চ-ভাগে স্থাপিত হয়, তাহাতে গৃহমধ্যে যথেষ্ট আলোক প্রবিষ্ট হইতে পারে না; প্রত্যুত সম্মুখস্থ পথ দিবসেই অন্ধকারময় হইয়া উঠে।

কয়রো-নগরে ভিন্ন২ ধর্ম্মাবলম্বী কএকটী জাতি আছে; তাহাদের মধ্যে এক জাতি কপ্টনামে প্রসিদ্ধ, তাহারা গ্রীক-মতাবলম্বী খ্রীষ্টিয়ান। ধর্ম্মবিষয়ক-বিদ্বেষ-বুদ্ধি-বশতঃ মুসলমানেরা তাহাদিগের সহিত কোন প্রকার সংশ্রব রাখে না; অধিকন্তু তাহাদিগকে যৎপরোনাস্তি প্রপীড়ন করিতে আগ্রহিত দেখিতে পাওয়া যায়। কপ্ট-জাতি মিসরদেশীয় প্রাচীন-বংশোদ্ভব। ধর্ম্ম-বিষয়ে মুসলিমদিগের সহিত তাহাদিগের পার্থক্য দৃষ্ট হয়, কিন্তু কায়িক-সৌষ্টবে কোন্ বিশেষ ভেদ লক্ষিত হয় না। মুসলিমদিগের সহিত কপ্টদিগের পার্থক্য নির্ণয় করিবার বিশেষ উপায় এই যে মুসলিমেরা শ্বেত ও অন্যান্য বর্ণের উষ্ণীষ ব্যবহার করে; কিন্তু কপ্টেরা তাহা না করিয়া কৃষ্ণবর্ণ উষ্ণীষ ব্যবহার করিয়া থাকে।

কয়রো-নগরে অনেক যিহুদী বাস করে, কিন্তু তাহাদিগের নিমিত্ত স্বতন্ত্র পল্লী নির্দ্দিষ্ট আছে। তাহা অতি অপকৃষ্ট ও অপরিষ্কৃত। এই যিহুদীদিগের অবস্থা অত্যন্ত জঘন্য, যেহেতু তাহাদিগের অন্যজাতীয়দের সহিত বাস অথবা আলাপন করিবার অধিকার নাই। দুর্দ্দশার কথা অধিক কি বলিব, সঙ্গিত-সম্পন্ন ব্যক্তিরা বাটীতে উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান করেন, কিন্তু বাহিরে গমন করিতে হইলে তাহাদিগকে দীনতাজ্ঞাপক মলিন অথবা যত্সামান্য বস্ত্র পরিধান করিতে হয়; তদন্যথা হইলে মুসলিম ও অন্যান্য জাতীয়েরা রোষ-পরতন্ত্র হইয়া তাহাদিগকে সাধ্যমত উৎপীড়ন করিতে ক্ষান্ত হয় না।

মুসলিম্ জাতি সুঠাম ও সুন্দর-কান্তিবিশিষ্ট, ইহাদিগের চরিত্র নিতান্ত নিন্দনীয় নহে। ইহারা বিনয় ও ভব্যতা সম্পন্ন। পাত্র-বিশেষে যথা-যোগ্য সমাদর করিয়া থাকে। ইহাদিগের স্ত্রীরা প্রগল্ভা নহে। তাহারা অন্তঃপুরেই নিবাস করে অপরিচিত অথবা অনাত্মীয় ব্যক্তিদিগের সহিত আলাপন করা ইহাদিগের নিষিদ্ধ, ও নিতান্ত দুষ্য কার্য্য বলিয়া গণ্য, পরন্তু স্ত্রীদিগের সমাদর ও মান্যমান করিতে মসলমানেরা ত্রুটি করে না।

কয়রো-নগরের অন্যান্য প্রাসাদাপেক্ষা সমাধি-স্থানেরই অধিকতর শোভা আছে। সমাধিস্থান বালুকাময় ভূমিদ্বারা বেষ্টিত, তাহার মধ্যে২ প্রস্তর স্তম্ভোপরি গুম্বজ সকল স্থাপিত আছে; তাহাতে বিবিধ-প্রকার শিল্প-নৈপুণ্যে চিত্র সকল বিন্যাসিত থাকাতে অপূর্ব্ব শোভা দৃষ্ট হয়। য়েট্ সাহেব লিখিয়াছেন, সমাধি-মন্দিরের সহিত নগরের অট্টালিকার তুলনা করিলে রাজপ্রাসাদের সহিত কারাগৃহের তুলনাস্বরূপ বোধ হয়।

সমুদায় রাজ্যে কি সর্ব্বপ্রধান কি সর্ব্বনিকৃষ্ট তুর্কমাত্রেই কোন না কোন ব্যবসায়ের অবলম্বন করিয়া থাকে; কেহই ব্যবসায়বিহীন থাকে না। ব্যবসায়-বিশেষে বিশেষ২ উষ্ণীষ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মৃত্যুর পূর্ব্বে যিনি যেরূপ উষ্ণীষ ব্যবহার করিতেন, মৃত্যুর পর সমাধিস্থানে এক প্রস্তর খণ্ডোপরি তদনুরূপ উষ্ণীষের আকৃতি খোদিত করা হইয়া থাকে। ইহাতেও সমাধি-স্থানের একপ্রকার শোভা সম্পাদিত হয়। প্রসিদ্ধ মাম্লুক্‌দিগের সমাধিমন্দির কাল-সহকারে ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছে, তাহার আর তাদৃশ শোভা নাই; কিন্তু পূর্ব্বে তাহার কিরূপ শোভা ছিল, পাঠকদিগের বোধ-সৌকর্য্যার্থ ১৪৩ পৃষ্ঠায় তাহার এক খানি চিত্র প্রকাশিত হইল।

বহুজঠর অনুকীট।

যে কোন সৃষ্টপদার্থের প্রতি কটাক্ষ করা যায়, তাহাতেই সৃষ্টিকর্ত্তার অচিন্তনীয় কৌশল লক্ষিত হয়। কি প্রকাণ্ড জীব, কি কীটানুকীট, সকল বস্তুতেই তাঁহার কৌশল সমভাবে প্রকাশ পাইতেছে। প্রায় দুইশত বৎসর হইল এণ্টোনী লুএন্‌হুক্ নামা কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত অনুবীক্ষণ যন্ত্রাবলম্বনদ্বারা একপ্রকার অনুকীটের আবিষ্ক্রিয়া-করণপূর্ব্বক ব্যক্ত করেন, তাঁহা এরূপ ক্ষুদ্র যে তাহার সহস্র২ একত্র সমাবেশিত হইলেও বালুকাকণা-হইতে অধিক বোধ হয় না। তৎকালে এইক্ষণকার মত বিজ্ঞানালোক প্রদীপ্ত হয় নাই, সুতরাং তাঁহার বাক্য শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গ্রহণকরণে সর্ব্বসাধারণের মন প্রস্তুত ছিল না। যাহা হউক উত্তর কালীন আবিষ্কর্ত্তৃদিগদ্বারা তাঁহার যথেষ্ট পোষকতা ও তন্নিবন্ধন সম্মান করা হইয়াছে।

প্রুশিয়া-দেশীয় প্রসিদ্ধ প্রাকৃতিক-বেত্তা এহ্‌রেণ্‌বর্গ ঈদৃশ অনুকীটদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। অনেক জঠর আছে বলিয়া এক শ্রেণী বহুজঠর অনুকীট, অপর শ্রেণী চক্রাকার হওয়াতে চক্রিল অনুকীট এই দুই নামে নির্দ্দিষ্ট করেন। প্রথম শ্রেণীর উল্লেখ করাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। অনুভবশালী পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন, সামান্য অনুকীট নির্ম্মাণ করাতে জগদীশ্বরের কীদৃশ কৌশল ও দয়া প্রকাশ পাইয়াছে। বহুজঠর অনুকীট অন্যতর শ্রেণীর অপেক্ষা এতাদৃশ ক্ষুদ্র যে উহাদিগের অবয়বের কোন স্থির নির্দ্দেশ হয় না। উহাদিগের অনেক ইন্দ্রিয়েরও অভাব আছে, আর যে কতক গুলি ইন্দ্রিয় আছে তাহাও অসম্পূর্ণ। মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডস্থশিরা, শোণিত, চক্ষু ও গতি-সৌকর্য্য-সম্পাদক কোন উপযুক্ত ইন্দ্রিয় নাই। ইহাদিগের অন্তর্গত কোন২ জাতির আবার মুখ ও পাকস্থলীও নাই। পরন্তু সকল ইন্দ্রিয়ই বর্জ্জিত হইয়াও ইহারা সতেজ, স্ফূর্ত্তি-বিশিষ্ট এবং আহারপটু হইয়াছে। পৃথিবীস্থ যাবত্ জন্তুহইতে ইহারা আদৌ উৎপন্ন ও ক্ষুদ্র, পরন্তু এমন কঠিন প্রাণী যে বহুকাল মমূর্ষ্ববস্থায় থাকিলেও পরে সতেজ হইয়া উঠে। বায়ুর অভাব হইলে ইহাদিগের জীবিত দশার কোন

হানি হয় না, ইহাদিগকে পুঁতিয়া রাখিলেও জীবিত থাকে।

জগদীশ্বরের কৌশল-প্রভাবে প্রস্তাবিত অণুকীট সকল অত্যন্ত ক্ষুদ্র হইয়াও অপরাপর জন্তুর প্রাণ-রক্ষার্থে বিশেষ উপকার-সাধন করে, যেহেতু উদ্ভিজ্জ্যের ও জীবদেহের যে সকল পদার্থ নষ্ট হইলে জগতের অশুভ সম্ভূত হইতে পারে, ইহারা ঐ সকল পদার্থ নষ্ট হইবার পূর্ব্বাহ্নেই তাহাদিগকে আহার করত আপনাদিগের প্রবল ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া থাকে। সুতরাং অশুভকর দ্রব্যের বিনাশে জীবের উপকার সিদ্ধ হয়।

প্রস্তাবিত অণুকীটদিগের দেহ অত্যন্ত-বিস্ময়-জনক। ইহাদিগের অনেকের দেহে এক২টী কুহর থাকে, ঐ কুহরে চক্‌মকির প্রস্তর কিম্বা চর্ণবিশিষ্ট পদার্থে নির্ম্মিত আবরণ বা জাতিভেদে শুক্তি থাকে। ঐ শুক্তির অবয়ব গত ভেদ আছে। কাহারো দেহে ইহা সমভাবে স্থাপিত হয়, কাহারো দেহে যেন হুলের মত দেহ-বহির্গত থাকে, অপর কোন জাতির দেহে ইহা আবরণোপযোগী ঢালের মত বিস্তৃত হয়। পৃথিবীর নানা স্থানে ঈদৃশ শুক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইউরোপ-খণ্ডের বোহিমিয়া ও আমরিকার প্রদেশ সম্মিলিত মণ্ডলের নিম্নস্থ পার্থিব-স্তর এতাদৃশ শুক্তিসম্ভূত। অপর এই শুক্তিতে এক বিস্ময়জনক কর্ম্ম সম্পাদিত হইয়া থাকে। সুইডনদেশে নাগসৃজন হ্রদের নিকট লোকে যে একপ্রকার শ্বেতচূর্ণ সংগ্রহ করিয়া থাকে, ও যাহা ময়দার সহিত মিশ্রিত করিলে উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত হয়, তাহা অন্য পদার্থ নহে, কেবল এই শুক্তিচূর্ণ।

যে সকল জন্তু জলে থাকে, আর যাহাদিগের ডানা পুচ্ছ কিম্বা অন্য কোন প্রকার নির্দ্দিষ্ট গমনেন্দ্রিয় নাই, তাহারা যে কি উপায়ে চলিতে সমর্থ হইবেক ইহার চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। যাহারা অন্য প্রাণীর দেহাবলম্বন করিয়া থাকে, তাহাদিগের অন্য উপায় অনাবশ্যক; কিন্তু যাহারা স্বতন্ত্র দেহে কালযাপন করে তাহাদিগের কোন না কোন প্রকার উপায় অবলম্বন করা অত্যাবশ্যক। প্রস্তাবিত অণুকীট পক্ষে এই উক্তি সম্যক্ প্রয়োজ্য তাহাদিগের ডানা, পুচ্ছ, পদ, কিছুই নাই, অথচ গতি-শক্তি প্রত্যক্ষ রহিয়াছে। বোধ হয় তাহাদের সূঁআদ্বারাই গমন-কার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। ঐ কেশবৎ সূঁআতে ইহাদিগের অশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে। তদ্দ্বারা ইহারা ভাসিয়া যাইতে ও আহারীয় বস্তু ধরিতে সমর্থ হয়। যদি কোন বস্তু নিকটে না থাকে, তাহা হইলে ইহারা ঐ সূঁআদ্বারা জল আলোড়িত করিলে শীঘ্র যথেষ্ট ভক্ষ্যদ্রব্য নিকটে আনীত করে। অপর ঐ সূঁআসকল পুরোভাগে স্থাপিত থাকাতে তদ্দ্বারা শ্বাসক্রিয়াও সম্পাদিত হইয়া থাকে।

যদিচ ইহাদিগের মস্তিষ্ক ও মেরু-দণ্ডস্থ শিরা নাই, তথাপি ইহারা তদনুরূপ একপ্রকার অঙ্গ পাইয়াছে। ইহাদিগের শরীরে এক ক্ষুদ্র লোহিত চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্বে উহা তাহাদিগের চক্ষু বলিয়া জ্ঞান হইত; পরন্তু ইদানীন্তন প্রকাশ পাইয়াছে যে উহাদ্বারা শিরা-সম্বন্ধীয় কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। বহুজঠর অণুকীটদিগের শোণিত অথবা তৎসঞ্চালন-নির্ব্বাহ করণোপায় দৃষ্ট হয় না বটে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তাহাদের দেহে একপ্রকার রস সঞ্চারিত হয়। ঐ রস রক্তের ও রক্তের প্রাথমিক অবস্থার মধ্যগত দ্রব্য। এই সকল অণুকীটসম্বন্ধে ইহাদিগের আহার ও অপত্যোৎপাদন এই দুইটী কার্য্য অধিকতর আশ্চর্য্য জনক জ্ঞান হয়। কদাচিৎ যখন

ইহারা কোন বস্তু আহার করিতে আগ্রহী হয়, তৎকালে জঠর সকল বিকল অথবা স্থানান্তরিত হইয়া গেলে একটী বৃহৎ কুহর লক্ষিত হয়; ভুক্ত বস্তু সেই কুহরস্থ হইলে আর মুখের চিহ্ন পর্য্যন্তও থাকে না। এই অণুকীটদিগের মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত বৃহৎ তাহাদের মুখ ও দন্তের পাটী পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইয়াছে।

উৎপাদনের বিষয়ে এই দেখা যায় যে সচরাচর ইহাদিগের গাত্রের যে কোনস্থানে এক প্রকার চীড় হয়; সেই চীড় ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া অবশেষে শরীর দুই ভাগে বিভাজিত করিয়া ফেলে। নবসম্ভূত জন্তুটীও ফাটিয়া ঐ প্রকারে অপত্য উৎপাদন করে। অন্যতর উৎপাদন নিয়ম এই যে প্রাগুক্ত কুহরহইতে পুষ্পরজের ন্যায় স্বতন্ত্র২ জন্তু পড়িয়া যায়। এই উভয়-প্রকার-সম্ভূত জন্তুর ইতর-বিশেষ এই লক্ষিত হয় যে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সম্ভূত জন্তু যত শীঘ্র বর্দ্ধিত হয়, শেষোক্ত-জাত প্রকার জীব সেরূপ হয় না। ফলতঃ তাহাদিগের বর্দ্ধনে অধিক বিলম্ব ঘটে।

ধূলীবৃষ্টি।

বিজ্ঞান-শাস্ত্রের কি গরীয়সী মহিমা! ইহার প্রভাবে আমরা কত আশ্চর্য্য বস্তু প্রত্যক্ষ করিতে পারগ হই! পূর্ব্বে যে নৈসর্গিক ঘটনার কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়া যাইতাম, ও তাহাতে নানাবিধ হেতু নির্দ্দেশ করিতাম, এক্ষণে জ্ঞানপ্রভাবে সেই ঘটনার সূক্ষ্ম তত্ত্ব অবগত হইয়া পরমেশ্বরের অননুভবনীয় কৌশল, ও মহতী শক্তির উপলব্ধি করিতেছি। এই শক্তি বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, ঈশ্বরপ্রতি আন্তরিক ভক্তিরসের প্রসরণ উচ্ছ্বসিত হইয়া দেহক্ষেত্র প্লাবিত হয়। অসাধারণ-বৃষ্টির সম্বন্ধে আমরা ঐ শক্তির আলোচনা করিব।

পূর্ব্বে যে বৃষ্টি রক্তবৃষ্টি বলিয়া জ্ঞান ছিল, ইদানীং স্থির হইয়াছে যে তাহা রাক্তিক উপাদান সম্ভূত নহে; কিন্তু সমুদ্রজ একপ্রকার শৈবাল তাহার নিদানভূত। ঐ সকল শৈবাল বায়ুবেগে আকাশমার্গে উত্তোলিত হইয়া পরে বায়ুবেগের লাঘব হইলে বৃষ্টিরূপে ভূমিতে পতিত হয়। ঐ শৈবালসত্ত্বে সমুদ্রের কোন২ জল লোহিত বর্ণ প্রাপ্ত হয়, এবং তৎকারণে আরব্যদেশের পশ্চিমস্থ সমুদ্রের নাম লোহিত সাগর হইয়াছে। সুমেরুমণ্ডলে লোহিত বর্ণের নীহার দৃষ্ট হইয়া থাকে, ঐ লোহিত্য বর্ণের অন্য কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না, কেবল একপ্রকার লোহিত শৈবাল নীহারের উপর জন্মিয়া থাকে তন্নিমিত্তই তাহা লোহিত বর্ণ বলিয়া জ্ঞান হয়। যাঁহারা উত্তরামেরিকার গহন অরণ্যানীমধ্যে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন, সময়ে সময়ে পুষ্পের রজ বায়ুবেগে শূন্যে উঠিয়া পরে বৃষ্টিরূপে নিপতিত হয়। ইহাকে পুষ্পবৃষ্টি বলিলেও বলা যায়।

আফরিকার উপকূল-হইতে বহুদূরবর্ত্তী কেপ-ডি-বর্ড দ্বীপসমুচ্চয়ের সন্নিকটে শ্রীযুত হমবোল্ট ও এহরেনবর্গ সাহেবেরা বালুকাবৃষ্টি দর্শন করত লিখিয়াছেন যে বৃষ্ট পদার্থ একেবারে অর্ণবপোত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। ঐ ধূলী মধ্যে মিশ্রিত অনেক ক্ষুদ্র প্রাণীও দৃষ্ট হইয়াছে। ইউরোপ-খণ্ডের দক্ষিণবর্ত্তি কর্ফুদ্বীপে ইং ১৮৫৭ অব্দের ২১ সা মার্চ দিবসে যে কর্দ্দম বৃষ্টি হইয়াছিল, ডাক্তর জুসন সাহেব তাহার বিবরণ নিজগ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি লিখেন, "উক্ত দিবস সমস্তদিনই

বৃষ্টি হইতে লাগিল, এবং বৃষ্টির সঙ্গে২ অনেক কর্দ্দমও পতিত হইয়াছিল। পরদিবস প্রাতঃকালে দেখিলাম, সকল তরুতে কর্দ্দম রহিয়াছে।" মল্টাদ্বীপেও ঐ রূপ কর্দ্দমবৃষ্টি প্রায়ঃ ঘটিয়া থাকে। চীনরাজ্যের অন্তর্বর্ত্তি সাঙ্গহাই নগরে একবার কর্দ্দম বৃষ্টি হইয়াছিল; সেই কর্দ্দমে অধিক শৈবাল ছিল। ডার-এস্টী নামা কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন, চীনসাগরে একপ্রকার শৈবাল জন্মে, যদ্দ্বারা ঐ সাগরের জল পীতবর্ণ-বিশিষ্ট হইয়া যায়। সাঙ্গহাই নগরে কর্দ্দম বৃষ্টির সহিত যে শৈবাল পতিত হইয়াছিল, সে ঐ সাগরজ শৈবাল, সন্দেহ নাই। ঘূর্ণিত বায়ুদ্বারা আনীত ধূলীর বৃষ্টি বা মেঘ গ্রেটব্রিটিন-রাজ্যে কখন কখন দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষেও ঐ রূপ ঘটিয়া থাকে। ব্যাডলী সাহেব লাহোরের ধূলীবৃষ্টি প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, ঈদৃশ ঘটনার এই কারণ বোধ হয়, যে তাড়িত স্তম্ভ উপরিভাগহইতে পৃথ্বীমুখে সমাগত হইলে তত্রত্য বায়ু ঘূর্ণিত হইয়া উঠে। সেই ঘূর্ণিত বায়ুতে ধূলী উঠিয়া বৃষ্টির ঘটনা হয়। ১৮০৩ অব্দে ইংলণ্ডের অন্তঃপাতি মিডলসেক্স নগরে লবণবৃষ্টি হইয়াছিল। এতদ্দেশে ঐ লবণ বৃষ্টিকে "লবণঝঞ্ঝা" শব্দে কহে। ঐ লবণ সাগরজলসম্ভূত ছিল, সন্দেহ নাই। প্রুশিয়া-দেশের প্রসিদ্ধ পদার্থবিৎ এহরেণবর্গ পৃথিবীর নানাস্থানে যে নানাবিধ ধূলী-বৃষ্টি হইয়াছিল তাহার সঙ্গ্রহ-করণ পূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে ঐ সকল বৃষ্ট পদার্থ ক্ষুদ্রপ্রাণী, বৃক্ষত্বক্, পুষ্পরজ ও অপরাপর বস্তুদ্বারা সম্ভূত।

পারস্য দেশের ধূলীবৃষ্টির বিষয়ে শ্রীযুত মরে সাহেব লিখিয়াছেন, "আমি সূর্য্যাস্তের এক ঘণ্টা-পূর্ব্বে পারস্যাধিপের নিকট পত্র পাঠ করিতেছি এমত সময়ে হঠাৎ এরূপ অন্ধকার হইল যে তন্দ্বেতুক পত্র পাঠ করিতে পারিলাম না। আমি তখন ত্বরায় গৃহবহির্দ্দেশে গিয়া দেখিলাম যে ঘোরতর ঘনাবলী সমস্ত নভোমণ্ডল তমসাচ্ছন্ন করিবেক এই মানস করিয়া উত্তরপশ্চিমহইতে আসিতেছে। ঐ মেঘ তিন মিনিটের মধ্যে আসিয়া এককালে আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ঘোরতর অমাবস্যার নিশী উহাহইতে অধিকতর অন্ধকারময়ী হয় না। আমার মনে হইল যেন "লূ" অর্থাৎ উষ্ণবাতাস আসিতেছে। অল্পক্ষণের মধ্যে আমার গৃহ একবারে ধূলীদ্বারা পূর্ণ হইয়া গেল। দেশের সমস্ত ব্যক্তি ভয়ে আকুল হইয়া পড়িল। কিছু ক্ষণপরেই ঐ ঘোরতর অন্ধকার অপগত হইলে সকল পদার্থ ম্লান রক্তবর্ণ বোধ হইল। আমি কোন স্থানে এরূপ উৎপাত দেখি নাই। ঐ রক্তবর্ণ কুজ্ঝটিকার কারণ এই স্থির হয় যে বায়ুভরোত্থিত দূরাগত বালুকাকণা অথবা ধূলীতে পশ্চিমাচলাবলম্বী সূর্য্যের আতপ পতিত হইতেছিল। অনন্তর দুই ঘণ্টার পর সকল পরিষ্কৃত হইয়া গেল।" ঐ ধূলী পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে; তাহাতে কোন প্রাণী দৃষ্ট হয় নাই, কেবল প্রস্তরকণা ও বালুকাই ছিল।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম-পুস্তকে ম্যানা নামক পদার্থের বৃষ্টি হইয়াছিল এমত উল্লেখ আছে। মুসলমানেরা ঐ পদার্থকে শীরখেস্ত বলিয়া থাকে, তাহা সারক ঔষধে ব্যবহৃত হয়। তাহার স্বাদুগ্রহ করিলে উহাতে মধু ও অন্যান্য মিষ্টপদার্থের সংযোগ বোধ হয়। বস্তুতঃ তাহা একপ্রকার বৃক্ষহইতে সম্ভূত।

প্রায়ঃ দুই বৎসর হইল ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম রাজ্যে একপ্রকার বৃষ্টি হইয়াছিল। রসায়ন বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন ঐ বৃষ্ট পদার্থে শর্করা ও আটার সদৃশ নানা পদার্থের সংযোগ ছিল।

অন্যতর একপ্রকার বৃষ্টির উল্লেখ করা যা-

ইতেছে, তাহার শ্রবণে আশ্চর্য্য জ্ঞান হইবেক।

দক্ষিণ আমেরিকাখণ্ডে কোটাপাক্সী নামে এক আগ্নেয় গিরি আছে। তাহার সন্নিকটে কোন সময়ে মৎস্য বৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার কারণানুসন্ধান করাতে ব্যক্ত হয় যে ঐ গিরি যখন শান্ত ছিল, তদবস্থায় তাহার অভ্যন্তরস্থ জলে মৎস্য জন্মিয়াছিল। পরে গিরির যখন অগ্ন্যুৎপাত আরম্ভ হইল তখন তাহার মুখহইতে ঐ মৎস্য নির্গত হইয়া বৃষ্টিরূপে নিপতিত হইয়াছিল।

অগ্নি-বৃষ্টির উল্লেখ অনেক স্থানে দৃষ্ট হয়; তাহা উত্তপ্ত লু নামক বায়ুর উদ্দেশে উক্ত হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। আমরা মধুবৃষ্টির উল্লেখ অনেক আত্মীয়ের নিকট শ্রুত হইয়াছি, কিন্তু তাহার কারণ বিশেষরূপে জ্ঞাত নহি। বোধ হয় পুষ্পরজের মিষ্টতাপ্রযুক্ত বাষ্প মিষ্ট হইয়া নিপতিত হইলেই মধুবৃষ্টি-নামে বিখ্যাত হয়।

প্রাচীন রোমকদিগের মধ্যে পশু-শিক্ষা করাণর পদ্ধতি।

য়ঃ সহস্র বৎসর অতীত হইল রোম-রাজ্যের অধঃপতন হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে রোমকেরা প্রবল-পরাক্রম-প্রভাবে দিগ্বিজয়ী হইয়াছিল। তৎসময়ে পৃথিবীর প্রায়ঃ সর্ব্বত্রই তাহাদিগের ঐশ্বর্য্য বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। ঐ ঐশ্বর্য্যের কথা প্রসিদ্ধই আছে, বর্ণনাদ্বারা তাহা বিদিত করা আবশ্যক বোধ হয় না। পরন্তু তাহাদের মধ্যে অতুল-ঐশ্বর্য্য-ভোগনিবন্ধন নানা প্রকার ক্রীড়া কৌতুক ও সদসৎ আমোদের অনুষ্ঠান হইত। তন্মধ্যে পশ্বাদি লইয়া ক্রীড়াকরণে রোমকদিগের বিশেষ আনুরক্ত্য ছিল। তদর্থে তাহারা পৃথিবীর প্রায়ঃ সকল স্থানহইতেই ভীষণ, শান্ত, সুদৃশ্য সকলপ্রকার পশু সঙ্গ্রহকরণপূর্ব্বক পালন করিত; ও শিক্ষা দিয়া আমোদের আয়ত্ত করিয়া লইত। তাহাদিগের কোন২ নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল যথায় শিক্ষিত পশুদিগের সহিত মনুষ্যদিগের সঙ্গ্রাম হইত। ঐ সঙ্গ্রামকরণ-পদ্ধতি যাদৃশ নৃশংস ও পশুবৎ, ও তন্নিবন্ধন মনুষ্যের গাত্র হইতে শোণিত পাত যাদৃশ নিদারুণ তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। রোমকেরা সভ্যজাতি ছিল, কেবল নিতান্ত ক্রীড়ানুরক্ত হইয়াই ঐ হেয় কার্য্য পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। পরন্তু ক্রমে তাহাদিগের এই জ্ঞান জন্মিল যে পশুর সহিত মনুষ্যের সঙ্গ্রাম হওয়া অন্যায্য। ক্রমে ঐ জ্ঞান হইলে তাহারা ঐ কর্ম্মে বিরত হইল। তাহারা ইহার পরিবর্ত্তে ভিন্নজাতীয় ও বিরুদ্ধ স্বভাব পশুদিগকে সঙ্গ্রাম করণে প্রবর্ত্তিত করিতে লাগিল।

রোমকেরা পশুদিগকে সুশিক্ষিত করণে যেমত তৎপর ছিল তেমত কৃতকর্ম্মাও হইত। প্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা প্লিনী সাহেব লিখিয়াছেন, "একবার হস্তির ক্রীড়া হইয়াছিল, তাহাতে একটী হস্তী আপন স্থূল পদ লইয়া এরূপ ভাবে চলিতে লাগিল, যে জ্ঞান হইল যেন নৃত্য করিতেছে। তৎপরে হস্তিরা মল্ল-যোদ্ধাদিগের ন্যায় অস্ত্রের চালনা করিতে লাগিল, হস্তিরা রজ্জুর উপর আরোহণ করিয়া নৃত্য করিল। পরে চারিটী হস্তী একত্র হইয়া অপর একটীকে লইয়া দর্শকদিগের সম্মুখস্থ এক আসনের উপর এমন কৌশল-পূর্ব্বক স্থাপিত করিল যে তাহাতে দর্শকদিগের যৎপরোনাস্তি আনন্দ উপলব্ধি হইল।"

কথিত আছে কোন হস্তী উত্তমরূপ শিক্ষা

করিতে পারে নাই, তন্নিমিত্ত সে প্রহারিত হইয়াছিল। সেই অপমানে সে একলা রাত্রিতে পাঠাভ্যাস করিতে আরম্ভ করে। মোন্‌এমাস্ নামা কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন, একটা হস্তী গ্রীক্‌ভাষা লিখিতে পারিত, এবং নাট্য ক্রীড়ার সময় আপন লিখন দেখাইয়া বলিত "আমি এই বাক্য লিখিয়াছি।"

গ্রীশরাজ্যে ও আফ্‌রিকাদেশে সিংহকে বশীকরণ করার প্রবল রীতি ছিল। কার্থেজ নগরীয় বীরপুরুষ হানোর সমভিব্যাহারে একটা সিংহ সর্ব্বদা গমন করিত। মিশরদেশীয় রাজ্ঞী বেরিনিসের এক সিংহ ছিল, সে তাঁহার পদলেহন করিত এবং তাঁহার সহিত আহার করিত। রোমনগরের সম্রাট্ মার্ক এণ্টনীর শকটে দুই সিংহ যোজিত হইত। ঐ নগরের অপর এক সম্রাট্ ডোমিশিয়ানের একটী সিংহ ছিল, সে তাঁহার এরূপ আজ্ঞা পালন করিত যে তাহার কৃত শিকার সে তাঁহার পশ্চাদে মুখে করিয়া লইয়া যাইত; আজ্ঞা না পাইলে তাহা ভক্ষণ করিত না। রোমনগরে চিতাব্যাঘ্র শকটে যোযিত হইত।

কুক্কুরসকল উপদেশদ্বারা নাট্যক্রীড়ার যোগ্য প্রায়ঃ সর্ব্বত্র হইয়া থাকে। রোমের কোন রঙ্গভূমিতে এক কুক্কুরকে বিষ বলিয়া কোন মাদক দ্রব্য সেবন করান হয়। সে কুক্কুর যে সময় ঐ দ্রব্য পান করিল, সেই সময়হইতে নানাপ্রকার যন্ত্রণা প্রকাশ করিতে লাগিল। পরে তাহার নাট্য শেষ হইলে সে আরোগ্য প্রাপ্ত হইল, তখন আর কোন প্রকার বেদনা ব্যক্ত করিল না।

পূর্ব্বে রোমেতে পক্ষীদিগের সম্যক্ আদর ছিল। শাহবুলবুল পক্ষীকে বাজনা শিখাইবার নিমিত্ত তূর্য্যাজীব নিযুক্ত থাকিত। শুকপক্ষীদিগকে শিক্ষাদিবার এক বিশেষ কঠিন নিয়ম ছিল। প্রথমতঃ প্রহার করাতে বিশেষ ফল না দর্শিলে তাহার খাদ্য পর্য্যন্ত রহিত করিয়া দেওয়া হইত। হাঁড়িচাঁচা পক্ষী শিক্ষা পাইয়া মনুষ্যের মত কথা, পশুর চীৎকার, ও বাদ্যযন্ত্রের রাগমালা উচ্চারণ করিতে পারিত। একদা কোন নাপিতের পালিত হাঁড়িচাঁচা পক্ষী পথে কোন শবের সহিত নিনাদিত দুঃখজনক বাজনা-শ্রবণ-পূর্ব্বক বুঝিতে পারিয়া খেদে জড়বৎ হইয়া যায়, কিছু দিন পর্য্যন্ত সে কোন শব্দই করে না। বহুদিন পরে সুস্থ হইয়া শ্রুতপূর্ব্ব খেদস্বরে গীত করিয়াছিল।

কোন২ শাহবুলবুল-পক্ষী লাটীন ও গ্রীক বাক্য কহিত। জলস্থিত মৎস্য ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া খাদ্য লইবার কালে সমবেত হইত। কোন২ মৎস্যের নাম ধরিয়া ডাকিলে সে বুঝিতে পারিত।

জহাঁগীর পাদশাহের জীবন-বৃত্তান্ত।

অক্‌বর্ পাদশাহ ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে সেলিম্-নামে এক পুত্র রাখিয়া পরলোকে গমন করেন। সেলিম্ একমাত্র উত্তরাধিকারী হইয়াও নির্ব্বিবাদে পিতৃসিংহাসন গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার পুত্র খুশরো তাঁহার প্রতিবন্ধক হইয়া উঠিলেন। খুশরো আপন মাতুল মানসিংহ ও শ্বশুর অজম্ খাঁ ইহাদিগের সাহায্য প্রাপ্ত হওয়াতে পিতৃপ্রতিকূলতাচরণে সক্ষম হইয়াছিলেন। মানসিংহ রাজ্যের এক প্রধান কর্ম্মচারি ও অজম খাঁ মন্ত্রী ছিলেন। মানসিংহের স্বজাতীয় বিংশতি সহস্র রাজপুত্র সৈন্য নিয়োজিত ছিল। পরন্তু তাঁহাদিগের কাহারো চেষ্টা বিশেষ ফলোপধায়িকা হয় নাই; কারণ নগররক্ষক প্রধান সেনাপতি নগরের সকল প্রবেশদ্বার অবরুদ্ধ করিয়া সেলিমকে চাবি সমর্পণ করিয়াছিল; তৎসময়ে সেলিম সিংহাসন-গ্রহণ-পূর্ব্বক মুহম্মদ জহাঁগীর অর্থাৎ "পৃথ্বীজেতা" এই উপাধি

মুহম্মদ জহাঁগীর বাদশাহ।

প্রচারিত করিলেন। ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২১ শা অক্টোবর দিবসাবধি তাঁহার অধিকার আরব্ধ হয়। ঐ সময় তাঁহার বয়ঃক্রম সপ্তত্রিংশ বর্ষ ছিল। তিনি বিবেচনা-পূর্ব্বক অজম্ খাঁ ও মানসিংহের সমুচিত দণ্ড বিধান না করিয়া বরং তাহাদিগকে নিজ২ পদে প্রতিষ্ঠিত রাখিলেন। অধিকন্তু খুশরোর প্রতিও প্রসন্ন হইলেন; কিন্তু খুশরো কিছু দিন পর তাহাতে পরিতৃপ্ত হয়েন নাই; তিনি পুনরায় পিতার বিপক্ষ হইলেন। এই বার তিনি মানসিংহ বা অজম্ খাঁ ইহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ করেন নাই, প্রত্যুত ইহাদিগের সহিত একরূপ কুব্যবহার করিয়াছিলেন, যে তাহারা আর তাঁহার কোন রূপ সাহায্য করিলেন না। পরন্তু তিনি স্বয়ং এইবার এত সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন যে তদ্দ্বারা কতকগুলি প্রদেশ আক্রমণ-করণ-পূর্ব্বক যৎপরোনাস্তি উপদ্রব-করণে পারগ হইলেন। পরন্তু জহাঁ-গীর পাদশাহের সৈন্যকর্ত্তৃক খুশরো ভূয়ঃ আক্রান্ত হওয়াতে শীঘ্রই তাঁহাকে অবসন্ন হইয়া সিন্ধুনদাভিমুখে পলায়ন করিতে হইল। তদীয় অনুগত

লোকেরাও উৎসন্ন হইল। প্রধান২ সহায়েরাও নিতান্ত প্রপীড়িত হইতে লাগিল, এবং তিনি অবশেষে স্বয়ং কারাবদ্ধ হইলেন।

জহাঁগীর পাদশাহের সমস্ত-অধিকার-কাল-মধ্যে তাঁহার এক উদ্বাহ-ব্যাপার এক প্রধান ঘটনা বলিতে হইবেক, যেহেতু ঐ একরাজ্ঞী লইয়া তিনি নানা দশা ভোগ করিয়াছিলেন। ঐ রাজ্ঞীর কুল-বর্ণনা-বিষয়ে অনেক প্রবাদ আছে। তন্মধ্যে একপ্রবাদ এই যে তাঁহার পিতা খাজা আইয়াস্ তাতার-দেশীয় এক দরিদ্র ব্যক্তি। হিন্দুস্থানে গমন করিলে দারিদ্র্যের প্রতিবিধান হইবেক, মনে এই স্থির করিয়া তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ করেন। পাথেয়-নির্ব্বাহার্থে যাহা কিছু অল্প সঙ্গতি আনিয়াছিলেন, তাহা হিন্দুস্থানে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই নিঃশেষিত হয়। এমত সময়ে তাঁহার গর্ভবতী স্ত্রী পথি-মধ্যে এক অরণ্যানীতে এক কন্যা প্রসব করিলেন। তদবস্থাতে ভূমিষ্ঠা কন্যাটী রক্ষা পাইবেক পিতামাতার এমত আশা রহিল না। ফলতঃ তাঁহারা উহাকে তদবস্থায় এক তরুমূলে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। কিন্তু অপত্যস্নেহের বলবৎ আকর্ষণে যতক্ষণ সেই তরুটী দেখা যাইতে লাগিল, ততক্ষণ পিতামাতা অনন্যমনা হইয়া সতৃষ্ণনয়নে তৎপ্রতিই নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। যখন ঐ তরু দৃষ্টিবহির্ভূত হইল। তখন তাঁহারা এক পাদও অধিক গমন করিতে পারিলেন না, বরং পুনরায় সেই তরুতলে প্রত্যাগমন করিতে হইল। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখেন যে এক কাল-ভুজঙ্গ কন্যাটীর নিকট আসিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে। পিতামাতার প্রাণ তনয়ার মায়ায় পরিপূর্ণ ছিল, ইহা দেখিয়া তাঁহারা চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সেই শব্দে সর্প তাড়া পাইয়া ভয়ে পলাইয়া গেল, এবং তাঁহারা কন্যাটীকে পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। এমত সময়ে তথায় ক্রমে২ কএকজন ভ্রমণকারী আসিয়া উপস্থিত হইল, ও তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিতে লাগিল।

অনন্তর খাজা আইয়াস্ হিন্দুস্থানে আসিয়া উপনীত হইলে দিল্লীর একজন ওমরাও তাঁহাকে এক সামান্য কর্ম্মে নিয়োগ করেন। খাজা আইয়াসের সৌভাগ্য-বশতঃ তাঁহার কার্য্য-ক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা অক্‌বর পাদশাহের কর্ণগোচর হয়। ক্রমে তিনি কার্য্য-দক্ষতা-গুণে ধন রক্ষণের ভার প্রাপ্ত হইলেন। এত দিনে তাঁহার কন্যাটী গুণ ও যৌবন নিবন্ধন রূপলাবণ্য-সম্পন্ন হইয়াছিলেন। এই সময় সুলতান সেলিম তাহাকে দেখিয়া তদীয় রূপলাবণ্যে এক কালে বিমোহিত হন। পরন্তু কোন তুর্কীয় ওমরায়ের সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল; অক্‌বর পাদশাহ তাহার অন্যথা করিতে সম্মত হইলেন না। যাহা হউক, সুলতান সেলিম পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া চিরাগত মনোরথ অচিরাৎ পূর্ণ করিবার মানসে ঐ তুর্কীয় ওমরাওকে হতজীবিত করাইয়া তাহার সহধর্ম্মিণীর পাণিগ্রহণ করেন। কিন্তু তদনন্তর বোধ হয় তিনি পাপের অনুতাপ বশতঃ ঐ রমণীকে অন্তঃপুর মধ্যে বহুদিন অবহেলা করিয়া রাখেন, তাহার সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্তও করেন নাই। রাজ্ঞী গুণবতী ছিলেন, চিক্কণ কর্ম্ম বিলক্ষণ জানিতেন। তিনি উত্তমোত্তম সূচির কর্ম্ম প্রস্তুত করিয়া দাসীহস্তে বাজারে বিক্রয় করিতে পাঠাইতেন; তাহাতে যে অর্থ উপার্জ্জন হইত তদ্দ্বারা অস্বচ্ছন্দতার অ[illegible] প্রতিবিধান করিতেন। তাহাতে তাঁহার যশঃ অগ্নির ন্যায় শীঘ্রই প্রচারিত হইয়া উঠে। ক্রমে রাজ্ঞীর যশঃসৌরভ-প্রভাবে রাজ্য একবারে আমোদিত হইল। পাদশাহ আর অধিকদিন অন্যমনা থাকিতে

পারিলেন না, একবার সাক্ষাৎ হওয়াতে তাঁহার মনোমধ্যে প্রণয়ানল উদ্দীপ্ত হইল; তিনি রাজ্ঞীর নূরমহল নামকরণপূর্ব্বক নিতান্ত নিদেশ বর্ত্তী হইলেন।

রাজ্ঞী বাদশাহকে বলিয়া আপন পিতাকে উজীরত্ব পদ প্রদান করান। এত্তেকাদ খাঁ ও আসফ খাঁ দুই ভ্রাতাকে প্রধান ওমরাও করিলেন। অধিকন্তু জহাঁ-গীর পাদশাহ এতদূর পর্য্যন্ত স্ত্রৈণ্য হইয়া উঠিলেন যে রাজ্ঞী যাহা বলিতেন তাহাই করিতে লাগিলেন, ফলতঃ রাজকার্য্য-নির্ব্বাহ করণেও নিতান্ত অবকাশ-শূন্য হইলেন।

জহাঁগীর পাদশাহের ষষ্টি-বৎসর-অধিকার কালে অফগন্-জাতীয়েরা কাবুলে আসিয়া উপদ্রব আরম্ভ করে। কিন্তু পাদশাহী সৈন্যেরা তাহাদিগের বহুব্যক্তিকে বিনষ্ট করত দূরীকৃত করিয়া দেয়। এই সময় বাঙ্গালা ও বেহারে রাজদ্রোহিতা-ঘটনা হইয়াছিল, কিন্তু রাজ্য শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকাপ্রযুক্ত তাঁহার আজ্ঞানুসারে মানসিংহদ্বারা শীঘ্র শান্তি স্থাপিত হয়। তাহার বিবরণ এতৎপত্রে রাজপুত্রইতিহাস প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে; এবং সাধারণ জনগণে বিদ্যাসুন্দরের প্রারম্ভহইতে এক প্রকার জ্ঞাত আছেন।

১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে উদয়পুরে বিবাদ উপস্থিত হয়। উক্ত স্থান মুসলমানদিগের অধীন হইয়াছিল বটে; কিন্তু পর্ব্বতাশ্রয় থাকাতে তত্রত্য হিন্দুরা সম্পূর্ণরূপে বিজিত হয় নাই। উদয়পুরের রাণা অমরসিংহ পাদশাহী সৈন্যদিগকে খন্দেস-প্রদেশে আক্রমণ করিলেন। জহাঁগীর পাদশাহের দ্বিতীয় পুত্র পর্ব্বেজ ত্রিংশৎ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া রাণার সহিত যুদ্ধ করিতে আগমন করেন। অমরসিংহ সামান্য শত্রু ছিলেন না, তাঁহার অধিকৃতেরা ও মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহার বশবর্ত্তী ছিল। তাহাদের উদ্যোগে পর্ব্বেজ তাড়িত হইয়া অজমীরে আইসেন। ইহাতে পাদশাহ অজমীরে আগমন করত তৃতীয় পুত্র খুররমকে রাণার সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করেন। তাঁহার নিকটে অমরসিংহ রাণা পরাজিত হইয়া সন্ধিকরণে আগ্রহী হইলেন। পর্ব্বেজ পিতার নিকট গমন করিলেন। ইহার পর তিনি বহরমপুরে বাস করিতেন।

এই সময় ইংলণ্ডের অধীশ্বর প্রথম জেমস্ পাদশাহ বিলাতহইতে কতকগুলি ব্যক্তিকে মোগল সম্রাটের সহিত মিত্রতা স্থাপনার্থ প্রেরণ করেন। ইহাদিগের মধ্যে সর্ তমাস্ রো নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পর্ব্বেজের সহিত বহরমপুরে সাক্ষাৎ করিয়া পাদশাহের নিকট গমন করেন। জহাঁগীর পাদশাহ ভিন্নদেশের রাজা বিনীতভাবে নিবেদন করিয়া পাঠাইয়াছেন দেখিয়া যৎপরোনাস্তি হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন।

কিছুকাল পরে জহাঁগীর পাদশাহ বাঙ্গালার রাজকার্য্য-নির্ব্বাহবিষয়ে মনোযোগী হইয়া তথায় সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করিতেছেন, এমত সময়ে নূরমহলের ভ্রাতৃদিগের প্রতি পাদশাহের অসামান্য স্নেহ দেখিয়া পুত্রেরা ঈর্ষাপ্রকাশ করিতে লাগিল। শাহ জঁহা স্পষ্টই পিতার বিপক্ষ হইয়া উঠিলেন, এবং আপন সহোদর খুশরোকে বিনষ্ট করত আগরা আক্রমণ করিয়া প্রথমতঃ তাড়িত হন, পরে সম্মুখ যুদ্ধ করাতে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন। তাহাতে অবসন্ন হইয়া পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন, কিন্তু ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়াও লজ্জাক্রমে পিতার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই; নানাদেশ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন।

জহাঁগীর পাদশাহ রাজ্ঞীর এতাদৃশ নিদেশবর্ত্তী হইয়াছিলেন, যে তাঁহার পরামর্শক্রমে রাজ্যের প্রধান২ কর্ম্মচারিদিগের প্রতি তাঁহার অবিশ্বাস জন্মিল,

ইহাতে তাহারাও তাঁহার প্রতিকূলতাচরণে প্রবৃত্ত হইতে সঙ্কুচিত হইলেন না। মুহব্বত খাঁ নামে পাদশাহের অতিযোগ্য এক সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। নূরমহল রাজ্ঞীর পরামর্শানুসারে পাদশাহ তাঁহার যথেষ্ট অপমাননা করেন। ইহাতে এই ফল দর্শিল যে মুহব্বত সুযোগ পাইয়া পাদশাহকে নিজ শিবিরে লইয়া বদ্ধ করেন; বদ্ধ করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু প্রভুর প্রতি কোন অনুচিত ব্যবহার করেন নাই। নূরমহলরাজ্ঞীও বন্দী হইয়া রাজদ্রোহিতাপবাদে প্রাণ-সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন, কিন্তু রাজার উদ্যোগে ও মুহব্বত খাঁর অনুগ্রহে আপনার ও স্বামীর মুক্তি সিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর তিনি মুহব্বতের প্রাণনাশের পন্থা করিতে লাগিলেন; কিন্তু পাদশাহ রাজ্ঞীর দুরভীষ্ট মুহব্বতকে জ্ঞাত করিয়া নিজ গৌরব রক্ষা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

এবং মুহব্বতখাঁ ঐ ক্ষণে দুরবস্থ হইয়াছিলেন; তাঁহার অনুগত ব্যক্তিরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। অতএব তিনি বিবেচনা-পূর্ব্বক শাহজহাঁর নিকট গমন করিয়া উভয়ে পাদশাহের বিপক্ষতা করিবার যুক্তি স্থির করিলেন। পরন্তু তাহা করিতে হইল না। ১৬২৭ খৃষ্টাব্দের ৯ নবেম্বর পাদশাহের মৃত্যুতে তাঁহাদের সকল অভীষ্ট অনায়াসে সিদ্ধ হইল।

জহাঁগীর পাদশাহের চরিত্র বিশুদ্ধ ছিল না; তাঁহার গুণের অপেক্ষা দোষের অংশই অধিক ছিল। কোন কোন বিষয়ে তাঁহার দার্ঢ্য ছিল বটে, কিন্তু স্বভাবতঃ তিনি অব্যবস্থিতচিত্ত ছিলেন; কোন অকিঞ্চিৎকর কর্ম্ম করিতে একবার প্রবৃত্তি জন্মিলে তাহা সম্পন্ন না করিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন না। পক্ষান্তরে, অনেক অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মানুষ্ঠানে তাচ্ছীল্য অথবা ঔদাস্য প্রকাশ করিতেন। তিনি উদারস্বভাব ছিলেন, এবং মনুষ্যের প্রতি দয়া ও সারল্য প্রকাশ করিতেন। কিন্তু ঈদৃশ উৎকৃষ্ট গুণও চিত্তের অব্যবস্থিততা-দোষে কলুষিত হইয়া সময়-বিশেষে ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিত। তিনি যাহাকে সমাদরে সম্ভাষণ ও গ্রহণ করিতেন, অতিসামান্য-কারণে অথবা চাঞ্চল্য-দোষ-বশতঃ তাহার প্রতি কর্কশ ব্যবহার করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইতেন না। যাহা হউক প্রজাদিগের শান্তি ও রক্ষার নিমিত্ত তাঁহার যে যত্ন ছিল, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক। তাঁহার অধিকারে চৌর্য্যের-প্রাবল্য ছিল না; এমন কি অসাবধান-পূর্ব্বক দ্রব্য পরিত্যক্ত হইলেও তাহা চুরি যাইবার অধিক সম্ভাবনা হইত না। অতি সামান্য প্রজাও তাঁহার নিকট গমন করিতে পারিত, তাহাতে কোন বাধা ছিল না। ইহাতে তিনি যে অভিমানশূন্য ছিলেন ইহা অনায়াসে নির্দ্দেশ করিতে পারাযায়।

জহাঁগীর পাদশাহ বিদ্বান্ ছিলেন। তিনি স্বীয় জীবন-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন; তাহা পাঠ করিলে তাঁহার রচনা-শক্তি ছিল, ইহা স্পষ্ট জ্ঞান হইতে পারে। কিন্তু তিনি বিদ্যা শিক্ষা করিয়াও যে সাধুচরিত্র ও জ্ঞানালোক-সম্পন্ন হইতে পারেন নাই, ইহাই আক্ষেপের বিষয়। তিনি ইন্দ্রিয়-পরবশ ছিলেন, ব্যসনে তাঁহার সম্যক্ অনুরাগ ছিল। সুরাপানে তাঁহার বিশেষ আশক্তি ছিল; তদ্দ্বারা তিনি কখন২ এরূপ মত্ত হইতেন, যে ইতর লোকদিগের মত পথে মত্ততা প্রকাশ করিয়া ভ্রমণ করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না।

দাস-ব্যবসায়।

দ্বাপর প্রায়ঃ এরূপ ঘটিয়া আসিতেছে যে বলবান্ ও বিক্রমশালী ব্যক্তিরা দুর্ব্বল ও নিকৃষ্টদিগের উপর পরাক্রম প্রকাশ

ও প্রভুত্ব স্থাপন করিবার নিমিত্ত সাধ্যমত ত্রুটি করে না; অপর যে রূপ ব্যক্তি-বিশেষে আপন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করে সেই রূপ ভিন্ন২ জাতিরাও পরস্পারকে অধীন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। এই চেষ্টা পৃথিবীর কুত্রাপি সম্যক্ নিবৃত্ত হয় নাই; কি সভ্য কি অসভ্য সকল স্থানেই হইয়া থাকে, কিন্তু স্থানবিশেষে ইহার লাঘব দেখা যায়। হিন্দুরা যখন স্থানান্তর হইতে আগমন-পূর্ব্বক এতদ্দেশে বাস করেন তখন তাঁহাদিগের ঐ রূপ সম্যক্ চেষ্টা হইয়াছিল। তৎপ্রযুক্ত ভীল ও অন্যান্য কতিপয় অসভ্য জাতি ভয়ে পর্ব্বতে পলায়ন করে।

আমরিকাখণ্ডের আবিষ্ক্রিয়া হইলে পর ইউরোপ-খণ্ডের যে সকল জাতি তথায় গমন-পূর্ব্বক উপনিবাস স্থাপন করে, তাহাদিগের উৎপীড়নে আদিম বাসী ইণ্ডিয়ন জাতিরা উত্যক্ত হইয়া ক্রমশঃ ঔপনিবাসিদিগের লক্ষ্য-বহির্ভূত স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু তথাপিও বিদ্বেষী ঔপনিবাসিকেরা অশেষ প্রকারে তাহাদিগের অনিষ্ট করণে বিরত রহিল না।

অপর বলীয়ানেরা নিকৃষ্টদিগের উপর যে কেবল এককালে নিগ্রহ-ব্যবহার করিয়া ক্ষান্ত থাকে এমত নহে, তাহাদিগকে চিরায়ত্ত রাখিবার অভিপ্রায়ে আহারা ক্রয় বিক্রয় করত তাহাদিগকে চিরকাল দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখে। ঐ দাসত্ব অতিভয়াবহ ব্যাপার,—তাহার নাম শ্রবণ করিলেই শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। যাবৎ সৃষ্টপদার্থের মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ পদার্থ। তাহার মনোবৃত্তি ও ধর্ম্মবৃত্তি শ্রেষ্ঠতার নিদানভূত। ইহা যথার্থ বটে যে সকল মনুষ্যের সমান অবস্থা নহে, কিন্তু সকলে যে এক সাধারণ প্রণালীতে সৃষ্ট হইয়াছে. তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। যাহার যে অংশে অভাব অথবা নিকৃষ্টতা আছে, সৃষ্টিকর্ত্তা তাহার বিহিত উপায় অবধারিত করিয়া দিয়া মনুষ্যের অশেষ কল্যাণ-সাধন ও নিজ অসামান্য মাহাত্ম্য প্রচরিত করিয়াছেন। অতএব বিক্রমশালীর উচিত যে নিকৃষ্টকে স্নেহ করা, ও যাহাতে তাহার নিকৃষ্টতার অপলাপ হইতে পারে, তাহার উপায় করিয়া দেওয়া। তিনি নিগ্রহ-ব্যবহার করিবেন, পরমেশ্বরের কখন এরূপ অভিপ্রায় নহে। অতএব মনুষ্যের যে স্বজাতির প্রতি নিগ্রহ-ব্যবহার অথবা তাহাকে ক্রয় কিম্বা বিক্রয় করিবার কোন স্বত্ব নাই, ইহা অনায়াসেই উপলব্ধ হইতেছে। পরন্তু প্রাচীন মনুষ্যেরা এবিষয়ে পরমেশ্বরের আজ্ঞা পালন করে নাই, এবং তন্নিমিত্তই হিন্দুস্থান, পারস্য, মিসর রোম ও অন্যান্য স্থানে দাসক্রয়-বিক্রয়ের রীতি প্রচলিত হইয়াছিল।

হিন্দুদিগের মধ্যে দাসদাসীর ক্রয় বিক্রয় করার রীতি প্রচলিত ছিল, শাস্ত্রে তাহার ভূরি২ নির্দ্দেশ আছে। ভগবান্ মনু সপ্তপ্রকার দাস নির্ণীত করেন যে "যুদ্ধলব্ধ, পালিত, দাসীগর্ভজ, ক্রীত, অথবা প্রাপ্ত, পূর্ব্বপুরুষাগত, ও দণ্ডকৃত এই সাত প্রকার দাস আছে। ভগবান্ নারদ ঋষি স্বীয় পুস্তকে পঞ্চদশ-প্রকার দাস নির্ণীত করেন। তিনি কহেন প্রভুর বাটীতে জাত দাসী-পুত্র মূল্যদ্বারা ক্রীত, অন্যদ্বারা অর্পিত, পূর্ব্বপুরুষের সম্পত্তির সহিত প্রাপ্ত, দুর্ভিক্ষকালে পালিত; পূর্ব্বদাসীদ্বারা বন্ধক গ্রস্ত, কোন মহাঋণহইতে উদ্ধৃত, যুদ্ধ-লব্ধ, অক্ষাদি-ক্রীড়ায় জিত, স্বয়ংদত্ত-বানপ্রস্থ আশ্রম হইতে পতিত, পালিত, স্ত্রীপ্রাপ্তির নিমিত্ত দাসত্ব স্বীকারকৃত এবং স্বয়ং বিক্রীত এই সকল ব্যক্তিকে দাস বলা যায়।

বৃহস্পতি এবং কাত্যায়ন প্রভৃতি শাস্ত্রপ্রবর্ত্তকেরা দাসদিগের কার্য্য-নির্ণয়-বিষয়ে লেখেন গৃহ, মল, পথ ও দ্বার পরিষ্কার করণ, অথবা মল

ও অন্যবিধ অপবিত্র বস্তু স্থানান্তর-করণ দাসের কার্য্য, ভৃত্যের নহে।

প্রভুর পদসেবন ও তাঁহার আমোদ চরিতার্থ-করণ দাসের কার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। দাস-পুত্রেরা প্রস্রাব ও মল পরিষ্কার করিবেক, প্রভুর গাত্রসেবা ও গো. ও অন্য পশুর সেবা করিবেক।

এই যে কএক প্রকার দাসের উল্লেখ করা গেল, ইহারা যে নানাপ্রকারে দাসত্ব নিবন্ধন বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিত ইহা আশু উপলব্ধ হয়। পরন্তু হিন্দুরা অতি-পূর্ব্বকাল-হইতে জ্ঞানালোক-সম্পন্ন; তাঁহারা দয়ালু-স্বভাব-বিশিষ্ট হইয়া যে হঠাৎ অন্যের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিবেন ইহা সম্ভব নহে। তাঁহাদিগের দাসেরা ভৃত্যহইতে অধিক শ্রম করিত এমত বোধ হয় না। অপর দাসত্ব মুক্তিরও অনেক ব্যবস্থা আছে, তৎ সাহায্যে দাসেরা বন্ধন-মুক্ত হইতে পারিত।

সবিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে হিন্দুদিগের মধ্যে দাস-প্রচলনের অথবা ব্যবসায়ের আধিক্য ছিল, সহজে ইহার নির্দ্দেশ করা যায় না। হিন্দুদিগের মধ্যে জাতিপদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহাদিগের দাসত্বে অসদৃশ জাতির ব্যবহার হইত এমন বোধ হয় না। অপর তাঁহারা অন্যত্র হইতে ভিন্ন অথবা অস্পৃশ্য জাতি আনাইয়া দাস করিতে পারিতেন, তদ্ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না। কিন্তু তাঁহারা অন্যদেশে গমনে তাদৃশ উৎসুক নহেন, সুতরাং তাঁহাদের অধিক দাস করিবার উপায় ছিল, এমত কোন ক্রমেই প্রতিপন্ন করা যায় না। এইক্ষণে ইংরাজদিগের আজ্ঞায় দাস ক্রয়-বিক্রয়ের রীতি এদেশে একেবারে রহিত হইয়াছে, পরন্তু অন্যান্য দেশে তাহা নিঃশেষ হয় নাই।

সরকেশিয়া ও মিসরদেশ হইতে পারস্যদেশে দাসী সকল আনীত হয়। এই সকল দাসীরা অন্তঃপুর-গেহিনীর পরিচারিকা হইয়া থাকে; ইহাতে বোধ হয়, তাহাদিগকে বিশেষ দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হয় না।

ইঙ্গরাজদিগের মধ্যে দাস-ব্যবসায় প্রচলিত ছিল, পরন্তু তাহাদিগের জ্ঞানোন্নতি-সহকারে তাহার লোপ পাইয়াছে। বিদ্যার প্রাদুর্ভাব না হইলে মনুষ্যের কর্ত্তব্য-বিষয়ক জ্ঞান ও তন্নির্বাহ-কারিণী শক্তি জন্মে না; সুতরাং হেয় স্বভাব পরিত্যক্ত হয় না। উইলবর্ফোর্স, ক্লার্কসন, ব্রুহম্ ও জাফেরি প্রভৃতি পার্লিয়ামেণ্টের অধ্যক্ষ মহাত্মারা অসামান্য-জ্ঞানোদ্ভাবিত যুক্তি ও বিবিধ প্রকার চেষ্টাদ্বারা ইংরাজদিগকে দাস-ব্যবসায় পরিত্যাগ-করণে প্রবর্ত্তিত করেন। ইংরাজেরা ঐ অবধি আপনাদিগের অধিকার-মধ্যে দাস-ব্যবসায় রহিত করিয়া দেন। কিছু কাল-পরে তাঁহারা সচেষ্ট হইয়া ও বহুব্যয়-পূর্ব্বক ইউরোপ-খণ্ডের অন্যান্য জাতিদিগকেও আপনাদিগের অনুবর্ত্তি করিয়াছিলেন। অধুনা ইউরোপ খণ্ডে এককালে দাস-ব্যবসায় উঠিয়া গিয়াছে। যাহাদিগের যত দাস ছিল, তাহারা সকলকে মুক্তি প্রদান করিয়াছে। কিন্তু ইউরোপ-খণ্ডে যেরূপে ঐ ঘটনা সিদ্ধ হইয়াছে; আমরিকা-খণ্ডে সেরূপ হয় নাই। আমরিকা-খণ্ডের অনেক স্থানে বিশেষতঃ ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্ রাজ্যে অদ্যাপি পর্য্যন্ত দাস-ব্যবসায় প্রচলিত রহিয়াছে। তত্তৎস্থানে ইউরোপীয় কোন জাতির ক্ষমতা নাই। পরন্তু তত্তৎ-স্থান-বাসীরা আফরিকা-খণ্ড হইতে দাস না লইয়া যাইতে পারে, এতদর্থে আফরিকার নিকটবর্ত্তি আটলাণ্টিক মহাসাগরে ও অন্যান্য সমুদ্রে ইংরাজেরা চৌকির জাহাজ রাখিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে দাস-ব্যবসায়ের একান্ত নিবারণ হয় নাই। অদ্যাপি দুরাত্মা দাস-ব্যবসায়ীরা গোপনে আফ-

রিকা-খণ্ডের দক্ষিণহইতে কাফ্রিদিগকে ধরিয়া লইয়া যায়। তৎসময়ে ঐ দাসদিগের অবস্থা দেখিলে অথবা শুনিলে শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। সত্বরে পৌঁহুছিবেক বলিয়া-ধৃত ব্যক্তিদিগের এককালে শত২ ব্যক্তিকে একত্রে বদ্ধ করিয়া এক ক্ষুদ্র তরিতে লইয়া যায়। ঐ ব্যক্তিদিগের শয়নের কথা দূরে থাকুক তাহারা স্বচ্ছন্দে বসিয়া যাইতে পারে না। ঐ সময়ে তাহারা আহার পায় না বলিলেই হয়। অধিকন্তু অনেকে তরী গর্ভে থাকাতে শ্বাস-কর্ম্মের উপযুক্ত বায়ুরও অনাটন ভোগ করে। ক্রমাগত মাসাবধি ঈদৃশ বিজাতীয় ক্লেশ ভোগ করাতে পথেই অনেকের মৃত্যু হয়। যাহারা প্রাণে২ সমুদ্র উত্তীর্ণ হয় তাহাদিগকে চিরকাল দাসত্ব-নিবন্ধন দুঃসহ যাতনা ভোগ করিতে হয়। তাহারা বিক্রীত হইলে ক্রেতারা তাহাদিগকে সাধ্যাতীত কর্ম্মে সতত প্রবৃত্ত রাখে, এবং সে কর্ম্ম সিদ্ধ করিতে না পারিলেই নির্দয়রূপ প্রহার করিয়া থাকে। দাস-প্রভুরা কর্ম্ম করাইবার নিমিত্তই দাস ক্রয় করে, সুতরাং দাসের সুখের প্রতি তাহাদিগের কিছুমাত্র দৃষ্টি থাকে না; যেরূপে হউক না কেন কর্ম্ম করাইতে পারিলেই হইল। ফলতঃ আমরিকা-খণ্ডে দাসদিগের দুরবস্থার ইয়ত্তা নাই; বোধ হয় ভূমণ্ডলের সমস্ত দায়ের সহিত তুলনা করিলে দাসত্ব যাতনা সর্ব্বাপেক্ষায় ভয়ঙ্কর নির্দ্দিষ্ট হইবেক।

অনেকে বলিয়া থাকেন কাফরিজাতির উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি নাই, তাহারা আপনাদিগের সুখ স্বচ্ছন্দতা আপনারা সম্পাদন করিতে পারে না। অপর তাহাদিগের দেশের অবস্থা এমত নহে যে তথায় কোন উত্তম দ্রব্য উৎপন্ন হয়। অতএব কাফরিজাতিকে অন্যত্র লইয়া কর্ম্মে নিয়োজিত রাখিলে তাহাদিগের কল্যাণ সাধন করা হয়। কিন্তু এ উক্তি বাগ্জালমাত্র, যেরূপ স্বর্ণাবৃত করিলে কোন সামান্য ধাতুময় দ্রব্য স্বর্ণবলিয়া আপাততঃ জ্ঞান হয়, পরে ব্যবহার বা অন্য কোন কারণবশতঃ স্বর্ণ উঠিয়া গেলে যে অপকৃষ্ট ধাতু সেই অপকৃষ্ট ধাতুই প্রকাশ হইয়া পড়ে, দাসব্যবসায়ের সহায়তা বাক্য প্রকৃত সেই রূপ। তাহা যে কোন প্রকারে যুক্তিদ্বারা সত্য বলিয়া প্রতিবাদিত হউক না কেন, ক্রমে তাহার অবাস্তবিকতা প্রকাশ পাইবেক, সন্দেহ নাই। আফরিকা-দেশীয়দের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি কটাক্ষ করিলে প্রতীত হইবেক যে দাস-ব্যবসায় রহিত হওয়া অবধি তাহাদিগের অবস্থা অনেকপ্রকারে উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। দেশীয়েরা যখন নিরুদ্বেগে থাকে, তখন তাহারা হাটে২ এক প্রকার তালের তৈল আনয়ন করে। বৎসরে এই সামগ্রী দুই কোটি টাকায় বিক্রয় হয়। এতদ্ব্যতিরেকে তাহারা শামাবীচির তৈল প্রস্তুত করে, তাহাও লাভজনক। অপর দেশীয়েরা অনেক প্রকার বর্ণ প্রস্তুত করিতে পারে। তাহাদিগের তুলার চাস হইতেছে, এবং তাহারা তুলা ভালরূপে প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছে। অনেক স্থলে কয়লা আছে; এঙ্গোলা ভূভাগে তাম্র খানি প্রকাশ পাইয়াছে। তদ্দেশীয়েরা পরিশ্রম করিতেছে, এবং পরিশ্রমে তাহাদের যত্নও আছে। অপর তাহারা যৎকালে অন্য দেশের মনুষ্যের সহিত বাণিজ্য-চালনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, তৎকালে তাহাদের অবস্থা-বিষয়ক উৎকর্য সিদ্ধ হইবেক সন্দেহ কি? বাণিজ্য অর্থোপার্জ্জনের ও সভ্যতাপ্রচারের বিহিত উপায়। যখন দেশীয়েরা ঐ কল্যাণ-কারিণী বাণিজ্যের প্রতি অনুরাগী হইয়াছে; ও অর্থ উপার্জ্জনের উপায় চেষ্টা করিতেছে, তখন অচিরাৎ তাহাদের অবস্থা উন্নত হইবেক এমত প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। অতএব ইহাদিগের দাস-নিবন্ধন অনৎসাহ ও বিধিমতে জীবন ক্ষেপিত করান কোন মতেই যুক্তিসিদ্ধ অথবা মনুষ্যের উচিত কর্ম্ম বলা যায় না।

অজন্তা নগরের গুহা।
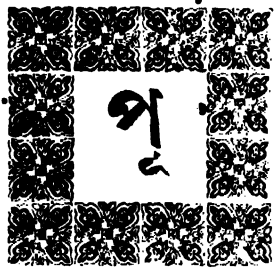
পূর্ব্বে বৌদ্ধ ও জৈনমতের বিবরণ লিখিত হইয়াছে। ঐ উভয়বিধ মতাবলম্বীদিগের অনেক কীর্ত্তি ভারতবর্ষে বর্ত্তমান আছে,ঈদৃশ কীর্ত্তি-কলাপদ্বারা বিলক্ষণ সপ্রমাণিত হইতে পারে যে অতি পূর্ব্বকালে এই ভারতবর্ষে শিল্প-কার্য্যের প্রাচুর্য্য ছিল। তম্মধ্যে পর্ব্বতে খোদিত কীর্ত্তিগুলিন অতিচমৎকার. অতএব বিদেশীয়েরা তাহাদের বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। আমরাও বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহের প্রথম পর্ব্বে ভুবন-বিখ্যাত ইলোরার গুহার বৃত্তান্ত প্রকাশিত করিয়াছি। ভারতবর্ষের তাদৃশ পুরাবৃত্ত পাঠ করিয়া সহৃদয় পাঠকবর্গ পরিতৃপ্ত হইবেন ইহাই আমাদিগের আকাঙ্ক্ষা। পরন্তু ঐ আকাঙ্ক্ষিত বিষয়ের কি পর্য্যন্ত সিদ্ধি হইয়াছে তাহা বলা যায় না। যাহা হউক সেই অভিপ্রায়ে আজন্তা-নামক নগরস্থ কতকগুলি গুহার উল্লেখ-করণে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে. ভরসা করি ইহার পাঠ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইবেক না।

ঔরঙ্গাবাদ নগরহইতে খন্দেশ-ভূভাগবর্ত্তী ঘাট-পর্ব্বত-শ্রেণীর সংলগ্ন ফার্দ্দা-পুরের নৈঋত কোণে প্রায়ঃ দেড়ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া গিরিখোদিত প্রস্তাবিত গুহা অথবা মন্দির গুলিন বর্ত্তমান আছে। কোন গিরিনদী প্রথমতঃ বক্রভাবে সামান্য উপত্যকায় প্রবাহিত হইয়া পরে গভীর ও সঙ্কীর্ণ অন্য এক উপত্যকায় মিলিত হয়। শেষোক্ত উপত্যকায় পর্ব্বতের অন্যূন দুই শত হস্ত উচ্চ প্রাচীরবৎ পার্শ্বে প্রস্তাবিত গুহা সকল খোদিত হইয়াছে। প্রথম উপত্যকার ক্রমাগত বক্রভাব হেতু জ্ঞান হয় যেন ঐ নিভৃত স্থানের পৃথিবী অন্যত্রের সহিত কোন সংস্পর্শ রাখে না। অপর উহার অন্তঃসীমাবর্ত্তিনী উপত্যকা ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া অবশেষে সঙ্কীর্ণদ্বারের ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে! তাহার উভয় পার্শ্বে যষ্টি-হস্ত-পরিমিত এক নির্ঝর প্রথমতঃ পর্ব্বত মূলে কোন গভীর জলাশয়ে পতিত হইয়া উচ্ছসিত হইলে পর পূর্ব্বোক্ত গিরিনদী সম্ভূত হয়। উপত্যকা স্থানে২ সমুন্নত বৃক্ষে পরিবৃত হওয়াতে অতি শোভায়মান দেখায়।

অজন্তার গুহাসকলের সঙ্খ্যা অধিক। তাহার মধ্যে বিংশতি গুহার বিবরণ উত্তমরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতিরেকে আরও কএকটী গুহা প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ হয় নাই।

উল্লিখিত গুহার মধ্যে পশ্চিম পার্শ্বে একাদশ, পূর্ব্বে অষ্ট, এবং মধ্যে একটী গুহা আছে। আদৌ মধ্যকার গুহার উল্লেখ করত ক্রমান্বয়ে অপর গুলির বর্ণন করা যাইবেক। ঐ গুহা দক্ষিণ-মুখ, ইহার দৈর্ঘ্য অন্যূন ৩৩ হস্ত ও প্রশস্ততা ২৩ হস্ত। তাহার ছাদের তল গোলাকার ও উপরি ভাগ গোম্বজাকৃতির ন্যায়। গুহা মধ্যে ছাদের ভার ধারণোপযোগী ৩৮ স্তম্ভ আছে, কিন্তু তাহার অনেক গুলি ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক স্তম্ভ আট হস্ত উচ্চ। স্তম্ভগুলির মধ্যে চারি হস্ত প্রশস্ত এক বারাণ্ডা আছে। ইহা পূর্ব্বে উত্তমরূপে চিত্রিত ছিল।

গুহার প্রবেশদ্বারের সম্মুখে এক চৈত্য আছে; এবং তাহার মধ্যে ধ্যান-নিমগ্ন অনেক দণ্ডায়মান বৌদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি এবং তচ্চতুঃপার্শ্বে অনেক মূর্ত্তি স্ত্রী পুরুষের অবয়বে দৃষ্ট হয়। বোধ হয় শেষোক্ত মূর্ত্তিগুলি উপাসকদিগের প্রতিরূপ হইবে।

মধ্য গুহার অব্যবহিত পশ্চিমে ক্ষুদ্র-ছাদ-বিশিষ্ট একটী কন্দর, এবং তাহার সম্মুখে এক

বারাণ্ডা আছে। ছাদ চতুষ্কোণ, স্থূল-স্তম্ভোপরি স্থাপিত। ঐ স্তম্ভসকল আট হস্ত করিয়া উচ্চ। গুহার দৈর্ঘ্য অন্যূন পঞ্চবিংশ হস্ত ও প্রশস্ততা অষ্টাদশ হস্তের কিঞ্চিৎ অধিক হইবেক। গুহার প্রাচীর-মধ্যে তাপসদিগের অনেকগুলি কোটর আছে; এবং গুহার মধ্যভাগে সিংহাসনোপবিষ্ট এক দিগম্বর বুদ্ধমূর্ত্তি রহিয়াছে।

এই গুহার পশ্চিমে যে গুহা আছে, তদ্বিষয়ে অধিক বক্তব্য নাই। তাহা নীচ ও চৌড়া ছাদ বিশিষ্ট। তাহার মধ্যে কোন মর্ত্তি নাই।

উপরহইতে মৃত্তিকা ক্রমশঃ পতিত হওয়াতে তাহার পশ্চিমে যে গুহা আছে তাহা প্রায়ঃ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহার দ্বারের উপর এক বুদ্ধমূর্ত্তি বিদ্যমান আছে।

তাহার পার্শ্বস্থ গুহা অন্যূন ৪২ হস্ত দীর্ঘ ও বিংশতি হস্তাধিক প্রশস্ত। ইহার ছাদ চৌড়া ও ভূমিহইতে প্রায়ঃ দশ হস্ত উচ্চ, এবং বিংশতি স্তম্ভোপরিসংস্থাপিত। গুহার সম্মুখে এক বারাণ্ডা আছে, উহার উভয় পার্শ্বে গরুড়ের মূর্ত্তি এরূপে স্থাপিত হইয়াছে, যাহাতে জ্ঞান হয় যেন তাহার পৃষ্ঠে বারাণ্ডার সমুদয় ভার রহিয়াছে। গুহাতে এক নগ্ন বুদ্ধমূর্ত্তি দেখা যায়।

উপরি উক্ত গুহার সদৃশ দীর্ঘ ও প্রস্থ অপর একটী গুহা আছে, তাহার ছাদের উচ্চতা ৮ হস্ত এবং ইহার সম্মুখস্থ বারাণ্ডা বিশেষ প্রশস্ত। তাহার পশ্চিমাংশে পালী-অক্ষরে খোদিত লিপি এবং কতগুলি স্ত্রী ও পুরুষের চিত্র আছে। এই গুহাতে এক বুদ্ধমূর্ত্তি ও অনেকগুলি কৃষ্ণ ও স্বর্ণ বর্ণ বুদ্ধাকৃতি খোদিত আছে।

পূর্ব্বোক্ত গুহার কিঞ্চিৎ দূরে খিলানকরা এক ক্ষুদ্র গুহা ও বর্ত্তমান আছে। তাহার উপরিভাগ গোল অথচ উচ্চীকৃত। তদুপরি সুদৃশ্য চিত্রবিচিত্র এক পাত্র আছে। ঐ পাত্রে ঊনবিংশ জৈনের লক্ষণ স্বরূপ চিত্র এবং চৈত্যের নিম্নে এক বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত আছে, অপর তাহাতে কতগুলি বুদ্ধমূর্ত্তি খোদিতও আছে।

ইহার পার্শ্বে অপর এক গুহার মধ্যে সিংহাসনাধিরূঢ় এক বুদ্ধমূর্ত্তি আছে; সিংহাসনে দুই কৃষ্ণসার খোদিত হইয়াছে। এই পশু ষোড়শ জৈন-শান্তির চিহ্ন।

ঐ গুহার পশ্চিমে যে গুহা আছে, তাহা উত্তমরূপ খিলানকরা, কিন্তু তাহার মধ্যে এক বুদ্ধমূর্ত্তি আছে, অন্যান্য গুহার সহিত তাহার সমভাব নাই, ফলতঃ তাহা নীচ।

তাহার পশ্চিমস্থ গুহা অতি ক্ষুদ্র, তাহাতে দুই কৃষ্ণসার পৃষ্ঠোপরি স্থাপিত শতদলপদ্মোপরি এক বুদ্ধমূর্ত্তি বসিয়া আছেন। তাহার বাম ও দক্ষিণে পুরুষ ও স্ত্রীরা উপাসনা করিতেছে।

তৎপশ্চিমস্থ গুহা বৃহৎ। তাহাতে কএকটী চিত্রিত স্তম্ভ আছে, কিন্তু কোন মূর্ত্তি নাই।

তাহার পশ্চিমে এক পার্শ্বের গুহা সুন্দররূপে খিলান করা হইয়াছে। তাহার দৈর্ঘ্য ৩১ হস্ত ও প্রশস্ততা ১২ হস্ত। তাহাতে অনেক স্তম্ভ আছে, এবং তাহার চারিদিকে বারাণ্ডা ও বহির্ভাগে অনেক বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। তাহার মধ্যে পঞ্চদশ হস্ত তিন-পাদ পরিমিত একটী অতিবৃহৎ মূর্ত্তি আছে; দেশীয়েরা তাহাকে ভীমসেনের মূর্ত্তি বা প্রতিষ্ঠা করে।

এক্ষণে পূর্ব্ববর্ত্তি গুহাসকলের বর্ণন করা যাইতেছে।

বৃহৎ গুহার পূর্ব্বে কতিপয় পদ অন্তর এক গুহা আছে, তাহার দৈর্ঘ্য ৩০ হস্ত ও প্রশস্ততা অষ্ট হস্ত তিন পাদ। ইহাতে বুদ্ধ-মূর্ত্তি খোদিত আছে।

ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে একটী খোদিত গুহা দেখা যায়, কিন্তু তাহা কোনকালে সম্পন্ন হয় নাই।

তদনন্তর যে গুহা আছে তাহা অত্যন্ত অধিক উচ্চ, ও তাহার সম্মুখে দুই প্রশস্ত বারাণ্ডা আছে। তাহাতে অভ্যন্তরস্থ গুহায় প্রবিষ্ট হইবার নিমিত্ত অনেক গুলি দ্বার আছে; এবং ইতস্ততঃ বুদ্ধাকার ও শিষ্যদিগের মূর্ত্তি আছে।

চতুর্থ গুহা দুই তল; তাহার নিম্নতলের আয়তন ৩৩ হস্ত। তাহার পূর্ব্ব ও পশ্চিমে অনেক গুলি স্তম্ভ আছে। গৃহের উচ্চতা ১১৮ হস্ত। তাহাতে সবস্ত্র এক মূর্ত্তি আছে। উপর তল অতি সুন্দর তাহাতে বারাণ্ডা, ও অনেক গুলি স্তম্ভ আছে। অপর ইহাতে এক দিগম্বর মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। নিম্নতল ও উপর তলে দিগম্বর ও সবস্ত্র বুদ্ধমূর্ত্তি থাকাতে জ্ঞান হয় যে উহারা শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর এই উভয়বিধ জৈনমতাবলম্বিদিগের কীর্ত্তি।

পঞ্চম গুহার বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। কারণ, তাহা প্রায়ঃ মৃত্তিকায় পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

ষষ্ঠ গুহাটী অপর সকল গুহার অপেক্ষা বৃহৎ। ইহার আয়তন দীর্ঘে প্রস্থে ৫২ হস্ত তাহার অভ্যন্তরে আটাইশটী স্তম্ভ আছে। এই গুহাটী দশহস্ত তিনপাদ উচ্চ। ইহাতে দিগম্বর মূর্ত্তি ও কতিপয় খোদিত বৌদ্ধ-প্রতিমূর্ত্তি এবং অপর কতগুলি শতদল-সংলগ্ন মূর্ত্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

সপ্তম গুহাটীও বৃহৎ। ইহার সম্মুখের বারাণ্ডা ৪৪ হস্ত দীর্ঘ ও প্রায়ঃ পঞ্চ হস্ত প্রশস্ত। বারাণ্ডাহইতে যে দ্বার দিয়া কন্দরে প্রবেশ করা যায়, তাহা ছয় হস্ত উচ্চ, ও প্রায়ঃ তিন হস্ত চৌড়া। ইহাতে এক সবস্ত্র বুদ্ধমূর্ত্তি আছে।

অষ্টম গুহার বিষয়ে অধিক বক্তব্য নাই, ইহার ছাদ উত্তমরূপে চিত্রিত। এই গুহাগুলি যদিচ অত্যন্ত বহৎ নহে তথাপি সুদৃঢ় পর্ব্বত খনন করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া অত্যন্ত বিস্ময়জনক মানিতে হয়।

চণ্ডাল-জাতি।

হিন্দুদিগের মধ্যে অতি পূর্ব্বকালহইতে জাতি-পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে। তদ্দ্বারা পূর্ব্বে তাহাদিগের সামাজিক-কার্য্য-নির্ব্বাহের সুশৃঙ্খলা ছিল ইহা অনায়াসে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। ঐ জাতি-প্রভেদের মূলস্বরূপ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই জাতিচতুষ্টয় অতিপ্রাচীন-কালাবধি প্রচলিত আছে। পূর্ব্বে তাহাদিগের শ্রেষ্ঠ বর্ণেরা কনিষ্ঠ বর্ণহইতে স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিত; এবং ঐ ভিন্নজাতীয় স্ত্রীর গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হইত তাহারা পিতৃবর্ণ প্রাপ্ত হইত; কিন্তু যখন পুনঃ২ ভিন্ন জাতীয়া স্ত্রীর গ্রহণে আদিম-জাতি-চতুষ্টয়ের লোপ হইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠিল। তখন প্রধান২ ঋষি ও পণ্ডিতেরা সঙ্কর জাতির-সৃষ্টি করত পিতৃ-মাতৃ-বর্ণের বিবেচনা-পূর্ব্বক সঙ্কর জাতির উত্তমাধমতা নিরূপিত করেন। তাহাতেই অধুনাতনের যে সকল জাতি প্রচলিত আছে তৎসমুদয়ে নির্দ্দিষ্ট হয়। এই জাতি-নির্দ্দেশকরণ-সময়ে সঙ্করত্ব নিবারণের নিমিত্ত অনেক-উপায় করা হইয়াছিল, বিশেষতঃ অধম জাতি-কর্ত্তৃক উত্তম জাতীয়া স্ত্রীরা গৃহীতা না হয় এই অভিপ্রায়ে অনেক কঠিন নিয়ম নির্দ্ধারিত হয়। ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগকে সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিতেন; সুতরাং তাঁহাদিগের স্ত্রী যাহাতে হেয় শূদ্রদ্বারা স্পৃষ্ট না হয়, এই অভিপ্রায়ে ব্রাহ্মণ-কন্যার গর্ভে শূদ্রদ্বারা যে সন্তান উৎপাদিত হয়, তাহাকে চণ্ডাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করেন। সেই চণ্ডাল সকল-বর্ণ-হইতে হেয়। তাহার ছায়াস্পর্শ করিলে অশুচিতা জন্মে। এই নিমিত্ত তাহারা সর্ব্বত্রই অত্যন্ত ঘৃণিত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। পরন্তু এতদ্দেশে তাহারা যে রূপ ঘৃণিত বলিয়া

চণ্ডাল।

প্রসিদ্ধ আছে, মান্দ্রাজ-দেশ তদপেক্ষাও ঘৃণার্হ হইয়াছে। মান্দ্রাজদেশীয়েরা তাহাদিগের পক্ষে বিষম বিদ্বিষ্ট ব্যবহার করিয়া থাকে। তথাকার নগর প্রায়ঃ সকলই প্রাচীরবেষ্টিত। চণ্ডালদিগকে ঐ প্রাচীরের বাহিরে বাস করিতে হয়; কদাপি নগরের অভ্যন্তরে বাস করিতে আজ্ঞা দেওয়া যায় না। অপর পথিমধ্যে দৈবাৎ কোন ভদ্র ব্যক্তিকে সম্মুখে দেখিলে পাছে ভদ্রকে তাহাদিগের মুখ-সন্দর্শন করিতে হয়, এই আশঙ্কা নিরা-করণের নিমিত্তে তাহাদিগকে পথপ্রান্তে মুখ আবর্ত্তন করিয়া থাকিতে হয়। ইহাদের জাতি-ব্যবহার ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র তুল্য নহে। মান্দ্রাজি চণ্ডালদিগের শবসংস্কার-করণ, মলমূত্রাদির স্থানান্তর করণ, নগরের পয়ঃপ্রণালী পরিষ্কার করণ, অপরাধিদিগকে ফাঁসি দেওন, ইত্যাদি কার্য্যই প্রধান ব্যবসায়। তদ্ব্যতীত তাহারা অপর অনেক জঘন্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে।

ইহাদের বিদ্যালোচনা করিবার কোনমাত্র উপায় নাই, এবং ধনসঙ্গ্রহ করণেরও তাদৃশ সুযোগ নাই; সুতরাং চণ্ডালমধ্যে কদাপি কেহ বিশেষ ভদ্র হইতে পারে না। যাহারা স্বভাবতঃ শ্রেষ্ঠ মানসিক প্রবৃত্তি প্রাপ্ত হয় তাহারাও অভ্যাসাভাবে নিকৃষ্টাবস্থাতে অবস্থিতি করে। শাস্ত্রে গুহ-চণ্ডালের উল্লেখ আছে। সে ব্যক্তি রামচন্দ্রের প্রতি ভক্তি ও সভ্যতা প্রকাশ করিয়াছিল; কিন্তু ইদানীন্তন কোন চণ্ডাল ভদ্রতাচরণ করে এমত

প্রকাশ হয় নাই; সকলেই অত্যন্ত অধমাবস্থাতে দিন যাপন করিতেছে। এ কথা বলায় আমাদিগের এমত অভিপ্রায় নহে যে চণ্ডালদিগের আর ভদ্র হইবার উপায় নাই; প্রত্যুত তাহারা অন্যান্য মনুষ্যের ন্যায় সুখস্বচ্ছন্দে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিলে অবশ্যই অন্যের ন্যায় ভদ্র হইতে পারে। জগৎপিতা সকল মনুষ্যকে তুল্য করিয়াছেন, সকলেই সমান মানসিক শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে; অতএব ঐ শক্তির তুল্য আলোচনা করিলে যে সকলে তুল্য হইবে ইহাতে সন্দেহ কি? বৈশ্যার গর্ভে জাত ব্রাহ্মণ সন্তান বৈদ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে অপত্য-স্নেহ-প্রযুক্ত শ্রেষ্ঠবর্ণ বলিয়া স্বীকার করেন, এবং তাহাতেই তাহারা বিদ্যালোচনাদ্বারা ব্রাহ্মণের তুল্য ভদ্র ও বিদ্বান্ হইয়াছে। ব্রাহ্মণী-গর্ভজাত শূদ্র সন্তানকে হেয় চণ্ডাল না বলিয়া ভদ্র স্বীকার করত ভদ্র ব্যবসায়ে নির্দ্দিষ্ট করিলে তাহারাও শ্রেষ্ঠ হইত, সন্দেহ কি?

মারবাড়-প্রদেশের বৃত্তান্ত।

পূর্ব্বকালে শতদ্রু-নদীহইতে ভারতবর্ষীয় মহাসাগর পর্য্যন্ত সমস্ত বিস্তীর্ণ মরুদেশ "মরুস্থলী" নামে বিখ্যাত ছিল। তাহার অপভ্রংশ মরুবার, এবং তদপভ্রংশে মারবাড় শব্দ প্রচলিত হইয়াছে। উক্তদেশ রাঠৌর রাজপুত্রদিগের অধিকার।

রাঠৌর রাজপুত্রেরা সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাদিগের উৎপত্তি-বিষয়ে বিবিধ প্রবাদ আছে। কুলাচার্য্যেরা বলিয়া থাকেন, পার্লিপুরের রাজা যবনাশ্ব ইহাদিগের কুলপতি। কেহ কহেন ইহারা তাঁহাহইতে উদ্ভূত হয়েন নাই;— ইহাঁরা দেবরাজ ইন্দ্রের পৃষ্টবংশোদ্ভব। পৃষ্টবংশের অপর শব্দ রাঠ, তন্নিমিত্ত এই বংশ রাঠৌর নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। পরন্তু এবিষয়ের বিবাদ-নিরাকরণে আমাদিগের কোন স্পৃহা নাই।

৫২৩ সংবৎসরে নয়নপাল নামাধিখ্যাত রাজা কান্যকুব্জের রাজা অজয়পালকে বিনষ্ট করত তাঁহার রাজ্য অধিকৃত করেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা এপ্রকার কোন বিশেষ কীর্ত্তি করেন নাই, যদ্দ্বারা তাঁহারা প্রসিদ্ধ থাকিতে পারেন। নয়নপাল কান্যকুব্জের অধিপতি হওনাবধি রাঠৌরদিগের কামধ্বজ উপাধি হয়। নয়নপালের পুত্র পদ্মরথ; তাঁহার ত্রয়োদশ সন্তানেরা প্রসিদ্ধ রাঠৌর বংশের ত্রয়োদশ শাখার কুলপতি ছিলেন।

নয়নপালের পর তাঁহার বংশজেরা কান্যকুব্জের রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহাদের শেষ রাজা জয়চাঁদ ১২৪৯ বৎসরে মুসলমানদিগ-কর্তৃক পরাভূত হইলে কান্যকুব্জ-রাজ্য রাঠৌর বংশীয়দের হস্তহইতে বহিষ্কৃত হইয়া মুসলমানদিগের হস্তগত হয়। তৎপূর্ব্বে সপ্তশত বৎসরেরও অধিক কাল পর্য্যন্ত রাঠৌরেরা উল্লিখিত রাজ্যে যে প্রবলপরাক্রমে রাজত্ব করিয়াছিলেন ও ভারতবর্ষীয় রাজ্যপালকদিগের মধ্যে প্রধান বলিয়া গণনীয় হইয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বিখ্যাত কবি চাঁদ আপন কাব্যে ইহার উল্লেখ ভূয়োভূয়ঃ করিয়া গিয়াছেন।

পরিখা-প্রাচীরাদি-দ্বারা কান্যকুব্জের পঞ্চদশ ক্রোশাধিক স্থান ব্যাপ্ত ছিল। উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত অবধি পূর্ব্বে বারাণসী ও চর্ম্মণ্বতী নদীপারে বুঁদেলখণ্ড পর্য্যন্ত স্থানে তাহার অধীশ্বরদিগের মহীয়সী ক্ষমতার প্রাদুর্ভাব ছিল। ঘোর এবং ইরাক দেশের অধীশ্বর ঘোরীসুল্‌তান্ শাহাবুদ্দিন ভারতবর্ষ অধিকারকরণাভিপ্রায়ে সিন্ধুনদ পার হইলে,

রাজা জয়চাঁদ নিজ বহুসঙ্খ্যক চতুরঙ্গিণী সেনা লইয়া তাহার সহিত তুমুল সঙ্গ্রাম করত জয়লাভ করেন। কথিত আছে যে ঐ সঙ্গ্রামে এত অধিক লোকের প্রাণ বিনষ্ট ও দেহ ক্ষত হইয়াছিল, যে তাঁহাদের শোণিতদ্বারা সিন্ধুনদের নীলোজ্জ্বল সলিল লোহিত বর্ণ হইয়া যায়।

রাজা জয়চাঁদ নর্ম্মদানদীর দক্ষিণ পর্য্যন্ত স্থানে অধিকার বিস্তারিত ও অনেক রাজাকে করপ্রদ করিয়াছিলেন। অন্হলবারা-প্রদেশের রাজা সিধ-রাজ তাঁহার নিকট বিজিত হন। যজ্ঞ কর্ম্মেও তাঁহার যশঃ প্রচারিত রহিয়াছে। পাণ্ডবেরা সম্রাট্ হইয়া এক বার রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তত্পর উক্ত যজ্ঞ করিতে কোন রাজার ক্ষমতা হয় নাই। এমন কি উজ্জয়নীর অধিপতি মহারাজ বিক্রমাদিত্য স্বীয় অব্দ প্রচলিত করিয়াও ঐ মহৎ যজ্ঞ করণে প্রবৃত্ত হন নাই। রাজসূয় যজ্ঞে রাজগণই কর্ম্মচারী, অতএব বহুল সম্রাট্দিগকে সম্পূর্ণরূপ অধিকৃত না করিলে এ যজ্ঞ করিতে সাহস হয় না। যাহারা সাহসপূর্ব্বক ঐ যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে উদ্যত হইয়াছেন তাহাদিগের কোন না কোন রূপ বিপদ ঘটিয়াছে। রাজা জয়চাঁদ অহঙ্কার-পূর্ব্বক অনেক রাজার করগ্রাহী হইয়া সম্রাট্ হওনাভিপ্রায়ে আপন কন্যার বিবাহোপলক্ষে এতৎ যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হন।

পূর্ব্বে হিন্দুদিগের মধ্যে স্বয়ম্বরার প্রথা প্রচলিত ছিল; কুমারীরা মনোমত পাত্রে বরমাল্য প্রদান করিয়া পতি প্রাপ্ত হইত। রাজা জয়চাঁদ প্রচলিত প্রথানুসারে কন্যার পরিণয় হইবার নিমিত্তে মর্হতীসভা করিয়াছিলেন। ঐ সভায় অধিষ্ঠিত হইবার নিমিত্ত দেশদেশান্তরীয় রাজগণের নিমন্ত্রণ হয়। নিমন্ত্রিত রাজগণের প্রায়ঃ সকলেই আগমন করিয়াছিলেন; কেবল দিল্ল্যধিপতি পৃথুরাজের ও মিবারাধিপতি সমর সিংহের আগমন হয় নাই। জয়চাঁদ পৃথুরাজের ও সমর সিংহের আচরণে কোপ-পরবশঃ হইয়া তাঁহাদিগের দুই স্বর্ণমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া তাহাদিগকে অতি নীচ কর্ম্মে নির্দ্দিষ্ট করত সভাবাটীতে স্থাপিত করাইলেন। পৃথুরাজকে যজ্ঞশালার দৌবারিক করিয়া রাখিলেন।

পৃথুরাজ অতিতেজীয়ান্ ও যুদ্ধনিপুণ ছিলেন। তিনি জয়চাঁদের কন্যাকে অপহরণপূর্ব্বক নিজ অপমানের প্রতিশোধ করিবার নিমিত্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া যুদ্ধসজ্জায় আগমন-পূর্ব্বক সভা-হইতে কন্যাটীকে হরণ করিয়া লইয়া গেলেন। জয়চাঁদও সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহার পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। পথে পঞ্চদিবস যুদ্ধ হয়; কিন্তু জয়চাঁদ কন্যাটীর কোন ক্রমে উদ্ধার করিতে পারিলেন না। এই বিচ্ছেদ অনর্থপ্রসবী হইয়া উঠিল। আত্মবিচ্ছেদ-নিবন্ধন রাজপুরুষেরা পরস্পর কেহ কাহারো শুভানুধ্যায়ী থাকিলেন না। প্রত্যুত সকলকারই মনোভঙ্গ হইয়া গেল। একতা সামর্থ্য-প্রদায়িনী; হিন্দুস্থানের উত্তর-ভাগে হিন্দুরাজপুরুষেরা সেই একতার অভাবে সামর্থ্য-বিহীন হইয়া অবসন্ন হইলেন। ঘোরীসুলতান্ ভারতবর্ষ আক্রমণ-করণে উদ্যোগী হন। তাহাতেই প্রথমতঃ তাঁহার ঐ উদ্যমে দিল্লীর ঈশ্বর পৃথুরাজ পরাজিত হন। পরে কান্যকুব্জাধিপতি রাজা জয়চাঁদ তাঁহার নিকট বিজিত হইয়া গঙ্গাপারে পলায়ন করিবার চেষ্টা করাতে জলমগ্ন হইয়া যান, এবং এই ঘটনায় কনোজে রাঠোর বংশের ক্ষমতা নিঃশেষিত হইয়া যায়। ইহাতেই যে বংশ বহুকাল কান্যকুব্জ ভোগ-নিবন্ধন নানাবিধ সুখাভিরত ছিল, যে বংশ কনোজের মহীয়সী গরিমায় গরিষ্ঠ হইয়াছিল, যে বংশে কনোজের স্বাধীনতা অলঙ্কার ও শ্লাঘা ছিল সেই বংশ এক্ষণে পরাধীনতা নরক ভোগ বিবেচনা করিয়া

স্থানান্তরে স্বাধীনতার উদ্দেশে গমন করিলেন। মুসলমানদিগকর্তৃক কান্যকুব্জের অধঃপতন সংঘটনার অষ্টাদশ বৎসর পরে ১২৬৮ সংবৎসরে ঐ দুঃখজনক ব্যাপার সম্পন্ন হয়। তদ্বৎসরে তত্রত্য শেষ রাজা জয়চাঁদের পৌত্রদ্বয় শিবজী ও সৈতরাম দুই শত সহচর সমভিব্যাহারে জন্ম ভূমি-পরিত্যাগপূর্ব্বক পশ্চিমাভিমুখ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। কোন বৃত্তান্তানুসারে দ্বারকা-তীর্থ সন্দর্শন করাই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল। অপর বৃত্তান্ত, বোধ হয়, তাঁহারা কোন নূতন ক্ষেত্রে সৌভাগ্যবীজ রোপণ করিবার মানস করিয়াছিলেন। যাহা হউক, তাঁহারা প্রথমতঃ বীকানেরে-নগরের দশক্রোশ পশ্চিমস্থ কুলমদ দেশে আসিয়া উপস্থিত হন। তথায় শোলাঙ্কী-জাতীয় প্রধানের আবাস ছিল। তিনি আগন্তুক রাজপুরুষদিগকে যথাবিহিত সমাদর পুরঃসর গ্রহণ করিলেন। ফুলরা-স্থানীয় জারিজা জাতীয় প্রধান ব্যক্তির সহিত তাঁহার বিবাদ হয়। ঐ প্রধান লাক্ষা ফুলানা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। মরুক্ষেত্রের দুর্গম্য বালুকা-মধ্যে তাঁহার দুর্গ ছিল। শিবজী ও সৈতরাম শোলাঙ্কীর ঈদৃশ সুজনতার প্রত্যুপকার করিবার নিমিত্ত তদীয় বৈরনির্যাতনে উন্মুখ হইলেন। বস্তুতঃ তাঁহাদিগের সাহায্যে শোলাঙ্কী প্রধানের চিরশত্রু অনায়াসে বিজিত হয়। যুদ্ধে সৈতরাম ও অনেক অনুচর ব্যক্তির প্রাণ বিনষ্ট হয়। এই প্রযুক্ত শোলাঙ্কী শিবজীর সহিত স্বীয় ভগিনীর বিবাহ দিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

অতঃপর শিবজী তথাহইতে অনহলবরা পট্টন হইয়া দ্বারকা তীর্থাভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। অনহলবারার রাজা তাঁহার যথেষ্ট সম্মান করিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার অধিকতর অভ্যুদয়ের উপক্রম হইয়া উঠিল। অনহলবারাতে অস্থির স্বভাব ও চঞ্চলমতি লাক্ষার সহিত তাঁহার পুনর্ব্বার বিবাদ উপস্থিত হয়। শিবজী একে তেজীয়ান ও জাতীয়গৌরবাভিমানী পুরুষ ছিলেন, তাহাতে তাহার সহিত পূর্ব্বযুদ্ধে প্রাণাধিক ভ্রাতা সৈতরাম বিনষ্ট হন, এই প্রযুক্ত তিনি একবারে সাধ্যানুসারে প্রতিহিংসা-করণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন, এবং একযুদ্ধেই শত্রু ক্ষয় করিলেন। এই কার্য্যে তাঁহার বীরত্ব তদঞ্চলে সর্ব্বত্র সুপ্রকাশিত হয়।

শিবজী এই প্রকার জয়ে উত্তেজিত হইবাতে দ্বারকায় আর তাঁহার লক্ষ্য রহিল না। তিনি কেবল ভূমি অধিকৃত-করণেই উন্মুখ ও আগ্রহী হইলেন। ঐ উদ্যমে মরুস্থলস্থা লূনী নাম্নী লবণাক্ত তটিনীর তীরস্থ দেবীজাতীয়েরা উচ্ছিন্ন প্রাপ্ত হয় তৎ পরে খার্দ্ধর হইতে যোহীল জাতিকে দূরগত করিয়া শিবজী তথায় রাঠোর-বংশের পতাকা উড্ডীন করেন।

এই সময় একদল ব্রাহ্মণ যডবার-প্রদেশের পূর্ব্ব-পার্শ্বস্থ পালী নগর ও তচ্চতুর্বর্ত্তি প্রদেশের স্বামী ছিলেন। তাঁহারা ময়ীনা ও মেয়র পাহাড়ীয়দের উপর্য্যুপরি দৌরাত্ম্যে উত্যক্ত হইয়া শিবজীর অনুচর বর্গের সহায়তা প্রার্থনা করেন। তাহারা ব্রাহ্মণদিগের বিপদুদ্ধার করণে স্বীকৃত হইল। ব্রাহ্মণেরা নিশ্চয় জানিতেন, একেবারে পাহাড়ীয়দের অত্যাচারের শেষ হইবেক না; সময়ে২ তাহা পুনঃ২ ঘটিবে, ইহাতে তাঁহারা শিবজীকে ঐ সকল ভূমি লইয়া শৃঙ্খলা-স্থাপনের পরামর্শ প্রদান ও অনুরোধ করিলেন। ব্রাহ্মণদিগের এই প্রার্থনা অচিরাৎ সিদ্ধ হয়; এবং ঐ স্থলে শোলাঙ্কিনীর গর্ভে শিবজীর এক পুত্র জন্মে। তিনি তাহার নাম অশ্বত্থামা রাখেন। শিবজী শোলাঙ্কীনীর পরামর্শে পালীর অধীশ্বর হয়েন। পরন্তু এই অন্যায়-কার্য্যের দ্বাদশ মাস পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। অশ্বত্থামা সনিং ও অজমল তাঁহার এই তিন পুত্র ছিল।

অশ্বত্থামা অষ্টপুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। ঐ অষ্ট পুত্রহইতে অর্থাৎ দুহর, যপসী, কীল্পাশাও, ভপস্ত, ধাণ্ডল, জৈতমল, বাঁদর এবং উহর এই অষ্ট হইতে অষ্ট প্রসিদ্ধ রাজপুত্র গোষ্ঠীর উৎপত্তি হয়।

অশ্বত্থামার জ্যেষ্ঠ পুত্র ধুহর কান্যকুব্জ পুনরধিকার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকর্ম্মা হইতে পারেন নাই। তৎপর পুরীহার জাতিহইতে মন্দোর রাজ্য গ্রহণ করিবার প্রয়াস পান, কিন্তু তাহাতেও কেবল তাঁহার শোণিতদ্বারা ঐ স্থান আর্দ্র হইয়াছিল মাত্র। তাঁহার সপ্তপুত্র রাইপাল, কীরতপাল, বীহর, পীতল, যুগেল, দালু এবং বেগর।

রাইপাল পিতৃমৃত্যুর প্রতিহিংসা করণার্থ মন্দোরাধিকারী পুরীহারকে বিনষ্ট করিয়া কিয়ৎ কালের নিমিত্ত ঐ স্থানের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার ত্রয়োদশ পুত্র ছিল।

তাঁহারা ও ইহাদিগের পুত্রেরা প্রতি বাসিদিগের সহিত সর্ব্বদাই বিবাদ করিতেন, ও ক্রমে তাহাদিগের অধিকার অধিকৃত করিয়া লইতে লাগিলেন। এই প্রকারে ইহাদিগের একাদশপুরুষ পর্য্যন্তের বৃদ্ধি হইয়া অবশেষে এতদ্বংশীয়েরা এতদ্রূপ প্রাদুর্ভূত ও বিক্রমশালী হইয়া উঠিল যে একাদশপুরুষ চন্দু মন্দোর নগর আক্রমণপূর্ব্বক তথাকার পুরীহার জাতীয় অধিরাজকে বিনষ্ট করিয়া মরুস্থানের প্রাচীন রাজপাটে কান্যকুব্জের ধ্বজা প্রোথিত করিলেন।

মন্দোরে ক্ষমতা দৃঢ় হইলে চন্দু রাজ নাগোরস্থ পাদশাহী উপদুর্গ আক্রমণ করিয়া তাহাতে কৃতকার্য্য হয়েন। তৎপরে দক্ষিণে পদওয়ার প্রদেশের রাজধানী নাদোলে নিজ সৈন্য স্থাপিত করেন। পুরিহার বংশীয় রাজকন্যার সহিত চন্দুের পরিণয় হয়। চন্দুের চতুর্দ্দশ পুত্র ঋণমল, সত্য, রণধীর, ঈরীণকোয়াল, পুঞ্জা, ভীম, কান, উদ্ধব, রামদেও, বীজয়, শেশমল্ বাগ, লুম্ব ও শিবরাজ। এতদ্ব্যতিরেকে হঁসী নাম্নী তাঁহার এক কন্যা ছিল; মিবারের লাক্ষা রাণার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। চন্দু ১৪০৮ বৎসরে রাজা হইয়াছিলেন, এবং ১৪৩৫ সংবৎসরে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

চন্দুের মৃত্যু হওয়াতে নাগোর রাঠোর বংশের হস্তহইতে নির্গত হইয়া যায়। ঋণমল্ পিতার অবর্ত্তমানে রাজা হন। লাক্ষা রাণা ঋণমলের ভগিনীর বিবাহ-কালে তাঁহাকে দলো ও চল্লিশ খানি গ্রামের স্বামিকতা প্রদান করেন। তিনি চিতোরেই থাকিতেন, এবং আপন সৈন্যদিগের সহিত মিবারের সৈন্য-সমবেত করিয়া প্রচ্ছন্ন-ভাবে চিতোরের দুর্গাধিকার করিয়া লন। কথিত আছে, তিনি মিবচারের অপোগণ্ড রাণার সিংহাসন চ্যুত করিবার চেষ্টায় আপনি বিনষ্ট হন।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

[৫ম খণ্ড

শকাব্দা ১৭৮০, অগ্রহায়ণ।

৫ পর্ব্ব]

মাণ্ডূকেয় বর্গ।

ন্দর্য্য কি এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার; বোধ হয়, পণ্ডিতেরাও ইহার আলোচনায় অবসন্ন হইয়া পড়েন; অথচ আবাল বৃদ্ধ এমত কেহই নাই যে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের অনুভব করিতে সক্ষম না হয়—সকলেই পদার্থ দেখিবামাত্র তাহার সৌন্দর্য্যে অভিভূত হইয়া থাকে। দেশ কাল ও ব্যবহার ভেদে কোন বিশেষ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিরুদ্ধ আকৃতিকেও সুন্দর কহা যায়; যথা, চীন-জাতীয়েরা অপর সকল জাতির বিরুদ্ধে খর্ব্ব-পাদ ও ক্ষুদ্র চক্ষুকে সৌন্দর্য্যের প্রধান লক্ষণ স্বীকার করে; পরন্তু তাহা সাধারণ নিয়ম নহে; যেহেতু সৌন্দর্য্যের প্রকৃত লক্ষণের সহিত তাহার সমতা নাই। সৌন্দর্য্যের প্রকৃত লক্ষণ এই যে সুন্দর পদার্থ দেখিবামাত্র মনে সংস্কার-বশতঃ স্বতঃ আনন্দের উপলব্ধি হয়। সেই নিয়মানুসারে অনুসন্ধান

করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে সুচারু পাদ-বিশিষ্ট উজ্জ্বল-নয়নার দর্শনে চীনদিগের মনে আনন্দের উদয় হইয়া থাকে; খর্ব্ব পদ কি ক্ষুদ্র নয়নের অভাবে তাহাদের আনন্দের ব্যাঘাত হয় না। বৃক্ষাদির সৌন্দর্য্যের কোন নিয়ম নাই। সকলেই স্বজাতীয়ের একাকার, সকলেই আপন আপন নির্দ্দিষ্ট অবয়বে উৎপন্ন হইয়া থাকে; অথচ তাহাদের মধ্যে কোন২ বৃক্ষ দেখিলে স্বতঃ রম্য ও আনন্দ-জনক বোধ হয়; অন্যের দর্শনে তাদশ সুখের অনুভব হয় না। ভূমণ্ডলের অপর সকল পদার্থেই এই লক্ষণ প্রযুক্ত হয়—সকলেরই মধ্যে সুন্দর ও কুৎসিতের ভেদ আছে। এতদ্দৃষ্টে বোধ হয় যে মনুষ্যমাত্রের মনে এমত এক স্বভাবসিদ্ধ ক্ষমতা আছে, যাহাদ্বারা কোন বিশেষ ধর্ম্মবিশিষ্ট পদার্থ দেখিলেই সুখের অনুভব হইয়া থাকে। ঐ ক্ষমতাকে পারিভাষিক-শব্দে "শোভানুভাবকতা" কহা যায়। তাহা অন্যান্য প্রবৃত্তির ন্যায় অভ্যাসদ্বারা বলবতী ও অভ্যাসাভাবে ক্ষীণবলা হইয়া থাকে। আশু-বোধ হইতে পারে যে তাহা আমাদিগের ব্যবহারের পরতন্ত্র; অর্থাৎ যে দ্রব্য যে রূপ প্রয়োজনীয় তাহার দর্শন সেই রূপ প্রফুল্লকর হইবে; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। যে সকল পদার্থ আমাদিগের সম্যক্ নিষ্প্রয়োজনীয় তাহাও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পদার্থাপেক্ষা প্রেমজনক জ্ঞান হইয়া থাকে। বোধ হয়, এই কোন নিয়মের অনুসারে আমাদিগের উপকারী নির্ব্বিরোধী মণ্ডূকেরা মনুষ্যের ঘৃণাস্পদ হইয়াছে। তাহাদের নাম শুনিবামাত্র মনুষ্য-মনে ঘৃণার সঞ্চার হয়; অথচ তাহার কারণ কি তাহা নির্দ্দিষ্ট হয় না। তাহাদের আকৃতি তাহাদের দেহ-যাত্রা-নির্বাহের অনুযায়ী বটে, সন্দেহ নাই। হরিৎ, রক্ত, পীত, প্রভৃতি অনেক বর্ণ তাহাদের দেহে লক্ষিত হয়, যাহা অন্যান্য পদার্থে মনোহর বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। তাহাদের রব সুমিষ্ট নহে; পরন্তু যে সকল মণ্ডূকের রব নাই তাহারা কদাপি কর্কশ মণ্ডূকের অপরাধে দোষী হইতে পারে না। বৃহৎ নখ, দন্ত প্রভৃতি কোন ভয়ঙ্কর আয়ুধ তাহাদের দেহে বর্ত্তমান নাই, যাহাদ্বারা তাহারা মনুষ্যের অনিষ্ট করিতে পারে। প্রত্যুত আহারদ্বারা তাহারা অনেক মলা নষ্ট করিয়া থাকে। সেই মলসকল মণ্ডূক-কর্তৃক ভুক্ত না হইলে মনুষ্যের অনেক অনিষ্ট ঘটিত, স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে; অথচ তাহাদিগকে সকলেই ঘৃণা করিয়া থাকে, ইহা অবশ্যই আশ্চর্য্য জনক-ব্যাপার মানিতে হইবেক। এই ঘটনার কারণানুসন্ধান করিতে হইলে শোভানুভাবকতা শক্তির প্রতি আমাদিগকে লক্ষ্য করিতে হয়। সে যাহা হউক এই অনাদৃত জীব-বিষয়ে বিবিধার্থের আয়তন পরিপূর্ণ করায় আমাদিগের অভিপ্রায় নাই; পরন্তু এই প্রসঙ্গাধীন তাহাদিগের কএকটি আশ্চর্য্য ক্ষমতা পাঠকদিগের সুগোচর করায় বোধ হয় কাহারো আপত্তি হইবেক না।

মণ্ডূকদিগের অবয়ব অপর সকল জীবহইতে পৃথক্, সুতরাং তাহাদিগকে অন্য কোন জীব-বর্গের সহিত নির্ণীত করা যায় না। পূর্বে প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা মণ্ডূককে সর্পের সহিত ভূজলচর-বর্গ-মধ্যে নির্ণীত করিতেন। কিন্তু ভূজলচর-শব্দই অধুনা পণ্ডিতেরা গ্রাহ্য করেন না, সুতরাং তন্মধ্যে বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট সর্প কুম্ভীর মণ্ডূকাদি জীবকে একত্র নির্ণীত করিবার আর অবকাশ নাই। এক্ষণকার প্রসিদ্ধ পণ্ডিতেরা ভূজলচর বর্গের সর্প কুম্ভীল গোধা প্রভৃতি যে সকল জীব উরোদেশ ভূমিসংস্পর্শ বা সন্নিকটস্থ করিয়া ভ্রমণ করে তাহাদিগকে সর্পী শব্দে নির্দ্দিষ্ট করত অপর কতক গুলি জীবকে মাণ্ডুকেয়-নামে এক পৃথক্

অণ্ড তরুণবেঙ্গাচী প্রৌঢ় বেঙ্গাচী বৃদ্ধ বেঙ্গাচী।
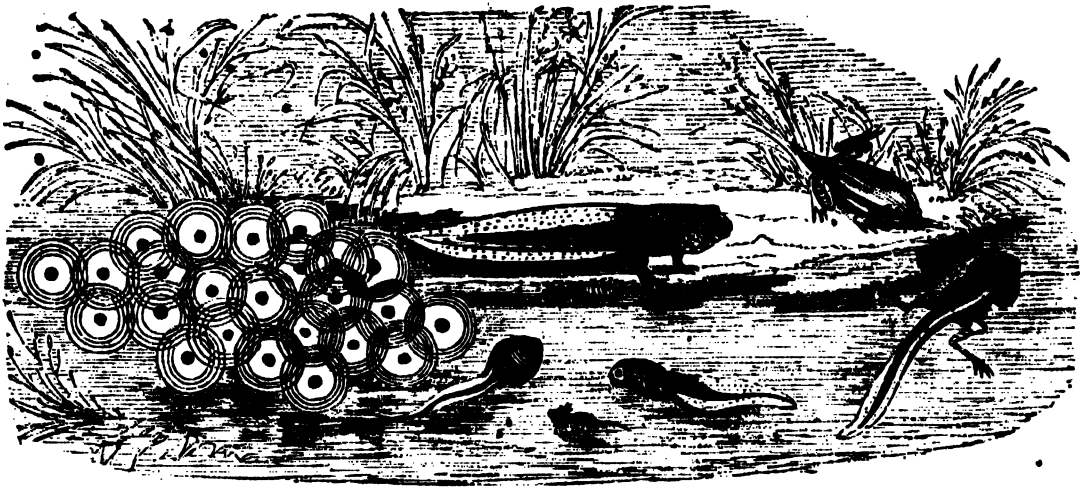
বর্গে নির্ণীত করেন। এই বিভাগ যে সর্ব্বতোভাবে উত্তম হইয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই।

প্রস্তাবিত মাণ্ডুকেয়-বর্গস্থ জীবদিগের অনেকেই জলচর; যাহারা ভূচর তাহারাও জীবনের কোন২ অবস্থায় জলে বাস করিয়া থাকে। ইহাদিগের কায়িক প্রধান লক্ষণ এই যে ইহারা জন্মানন্তর কিয়ৎ কাল মৎস্যের ন্যায় কর্ণকূপদ্বারা শ্বাস-কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিয়া থাকে। ঐ কর্ণকূপ কোন২ জীবে যাবজ্জীবন বর্ত্তমান থাকে; অপরে কিয়ৎ কাল পরে লুপ্ত হয়। ইহাদিগের নাসিকা অন্যজীবের ন্যায় মুখোর্দ্ধ-ভাগে বিকশিত না হইয়া মুখমধ্যে আচ্ছন্ন থাকে। ইহাদিগের হৃদয় তিনটি-মাত্র-কুহর-বিশিষ্ট, শোণিত,শীতল; গাত্র, কেশ বা শল্ক বা অন্য কোন আবরণে আবৃত নহে; এই নিমিত্ত ইহাদিগকে স্পর্শ করিলে ঘৃণাজনক শীতলতা বোধ হয়। দেহ সম্পূর্ণ হইলে ইহাদিগের চারিটি করিয়া পদ হইয়া থাকে; কিন্তু অনেকে তাহা প্রাপ্ত হয় না। ইহাদিগের লক্ষণ-দৃষ্টে প্রাণি-তত্ত্বজ্ঞেরা ইহাদিগকে পঞ্চগণে বিভাজিত করিয়াছেন। ঐ পঞ্চ-গণমধ্যে প্রথম গণের নাম "সশল্ক।" ঐ গণস্থ জীবেরা বাইন মৎস্যের ন্যায় অর্দ্ধহস্ত বা একহস্ত দীর্ঘ, ডানাহীন, এবং কর্ণের পশ্চাতে এবং দেহের অধোভাগে পাদচতুষ্টয়ের আদর্শ-স্বরূপ চারিটী শলাকা-বিশিষ্ট। ইহারা জলমধ্যে বাস করে; গ্রীষ্মের সময় তড়াগাদির জল শুষ্ক হইলে অনায়াসে চারি-পাঁচ-মাস যাবৎ পঙ্কমধ্যে সুষুপ্তাবস্থায় কাল যাপন করে। ইহাদিগের কর্ণকূপ যাবজ্জীবন বর্ত্তমান থাকে।

মাণ্ডুকেয় বর্গের দ্বিতীয় গণের নাম, "নিষ্পদ;" যেহেতু তদ্গত জীবদিগের পদ হয় না। তাহাদিগের দেহের স্থানে২ ক্ষুদ্র২ শল্ক থাকে, কিন্তু অপর সমস্তদেহ আঠাযুক্ত ত্বচে আবৃত। তাহাদিগের পুচ্ছ নাই, এবং দেহ অবিকল মহীলতার সদৃশ; কিন্তু মহীলতা হইতে অনেক দীর্ঘ এবং অস্থি-বিশিষ্ট। কোন২ গ্রন্থকার ৩।৪ হস্ত দীর্ঘ নিষ্পদ মাণ্ডুকেয় জীবের উল্লেখ করিয়াছেন। সামান্যতঃ ইহারা এক হস্ত দীর্ঘ এবং চক্ষুর্বিহীন হইয়া থাকে।

মাণ্ডুকেয় জীবদিগের তৃতীয় গণের নাম "দ্বিশ্বাসী," যেহেতু তাহারা আজন্ম কর্ণকূপ ও শ্বাসযন্ত্র এই দুই প্রকার যন্ত্রেই শ্বাস-কর্ম্ম নিষ্পন্ন করে। কর্ণকূপ কদাপি চ্যুত হয় না। ইহা-

দিগের দেহ মৎস্য সদৃশ, চক্ষু অনাবৃত এবং উজ্জ্বল, পদচতুষ্টয়, সন্তরণের নিমিত্ত সুযোগ্য।

চতুর্থ গণের নাম "ঈষৎ-পুচ্ছ" ইহারা দেখিতে প্রায়ঃ টিকটিকীর তুল্যাবয়ব; কিন্তু ইহাদের কর্ণকূপ যাবজ্জীবন বর্ত্তমান থাকে।

মাণ্ডূকেয়দিগের পঞ্চম গণ প্রকৃত মণ্ডূক। তাহাদিগের অবয়ব প্রসিদ্ধই আছে; কিন্তু পাঠকবর্গ অনেকেই তাহাদিগের জন্ম-বিবরণ জ্ঞাত নহেন, অথচ তাহাই তাহাদিগের দেহ-যাত্রার সকল বিবরণাপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক। বর্ষা কালের মধ্যসময়ে এক পসলা বৃষ্টির পর দৈব তাহাদিগের সন্নিকটে শত সহস্র ক্ষুদ্র২ মণ্ডুক দেখিয়া পূর্ব্বে অনেকে মনে করিতেন যে বর্ষার বারির সহিত মণ্ডুক বৃষ্ট হইয়া থাকে। অপরে এই আশ্চর্য্য ঘটনার কারণানুসন্ধানে ব্যগ্র হইয়া মণ্ডুক যথার্থ বৃষ্ট হইয়া থাকে কি না তাহার নিরূপণ না করিয়া অনুভব করিয়াছিলেন যে মণ্ডূকের তথা ক্ষুদ্র শম্বুকের ক্ষুদ্র অণ্ড বায়ুবেগে আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া পরে মণ্ডুক ও শম্বুক-রূপে ভূমণ্ডলে নিপতিত হয়। এ কথা যে নিতান্ত অলীক তাহার উল্লেখ করাই বাহুল্য। মণ্ডূকদিগের জন্মস্থান জল। তথায় তাহাদিগের অণ্ড প্রসূত হইয়া কিয়ৎ কাল ভাসমান থাকে। তৎকালে ঐ অণ্ড কৃষ্ণচিহ্ন বিশিষ্ট গোলাকার শ্লেষ্ম পিণ্ডের ন্যায় বোধ হয়, এবং সুখাদ্য বলিয়া তাহার অধিকাংশ বায়স-মৎস্যাদিদ্বারা ভুক্ত হয়; অবশিষ্ট গুলি বেঙ্গাচী রূপ ধারণ করে। ঐ অবস্থায় তাহারা কর্ণকূপদ্বারা শ্বাস গ্রহণ করে, এবং মৎস্যের ন্যায় জলে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করে। তৎসময়ে তাহাদিগের পদের চিহ্নও থাকে না, এবং পুচ্ছ দেহাপেক্ষা অনেক বৃহৎ বোধ হয়। এই সময়ে তাহারা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া জলের মলা সমস্ত ভক্ষণ করত জলপরিষ্কার করে। ক্রমশঃ এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া প্রথম দুই পদ পরে অপর দুই পদ নির্গত হইলে তাহারা জলহইতে স্থলে আগমন করে। ঐ আগমন মাত্রেই তাহাদিগের পুচ্ছ খসিয়া পড়ে এবং কর্ণকূপ বিলুপ্ত হইয়া যায়, যেহেতু তখন তাহারা শ্বাসযন্ত্রদ্বারা শ্বাস নিষ্পন্ন করিতে থাকে। জন্মের পর এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনের বিশেষ জ্ঞাপনার্থে ১৭১ পৃষ্ঠায় এক চিত্র মুদ্রিত হইল; তদ্দৃষ্টে ইহার সবিশেষ ব্যক্ত হইবে।

মণ্ডূকের জাতিভেদ অনেক আছে। তাহাদের কেহ২ জলে কেহ বা স্থলে এবং অপর কেহ বা বৃক্ষে বাস করে। ইহাদিগের শ্বাসকর্ম্ম অতি অল্পে২ নিষ্পন্ন হয়; এবং বহুকাল স্তব্ধ থাকিলেও দেহের কোন হানি হয় না। কথিত আছে যে ছয় মাস কাল শ্বাস না লইয়াও অনেক মণ্ডুক অক্লেশে জীবিত ছিল। তাহাদিগের অণ্ডসকলও বরফে বহুদিবস জড়িত থাকিয়া পরে অল্পায়াসে বেঙ্গাচী রূপে পরিণত হয়; বরফে থাকা প্রযুক্ত কোন অনিষ্ট সহ্য করে না। মণ্ডূকেরা মনুষ্যের কোন হানি করে না; প্রত্যুত মলা ও কীট পতঙ্গাদি ভক্ষণ করিয়া অনেক উপকার সিদ্ধ করে।

শিবজীর চরিত্র।

বিধার্থে ৩৮ খণ্ডে আমরা শিবজীর চরিত্র প্রসঙ্গে মহারাষ্ট্র-দেশের বর্ণন করিয়া অবকাশাভাব প্রযুক্ত প্রকৃত প্রস্তাবের আরম্ভ করিতে পারি নাই। এইক্ষণে সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিনাথ তর্কালঙ্কারের সাহায্যে সে

অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। শিবজী অদ্বিতীয় রণপণ্ডিত এবং হিন্দুদিগের গৌরবাস্পদ ছিলেন; তাঁহাকর্ত্তৃক দুর্দ্দান্ত যবনদিগের দম্ভ বিমর্দ্দিত হইয়াছিল; ইদানীন্তন তিনিই সূর্য্যবংশের গৌরব পুনরুদ্দীপ্ত করেন; তদীয় বুদ্ধিকৌশলেই মহারাষ্ট্র দেশ মুশলমানদিগের হস্তহইতে উদ্ধৃত হইয়া সূর্য্যবংশীয় হিন্দু রাজার স্নেহে প্রতি পালিত হয়, অতএব তাঁহার জীবন বিবরণ যে পাঠকদিগের সমাদরণীয় হইবে ইহা অবশ্যই সম্ভাবনীয়।

শিবজীর জন্মের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে দক্ষিণ দেশ তিন পৃথক্ রাজ্যে বিভাজিত ছিল। ঐ রাজ্যত্রয়ের রাজ পাট অহমদ্‌নগর গোলকণ্ডা এবং বিজয়পুরে সংস্থাপিত থাকাতে ঐ নামেই রাজ্যগুলিনও বিখ্যাত হয়। যদিচ ঐ সকল রাজ্যে যবনদিগের রাজারা আধিপত্য করিতেন, তত্রাপি তথায় মহারাষ্ট্রীয় হিন্দুরা নিতান্ত অবমানিত হয় নাই। তথাকার প্রাচীন বংশীয় অনেকে প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। অপরে প্রসিদ্ধরাজা জমিদার বা কেল্লাদার নামে বিখ্যাত হন। ঐ সকল প্রধান ব্যক্তিদিগের মধ্যে ইংরাজী ষোড়শ শতাব্দির শেষে অহমদ্‌নগরে যদুরায় দেশমুখ অতি শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য ছিলেন। তিনি দেবগড়ের রাজগোষ্ঠী-জাত এবং দশ সহস্র অশ্বের নায়ক বলিয়া নিজামশাহি * রাজ্যের প্রধান জায়গীর ভোগ করিতেন। তৎকালে উক্ত দেশে ভোঁসলা নামা অপর এক প্রধান বংশ বাস করিত; তাহার আদিপুরুষ সুজন সিংহ। মিবারাধিপতি অজয় সিংহের পিত্রাদেশ ছিল যে তাহাঁর পরলোক প্রাপ্তি হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠের পুত্র রাজ্য প্রাপ্ত হইবেক। তৎপরে ঐ ভ্রাতৃপুত্র হামীর আপন বীর্য্যে যবন হইতে চিতোর নগরের উদ্ধার করিলে তিনিই রাজ্য প্রাপ্ত হন, এবং অজয় সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুজন সিংহ দেশবহিষ্কৃত হইয়া দক্ষিণদেশে আপন সৌভাগ্য বীজ রোপিত করেন; পরন্তু তাহাতে তাঁহাকে জায়গীরদার হইয়াই থাকিতে হইয়াছিল। তাহার পুত্র দিলীপজী কোন বিশেষ সৎকর্ম্মে পারদক্ষ হয়েন নাই; তাঁহার প্রপৌত্র বাবাজী ভোঁসালা †। তিনি দৌলতাবাদের নিকট বিরোল-গ্রামে বাস করিতেন। তাহার পুত্র মলোজী (মল্লজী) এবং বিত্তোজী (বিত্তজী)। ইহাঁরা উভয়েই অল্প সংখ্যক অশ্বারোহি সেনার নায়ক ছিলেন। অহমদ্-নগরের অধিপতি মুর্ত্তিজা নিজাম শাহের অধীনে ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে যদুরায়ের অনুগ্রহে মলোজী সৈন্যকর্ম্মে নিযুক্ত হন। যদিচ তাঁহার সঙ্গতি তাদৃশ ছিল না, তত্রাপি প্রসিদ্ধ দেশমুখ জগপাল রায় নায়ক নিম্বালকরের দুহিতা দীপা বাইর পাণি গ্রহণ করাতে সর্ব্বত্র সম্মানিত ছিলেন। তাঁহার গেহিনী বহুকাল বিলম্বে ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে শাহ শরীফ নামা জনৈক পীরের আশীর্ব্বাদে পুত্রবতী হয়েন, এই প্রযুক্ত তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহজী এবং দ্বিতীয় পুত্র শরীফ জী নামে বিখ্যাত হয়েন।

১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে দোলের উপলক্ষ্যে মালোজী পঞ্চবর্ষীয় বালক শাহজীকে সমভিব্যাহারে লইয়া যদুরায়ের ভবনে গমন করিয়াছিলেন। তথায় দেশাচারানুসারে অল্পবয়স্ক বালক-বালিকা-সকল একত্র হলীখেলা করিতেছিল; শাহজী তাহাদিগের সহিত ক্রীড়ায় আসক্ত হইলেন। ক্ষণবিলম্বে যদুরায় তথায় উপস্থিত হইয়া শাহজীর বদন শ্রী নিরীক্ষণে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন; এবং কৌতুকছলে সুকুমারী স্বকীয় কুমারীকে সম্বোধন করিয়া শাহজীর প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক কহিলেন "দেখ কুমারি, তোমার কেমন বর আসিয়াছে।" ঐ সময়েই উহারা পরস্পরের

* আহমেদ্‌নগর রাজ্যের অপরাভিধান।

† টড সাহেবের গ্রন্থে এই বংশাবলী অন্য প্রকারে বর্ণিত আছে।

গাত্রে কাগ দেওয়াতে সকলেই হাস্য করিয়া উঠিল। যদুরায়ের ঐ রূপ বাক্যে মল্লোজী সাহস প্রাপ্ত হইয়া তত্রস্থ ব্যক্তিবর্গকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেখ অদ্য যদুরায় আমার পুত্রকে নিজনন্দিনীর পাণিদান করিবেন, স্বীকার করিলেন। এ বিষয়ে তোমরা সকলেই সাক্ষী রহিলে"। যদুরায় মল্লোজীর ঈদৃশ অসঙ্গতবাক্যে বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কিন্তু মল্লোজী মনে২ স্থির সঙ্কল্প করিলেন, যে উপায়ে হউক এই বিবাহ-সম্বন্ধ অবশ্যই সাব্যস্ত করিতে হইবে।

মল্লোজী ইহা স্থির জানিতেন যে যদুরায়ের পদ ও বংশমর্য্যাদা অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট; কিন্তু ধন-সম্পত্তি-শালী হইতে পারিলে সকল বাধাই যে অতিক্রম করিতে পারা যায় ইহাও তদীয় অন্তঃকরণে স্থির-সিদ্ধান্ত ছিল; সুতরাং তিনি সর্ব্বাগ্রে ধনসম্পন্ন হইবার বিশিষ্ট চেষ্টা পাইতে লাগিলেন; এবং অল্পকালমধ্যেই কোন গুপ্ত উপায়ে বিলক্ষণ সঙ্গতিশালী হইয়া উঠিলেন। তখন দেখিলেন যে তাঁহার কোন একটী বিশিষ্ট মান্য পদ না থাকা অভিপ্রেত সিদ্ধির প্রবল প্রতিবন্ধক রহিয়াছে। তাঁহার এই প্রতিবন্ধকও অধিক দিন রহিল না। তিনি প্রকৃতি-সিদ্ধ অধ্যবসায়-বলে অবিলম্বেই রাজসন্নিধানে পঞ্চসহস্র তুরগারোহী সৈন্যের অধ্যক্ষ-পদে অভিষিক্ত হইয়া সিউনেরী ও চাকন্ নামক দুর্গদ্বয়ের কর্ম্মকর্ত্তা হইলেন। অপর পুনা ও সোপা পরগনার জায়গীরদার হইলেন, এবং রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন। তখন যদুরায়ের অন্তঃকরণে আর কিঞ্চমাত্র আপত্তি রহিল না। তখন তিনি শাহজীর সহিত নিজনন্দিনী জিজীবাইয়ের পরিণয়ব্যাপার মহাসমারোহে সম্পাদিত করিলেন।

কিয়ৎকাল পরেই যখন যদুরায় মোগলদিগের সহিত মিশ্রিত হয়েন তখন নিজ জামাতা শাহজীকেও সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। তথায় তরুণবয় শাহজী অসামান্য সমরনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া অল্পকাল-মধ্যেই বিখ্যাত হন। কিন্তু তিনি মোগলদিগের সহিত অধিককাল তথায় অবস্থান করেন্ নাই। বিজয়পুরের রাজমন্ত্রী মুরার পন্থ শাহজীর অসাধারণ সমরপারদর্শিতা-সন্দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া স্বকীয় স্বামী মুহম্মদ আদিলশাহের নিকট তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করেন; এবং রাজাজ্ঞানুসারে তাঁহাকে সমধিক পুরস্কার প্রদান করিয়া আত্ম-পক্ষে লইয়া যান। সেই অবধিই শাহজী পৈতৃক সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার কতিপয় বিশ্বস্ত লোকের হস্তে সমর্পণ করিয়া বিজয়পুরের রাজার অধীনে কর্ম্ম করিতে লাগিলেন।

জিজীবাইয়ের গর্ভে শাহজীর দুই পুত্র হয়; প্রথম পুত্রের নাম শাম্বজী দ্বিতীয় পুত্রের নাম শিবজী। ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে যে সময়ে দেশের চতুঃপার্শ্বস্থ রাজগণ পরস্পর হিংসা দ্বেষ বিবাদ ও কলহের কোলাহলে উন্মত্ত ছিলেন, এবং প্রবল সমরানল দেশের প্রায়ঃ সকল স্থলেই প্রজ্বলিত হইয়াছিল—সেই ঘোর ভয়াবহ সময়ে জ্যৈষ্ঠমাসে সিউনেরী দুর্গে শিবজীর জন্ম হয়। জিজীবাইয়ের বান্ধবগণ অচিরজাত শিশুর মনোহর রূপ সুন্দর গঠন ও শরীরে রাজলক্ষণ সকল নিরীক্ষণ করিয়া যথোচিত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। জিজীবাই সুলক্ষণাক্রান্ত শিবজীকে অতিযত্নপূর্ব্বক লালন পালন করিতেন; বিশেষতঃ তৎকালে মুসলমানদিগের সহিত অত্যন্ত বৈরিতা থাকাতে, শিবজী পাছে শত্রুহস্তে পতিত হন এই আশঙ্কায় তাঁহাকে সতত সাবধানে রাখিতেন।

শাহজী যে অবধি মোগলদল পরিত্যাগ করিয়া

বিজয়পুরে গমন করিয়াছিলেন, সেই অবধিই শ্বশুর-বংশের সহিত তাঁহার সাতিশয় অপ্রণয় হয়। পরে ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে-য়োহিতে-বংশীয় এক কন্যার পাণিগ্রহণ করাতে ঐ অপ্রণয় অতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠে। এই নিমিত্তই জিজীবাই একান্ত অভিমানিনী ও নিতান্ত রোষপরতন্ত্রা হইয়া কনিষ্ঠ পুত্র শিবজীকে সমভিব্যাহারে পিতৃমন্দিরে গিয়া অবস্থিতি করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র শাম্বজী পিতার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন; একারণ তিনি তাঁহারই সহচর হইয়া থাকিতেন।

এই কাল অবধি ক্রমাগত সাতবৎসর শিবজীর পিতৃসহ সাক্ষাৎ হয় নাই। ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে যখন শাহজী মুরার পন্থের সহিত বিজয়পুরে গমন করেন তখন জিজীবাইকে সঙ্গে লইয়া যান; কিন্তু তিনি স্বামীর নিকট অধিক কাল অবস্থান করেন নাই। নিম্বাল্‌করের দুহিতা শুইবাইর সহিত শিবজীর বিবাহ হইলে পর তিনি পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া পুনা নগরে গিয়া বাস করেন। শাহজী তাহাদিগের তত্ত্বাবধারকতা ও আপন জায়গীর সম্পর্কীয় যাবৎ-কার্য্য-নির্ব্বাহের ভার দাদাজী কোণদেও নামক এক জন ব্রাহ্মণকে সমর্পণ করিয়া স্বয়ং কর্ণাট প্রদেশে যুদ্ধযাত্রা করেন।

দাদাজী কোণদেও রাজস্ব-ব্যবস্থাপনাদি ব্যাপারে যথার্থ উপযুক্ত ছিলেন। তিনি পুনায় থাকিয়া যে সকল স্থানের অধ্যক্ষতা করিতে লাগিলেন সেই ২ স্থানেই কৃষির আতিশয্য ও লোকসংখ্যার সমধিক বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কর্ণাটে যুদ্ধজয় হওয়াতে শাহজী ইন্দুপুর ও বরামতী পরগনা তথা নিকটবর্ত্তি মাওল-নামক কতকগুলি উপত্যকা স্থান জায়গীর স্বরূপে প্রসাদ প্রাপ্ত হন। মাওল উপত্যকাবাসি মাওলীদিগের বৃত্তান্ত অত্যন্ত বিস্ময়কর। তাহারা পরিশ্রমী বলবান্ ও যৎপরোনাস্তি দুঃখসহিষ্ণু। তাহারা সংবৎসর অবিরত পরিশ্রম করিয়াও পর্য্যাপ্ত রূপ আহার-দ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারিত না। গহনস্থানে ভয়ঙ্কর জন্তুহইতে আত্মরক্ষার্থ অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার করিত; কিন্তু তাহাদিগের বস্ত্রাদি অন্যান্য উপভোগ্য দ্রব্য প্রায়ঃ কিছুই ছিল না। তাহাদিগের কুটীর সমস্ত এত অপকৃষ্ট ছিল যে তাহাতে বাত ও বৃষ্টির ক্লেশ প্রায়ঃ কিছুই নিবারণ হইত না। দাদাজী কোণদেও তাহাদিগকে জীবিকা-নির্ব্বাহের সুন্দর পথ প্রদর্শন করিয়া অনেক অংশে তাহাদিগের দুঃখের ধ্বংশ ও সুখের বৃদ্ধি করিয়াছিলেন; সুতরাং মাওল স্থান নিবাসীমাত্রেই প্রায়ঃ দাদাজীর একান্ত ভক্ত হইয়া উঠিল; এবং অনেকেই অতি সামান্য-বেতনে তাঁহার অধীনে নিযুক্ত হইয়া স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কার্য্যসমস্ত অতিবিশ্বস্ত ও সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

শিবজীর শিক্ষাকার্য্যের ভার দাদাজীর উপরেই সমর্পিত ছিল, সুতরাং তিনি শিবজীকে তৎকাল-প্রচলিত শস্ত্রাদি বিদ্যায় অতি সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। প্রধান২ মহারাষ্ট্রীয়েরা লেখা পড়া শিক্ষা করা আপনাদিগের পক্ষে আবশ্যক বলিয়া বোধ করিতেন না; তাহা কেবল কারকুনদিগেরই কার্য্য, তাহারদের এই রূপ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এই প্রযুক্তই শিবজী কিছুমাত্র লেখাপড়া শিক্ষা করেন নাই। এমন কি তিনি আপনার নাম পর্য্যন্তও লিখিতে পারিতেন না। অন্যান্য দেশে শাস্ত্র বিদ্যার ন্যায় মহারাষ্ট্রদেশে শস্ত্র বিদ্যার অত্যন্ত গৌরব ছিল; এবং অতিশৈশবাবধিই বালকেরা অশ্বে আরোহণ করিতে সুচারুরূপে শিক্ষা প্রাপ্ত হইত। সুতরাং তৎকালে মহারাষ্ট্রীয়-দিগের ন্যায় অস্ত্রযোদ্ধা ও উত্তম অশ্বারোহী প্রায় আর কোথাও ছিল না। শিবজীর অতি অল্প বয়সে এই উভয় বিষয়েই এমত

একটী অসাধারণ ক্ষমতা জন্মিয়াছিল যে অস্ত্র প্রয়োগের তদ্রূপ সুকৌশল ও হয়চালনার তথা-বিধ নৈপুণ্য মহারাষ্ট্রদেশেও অসাধারণ বোধ হইয়াছিল। এই রূপ ধনুর্ব্বিদ্যাতেও শিবজী এত পারদর্শী হইয়াছিলেন যে তদীয় কার্ম্মুক-বিনি-র্মুক্ত একটী শরও প্রায়ঃ কখনই অলক্ষ্যে পতিত বা ব্যর্থ হইত না।

দাদাজী কোণদেও প্রত্যেক কার্য্যেই শিবজীর সমান উৎসাহ ও অসাধারণ অধ্যবসায় সন্দর্শন করিয়া শিক্ষা-প্রদান-বিষয়ে দেশপ্রথানুসারে ত্রুটি করেন নাই। স্বজাতির কিরূপ ধর্ম্ম, দেশের কি প্রকার আচার, ও তাহার মর্ম্মই বা কি, তিনি এই সমস্ত বিষয়েই শীবজীকে উত্তমরূপে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। শিবজী মহাভারত ভা-গবত ও রামায়ণ আনুপূর্ব্বিক সমুদায় শ্রবণ করি-য়াছিলেন। পুরাণের প্রতি তাঁহার এমত গাঢ়ানু-রাগ জন্মিয়াছিল যে সময়েং পুরাণ-শ্রবণের নিমিত্ত তাঁহাকে সাতিশয় কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল। শিবজী স্বভাবতই অতিশয় সমর-প্রিয় ছিলেন, তাহাতে ক্রমাগত কৃষ্ণ পাণ্ডব রাম রাবণ ও অন্যান্য বীরপুরুষদিগের যুদ্ধ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দ্বিগুণিত রণোৎসাহী হইয়া উঠিলেন। এমত কথিত আছে যে শিবজী রণোৎসাহ-সংবরণ করিতে না পারিয়া ষোড়শ-বর্ষ-বয়ঃক্রম-সময়ে এক দস্যুদলে মিলিত হইয়াছিলেন।

দাদাজী কোণদেও তরুণবয় শিবজীর তাদৃশ দস্যুসহ-সৌহার্দ্দ-সন্দর্শনে সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যথোচিত ভর্ৎসনা করেন; এবং তাদৃশ বিষয়ে তিনি আর প্রবৃত্ত না হয়েন এই মনে করিয়া তদীয় হস্তে জায়গীরের অনেক ভার অর্পণ করিয়া রাখেন। শিবজীও সেই অবধি কিঞ্চিৎ সাবধান হইয়া চলিতে লাগিলেন, কিন্তু তাদৃশ ব্যবসায়-হইতে একবারে বিরত হইতে পারেন নাই।

দাদাজীর অধীনে যে সমস্ত কারকুন ছিল তন্মধ্যে অনেকের সহিত শিবজীর আন্তরিক প্রণয় হয়। তাহারা প্রায়ঃ সকল কার্য্যেই তাঁহার মতা-বলম্বী হইয়া চলিত। তিনিও প্রায়ঃ সকল কা-র্য্যেই তাহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন।

শিবজীর হস্তে জায়গীরের কিছুং কর্ত্তৃত্ব ভার ন্যস্ত থাকাতে তিনি পূনার সন্নিহিত স্থাননিবাসী প্রধানং মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সর্ব্বদা সাক্ষাৎ করিতে আরম্ভ করিলেন; এবং প্রকৃতিসিদ্ধ অতি-শয় বিনয় ও নম্রতাগুণে অচিরাৎ তাহাদিগের প্রীতিপাত্র ও সর্ব্বত্র সমান সমাদৃত হইয়া উঠি-লেন। কিন্তু তাদৃশ অবস্থাতেও এমত গুপ্তচরী কিংবদন্তী হইয়াছিল যে শিবজী কণখন প্রদেশের নদীতস্করদিগের স্থানে লুণ্ঠিত দ্রব্যের অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

মাওলীদিগের প্রতি শিবজীর সবিশেষ স্নেহ ছিল। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন যে মাওলীদিগের বাহ্য আকৃতি প্রকৃতি কুৎসিত ও অতিশয় নীচ বটে, কিন্তু ইহারা নিরতিশয় পরিশ্রমী কার্য্যতৎ-পর ও অত্যন্তবিশ্বাসী। দাদাজীর অধীনস্থ মাওলী-দিগের প্রতি শিবজী যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করি-তেন; সুতরাং তাহারাও তাঁহার একান্ত অনু-রক্ত হইয়াছিল। তিনি যখন যে খানে যাইতেন তাহারা সবত্রই সমভিব্যাহারে থাকিত, বিশে-ষতঃ শিকার-যাত্রা-কালে অধিকাংশ মাওলীই সহচর হইয়া যাইত। শিবজী তাহাদিগের প্রতি ঈদৃশ সস্নেহ ব্যবহার করাতে মাওশাল-দেশস্থ অধিকাংশ ব্যক্তিই তাঁহার একান্ত অনুগত ও নি-তান্ত বাধ্য হইয়াছিল।

শিবজী ঐ সমস্ত উপত্যকা এবং ঘাটমাতা * ও কণখন-দেশীয় অন্যান্য বন্যভূমির গুপ্ত-পথ পরিজ্ঞানের নিমিত্ত প্রায়ঃ সর্ব্বদাই তথায় ভ্রমণ

* পর্ব্বতশ্রেণী।

করিয়া বেড়াইতেন; এবং নিকটমধ্যে যে সমস্ত রাজকীয় বন্যদুর্গ ছিল, তাহার ছিদ্রানুসন্ধান ও কি উপায়ে তাহা হস্তগত হইতে পারে মনে ২ তদনুধ্যানেই নিমগ্ন থাকিতেন।

মুসলমান রাজ-পুরুষেরা ক্ষুদ্র ২ গিরি-দুর্গের কিছুমাত্র তত্ত্বাবধান করিতেন না। তাঁহারা প্রধান ২ দুর্গে এক২ জন কিল্লাদার মাত্র নিযুক্ত করিয়া রাখিতেন। তাহার তত্ত্বাবধানের ভার প্রায়ই সেই২ প্রদেশের মোকাসদার, আমিলদার, জায়গীরদার তথা ইজারদার দিগেরই প্রতি অর্পিত থাকিত। গিরিদুর্গের প্রতি মুসলমানদিগের ঈদৃশ অনাস্থার কারণ এই যে ঐ সকল দুর্গস্থান বর্ষাকালে অতিশয় অস্বাস্থ্যকর হইত; এবং উহা অনায়াসেই শত্রুদিগের হস্তগত হইবার সম্ভাবনা ছিল। যাহা হউক এই রূপে যখন শিবজী নানা বন ভ্রমণ-পূর্ব্বক আত্মসৌভাগ্যের পথ অনুসন্ধান করেন সেই কালে বিজয়পুরের রাজা কণখলদেশ লুট করিবার ও তথাকার কিল্লাদারকে হীনবল করিবার উদ্দেশে তথায় স্বকীয় সমস্ত সৈন্যদল প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহাও শিবজীর সাহসবৃদ্ধির ও ইষ্টসিদ্ধির অন্যতম কারণ হইয়াছিল।

শাহজীর জায়গারমধ্যে দাদাজীর অধীনে একটীও গিরিদুর্গ ছিল না। কোন্দানার দুর্গে এক জন মুসলমান কিল্লাদার ও পুরন্দরের দুর্গে নীলকান্ত রাও নামক এক জন ব্রাহ্মণ কিল্লাদার ছিলেন। শিবজী ঐ দুই জনেরই নিকট পরিচিত ছিলেন। বিশেষতঃ নীলকান্ত রাও ইতিপূর্ব্বে নিজামশাহী রাজ্যের অধীনে শাহজীরই সহচর হইয়াছিলেন। যাহা হউক, এই দুই জনে শাহজীর অন্যায় অভিসন্ধির প্রতি বিশেষ দৃষ্টিপাত করেন নাই; সুতরাং তাহারা শিবজীর আচরণের প্রতি কোন বিরুদ্ধ দৃষ্টি করিতেন না।

মাওল দেশে যেসজী-কঙ্ক, তান্নাজী মালুসরে ও বা-জী কাসল্‌কর নামক তিন জন প্রধান লোকের সহিত শিবজীর অত্যন্ত প্রণয় হইয়াছিল। যেসজী কঙ্ক ও তান্নাজী মালুসরে ইহাঁরা পৈতৃক কএকটী দুর্গের উত্তরাধিকারী হইয়া ছিলেন। বা-জী কসাল্‌কর মুখোরাস নামক স্থানের দেশমুখ * ছিলেন। ইহাঁরা তিন জনই শিবজীর প্রথম সঙ্গী ও সর্ব্বত্র যুদ্ধসহচর হয়েন। ১৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে শিবজী এই তিন প্রধান ব্যক্তির সাহায্যে পুনার দক্ষিণ-পশ্চিম কুড়ি ক্রোশ দূরে নীরানদীর তীরবর্ত্তী টোরনা-নামক একটা অতি দুরতিক্রমণীয় গিরিদুর্গ তত্রত্য কিল্লাদারের সহিত সদ্ভাব করিয়া হস্তগত করেন। এই কার্য্যে তিনি এরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, যেন তিনি রাজ্যের হিতার্থই চেষ্টা পাইতেছেন।

টোরনা-দুর্গ হস্তগত হইলে পর, শিবজী এই সমাচার রাজগোচর করিবার নিমিত্ত বিজয়পুরে উকীল প্রেরণ করিয়া ঐ উকীলকে রাজ সন্নিধানে বিজ্ঞাত করিতে বলিয়া দিলেন, যে ইজারদারেরা এই সমস্ত প্রদেশের প্রকৃত আয় গোপন করিয়া রাখাতে রাজ্যের অনেক ক্ষতি হইয়া থাকে; অতএব যদি ইহার কর্ত্তৃত্বভার রাজনিযুক্ত এক জন বিশ্বস্ত উপযুক্ত লোকের হস্তে অর্পিত হয়, তাহা হইলে রাজার অধিক লাভ হইতে পারে। এমন কি এই দেশহইতে দশবৎসর যে পরিমাণে রাজস্ব আদায় হইয়া আসিতেছে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক হইবার সম্ভাবনা।

প্রজাসম্পর্কীয় কোন বিষয় তদানীন্তন রাজাদিগের কর্ণগোচর করা বড় একটা সহজ ব্যাপার ছিল না; কিন্তু শিবজীর আবেদনের প্রত্যুত্তর আসিতে যত কালবিলম্ব হইতে লাগিল ততই তাঁহার ইষ্টসিদ্ধির সুবীধা হইয়া উঠিল।

* জমিদারের সদৃশ পরগণার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

তৎকালে যথাযোগ্য উৎকোচ প্রদান করিতে পারিলে সকল সমীহিতই সিদ্ধ হইতে পারিত। পূর্ব্বোক্ত উকীলেরা প্রধান২ কর্ম্মচারীদিগকে অনুরূপ উৎকোচ প্রদান করাতে শিবজীর অভীষ্ট-সিদ্ধির পথ পরিষ্কৃত হইয়া উঠিল। এমন কি তাঁহার তাদৃশ ব্যবসায়ের প্রতি বহুকাল পর্য্যন্ত রাজসরকারের কোন দৃষ্টি-পাত হয় নাই।

শিবজী এবংবিধ অবসর বৃথা অতিপাতিত করিবার লোক ছিলেন না। তিনি ঐ সময়ে সাতিশয় সযত্ন হইয়া মাওল-দেশহইতে বহু-সঙ্খ্য লোক সঙ্গ্রহ করিতে ও তাহাদিগকে যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত করিতে লাগিলেন; এবং অচির লব্ধ টৌরনা দুর্গ যাহাতে সমধিক বলবৎ হয় তাহার তাদৃশ সংস্কার আরম্ভ করিলেন।

কথিত আছে যে একটা দুর্গের সংস্কার-কালে অতি পুরাতন ভগ্নগৃহের ভিত্তি খনন করিতে২ প্রচুর সুবর্ণরাশি শিবজীর হস্তগত হয়; কিন্তু তদ্বিষয়ে লোকে এই রব করে যে শিবজীর কুলদেবতা ভবানী দেবী প্রসন্না হইয়া তাঁহাকে ঐ সমস্ত অর্থসম্পত্তি প্রদান করিয়াছেন। বিনা পরিশ্রমে একেবারে প্রচুর ধন লাভ হওয়াতে শিবজী দ্বিগুণিত উৎসাহান্বিত হন, এবং স্বাভিলাষ পরিপূরণে অধিকতর যত্নপর হইয়া ঐ ধনদ্বারা বহুসঙ্খ্যক সৈন্যের উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধোপযোগী সমুদায় দ্রব্যসামগ্রী সঙ্গ্রহ করিতে লাগিলেন; অধিকন্তু প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া পুনার তিন মাইল পূর্ব্বে মরবড় পর্ব্বতের উপর একটা স্বতন্ত্র দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ দুর্গ-নির্ম্মাণে তাঁহার অত্যন্ত যত্ন, অপরিমিত পরিশ্রম, ও অসাধারণ বুদ্ধিকৌশল প্রকাশিত হইয়াছিল। শিবজী এই দুর্গের নাম রাজগড় রাখেন।

কিয়দ্দিন পরে শিবজীর এই সমস্ত ব্যবসায় রাজার কর্ণগোচর হইল। তখন তিনি যথোচিত রোষ-প্রকাশ-পূর্ব্বক তাঁহাকে তাদৃশ অন্যায্য কার্য্যে উদ্যোগী থাকিতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন; এবং সেই দণ্ডেই কর্ণাট প্রদেশস্থ শাহজীর নিকট ভর্ৎসনাগর্ভ এক পত্র প্রেরণ করিলেন। শাহজী শিবজীর ঈদৃশ চরিত্রের বিষয় এত কাল কিছুই জানিতেন না। তিনি এই পত্রপাঠে একেবারে ভীত ও অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া উঠিলেন; কিন্তু রাজার নিকট এই মাত্র লিখিয়া পাঠাইলেন, যে "শিবজী এসকল বিষয়ে আমার সহিত কিছু মাত্র পরামর্শ করে নাই। আমরা সপরিবার মহারাজের সেবক। শিবজী, এই সমস্ত কার্য্য, বোধ হয়, জায়গীরের শ্রীবৃদ্ধি নিমিত্তই করিয়াছে।" অতঃপর শিবজীর তাদৃশ কার্য্যের অভিপ্রায়, কি, শাহজী তাহা জানিবার নিমিত্ত দাদাজী কোণদেওর নিকট পত্র প্রেরণ করিলেন। ঐ পত্রে শিবজীকেও তিরস্কার করিয়া লিখেন যে তিনি যেন আর এবংবিধ রাজনীতি-বিরুদ্ধ-কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করেন।

দাদাজী অতিশয় সচ্চরিত্র ও মৃদুপ্রকৃতিক লোক ছিলেন তিনি শাহজীর পত্র-প্রাপ্তিমাত্র শিবজীকে আহ্বান করিয়া যাহাতে তিনি তথাবিধ অন্যায্য কার্য্যহইতে একেবারে বিরত হয়েন, এমত বিবিধ উপদেশ প্রদান করিলেন, এবং কহিলেন "রাজবিদ্রোহী ব্যক্তির কোন কালেই মঙ্গল সম্ভাবনা নাই; বিশেষতঃ তোমার পিতা রাজার প্রিয়পাত্র, ও রাজকর্ম্মচারী সম্ভ্রান্তদিগের মধ্যে এক জন প্রধান; তুমিও অতি উপযুক্ত পাত্র। এসময় রাজার বিশ্বাসভাজন হইতে পারিলে তোমাদিগের সৌভাগ্যের আর সীমা থাকিবে না; অতএব ক্ষান্ত হও।" দাদাজী এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে শিবজী বাক্যভঙ্গীদ্বারা এমত প্রকাশ করিলেন, যেন তিনি তাদৃশ কার্য্যে আর কোন সম্পর্ক রাখিবেন না; কিন্তু

দাদাজী ইতর ভাব-ভঙ্গীদ্বারা বুঝিতে পারিলেন, শিবজী অভিপ্রেত বিষয়ে একেবারে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছেন।

দাদাজী একত বৃদ্ধ ও পীড়াগ্রস্ত ছিলেন; তাঁহাতে শিবজীর দুঃসাহসিক কার্য্যে সমূহ বিপৎপাতের সম্ভাবনা দেখিলেন। তাহাতে তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু স্বকীয় মৃত্যু নিকটবর্ত্তী ও শিবজীকে অবিচলিত-প্রতিজ্ঞা রূঢ় জানিয়া তিনি তাঁহাকে আর অভীষ্টের বিষয়হইতে ক্ষান্ত করিতে চেষ্টা করেন নাই; বরং অধিকতর উৎসাহিতই করিয়াছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে শিবজীকে নিকটে ডাকিয়া কহেন "তুমি স্বাধীনতার পথ কিছুতেই পরিত্যাগ করিবে না; কিন্তু অগ্রে যাহাতে গো, ব্রাহ্মণ ও কৃষক সকল সুরক্ষিত হয়, এবং যাহাতে দুরাত্মা মুসলমানেরা হিন্দুদিগের দেবালয়সকল নষ্ট করিতে না পারে, অগ্রে ইহার কোন একটা বিশিষ্ট উপায় করিয়া, পশ্চাৎ স্বকীয় সৌভাগ্যসোপানে অধিরোহণ করিও।" দাদাজী এই রূপ পরামর্শ প্রদান করিয়া শিবজীর হস্তে স্বকীয় পরিবারের ভারার্পণ-পূর্ব্বক সংসার-লীলা সংবরণ করেন।

দাদাজীর মৃত্যুকালীন উপদেশ শিবজীর ইষ্টসিদ্ধির বিষয়ে বিলক্ষণ অনুকূল হইয়াছিল। তিনি এত কাল দাদাজীর অপেক্ষায় কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইয়া চলিতেন। এক্ষণে এই উপদেশে যৎপরোনাস্তি উৎসাহী ও আরও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিলেন। আর দাদাজীর অধীনস্থ যে সমস্ত কর্ম্মচারি এত দিন শিবজীর মতানুসরণ করে নাই তাহারা দাদাজীর ঐরূপ বাক্য শুনিয়া নিতান্ত উৎসাহ-সহকারে শিবজীর মতানুযায়ী হইয়া চলিতে লাগিল। তখন শিবজী সমুদায় পিতৃজায়গীরের কর্তৃত্বভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। তাহার অনতিকাল-বিলম্বেই জায়গীরের উপসত্ত্ব আদায়ের নিমিত্ত শাহজীর নিকটহইতে দূত আসিয়া উপস্থিত হয়। শিবজী ঐ দূতকে দাদাজীর মৃত্যু হইয়াছে এই কথা বলিয়া ফিরাইয়া দেন; এবং কৌশলক্রমে জায়গীরহইতে উপলব্ধ ধন আত্মসাৎ করেন। কিছু দিন পরে শিবজী পিতার নিকট এই সংবাদ পাঠাইলেন যে "এই দরিদ্রদেশে প্রজা পালনার্থ অধিক অর্থব্যয় হইতেছে, অতএব মহাশয়কে এখানকার উপসত্ত্বের প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিতে হইবে।" শিবজী এইরূপে তত্রত্য সমুদায় উপসত্ত্ব স্বয়ং গ্রহণ করিয়া যথেষ্ট ব্যয় করিতে লাগিলেন।

শাহজীর জায়গীর-মধ্যে ফিরঙ্গজী নরসালা নামা এক ব্যক্তি চাকন নামক দুর্গের অধ্যক্ষ ছিলেন, এবং শিবজীর বিমাতৃসহোদর বা-জী মোহিতে সোর প্রদেশেতে প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। ইহাঁরা উভয়েই প্রথমে শিবজীর মতানুসরণ করেন নাই; সুতরাং ইহাদিগের উভয়কেই হস্তগত বা দূরীকৃত করা তাঁহার অত্যন্ত আবশ্যক বোধ হইয়াছিল। সে অভিপ্রায় সিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহার বিশেষ ক্লেশ হয় নাই। তিনি নানা উপায়দ্বারা ফিরঙ্গজীকে ত্বরায় বশীভূত করিয়া পূর্ব্বপদেই স্থাপিত করিয়া তাহাকে ঠিক দাদাজীর নিয়মানুসারে চলিতে হইবে এই রূপ প্রতিজ্ঞা বদ্ধ করিয়া উক্ত দুর্গের নিকটবর্ত্তী প্রদেশের কর্ত্তৃত্ব-ভার সমর্পিত করেন।

মনুষ্যের ভাগ্যলক্ষ্মী প্রকাশিতা হইবার সময় উপস্থিত হইলে এক শুভ ঘটনা আর একটী শুভ ঘটনার পুরোবর্ত্তিনী হয়। শিবজী বাল্যকালাবধি বহুতর পরিশ্রম ও অসীম যত্ন করিয়া যে কিছু ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন এক্ষণে তাহার সাহায্যে তদপেক্ষাও অধিক ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। তিনি একজন মুসলমান কিল্লাদারকে অধিক উৎকোচ প্রদান করাতে সে নিতান্ত বশীভূত হইয়া

তৎকালপ্রসিদ্ধ কোন্দানা দুর্গের সমস্ত আধিপত্য তদীয় হস্তে সমর্পণ করিল।

বা-জী মোহিত্তের তিন শত উত্তম সুশিক্ষিত ঘোটক ছিল। তিনি সামান্য বিষয়ে শিবজীর সহিত একবাক্য হইয়া চলিতেন বটে, কিন্তু সোপাপ্রদেশের উপসত্ত্ব তদীয় হস্তে সমর্পণ করিতেন না, এবং শিবজী কোন বিষয়ে পিতার অনভিমতে আপনার ক্ষমতা চালাইবার ইচ্ছা করিলে তিনি তাহাতেও সম্মত হইতেন না। এজন্য শিবজী একদিন নিশীথ-সময়ে কত-গুলি বলবান্ মাওলী-সৈন্যের সমভিব্যাহারে সোপায় প্রবেশপূর্ব্বক বা-জীমোহিত্তেকে পরাজিত করিয়া তাঁহার যত কিছু সম্পত্তি ছিল সমুদয় বলপূর্ব্বক গ্রহণ করেন। তত্রত্য প্রায়ঃ সকল ব্যক্তিই তাঁহার বশংবদ হইল, কেবল বা-জীমোহিত্তে প্রভৃতি কএক জনমাত্র তদীয় মতানুসরণে অস্বীকার করাতে তিনি তাহাদিগকে শাহজীর নিকটে পাঠাইয়াদিলেন।

বারামতী ও ইন্দুপুরের রাজকর্ম্মচারিগণ শিবজীর মতানুসরণে কিছুমাত্র আপত্তি করে নাই। তাহারা দাদাজীর মৃত্যুর কিয়ৎকাল পরেই তত্রত্য রাজস্ব আদায় করিয়া সমুদায় টাকা নির্ব্বিবাদে পুনায় পাঠাইয়াছিল। কিন্তু বারামতী ইন্দুপুর ও সোপা প্রদেশ তাঁহার অন্য জায়গীরহইতে অতি দূরবর্ত্তী হওয়াতে রীতি মত তত্ত্বাবধান করা শিবজীর পক্ষে কঠিন হইয়াছিল।

এই সময়ে পুরন্দর দুর্গের কিল্লাদারের মৃত্যু হয়। তাহার তিন পুত্র; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ রীতিমত রাজাজ্ঞা গ্রহণ না করিয়া পিতার সমুদায় আধিপত্য স্বয়ংই গ্রহণ করিল, কনিষ্ঠদ্বয়কে কিছুই প্রদান করিল না। এই প্রযুক্ত কনিষ্ঠেরা তাবৎ বিষয়ের তুল্য ভাগ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় শিবজীকে মধ্যস্থ স্বীকার করে। শিবজী মধ্যস্থ হইলেন বটে, কিন্তু আপনার ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত গোপনে কনিষ্ঠদিগেরই সাহায্য করিতে লাগিলেন। এই রূপে ক্রমে২ তাহাদিগের বিবাদ প্রবল হইয়া উঠিলে শিবজী সোপায়-যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে ছল করিয়া পুরন্দরের নিকট এক দিন অবস্থান করেন। এই কালে এ তিন ভ্রাতার ঘোর বিবাদ হইতে ছিল। তাহারা শিবজীর আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দুর্গে আসিবার অনুরোধ করিয়া পাঠাইল। তাহারা এই রূপ অনুরোধ করিবে বলিয়াই শিবজী এই স্থানে আসিয়াছিলেন; এক্ষণে দূতমুখে সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট মনে কএক জনমাত্র সহচর সঙ্গে লইয়া রাত্রিযোগে তথায় উপস্থিত হইলেন। পরস্পর সাক্ষাৎ হইবার কিয়ৎকাল পরে বালকদিগের জ্যেষ্ঠ বিশ্রামার্থ শয়নাগারে গমন করিলে শিবজী সেই অবসরে কনিষ্ঠদিগকে বলিলেন যে "যদি তোমরা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে কারাবদ্ধ করিতে পার তাহা হইলে তোমাদিগের যাবতীয় সমীহিত সিদ্ধ হইতে পারে।" এ কথায় তাহারা সাগ্রহে সম্মতি প্রকাশ করিল। তখন শিবজী এই কার্য্যে যেন কোন ব্যাঘাত উপস্থিত না হয় এই রূপ ভাব প্রকাশ করিয়া স্বকীয় সৈন্যদলে এক জন দূত প্রেরণ করিলেন। সৈন্যগণ তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে অতি প্রত্যূষে দুর্গ প্রবেশ করিল। শিবজী আপনার সমস্ত সৈন্য আসিয়াছে দেখিয়া অগ্রেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে কারাবদ্ধ করিলেন; পরে তদীয় সমস্ত সম্পত্তি সম্পূর্ণ রূপে আয়ত্ত করিয়া পরিশেষে কনিষ্ঠদিগকেও স্বদুর্গে আনিয়া তাহাদিগকে এই বুঝাইলেন যে তিনি দেশমধ্যে সর্ব্বতোভাবে স্বাধীনতালাভের নিমিত্ত স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছেন তন্নিমিত্তই তাঁহাকে ঈদৃশ বিশ্বাস ঘাতিতার কার্য্য করিতে হইল। যাহা হউক শিবজী তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিবার

নিমিত্ত এক খানি গ্রাম ইনাম প্রদান করিয়াছিলেন; এবং প্রত্যেক ভ্রাতাকেই এক একটী রাজকার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া আপনার অধীনেই রাখেন।

শিবজী একাল পর্য্যন্ত যে সমস্ত ঐশ্বর্য্য ও আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন তাহাতে কাহারও সহিত একটীও যুদ্ধ করিতে হয় নাই, এবং রাজ্যমধ্যে কোন উপদ্রবও ঘটে নাই। শাহজীর জায়গীরমধ্যে শিবজী যে রূপ বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিলেন, তাহা যদিও রাজার অগোচর ছিল না, তথাপি জায়গীরদার স্বয়ং রাজ্যে তাঁহার অধীনে রহিয়াছেন বলিয়া তিনি তাহার প্রতি এতকাল ঔদাস্য করিয়াছিলেন। যাহা হউক শিবজী চাকন ও নীরা প্রদেশ মধ্যে যে প্রকার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন ইহাতে তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি কৌশল, অপরিমিত সাহস ও যৎপরোনাস্তি পৌরুষ প্রকাশ হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

শিবজী এই প্রকারে অবিরোধে আত্ম দল বল সবল করিয়া স্বকীয় আধিপত্য-বিস্তারের নূতন২ উপায় অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন; ও মাওল দেশ-হইতে বহুসঙ্খ্যক লোক সঙ্গ্রহ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন, এবং কণখল প্রদেশের আন্তরিক অবস্থা পরিজ্ঞানের নিমিত্ত স্থানে২ ব্রাহ্মণচর পাঠাইয়া দিলেন।

এই কালে কালিয়ান নামক প্রদেশের শাসনকর্ত্তা মৌলানা অহম্মদের নিকট হইতে প্রচুর রাজস্বধন বিজয়পুরে যাইতেছিল, তদ্বার্ত্তা শিবজীর কর্ণগোচর হইল। তৎক্ষণাৎ তিনি তিন শত অশ্বারোহী ও কতগুলি মাওলী পদাতি সৈন্য সমভিব্যাহারে সেই পথ অবরোধ করিয়া বলপূর্ব্বক সমস্ত ধন অপহরণ করিলেন; এবং তাহার কিয়দংশ স্বকীয় সৈন্য মধ্যে বিতরণ করিয়া অবশিষ্ট সমুদায় রাজগড়ে লইয়া প্রস্থান করিলেন। এই রূপ কার্য্য করাতে শিবজীর প্রকৃত উদ্দেশ্য স্পষ্টই প্রকাশিত হইল; কিন্তু তিনি তাহাতে কিছুমাত্র ভীত বা সঙ্কুচিত হইলেন না; প্রত্যুত ঐ সংবাদ বিজয়পুরে পৌছিতে না পৌছিতেই কাঙ্গরী, টিকোনা, ভূরূপ, কোচারী, কুঙ্গ, লোয়ার, রাজমাচী, এই সাত দুর্গ হস্তগত করিয়া লইলেন। তদনন্তর তালা, গোশালা, ও রয়রী নামক গিরিদুর্গও অধিকৃত করিয়া বিশ্বস্ত অনুচরদিগের হস্তে সমর্পিত করেন। তন্নিয়োজিত কতগুলি মাওলী সৈন্যও কণখলের অনেক গুলি নগর লুট করিয়া সমস্তধন সম্পত্তি রাজগড়ে লইয়া যায়।

এই কালে তাঁহার আর একটী প্রধান লাভ হইল। তদীয় সহচর আবাজী সোনদেও, যিনি দাদাজী কোনদেওর এক জন ছাত্র ছিলেন তিনি কালিয়ানের রক্ষক মৌলানা অহম্মদকে আক্রমণপূর্ব্বক পরাজিত ও কারারুদ্ধ করিয়া তাঁহার অধীনস্থিত সমস্ত দুর্গ অধিকৃত করেন।

আবাজীর বিজয়-বার্ত্তা-শ্রুবণে শিবজী অত্যন্ত আনন্দে কালিয়ানে গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং আবাজীকে তথাকার সুবেদারী পদে নিযুক্ত করিয়া যথোচিত পুরস্কৃত করিলেন। রাজস্বের নিয়ম সমস্ত ব্যবস্থাপিত হইল। ব্রহ্মোত্তর ও দেবোত্তর যাহার যাহা ছিল তাহা সেই রূপই রহিল; বরং তিনি আরও নূতন২ দেবালয় প্রতিষ্ঠিত ও দেব সেবার্থ ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়া প্রচুর ভূমিদান করিলেন। এই রূপ কার্য্যে শিবজী যে হিন্দুধর্ম্মের একজন পরম ভক্ত ও একান্ত অনুরক্ত ছিলেন তাহা স্পষ্টই প্রকাশিত হইয়াছিল।

কালিয়ানের অনতিদূরে একজন সিদীর অধিকার ছিল। শিবজী ইতি পূর্ব্বেই তদীয় জায়গীরের কিয়দংশ আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। এক্ষণে প্রবল শত্রু সিদী পাছে কোন উপদ্রব করে এই আশঙ্কায় গোশালার নিকট বীরবারী

নামক একটী দুর্গ ও রয়রীর সন্নিধানে লিঙ্গনা নামক অপর একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন।

শিবজী যথোচিত-সম্মান পূর্ব্বক মৌলানা অহম্মদকে কারামুক্ত করিয়াদিলে তিনি স্বকীয় দুঃখ নিবেদন করিবার নিমিত্ত বিজয়পুরে রাজার নিকট গমন করিলেন। কালিযান শিবজীর হস্তগত হইয়াছে রাজা পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন, এক্ষণে মৌলানার মুখে সবিশেষ অবগত হইলেন; কিন্তু তাঁহাকে কিছুমাত্র সমাদৃত বা অন্য কোন রাজকার্য্যে নিযোজিত করিলেন না।

এই রূপে শিবজীর রাজবিদ্রোহিতা ক্রমে প্রচারিত হইয়া উঠিলে বিজয়পুরস্থ সমস্ত ব্যক্তিই অত্যন্ত চিন্তাকুল হইল; কিন্তু মুহম্মদ আদিলশাহ তাহার আশুপ্রতীকারের নিমিত্ত কোন রূপ সৈন্যাদি প্রেরণ করিলেন না। তিনি নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে "শাহজীর সাহায্যেই শিবজী এরূপ বিদ্রোহিতায় প্রবৃত্ত হইয়াছে" এবং সেই শাহজী তাঁহার অধীনে আছে, সুতরাং ইচ্ছামাত্রেই তাহার দমন করিতে পারিবেন। শাহজীর প্রতি মুহম্মদ আদিলশাহের এরূপ সন্দেহ উপস্থিত হওয়া অসঙ্গত নহে; যেহেতু রেন্দুলা খাঁ কর্ণাটহইতে বিজয়পুরে আগমন করাতে শাহজী তথাকার সম্পূর্ণ শাসন-ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং রাজবিদ্রোহিতা কেবল তদীয় জায়গীরমধ্যেই হইয়াছিল। এই কারণবশতঃ তিনি শিবজীর দমনার্থ সৈন্য প্রেরণ না করিয়া অন্যবিধ উপায় অবলম্বন করিলেন।

বা-জী ঘোরপুরে * নামক এক জন প্রধান লোক কর্ণাটে শাহজীর সহিত একত্র রাজকর্ম্ম করিতেন। মুহম্মদ আদিলশাহ তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন "যে তুমি যে উপায়ে পার শাহজীকে অচিরাৎ ধৃত করিবে।" বা-জী ঘোরপুরে রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হইবামাত্র কৌশলক্রমে শাহজীকে ধৃত করিয়া একেবারে বিজয়পুরে রাজগোচরে লইয়া উপস্থিত করিলেন। মুহম্মদ আদিলশাহ শাহজীকে সমানীত দেখিয়া তাঁহাকে ভয়প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন "তুমি দূত প্রেরণ করিয়া অথবা পত্র লিখিয়া শিবজীকে সুশাসিত কর।" এ কথায় শাহজী নিজ নির্দ্দোষিতা প্রমাণার্থ বিনয়গর্ভ নিবেদন করিলেন, "শিবজী যদ্রূপ মহারাজের বিদ্রোহিতাচরণ করিতেছে তদ্রূপ আমারও বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহাকে দমন করা এক্ষণে আমার সাধ্য নহে। যদি মহারাজ তাহার বিপক্ষে সমুচিত সৈন্য পাঠাইয়াদেন তাহা হইলে সে অনায়াসে সুশাসিত হয়।" এই রূপে শাহজী যত বলিলেন, তাঁহার প্রতি অবিশ্বাস জন্মিবাতে রাজা কিছুতেই সম্মত হইলেন না। পরিশেষে তাঁহাকে প্রস্তর নির্ম্মিত কারায় আবদ্ধ রাখিতে স্বকীয় অনুচরবর্গের প্রতি আদেশ করিয়া কহিলেন "যদি শিবজী নির্দ্দিষ্ট সময়মধ্যে বিদ্রোহিতাচরণে সম্পূর্ণরূপে ক্ষান্ত না হয় তাহা হইলে এই কারাগৃহে বায়ু প্রবেশার্থ যে ক্ষুদ্র ছিদ্রটী আছে তাহাও চিররুদ্ধ করা হইবে।" এই রূপে ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে শাহজী স্বয়ং অপরাধী না হইয়াও কারাবাসে দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিতে লাগিলেন।

শিবজী পিতার এই বিপদ বার্ত্তা শ্রবণে ভীত ও চলিতচিত্ত হইয়া অগত্যা রাজার শরণাপন্ন হইতে উদ্যত হইয়াছিলেন; কিন্তু তদীয় বুদ্ধিমতী পত্নী সহী-বাঈ তাঁহাকে ঐরূপ হীনকার্য্যহইতে একেবারে নিরস্ত করিলেন। উক্ত বাঈ এই প্রবল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে অবি-

* বা-জীর বংশে কোন ব্যক্তি এক গোসাপের দেহে রজ্জু বান্ধিয়া এক দুর্গমধ্যে প্রবেশ করত সেই দুর্গ শত্রুহইতে লইয়া আপন স্বামীকে সমর্পিত করে। ঐ গোসাপকে মহারাষ্ট্র ভাষায় ঘোরপুর শব্দে কহে, এবং তাহা হইতে তাঁহার বংশের উপাধি ঘোরপুরে হইয়াছে।

খাস্য মুসলমানদিগের শরণাপন্ন হইলে বিপদ্ বৃদ্ধি হইবারই অত্যন্ত সম্ভাবনা। খল অথচ প্রবল শত্রুর হস্তে আত্মসমর্পণ করা কখনই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে সাহসে নির্ভর করিয়া বলবীর্য্যদ্বারা আপনাকে উন্নত রাখিতে পারিলেই পিতার উদ্ধার সাধনের যথার্থ সদুপায় করা হইবে। শিবজী এপর্য্যন্ত মোগলদিগের রাজ্যমধ্যে কিছুমাত্র উপদ্রব করেন নাই। বোধ হয় তাঁহার এই মনোগত অভিপ্রায় ছিল যে বিজয়পুরের রাজা নিতান্ত নিষ্পীড়ন আরম্ভ করিলে তিনি মোগলেশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। তাঁহার ঈদৃশ পূর্ব্বসাবধানতাই শাহজীর প্রাণ রক্ষার একমাত্র কারণ হইয়াছিল। শিবজী কি রীতিক্রমে মোগলরাজ শাহ জহাঁর সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন তাহার নির্দ্ধারিত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না; কিন্তু শাহ-জহাঁ শিবজীর নিকট এপর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছিলেন যে তিনি শাহজী যে পূর্ব্বে মোগল রাজসরকারের কর্ম্মত্যাগ করিয়া নিজামশাহি রাজ্যে মোগল রাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিয়া ছিলেন সে অপরাধ মার্জনা করিয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার সাম্রাজ্য কার্য্যে নিযোজিত করিবেন, এবং শিবজীর হস্তেও পঞ্চসহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের অধ্যক্ষভার দিবেন। যাহা হউক বিজয়পুরের রাজার নিকট সম্রাজের সবিশেষ অনুরোধে ও বন্ধুবর মুরারপন্থের সাহায্যে শাহজী এই ঘোরবিপদহইতে রক্ষা পান। তিনি উপযুক্ত প্রতিভূ প্রদান করিয়া তাদৃশ ভীষণ কারাহইতে বিমুক্ত হইলেন; কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাধীনতাপ্রাপ্ত হইলেন না। তাঁহাকে চারিবৎসর কাল বিজয়পুরমধ্যেই অবস্থান করিতে হইয়াছিল।

১৬৫০ খৃষ্টাব্দে শাহজী কারামুক্ত হওয়াতে শিবজীর প্রকৃত উদ্দেশ্য সকল হইল। কিন্তু শাহজহাঁর নিকট যে সকল অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাহার কিছুই প্রতিপালন করিলেন না। অধিকন্তু জুনির (জয়নগর?) ও অহমদনগর-প্রদেশে তাঁহাদিগের পূর্ব্বে যে অধিকার ছিল তাহা প্রতিপ্রাপ্ত হইবার প্রার্থনায় শাহ-জহাঁর নিকট এক জন উপযুক্ত উকীল পাঠাইয়া দিলেন; কিন্তু তাঁহার এই চেষ্টা বিফল হইয়াছিল। শাহ-জহাঁ তদীয় উকীলকে এই কথা বলিয়া ফিরাইয়া দিলেন যে "শিবজী রাজধানীতে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া প্রস্তাব করিলে এ বিষয়ের বিশিষ্ট বিবেচনা করা যাইবে।"

যে চারি বৎসর শাহজী বিজয়পুরে রুদ্ধ হইয়া ছিলেন সেইকালে শিবজী পাছে পিতা কারামুক্ত হইতে না পারেন এই আশঙ্কায় বিজয়পুর-রাজ্যের প্রতি কোন রূপ অত্যাচার করেন নাই। বিজয়পুরের রাজাও শিবজী অধিক নিপীড়িত হইলে পাছে স্বকীয় সমস্ত অধিকৃত স্থান মোগল-রাজের হস্তে সমর্পণ করিয়া তদীয় শরণাপন্ন হন, এই আশঙ্কায়, তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্যপ্রেরণ করেন নাই। কেবল তাঁহাকে ধৃত করিবার নিমিত্ত একটী সামান্য উদযোগ মাত্র করা হইয়াছিল। বা-জী সামরাজ নামক একজন হিন্দু এই কর্ম্মের ভার গ্রহণ করেন।

শিবজী কণখল দেশে মাড়-নগরে প্রায় মধ্যে২ গিয়া অবস্থান করিতেন। বা-জী সামরাজ কতকগুলি সৈন্য সমভিব্যাহারে অতি গোপনে চন্দ্ররায় মোরের অধিকারের মধ্যদিয়া ফারঘাট নামক স্থানে উপনীত হইল; এবং তথায় শিবজীকে ধরিবার মানসে অবসর প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। কিন্তু শিবজী সামরাজের এই দুরভিসন্ধির সন্ধান পাইয়া উপযুক্তসৈন্যসঙ্গে সহসা আক্রমণ পূর্ব্বক তাহাকে পরাজিত ও তথাহইতে দূরীকৃত করিয়াদিলেন।

শাহজী প্রস্তর-কারাহইতে বিমুক্ত হইয়া

কর্ণাটদেশে নিজ জায়গীরে ফিরিয়া আসিবার যত চেষ্টা করিয়াছিলেন কিয়ৎকাল তৎসমস্তই নিষ্ফল হইয়াছিল। অবশেষে ঘটনাক্রমে ঐ প্রদেশের প্রজাসকল নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিলে এবং কতকগুলি প্রধান লোক শাহজীর নিমিত্ত রাজাকে অনুরোধ করিলে তিনি তাঁহার পারতন্ত্র্য বিমোচন করিলেন। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইবার পূর্বে শাহজীকে এই রূপ প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইতে হইয়াছিল যে তিনি বা-জী ঘোরপুরের প্রতি কোন দৌরাত্ম্য করিবেন না। রাজা শাহজীকে এই রূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিয়া উহাদিগের পরস্পর সৌহার্দ্দ্য বদ্ধমূল করিবার মানসে কুরার প্রদেশে শাহজীর যে সমস্ত বিষয় সম্পত্তি ছিল তাহা বা-জী ঘোরপুরেকে প্রদান করিয়া কর্ণাটস্থিত বা-জী ঘোরপূরের সমস্ত সম্পত্তি শাহজীকে সমর্পণ করিলেন।

শাহজী অগত্যা প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা প্রতিপালন করেন নাই। তিনি স্বাধীনতা-প্রাপ্তিমাত্র শিবজীকে লিখিয়া পাঠাইলেন "যদি তুমি আমার যথার্থ পুত্র হও তাহা-হইলে বিশ্বাসঘাতক বা-জী ঘোরপুরের যথোচিত শাস্তি বিধান করিবে"। শিবজী কিয়দ্দিনমধ্যেই এই পিত্রাজ্ঞা ভয়ানকরূপে প্রতি পালিত করিয়াছিলেন।

১৬৬০ খৃষ্টাব্দে শাহজী কর্ণাটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন প্রজাবর্গ যথার্থ উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছে। প্রধান২ লোকমাত্রেই স্বস্ব দল বল সবল করিয়া প্রতিবাসীর প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করিতেছে। প্রায়ঃ প্রতি জনপদেই লুট হইতেছে। প্রজাসকল নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে; এবং তাঁহার স্বকীয় জায়গীর স্থিত প্রজাগণও ঐরূপ অত্যাচারে সম্পূর্ণরূপে উপক্রত হইতেছে। শাহাজী এই সমস্ত গোলযোগ-দর্শনে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া অগ্রে কনক-গিরির কিল্লাদারের দৌরাত্ম্য-নিবারণের নিমিত্ত জ্যেষ্ঠ পুত্র শাম্বজীকে তথায় পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ইষ্ট ফল দর্শিল না। গিরির নিকট আগমনমাত্র শাম্ব শত্রুহস্তে নিহত হইলেন, এবং তদীয় সৈন্যদলও পরাজিত হইল। শাহজী অব্যবহিত পরেই কনকগিরি অধিকৃত করিয়া প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিলেও পুত্রের মৃত্যুজন্য শোক বিস্মরণ হইতে পারিলেন না। এই সময়ে নারু পন্থ হনুমন্তে নামক কর্ণাটের এক জন প্রধান কর্ম্মচারীর মৃত্যু হয়। এই ব্যক্তি অতি উপযুক্ত লোক ছিলেন, ও শাহজীর বহুকালের সেবক, সুতরাং এই সময় শাহজীর সাতিশয় ক্লেশেই অতিপাতিত হইয়াছিল। নারু পন্থের পুত্র রঘুনাথ নারায়ণ পিতৃতুল্য ক্ষমতাবান্ ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন। তিনিই পিতৃ পদে অভিষিক্ত হন।

শাহজীর নিরতিশয় যত্নেও কর্ণাট-প্রদেশের গোলযোগ শান্তি প্রাপ্ত হইল না; বরং দিন২ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; সুতরাং বিজয়পুরের রাজা শিবজীর শাসনার্থ কোন উদ্‌যোগ না করিয়া ইহারই প্রতি বিশেষ মনোঽভিনিবেশ করিলেন। শিবজী যেমন পিতার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ হইল, অমনি পুনর্ব্বার নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সমস্ত ঘাটমাতা ও কণখলের অবশিষ্ট অংশ অধিকৃত করিবার উপায়ানুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে শিবজী জৌলীর রাজা চন্দ্ররাওকে স্বমতে আনিবার নিমিত্ত যে যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা সকল হয় নাই। চন্দ্ররাও শিবজীর বিপক্ষে শস্ত্র ধারণ বা তাঁহার সহিত কোন রূপ অভদ্রতা করেন নাই; কেবল শিবজীর বিপক্ষ বা-জী সামরাজকে স্বকীয় রাজ্যদিয়া যাইতে দিয়াছিলেন, এবং সাহায্যও করিয়াছিলেন,

শিবজী এই ছিদ্রেই চন্দ্ররাওর বিরুদ্ধে শস্ত্র ধারণ করেন, কিন্তু সহসা এই কার্য্য করিয়া উঠা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত সহজ ছিল না। ঐ রাজা বলবীর্য্যে তাঁহার অপেক্ষা কোন অংশেই হীন ছিলেন না। শিবজীর যত সৈন্য তাঁহারও তত সৈন্য ছিল। তাঁহার দুই পুত্র, এক ভ্রাতা ও মন্ত্রী হিম্মৎরাও বিখ্যাত যোদ্ধা ছিলেন। শিবজী এমনও কোন সহজ উপায় পাইলেন না যাহাতে উহাদিগের পরস্পর অস্বরস বা গৃহবিচ্ছেদ করিয়া দেন।

শিবজীর সৈন্যসকল সর্ব্বদা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াই থাকিত; সহসা কোথায়ও কোন যুদ্ধ ঘটনা উপস্থিত হইলে তাঁহাকে ব্যস্ত হইতে বা তন্নিমিত্ত কোন একটা নূতন উদ্‌যোগ করিতে হইত না। তিনি আপাততঃ জৌলির আন্তরিক বল পরিজ্ঞানের নিমিত্ত রঘুবল্লাল নামক এক জন ব্রাহ্মণ ও শাম্বজী কোয়াজী নামক এক জন মহারাষ্ট্রীয় এই দুই জন সুচতুর ব্যক্তিকে তথায় পাঠাইয়া দিলেন; এবং চরদ্বারা দেশমধ্যে এই প্রচার করিলেন যে শিবজী চন্দ্ররাওর দুহিতার পাণিগ্রহণ-কামনায় সম্বন্ধ সাব্যস্ত করিতে দুই জন দূত পাঠাইয়া দিয়াছেন।

রঘুবল্লাল ও শাম্বজী পঞ্চবিংশ মাওলীসমভিব্যাহারে জৌলিতে উপনীত হইলে রাজা চন্দ্ররাও তাঁহাদিগের যথোচিত সমাদর করিলেন; এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতেও লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা ক্রমে ক্রমে রাজার বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিলে রঘুবল্লাল শাম্বজীর সহিত পরামর্শ করিলেন যে চন্দ্ররাও ও তদীয় ভ্রাতা এই দুই জনকে নির্জ্জনে নিহত করিতে হইবে। তাহাদিগের এই পরামর্শ একপ্রকার স্থির হইলে রঘুবল্লাল সত্বর শিবজীর নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন। শিবজীও এই ব্যাপার সুসমাহিত করিবার নিমিত্ত অতি গোপনে ঘাট্ প্রদেশে কতকগুলি সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন, এবং তিনি যেন অন্য কোন কর্ম্মে ব্যস্ত আছেন এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া রাজগড়হইতে পুরন্দরে যাত্রা করিলেন। পরে তিনি তথাহইতে রাত্রিযোগে সত্বরে মহাবিলেশ্বর গ্রামে গমন করিয়া নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে স্বকীয় সৈন্যদলের সহিত মিলিত হইলেন। এইরূপে সমস্ত প্রস্তুত হইলে রাজা ও তদীয় ভ্রাতার সহিত রঘুবল্লাল নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিবার কল্পনা করিলেন; ঐ নির্দ্দিষ্ট স্থানে শাম্বজী মাত্র সমভিব্যাহারে গিয়া উপস্থিত হন। পরে তাঁহাদিগের পরস্পর বাক্যালাপ হইতে আরম্ভ হইলে রঘুবল্লাল সহসা সমুত্থিত হইয়া তীক্ষ্ণধার ছুরিকাদ্বারা রাজাকে নিহত করিলেন। ঐ অবকাশে শাম্বজী তদীয় ভ্রাতাকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। তাঁহাদিগের সহচর মাওলীগণ পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইয়াছিল; এই কার্য্য হইবা মাত্র তাহাঁরা তাহাদিগের সহিত একত্র পলায়নপরায়ণ হইয়া সন্নিহিত অরণ্যমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শিবজী পূর্ব্বনির্দ্দেশানুসারে উহাদিগের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়া আসিতেছিলেন কিয়দ্দূরেই তাহাঁদিগের সকলের পরস্পর সন্দর্শন ও সম্মিলন হইল।

অনন্তর রাজার হত্যা-নিবন্ধন নগর-মধ্যে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইলে শিবজী অবসর পাইয়া স্বকীয় সমস্ত-সৈন্য-সামন্ত-সমভিব্যাহারে একেবারে চতুর্দ্দিক্ হইতে নগর আক্রমণ করিলেন। রাজার পুত্রদ্বয় ও মন্ত্রী হিম্মতরাও ঈদৃশ শোকাবহ ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় কিছু মাত্র ভীতচিত্ত না হইয়া প্রতিহিংসার্থী প্রভুপরায়ণ সৈনিক পুরুষদিগকে সঙ্কলিত করিয়া নগর-রক্ষার্থে ঘোরতর-সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু স্বভাবের বেগ একান্ত অনিবার্য্য; নৃপতিবিয়োগ-দুঃখ এমত

অন্তর্ব্বিদ্ধ হইয়াছিল যে তাহাঁদিগের ঐ সাহস ঐ বিক্রম ও তাদৃশ সমর পারদর্শিতা প্রতিপদেই স্খলিত হইতে লাগিল। পরিশেষে হিম্মৎরাও রণশায়ী হইলেন; এবং অবিলম্বেই রাজকুমারেরা শিবজীর সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইয়া পড়িলেন।

শিবজী অল্প দিবস মধ্যেই মৃত চন্দ্রুরাওর যাবতীয় বিভব সম্পত্তি আপনার আয়ত্ত করিয়া লইলেন। পরিশেষে উজ্জীরগড় তাহাঁর হস্তগত হইলে ও শিবৎক্কোরা তাঁহার পারতন্ত্র্য স্বীকার করিলে তাহাঁর জৌলীর বিজয় লাভ সর্বতোভাবে সম্পূর্ণ হইল। অতঃপর চন্দ্রুরাওর পুত্রেরা শিবজীর অনুগত হইয়া থাকিলে ও তদীয় মতানুসরণ করিলে অবশ্যই অনুগৃহীত হইতে পারিত। কিন্তু দৌর্ভাগ্য ক্রমে তাহারা গোপনে বিজয়পুরের রাজার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করাতে তাহাদিগকে অকালে কালনিলয়ে যাত্রা করিতে হইয়াছিল।

অনন্তর শিবজী রোহিরা নামক দুর্গ আক্রমণের উপক্রম করিয়া কতগুলি বলবান উপযুক্ত মাওলী সৈন্য সমভিব্যাহারে রাত্রিযোগে সিঁড়ি লাগাইয়া দুর্গ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। বান্দাল নামক তত্রত্য দেশমুখ তৎকালে দুর্গমধ্যেই ছিলেন। তিনি উপস্থিত বিপদে ভীত না হইয়া অস্ত্রপাণি যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন; এবং বিপক্ষীয় সৈন্যসঙ্খ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক হইলেও তদীয় সৈন্যগণ সাহসপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু পরিশেষে বান্দাল নিহত হইলে শিবজীর বিজয় লাভ হইল। বা—জী প্রভু নামক এক জন দেশপান্ড্য তত্রত্যসৈন্য মধ্যে প্রধান যোদ্ধা ও বিখ্যাত পুরুষ ছিলেন। শিবজী তাহাঁর সহিত যথোচিত সদ্ব্যবহার করিলেন, এবং তদীয় পৈতৃক বিষয়েই তাহাঁকে অধিষ্ঠাপিত করিয়া রাখিলেন। শিবজীর সহিত বা—জী প্রভুর একটা বংশ সম্বন্ধ ছিল, এবং তিনি সকল কার্য্যেই শিবজীর মতানুযায়ী হইয়া চলিতেন; এ জন্য শিবজী সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তদীয় হস্তে কতগুলি পদাতিক সৈন্যের কর্তৃত্বভার সমর্পিত করেন। বা—জী প্রভুও উপযুক্ত রূপে ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে নীরা ও কুইন নদীর তীরবর্ত্তী স্থান সমুদায়েরও পারঘাট নামক প্রদেশের পরিরক্ষণের নিমিত্ত শিবজী কৃষ্ণানদীর উৎপত্তি স্থান সন্নিহিত এক উচ্চ ভূধরের উপর একটা দুর্গ নির্ম্মাণের কল্পনা করিলেন। মোর-ত্রিম্বল পিঙ্গল নামক এক জন দেশস্থ ব্রাহ্মণের উপর ঐ কার্য্য নির্ব্বাহের ভার অর্পিত হয়। ইনি ইতিপূর্ব্বে পুরন্দর দুর্গে সেনাধ্যক্ষের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ইহাঁর পিতা যখন কর্ণাট প্রদেশে শাহজীর অধীনে ছিলেন তখন ইনি অতি বালক হইলেও সর্ব্বদা তাহাঁরই সঙ্গে থাকিতেন। পরে কর্ণাট হইতে মহারাষ্ট্রদেশে আসিয়া কিয়দ্ দিনানন্তর শিবজীর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। বাল্যকালাবধি রাজকার্য্য পর্য্যালোচন করাতে এ বিষয়ে ইহাঁর বিলক্ষণ পারগতা জন্মিয়াছিল। এই ব্যক্তি ঐ অভিনব দুর্গটা এমত সুন্দররূপে নির্ম্মিত করিলেন, এবং যে কার্য্যে নিযোজিত হয়েন তাহাই এত শীঘ্র সুচারু রূপে নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন যে শিবজী সাতিশয় প্রীত হইয়া তাহাঁর প্রতি নানা কার্য্যের ভার দিতে লাগিলেন। নবপ্রস্তুত দুর্গের নাম প্রতাপগড় রাখা হয়।

এইকালে স্যামরাজ পন্থ নামক একজন ব্রাহ্মণ শিবজীর প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। শিবজী তদীয় সম্মানার্থ তাঁহাকে এই পদবী প্রদান করেন। মহারাষ্ট্রদেশের নিয়মানুসারে মন্ত্রী স্যামরাজের হস্তে বহুসঙ্খ্য সৈন্যের অধ্যক্ষতাভারও সমর্পিত ছিল।

এইকাল পর্য্যন্ত শিবজী কেবল বিজয়পুর রাজ্য লইয়াই ছিলেন, অন্যত্র হস্ত ক্ষেপণ করিতে সাহসী হয়েন নাই। এক্ষণে নানা স্থানের বিজয় লাভে স্বকীয় ক্ষমতা ও বল বর্দ্ধিত হওয়াতে অসীম-সাহসী ও সাতিশয়-সমরোৎসাহী হইয়া দিল্লীর পাদশাহের সাম্রাজ্য মধ্যেও লুঠ করিতে আরম্ভ করেন। এই ব্যাপারের বিশেষ বিবরণ জ্ঞাপনার্থে উক্ত সাম্রাজ্যের তাৎকালিক অবস্থা বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিতে হইল।

পঞ্চতন্ত্র ও ঈসপের গল্প।

শুষ্ক নীতিগর্ভ উপদেশ কদাপি মনোহর বোধ হয় না। এই প্রযুক্ত পূর্ব্বকালে পণ্ডিতেরা রম্যউপন্যাসচ্ছলে বালকদিগের নীতি শিক্ষা সম্পন্ন করাইতেন। ঐ সকল উপন্যাস অনায়াসে বোধ গম্য হয়, ও বালকেরা তাহা আহ্লাদপূর্ব্বক শিক্ষা করে, অধিকন্তু তাহাদ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধির কোন ব্যাঘাত হয় না। অতএব তাহা যে জনসমাজে সমাদৃত হইবে ইহা আশ্চর্য্য নহে। অপর রাজাদিগের দোষ স্পষ্টরূপে উল্লিখিত করিলে তাঁহাদিগের বিরাগভাজন হইতে হয়; এই নিমিত্ত সদুপদেষ্টারা এরূপ কৌশল পূর্ব্বক গল্পচ্ছলে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেন যে নৃপদিগের বিরাগ প্রকাশ করা দূরে থাকুক তাঁহারা আহ্লাদ ও আগ্রহাতিশয্য সহকারে ঐ সকল গল্প শ্রবণ ও পাঠ করিতেন; এবং ভক্তি প্রদর্শন-পূর্ব্বক তদ্রচয়িতৃদিগকে সভাসদ করিয়া রাখিতেন।

দুই সহস্র ও তিন চারি শত বৎসর হইল ইউরোপ খণ্ডের গ্রীশদেশে ঈসপ নামা কোন পণ্ডিত ছিলেন। তিনি এইরূপ গল্প রচনায় সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন। তাঁহাদ্বারা রচিত গল্পসকল অতীব মনোহর, এবং তাহা পাঠ করিলে যথেষ্ট উপকার দর্শিয়া থাকে। এই প্রযুক্ত ইঙ্গরাজি প্রভৃতি ইউরোপের অনেক ভাষাতে অনুবাদিত হইয়া তাহা প্রচলিত আছে। এস্থলে ঈদৃশ অসাধারণ ব্যক্তির জীবন বৃত্তান্তের কথঞ্চিৎ উল্লিখিত করিলে অন্যায্য হইবেক না।

ঈসপের বাল্যকাল দাসত্বে পর্য্যবসিত হয়। তাঁহার বাহ্য অবস্থা এমন ছিল না যে সহসা প্রধান ব্যক্তির আলাপনাস্পদ হইতে পারিতেন; কেবল নিজ অসাধারণ বৈদগ্ধ্য-গুণ-প্রভাবে রাজাদিগের সভাস্থ হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গল্প রচনা করাতে জগতে তাঁহার ঈদৃশ যশঃ প্রচরিত রহিয়াছে যে তাৎকালিক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদিগেরও প্রায়ঃ সেরূপ হয় নাই বলিলে অসঙ্গত বোধ হইবেক না।

ঈসপের পূর্ব্বে ইউরোপ-খণ্ডে গদ্যরচনার তাদৃশ সুশৃঙ্খলা ছিল না, সুতরাং ইতিহাসসকল কেবল ঐতিহ্যপ্রমাণে প্রচলিত থাকিত, এবং স্মৃতি সৌকর্য্যার্থ অনেক বিষয় পদ্যেতেও রচিত হইত। খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীহইতে আশিআ খণ্ডে গ্রীশদেশীয়দের গমনাগমন হওয়াতে রাজাগণ বিদ্যারসাস্বাদনে সমর্থ হইয়া নানা দিগ্‌দেশান্তর হইতে পণ্ডিত আনাইয়া বৃত্তি-প্রদান-পূর্ব্বক নিজ২ সভায় রাখিতে আরব্ধ করেন। তাহাতে ক্রমে গদ্যরচনার সুপ্রচার হইতে লাগিল। আশিআ খণ্ডে লিডিয়া দেশাধিপতি অতুল-ঐশ্বর্য্যশালি ক্রূশস্ অর্থলাভের বশীভূত হইয়াও দেশদেশান্তর হইতে পণ্ডিত আনয়ন করাইয়াছিলেন। ঐ সময়ে ঈসপ গ্রীসদেশহইতে তথায় নীত হন। ঈসপ যে কেবল অকিঞ্চিতকর বিষয়ে রসিকতাশক্তি প্রকাশ করিতেন তাহা নহে;

ঐ শক্তি তিনি নীতি শাস্ত্র ও রাজনীতি শিক্ষাতেও প্রয়োগ করিয়াছেন। কৃশস্ ঈসপকে সাতিশয় প্রীতি করিতেন; এবং কখন২ রাজ্য সম্বন্ধীয় গুরুতর কার্য্য নির্বাহের ভার দিয়া স্থানান্তরে প্রেরণ করিতেন। ঈসপ, যে কার্য্য সহজে সিদ্ধ হইবেক না বুঝিতেন, গল্প করিয়া লোকের মন বশীকৃত করণপূর্ব্বক তাহা সম্পন্ন করিবার চেষ্টা পাইতেন।

একদা কৃশস্ গ্রীসদেশে ডেলফাই বাসীদিগের প্রাপ্য অর্থ পরিশোধিত করিয়া দিবার নিমিত্ত ঈসপকে তথায় প্রেরণ করেন। কোন কারণ বশতঃ তত্রত্য ব্যক্তিরা ঈসপের প্রতি রোষপরবশ হইয়া উঠিল। তিনি তাহাদিগের প্রীতি জন্মাইবার অব্যর্থোপায়-স্বরূপ নিজ অসাধারণ কৌতুককারিত্ব শক্তির অবলম্বন করিলেন। কিন্তু দৌর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার সে চেষ্টা ফলোপধায়িকা হইল না। ডেলফাই নগরস্থ দেবমন্দিরের পুরোহিতেরা তাঁহাকে কোন উচ্চ স্থান হইতে নিক্ষিপ্ত করে। তদ্ঘটনায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

ঈসপের মৃত্যুর পর গ্রীসদেশে মহামারী উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাতে সাধারণের এই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে ঈসপকে হত্যারূপ তাহাদিগের কৃতাপরাধের অমোঘদণ্ডস্বরূপ ঐ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

ঈসপের জীবদ্দশায় লোকের তাঁহার প্রতি যত শ্রদ্ধা না জন্মিয়াছিল তাঁহার মৃত্যুর কিছু কাল পরে অপেক্ষাকৃত অধিক শ্রদ্ধা জন্মে। তাঁহার রচিত গল্পগুলির বিলক্ষণ অনুশীলন হইতে লাগিল, বিশেষতঃ গ্রীসদেশে তাঁহার গল্পানভিজ্ঞ ব্যক্তিকে অত্যন্ত মূর্খ বলিয়া সমাজে ঘৃণাস্পদ হইতে হইত। ঈসপের মৃত্যুর দুই শতাব্দীর পর প্রসিদ্ধ ভাস্কর লিসিপস্কৃত তাঁহার এক প্রতিরূপ এথেন্স্ নগরে স্থাপিত হয়।

ঈসপের রচিত বলিয়া গ্রীক ভাষাতে গদ্যে যে সকল গল্প আছে, অনেকে তাহা তাঁহার রচিত নয় বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করেন। সন্দিগ্ধ ব্যক্তিরা ইহাও নির্দ্দেশিত করিয়া থাকেন, যে সঙ্কলন ও সংশোধন এবং অনুবাদের দোষে ঈসপের রচিত গল্পের বিপর্য্যয়ও ঘটিয়াছে, পরন্তু অনেকে পক্ষান্তরে বিক্তরস্ প্রণীত ঈসপের গল্পগুলিকে সটীক বলিয়া থাকেন। যাহা হউক বিপর্য্যাসই ঘটিয়া থাকুক আর সটীকই থাকুক, তাহার চমৎকারিত্বের ও ফলোপধায়কত্বের যে ব্যত্যয় ঘটে নাই ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক।

বিদেশীয়েরা এতদ্দেশীয় গ্রন্থাদির প্রতি যে রূপ যত্ন প্রকাশ করিয়া থাকেন, অন্যত্রের উৎকৃষ্ট গ্রন্থের প্রতি আমাদের সেরূপ অনুরাগ থাকে ইহা বাঞ্ছনীয়। ঈসপের গল্পসকলের বাঙ্গালা অনুবাদ হয় ইহা আমাদিগের ইচ্ছা ছিল, তিন বৎসর হইল শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালা ভাষাতে ৩৮ টী গল্পের অনুবাদ করিয়া সেই মনোরথ সিদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার অনুবাদের নাম "কথামালা।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনা অতীব সরল; সুতরাং তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে একথা বলা বাহুল্য মাত্র। প্রায়ঃসকল বাঙ্গালা পাঠশালাতেই বালকদিগের পঠনার্থ তৎকৃত কথামালা ব্যবহৃত হইয়াছে।

ঈসপের জীবন বৃত্তান্ত-প্রসঙ্গে এতদ্দেশীয় গল্প রচকদিগের উল্লেখ না করিয়া নিরস্ত হওয়া যায় না, যেহেতু গল্প রচনা বিষয়ে তিনি যে সর্ব্ব প্রধান ছিলেন এমত নহে। আশিআ খণ্ডেও তাঁহার মত গল্প রচয়িতা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা অনায়াসে নির্দ্দেশিত করিতে পারা যায়। অতি প্রাচীন কালে এতদ্দেশে বিষ্ণু শর্ম্মা নামে

(ঈসপের গল্প বিশেষের মর্ম্ম। কোন বৃকের গলদেশে একটী অস্থিখণ্ড বিদ্ধ হইলে, সে এক সারসকে পুরস্কার দিবার অঙ্গীকার করতঃ তাহা গলহইতে নির্মুক্ত করে, পরে সারস পুরস্কার প্রার্থনা করিলে শৃগাল কহিল, "আমার গলমধ্যে তোমার মস্তক পাইয়াও যে তাহা গিলিত করি নাই, এই তোমার পরম পুরস্কার।")

এক ব্যক্তি পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার রচিত পঞ্চাধ্যায় বিশিষ্ট পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থ অতি চমৎকার বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। তাহার উপাখ্যান গুলি যেরূপ মনোহর তদ্রূপ নীতিপূর্ণ। নানা ভাষাজ্ঞ সর উইলিয়ম জোন্স্ সাহেব ইহার সম্বন্ধে বর্ণন করিয়াছেন, "বিষ্ণু শর্ম্মার রচিত গল্পসকল যদিচ অত্যন্ত প্রাচীন না হউক, কিন্তু পৃথিবীতে এমন নীতিগর্ভ চমৎকার গল্প আর নাই।" সভ্যজাতি মাত্রই বিষ্ণু-শর্ম্মপ্রণীত পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের সমাদর করিয়া থাকেন। কোলব্রুক সাহেব স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন, যে "হিতোপদেশ যত ভিন্ন২ ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে, বাইবল্ ভিন্ন আর কোন গ্রন্থের তদ্রূপ হয় নাই।" ফলতঃ বিদ্যার আস্বাদগ্রাহী জাতি মাত্রেই স্বস্বদেশ-ভাষায় ইহার অনুবাদ করণে প্রয়াস পাইয়াছেন।

এই প্রসিদ্ধ নীতিশাস্ত্রবেত্তা কোন্ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন তাহা নিঃসন্দেহরূপে নিরূপিত হয় নাই। পরন্তু তিনি যে বহুকালাবধি এতদ্দেশে প্রসিদ্ধ আছেন ইহা কেহই অজ্ঞাত নহেন। নীতি শাস্ত্র বিষয়ে ইহাঁর পারদর্শিতা কেবল চাণক্যের সুখ্যাতির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, যেহেতু উভয়েই অর্থশাস্ত্র হইতে নীতি শাস্ত্রের উদ্ধার কর্ত্তা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ভারতবর্ষে অধুনা যে২ নীতিবিষয়ক গ্রন্থ আছে তাহা প্রায়ঃ সকলই ঐ আচার্য্যদ্বয়ের

মতানুসারী বলিয়া প্রসিদ্ধ। পরন্তু নীতিবিষয়ে চানক্য কোন্ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহার নির্দ্দেশ নাই; অথচ কোন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ না রচনা করিলে তিনি যে প্রকার বিখ্যাত হইয়াছেন তদ্রূপ বিখ্যাত হওয়া যায় না। অপর তাদৃশ বিখ্যাত ব্যক্তির গ্রন্থ যে লুপ্ত হইবে এমত সম্ভাবনীয় নহে; অতএব বোধ করা যাইতে পারে যে তাঁহার গ্রন্থ অন্য কোন্ নামে প্রচলিত আছে। সেই নামের অনুসন্ধান করিতে হইলে তাঁহার শিষ্য কামন্দকীর নীতিসার গ্রন্থে তথা মুদ্রারাক্ষসে ব্যক্ত হয় যে তাঁহার অপর নাম বিষ্ণুগুপ্ত। ঐ নামের সঙ্ক্ষেপ বিষ্ণু, তাহাতে ব্রাহ্মণবোধক উপাধি শর্ম্মার যোগ করিলে, চানক্য ও পঞ্চতন্ত্রকার বিষ্ণুশর্ম্মাকে এক ব্যক্তি স্বীকার করিতে হয়। এই সমন্বয় কোন মতে অসঙ্গত বোধ হয় না; এবং ইহা সিদ্ধ হইলে বিষ্ণুশর্ম্মাকে রাজা চন্দ্রগুপ্তের সমকালবর্ত্তী মানিতে হইবে; সুতরাং তিনি বিক্রমাদিত্যের সংবৎ সংস্থাপনের আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন।

অন্যূন ত্রয়োদশ শত বৎসর হইল, পারস্যাধিপ নোশেরয়াঁ বাদশাহ তদীয় হাকিম বুজর্জেমিহরকর্ত্তৃক পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদ করান। ঐ অনুবাদ পহলবি * ভাষাতেই সম্পন্ন হয়। সেই অবধি ভিন্ন দেশীয় ভাষায় ইহার অনুবাদ আরব্ধ হয়। অনন্তর আরব জাতি পারস্য দেশ বিজিত করিলে আরব্য ভাষায় ইহা অনুবাদিত হইয়াছিল। এই নিমিত্ত বোধ হয় আন্বর সোহেলী পারস্য উপাখ্যান বাহারদানশ প্রভৃতি অনেক গ্রন্থে পঞ্চতন্ত্রের অধিকাংশের অবিকল অনুবাদ ও কোন ২ স্থলে বিপর্য্যাস লক্ষিত হয়।

* সংস্কৃতের সহিত প্রাকৃত ভাষার যেরূপ সাদৃশ্য আছে। প্রাচীন জেন্দ ভাষার সহিত পাহলবি ভাষারও সেই রূপ আছে।

বস্তুতঃ আন্বর সোহেলি পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদ ব্যতীত আর কিছু নহে, কেবল নাম ভেদ মাত্র। অপর আরবেরা ক্রমশঃ ইউরোপ খণ্ডে প্রবিষ্ট হইলে, ইউরোপে পঞ্চতন্ত্র পিল্পের গল্প বলিয়া প্রচরিত হয়; ও লাটীন গ্রীকাদি প্রভৃতি নানা ভাষাতে ইহার অনুবাদ সিদ্ধ হয়।

বিষ্ণুশর্ম্মা পঞ্চতন্ত্রের দুইটী উপাখ্যান লইয়া নিজ হিতোপদেশ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেন। অনন্তভট্ট কথামৃতনিধি নামক গ্রন্থ ঐ আদর্শ হইতে সঙ্কলিত করিয়াছেন। হিতোপদেশের বাঙ্গালা অনুবাদ অনেক আছে; সুতরাং তাহাতে পঞ্চতন্ত্রের যে দুই তন্ত্র আছে, তাহাও প্রসিদ্ধ হইয়াছে। পরন্তু এক্ষণে বাঙ্গালা ভাষার বিশেষ উন্নতি ও অনুশীলন হইতেছে, তাহাতে পঞ্চতন্ত্রের ন্যায় দেশদেশান্তরে সমাদৃত গ্রন্থের অনুবাদ হয় ইহা বাঞ্ছনীয়। অনুবাদক-সমাজের আনুকূল্যে সেই বাঞ্ছিত বিষয়ের সিদ্ধি হইয়াছে। শ্রীযুত রাম নারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয় হিতোপদেশ গ্রন্থে গৃহীত দুই তন্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপর তিন তন্ত্রের অনুবাদ করিয়াছেন। ঐ অনুবাদ গ্রন্থের নাম "নীতিকথামালা।" তাহাতে পণ্ডিত মহাশয় আপনার সরল-রচনাশক্তির এক উৎকৃষ্ট আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক।

গত আশ্বিন মাসের বিবিধার্থ সঙ্গ্রহইতে ক্রমাগত।

রাজা অগ্নিমিত্র স্বীয় মনোরথ সিদ্ধির দ্বারভূতা গণদাস ও হরদত্তের পরস্পর জিগীষার অচাপল্য দর্শনে অতীব আনন্দিত হইলেন। এই সময়ে গণদাস ব্যগ্রচিত্ত হইয়া

পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, “মহারাজ! প্রণিধান করুন।”—গণদাস এই পর্য্যন্ত কহিলেই রাজা তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, “আপনি এইক্ষণে স্থির হউন। কি জানি, যদি আপনকার পক্ষেই জয় হয়। রাণী, মনে করিতেও পারেন আমি পক্ষপাত করিয়াছি,। অতএব কৌশিকীকে এখানে আহ্বান করা যাউক †।” এই বলিয়া রাজা কৌশিকী এবং রাজ্ঞীকে আহ্বান করিতে মৌদ্গল্য নামা কঞ্চুকীকে অন্তঃপুরে প্রেরণ করিলেন।

অনন্তর তাঁহারা উভয়ে উপস্থিত হইলে তাঁহাদের সমুচিত সংবর্দ্ধনার পর বিবাদের সবিশেষ প্রস্তাব হইল। কৌশিকী সদস্যতা করিতে লাগিলেন। রাজা মীমাংসা করিতে বসিয়া আপনার আশার সুসার চেষ্টা করিতেছেন এমন সময়ে কৌশিকী কহিলেন “মহারাজ! প্রয়োগই নাট্যশাস্ত্রের প্রধান কর্ম্ম। অতএব এস্থলে বৃথা অধিক বাক্‌ব্যবহারে প্রয়োজন কি, প্রয়োগ দেখিয়াই নৈপুণ্যের তারতম্য করা উচিত।” তখন অগ্নিমিত্র পরিব্রাজিকার এই অনুকূল প্রণোদনে সমধিক প্রীত হইলেন।

রাজ্ঞী ধারিণী বিপাকে পড়িলেন। প্রয়োগ নৈপুণ্য দেখাইতে হইলে, গণদাস মালবিকাকে কদাচ পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। যেহেতু তৎকালে মালবিকাপেক্ষা প্রয়োগনিপুণা গণদাসের দলে আর জনমাত্র ছিল না। অতএব রাজ্ঞী সে বিষয়ে বারংবার প্রকারান্তরে অসম্মতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন, যথার্থ বটে; কিন্তু তিনি অসম্মতি প্রকাশ করিলে কি হইবে? গণদাসের একান্ত বাসনা হইল, প্রয়োগনৈপুণ্য দর্শাইয়াই জয়ী হইবেন; সুতরাং রাজ্ঞীকে অগত্যা সম্মত হইতে হইল। অনন্তর গণদাস ও হরদত্ত উভয়ে প্রয়োগ সম্পাদন করিলেন।

এইরূপে রাজার মালবিকা-সন্দর্শন-কামনা চরিতার্থা হইলে, তিনি মালবিকা-লাভের নিমিত্ত অতীব ব্যগ্র হইলেন। রাজার যেপ্রকার ব্যগ্রতা, রাজাকে দেখিয়া অতঃপর মালবিকারও তাদৃশী ব্যগ্রতা জন্মিল। তখন উভয়েই একাভিসন্ধি হইয়া অহর্নিশ নানাপ্রকার উপায়ের উদ্ভাবনে রত হইলেন। ফলতঃ মালবিকা তৎকালে যৌবনোন্মুখী পরাধীনা রমণী, সুতরাং অগত্যা কেবল বিষম বিষমশরানলে মনে মনেই দগ্ধ হইতে লাগিল।

রাজা অগ্নিমিত্র এক দিন অন্তঃপুর-মধ্যবর্ত্তী প্রমদবনে বসিয়া প্রিয় সহচর গৌতমকে কহিলেন, “সখে! মালবিকা প্রাপ্তির কি উপায় করিলে বল?” গৌতম কহিলেন, “ভাই! আর চিন্তা নাই, প্রিয় সখী বকুলাবলিকা এ বিষয়ের সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়াছে।” রাজা ব্যগ্রতাতিশয়ে জিজ্ঞাসিলেন, “তার পর? সে কি কহিল?” গৌতম কহিলেন, “ভাই! সে আমাকে অনেক আশা ভরসা দিয়া অবশেষে তোমাকে এই কথা কহিতে বলিয়া দিয়াছে, “মহারাজকে আমার প্রণাম জানাইবেন, তিনি এ দাসীর প্রতি যে এত অনুগ্রহ করিয়াছেন, ইহাতেই আমি কৃতার্থ হইয়াছি। কিন্তু রাজ্ঞীর নিকটহইতে সে অভাগিনী, এক পাও সরিতে পারে না; রাজ্ঞী তাহাকে চক্ষে২ রক্ষা করেন, তথাপি আমি সবিশেষ প্রযত্ন পাইব।”

রহস্যবিদ্ বন্ধু গৌতমের মুখে এই তৎকালোচিত আশ্বাসবাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা যথেষ্ট আশ্বাসিত হইয়া গৌতমকে জিজ্ঞাসিলেন, “সখে! আশার দাসত্ব করা অতি কঠিন কর্ম্ম, তথাপি ইহা পরিত্যাগ করাও আমার সাধ্য

† কোন পরিব্রাজিকা বেশিনী রাজান্তঃপুর বাসিনী পণ্ডিতার নাম। তাহাকে পণ্ডিত কৌশিকী শব্দেও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

নহে। যাহা হউক, এখনও বেলা অধিক আছে। অতএব, কষ্টকর এই দিবসশেষ কোথায় যাপিত করা যায়? পরে, গৌতমের পরামর্শে উভয়ে প্রমদবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তথায় উপস্থিত হইয়া কোন প্রচ্ছায়-সুশীত-লস্থলে বসিয়া উভয়ে কথোপকথন ও বিরহ-বিকার প্রকাশ করিতেছেন এমন সময়ে অনতি-দূরে হঠাৎ স্ত্রীলোকের পদশব্দ হইল। কোন ক্রীড়াকৌতুকের উপলক্ষে রাজ্ঞী ধারিণীর পায়ে অকস্মাৎ বেদনা জন্মিয়াছে, অতএব, তিনি স্বয়ং আসিতে না পারিয়া প্রিয় সহচরী মালবিকাকে প্রমদবনে পাঠাইয়াছেন। সে অশোক বৃক্ষে পদাঘাত করিবার * নিমিত্ত প্রমদবনে প্রবিষ্টা হইয়াছে।

মালবিকা প্রমদবনে উপনীত হইয়া কহিতে-ছেন, "হা! নির্দ্দয় মনোজ! তুমি আর কত কাল এই দুঃখিনী সরলা অবলাকে এত যন্ত্রণা দিবে? হা! কি পরিতাপ! আমি অজ্ঞাত-হৃদয়-ব্য-ক্তিতে অভিলাষিণী হইয়া কি দুষ্কর্ম্মই করিয়াছি, এক্ষণে আপনা আপনিই লজ্জিতা হইতেছি, তথাপি মনোরথ মন্দগতি হইতেছে না। হা ধিক্ হা ধিক্! যাই, এক্ষণে স্বামিনীর কার্য্য সম্পাদন করি।"

গৌতম মালবিকাকে অগ্রে দেখিতে পাইয়া অতি ত্রস্তভাবে রাজাকে কহিলেন, "সখে! অধোবদনে কি চিন্তা করিতেছ? ঐ দেখ, পুরো-ভাগ কেমন সমুজ্জ্বল দেখাইতেছে।" রাজা চকিত হইয়া ঊর্দ্ধমুখে কহিলেন, "কি ভাই! গৌতম?" তিনি কহিলেন, ঐ দেখ, অতি দীনা বিরহমলীনা একাকিনী মালবিকা আসিতেছে"। রাজা তা-হাতে হর্ষাতিশয়ে পুলকিত হইয়া গৌতম সম-ভিব্যাহারে লতা বৃক্ষের অন্তরাল হইতে মাল-বিকাকে একদৃষ্টিতে দেখিতে মনে২ তাহার অতি মনোহর রূপ লাবণ্যের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। তখন গৌতম জনান্তিকে কহিলেন; "মহারাজ! সম্প্রতি আপনকার সংশয়চ্ছেদ হইল, বোধ হয়, বকুলাবলিকা অঙ্গীকার সম্পন্ন করিয়া থাকিবে। রাজাও জনান্তিকে কহিলেন, "আর ভাই! সে কথা কি তার মনে আছে!" গৌতম কহিলেন, "সে তা কখনই ভুলিতে পারিবে না।"

এই প্রকার কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে চরণালঙ্কার নূপুর যুগল হস্তে লইয়া বকুলাবলি-কাও তথায় আসিয়া মালবিকা-সামীপে উপনীত হইল। মালবিকাকে বলিল, "প্রিয়সখি! রাজ্ঞী, তোমাকে এই নূপুরযুগল পরাইয়া দিতে আ-মাকে পাঠাইলেন। অতএব, ধর, আমি নূপুর পরিধাপন করি।" অনন্তর, নূপুর পরিধাপন হইতে লাগিল, নূপুর পরিধান করিতে করিতে মালবিকা মনে২ আক্ষেপ করিতে লাগিল, "হে হৃদয়! সালঙ্কৃতা হইলাম বলিয়া তুমি কেন বৃথা সুখানুভব করিতেছ, যে বিষমদশা উপস্থিত দেখিতেছি, বুঝি, এই কালস্বরূপ ভূষণই আমার মৃত্যুভূষণ হইল।

বকুলাবলিকা "কহিল, সখি! অনর্থক ভাবনা করিয়া বৃথা কালক্ষেপ করিতে লাগিলে কেন? রাজ্ঞী এই অশোক বৃক্ষের পুষ্পোদ্গমে অতি উৎসুকা হইয়া রহিয়াছেন।" তখন রাজা বিস্মিত হইয়া মনে২ কহিতে লাগিলেন, "হাঁ, ইনি অশোক দোহদের নিমিত্তই এখানে আসিয়াছেন!" গৌতম কহিলেন, "না হইলে কি রাজ্ঞী আপনার অল-ঙ্কার পরাইয়া শোভিত করিয়া পাঠান?"

* পূর্ব্বকালে প্রবাদ ছিল যে স্ত্রীলোকে অশোক বৃক্ষে পদাঘাত করিলে তাহাতে সত্বরে পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, এই নিমিত্তে রসিকা নায়িকারা তাহাতে প্রবৃত্তা হইতেন। এই প্রক্রিয়াকে অশোক-দোহদ শব্দে কহে।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

৫ পর্ব্ব] শকাব্দা ১৭৮০, পৌষ। [৫৭ খণ্ড

সুলিওট্-জাতির বিবরণ।

তুর্ক রাজতন্ত্রের অনেক দোষাবহ প্রথা আছে, তন্মধ্যে পাশা নামক উপাধি বিশিষ্ট কর্ম্মচারির প্রতি এক এক প্রদেশের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ভার অর্পণ করা এক প্রধান। তাহাতে নানা অনর্থ উৎপাদিত হইয়া থাকে। তুর্কীয় সুলতান্ কনষ্টাণ্টিনোপল রাজধানীতেই অবস্থিতি করেন, নিতান্ত আবশ্যক না হইলে অন্যত্র গমন করেন না। "দিবান" নামক তাঁহার এক পরামর্শক সমাজ আছে; তাহার তিনি একান্ত নিদেশপরতন্ত্র। সাম্রাজ্যাধ্যক্ষেরা দূর-প্রদেশের কার্য্য নির্ব্বাহিত করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত ব্যক্তি নিযুক্ত করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহারা ন্যায়পরতা প্রতিপালনে বিশিষ্টরূপে উন্মুখ নহেন। উৎকোচ লইয়া সুলতানের পারিষদ ব্যক্তিব্যূহের মধ্যে যে কোন ব্যক্তিকে "পাশা" নিযুক্ত করিয়া থাকেন; তাহার কার্য্যনির্ব্বাহকারিণী শক্তি আছে কি না তৎকালে বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখেন না। ভবিষ্যতে পাশার আচরণ যদি সুলতানের অথবা তাঁহার দিবানের নিতান্ত অপ্রীতিকর হইয়া উঠে, তাহা হইলে অন্য ব্যক্তিকে ঐ পদ বিক্রয় করা হয়; অথবা দুর্নীত পাশার সমুচিত দণ্ড বিহিত করিবার নিমিত্ত রাজধানীহইতে দূত প্রেরিত হয়, ও এই আদেশ করা হয় যে তাহার মস্তক ছিন্ন করিয়া সুলতানের নিকট আনয়ন করিবে। পক্ষান্তরে দুর্বৃত্ত পাশারাও সুলতানের প্রেরিত দূতকে ধৃত করিয়া তাহার প্রাণ বিনষ্ট করিতে সঙ্কুচিত হয় না। যাহা হউক, যিনি নূতন পাশা হন, তিনিই প্রথমতঃ অধিকৃতদিগের নিকটহইতে আপন সাধ্যমত অর্থ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন, কেবল এই সতর্ক থাকেন যে তাহারা বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে বিনষ্ট না করে; এবং অভীষ্ট সিদ্ধ হইলে পর সুলতানকে কিঞ্চিৎ কর প্রেরণ করেন, অথবা উপযুক্ত

সুলিওট্‌ মনুষ্যের আকৃতি।

উৎকোচদ্বারা দিবানাধ্যক্ষগণের সন্তুষ্টি জন্মাইতে যত্নবান হন। পরন্তু প্রায়ঃ কোন ব্যক্তিই দীর্ঘকালের নিমিত্ত পাশাপদ সম্ভোগ করিতে পারেন না। অধিকৃতদিগের প্রতি তাঁহার অন্যায় আচরণ হেতুই হউক, আর অধ্যক্ষগণের অনিবার্য্য অর্থপিপাসার অশান্তি-হেতুই হউক, কতিপয় বৎসরের মধ্যেই সুলতানের নিকট তাঁহার প্রতি অভিযোগ হয়, এবং অভিয়োগ হইলে পদচ্যুতির বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। তত্রাপি পাশাপদ অর্থপ্রসূ ও মান্যপ্রদ। এতাদৃশ পদ সাধ্যক্রমে রক্ষা করিতে পারিলে পরিত্যক্ত হইতে কাহারো ইচ্ছা হয় না, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক। এই নিমিত্ত সুলতান কাহাকে এই পদহইতে অবসৃত করিবার চেষ্টা করিলে, সেই পদে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির সহিত তাঁহাকে যুদ্ধ পর্য্যন্ত করিতে হয়। যাহা হউক যিনিই পাশা হউন না কেন, নিয়োগ-বিষয়ক মূলগত দোষ থাকা প্রযুক্ত তাঁহাদ্বারা অধিকৃতদিগের মঙ্গল সম্ভাবনীয় নহে। ফলতঃ পাশারা আপনাদিগের ক্ষমতা রক্ষা করিবার নিমিত্ত যে কোন প্রকার অন্যায় ও নৃশংস কার্য্যের অনুষ্ঠানে পরাঙমুখ হয় না। আমরা গত বৎসরের আশ্বিন মাসের বিবিধার্থে মিশরদেশীয় পাশা মুহম্মদ-অলীকর্তৃক মামলুক জাতির বিনাশের বিষয় প্রকাশ করিয়াছি। এবং এই প্রস্তাবেও পাঠকগণ আমাদিগের লেখার যাথার্থ্য বিবেচনা করিতে পারিবেন। পাশানিয়োগ প্রণালীর অবগতি না থাকিলে তুর্কদিগের বৃত্তা-

ন্তের বিশেষ মর্ম্মগ্রহ করিতে পারা যায় না। এই প্রযুক্ত তুর্ক পাশাদিগের বিষয়ে কিঞ্চিৎ আভাস বিকাসিত হইল।

ইউরোপ-খণ্ডে তুর্কদেশের কিঞ্চিৎ দূরে এই রূপ এক পাশার অধীনে সুলিওট্ নামা এক জাতীয় মনুষ্য বাস করিত। তাহারা সুন্দরকায়, সাহসী, বলবান, সৎস্বভাব, সুযোদ্ধা, সম্যক্ সমাদরণীয়, এবং পার্ব্বত্য জাতি বলিয়া একান্ত স্বাধীনতাপ্রিয়; কিন্তু পাশাদিগের অত্যাচারে কদাপি সে অনুরাগের ফল লাভ করিতে পারে নাই; প্রত্যুত খ্রীষ্টিয়ান্ বলিয়া মুসলমানশাসন কর্ত্তৃদিগের নিকট সর্ব্বদা যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অবশেষে একেবারে উৎসন্ন হয়।

গ্রীশদেশে য়ানা নামে এক নগর আছে। তাহার দক্ষিণ পশ্চিম কতিপয় ক্রোশ মধ্যে সুলিওট পর্ব্বত-শ্রেণী। তাহার মধ্যে সুলি, এবারিকো, কাএফা, এবং শাম্বোনিক্ এই গ্রাম চতুষ্টয় প্রস্তাবিত জাতির প্রধান আবাস স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

নিকটবর্ত্তি উল্লিখিত গ্রাম চতুষ্টয় একারণ নামা নদীগর্ভহইতে অন্যূন দুই সহস্র পাদ উপরে স্থিত ছিল তাহার দুই পার্শ্বে গিরি বর্ত্তমান আছে। নদীকূল হইতে বক্রপথদ্বারা গ্রামসকলে আগমন করিতে হয়। ঐ পথ মধ্যে২ দুর্গদ্বারা দুঢ়ী ভুত ছিল। এই প্রযুক্ত সুলিওট ইউরোপ-খণ্ডে এক দুর্গম স্থান বলিয়া নির্দ্দেশিত হয়। ঈদৃশ স্থলে পার্ব্বত্যজাতির স্বভাবানুগত স্বাধীনতানুরাগ সুলিয়ওদিগের মনোমধ্যে বিলক্ষণরূপে প্রবল ছিল; ও তদর্থে তাহাদিগের শারীরিক পটুতা ও মানসিক অধ্যবসায়ের অভাব ছিল না। তাহারা অন্যত্র যুদ্ধার্থ গমন করিলে তাম্বু বা অন্যকোন প্রকার আতপ নিবারণোপযোগী আশ্রয় সঙ্গে লইয়া যাইত না। গগনমণ্ডলে তাহাদিগের মণ্ডপের কার্য্য সিদ্ধ হইত। সুলিওট্দিগের অধিকাংশ ব্যক্তি শৈশবাবস্থাহইতে অস্ত্রচালনা শিক্ষা করাতে যুদ্ধ করণে সহজেই পরিপক্ব হয়। ইহাদিগের বিক্রম দেখিয়া সন্নিহিত স্থানবাসীরা সর্ব্বদা সভয়ে থাকিত। সুলিওট্ জাতি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী ছিল। তাহাদিগের কোন লিপিবদ্ধ নিয়ম ছিল না, কেবল পরম্পরাগত রীত্যনুসারে কার্য্যানুষ্ঠানদ্বারা চলিত।

সুলিওট পর্ব্বতে কি রূপে ইহাদিগের বাস আরব্ধ হইয়াছিল, তাহার কোন সটীক নির্দ্দেশ নাই। যাহা হউক, আদ্যকালে তাহাদের গ্রামসকলের অবস্থা হীন ছিল, এবং গৃহসকল অতি সামান্য ও অপরিষ্কাররূপে নির্ম্মিত হইত ইহা সহজে বলা যাইতে পারে। তথাকার লোকে যখন কোন যুদ্ধ উপস্থিত না থাকিত, তখন অতি সমান্য শ্রমসাধ্য কর্ম্মে ব্যাপৃত হইত। পরন্তু উৎসাহ পাইলে তাহারা নিরুদ্যম থাকে না। এদ্বিষয়ে এক রহস্য জনক উক্তি আছে তাহা এস্থলে বক্তব্য। এই জাতির প্রথা আছে যে তাহাদিগের স্ত্রীরা নির্ঝর কিম্বা কূপে জল আনিতে গেলে স্বামীর মর্য্যাদানুসারে অগ্রে কিম্বা পশ্চাতে কলস পূর্ণ করিতে পারে। যাহার স্বামীর যথেষ্ট মান্যতা সে অগ্রে কলস পূর্ণ করিবেক, ও তখন আর সকল স্ত্রীরা এক পার্শ্বে প্রতিক্ষায় থাকিবেক। বীরত্ব ও সাহস ভেদে ইহাদিগের পদের ইতর বিশেষ জন্মিয়া থাকে, সুতরাং ভীরুস্বভাবান্বিত অথবা অকর্ম্মণ্য পুরুষের স্ত্রীদিগকে সর্ব্বদা অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়। অবমানিত স্ত্রী কখন স্বামীকে উত্তেজনা করিতে পরাঙ্মুখ হয় না, ও প্রিয়তমার অবমাননা স্বামীরা কখন সহ্য করিতে পারে না। এই হেতু প্রস্তাবিত জাতির প্রায় পুরুষ মাত্রেই জীগীষাপরতন্ত্র হইয়া যে রূপ কার্য্য করিলে বীরত্ব প্রকাশ পাইবেক, ও তন্নিবন্ধন মানের বৃদ্ধি হইবেক তাহার অনুষ্ঠান

করিতে ত্রুটি করে না। ইহারা স্ত্রীদিগকে সম্যক আদর ও মান্য করিয়া থাকে।

যদিচ ইহারা পূর্ব্বোক্ত গ্রাম চতুষ্টয়ে আসিয়া প্রথমতঃ বাস করিয়াছিল বটে। কিন্তু ক্রমশ অনেক গুলি গ্রাম তাহাদের অধিকৃত হয়। এক বা দুইশত বৎসর পূর্ব্বে ইহাদিগের এরূপ প্রতিপত্তি জন্মিয়াছিল যে নিকটবর্ত্তি প্রধান ব্যক্তিরা তাহাদিগের ভয়ে কম্পিত থাকিত; ও সর্ব্বদাই উহাদিগের সহিত তাহাদের যুদ্ধ ঘটনা হইত। ফলতঃ সুলিওট্‌দিগের অধিকার দুর্গম হওয়াতে, অন্যত্রহইতে আসিয়াকেহ তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া কৃতকর্ম্মা হইতে পারিত না; কিন্তু উহারা স্বচ্ছন্দে আক্রমণকারিদিগের সমূহ অনিষ্ট করিয়া অধিকার বিস্তারিত করণে সক্ষম হইয়াছিল। এক সময়ে তাহাদিগের অধিকার ষষ্ঠষষ্ঠী খানি পল্লীর সমবেত ছিল; ও তন্নিবাসী বহু-সহস্র ব্যক্তি তাহাদিগের অধিকৃত ছিল। ঐ সকল ব্যক্তিরা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিল। তৎসমুদায় "ফেরাবা" নামে প্রসিদ্ধ। তাহার প্রত্যেকের এক২ ব্যক্তি প্রধান ছিলেন। তিনিই তাহার কর্ত্তৃত্ব করিতেন। বিচারাদি কার্য্যও তাঁহার কর্তৃত্বে নির্ব্বাহিত হইত। কোন গুরুতর বিষয়ের বিচার করিবার আবশ্যক হইলে চারিটা প্রধান গ্রামের প্রধানেরা সমবেত হইয়া তাহার মীমাংসা করিতেন। পূর্ব্বে এক পরামর্শী না হইলে ও পক্ষপাতিতা করিবার কারণ না থাকিলে ইহাতে সুবিচার হইবার সম্ভাবনা আছে। অধিকন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবেক যে চারিটী ভিন্ন ভিন্ন পল্লীর চারি ব্যক্তি সিদ্ধান্ত অন্যায় করিতে পারে না। যাহা হউক যুদ্ধ করাই সুলিওটদিগের বিশিষ্ট কর্ম্ম, তৎসিদ্ধির নিমিত্ত তাহারা নিতান্ত তৎপর। তাহাদিগের সৈন্য সঙখ্যা অধিক, কলতঃ জাতিশুদ্ধই সৈন্য ইহা বলিলে সত্যের অপলাপ হইবেক না। তাহারদিগের স্ত্রীজাতি পর্য্যন্ত যুদ্ধস্থলে স্বামির সাহায্যার্থ সঙ্গিনী থাকিত। পূর্ব্বকালে স্পার্টা জাতির ঐরূপ প্রথা ছিল।

সুলিওট জাতির স্থিতি, চরিত্র, আচার ও যুদ্ধ পদ্ধতি, ষষ্টি বা সপ্ততি বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, এস্থলে সেইরূপ উল্লিখিত হইল। এক্ষণে তাহার সকল বৈপরীত্য ঘটনা হইয়াগিয়াছে। তাহাদিগের বাসস্থান সমভূম হইয়াছে; এবং তাহারা স্বয়ং দলভ্রষ্ট হইয়া অতি হীন দশায় কাল যাপন করিতেছে। ঐ দুর্ঘটনার কারণ কি তাহার যৎকিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

প্রস্তাবারম্ভে তুর্কজাতিদের মধ্যে পাশা নিযোগ পদ্ধতির ও তদনুজাত দোষের উল্লেখ করা গিয়াছে, ও মূলগত দোষে অযোগ্য পুরুষেরা উক্ত পদ প্রাপ্ত হন, ইহাও বর্ণিত হইয়াছে। ইউরোপ-খণ্ডে তুর্কদিগের অধিকৃত জোয়ানিনা দেশে আলীসামা এক পাশা ছিলেন; তাঁহার তুল্য দুর্নীত অথচ কৃতিকুশল ব্যক্তি অতি বিরল। তিনি অতি সামান্য অবস্থা হইতে ঐ উচ্চপদস্থ হন। ঐ উচ্চ পদারূঢ় হইতে পারেন, তাঁহার এমনি অনেক গুণও ছিল। সৌর্য্যগুণই অসভ্য জাতির প্রধান লক্ষ্য। বুদ্ধিমত্তার প্রতি তাহাদের তাদৃশ দৃষ্টি থাকে না, ফলতঃ তদভাবে তাহাদিগের পক্ষে নিতান্ত হানিজনক হয় না। অলী অত্যন্ত পরাক্রম সম্পন্ন ছিলেন, তাহার প্রভাবে তাঁহার ক্ষমতা বিস্তারিত হয়, এবং নিকটবর্ত্তি দেশ সমূহের অধিরাজেরা তাঁহাকে যথেষ্ট ভয় করিত। যুদ্ধবিগ্রহে তাঁহার অপ্রতিহত সাহস ও অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তিনি ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে সৌর্য্যগুণপ্রভাবে জোয়ানিরা দেশের পাশা হইয়া ছিলেন। ঐ পদ প্রাপ্ত হইয়া আলবেনিয়া ও পাইরস্‌ এই দুই দেশের স্বয়ং অধীশ্বর হইবার মানস

করিলেন; এবং সিদ্ধকাম হইবার নিমিত্ত কতিপয় উপযুক্ত উপায়েরও অবলম্বন করিয়াছিলেন। তদ্বিশেষ এই, ব্যয় নির্ব্বাহোপযোগী অর্থসংগ্রহ; অভিসন্ধি জ্ঞাত থাকিবার নিমিত্ত তুর্ক সুলতানের নিকট বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে নিয়োগ; অন্যান্য অধিস্বামী গণের প্রতি সুলতানের পরামর্শক সমাজের মন্ত্রিবর্গের যাহাতে অবিশ্বাস জন্মে তাহার উপায় করণ; তথা ইউরোপ-খণ্ডে অপরাপর প্রবল রাজগণের মঙ্গল সাধনদ্বারা প্রতিপত্তি লাভ; প্রতিবাসীদিগের সম্পত্তি অপহরণ, ইত্যাদি বিষয়ের অনুষ্ঠানে তিনি বিলক্ষণ তৎপর হইয়াছিলেন। অথচ চিরাভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই।

অলীপাশার জীবন বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক লেখা আমাদিগের অভিধেয় নহে; কেবল এই প্রস্তাবের সহিত তাহার যে পর্য্যন্ত সম্বন্ধ আছে তাহারই উল্লেখ করা যাইবেক। ইং ১৭৯২ অব্দে সুলিওট জাতি তাঁহার গর্ব্ব ও নৃশংস ব্যবহার দর্শনে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ ও ত্যক্ত হইয়া তাঁহার অধিকার আক্রমণ করে। ইহাতেই তাহাদিগের প্রতি তাঁহার বিষমতর বিদ্বেষ জন্মিল, ও তন্নিবন্ধন তাহাদিগকে উচ্ছিন্ন দেওয়াই তাঁহার প্রধান কল্প হইয়া উঠিল। তদর্থে তিনি এক লক্ষ সৈন্য সমবেত করেন, এবং সুলিওট্দিগের দুই জন প্রধান ব্যক্তিকে বিশ্বাসঘাতকতাদ্বারা ধৃত করিবার অভিপ্রায়ে তাহাদিগকে কৌশলপূর্ব্বক দুই স্বতন্ত্র পত্র লিখেন। দুরভীষ্ট প্রায়ই প্রকাশ হইয়া যায়। ঐ দুই প্রধান ব্যক্তি তাঁহার অভিপ্রায় কিয়ৎ পরিমাণে জানিতে পারিয়াছিলেন। অপর সপ্ততি ব্যক্তি নিরস্ত্র সুলিওট্কে অকস্মাৎ ধৃত করাতে তাঁহার অভীষ্ট সম্পূর্ণ রূপে ব্যক্ত হইয়া গেল, ও সুলিওট্দের সন্দেহ সম্পূর্ণ রূপে দৃঢ় হইয়া পড়িল। তিনি বৈরনির্য্যাতনে যেরূপ সচেষ্টিত ছিলেন, তাহারাও তাঁহাকে বৈরী স্থির করিয়া সেই রূপ হইল। তাহারা তাঁহার অধিকার মধ্যে পূর্ব্বেই আক্রমণ করিয়াছিল; এক্ষণে কোন মতে তাহার শৈথিল্য না ঘটে ইহাই তাহাদিগের প্রতিজ্ঞা হইল।

অলী পাশা সৈন্য লইয়া সুলিওট্দিগের গ্রামের প্রতি ধাবিত হন; কিন্তু তাহাদিগের স্থিতিস্থান অত্যন্ত দুর্ভেদ্য, তাহাতে প্রবিষ্ট হওয়া সহজ নহে। বহির্ভাগে যুদ্ধ হওয়াতেই রণে নিপতিত তুর্কদিগের শবপাতে উপত্যকা ও গিরিনদী পরিপূর্ণ হইয়া গেল। যে পর্য্যন্ত সুলিওট্দিগের যুদ্ধের উপকরণ নিঃশেষিত হয় নাই সেই অবধি তাহারা তুমুল সংগ্রাম করিয়াছিল। সংগ্রামে তাহাদিগের এক স্ত্রীলোক যে রূপ বীরত্ব প্রকাশ করেন তাহা শ্রবণ করিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। যখন সুলিওটেরা ক্রমে অবসন্ন হইয়া তাহাদিগের গ্রামে পলায়ন তৎপর হইল, তখন তাহাদিগের জালা নামা এক সেনানায়কের মোস্কো নাম্নী স্ত্রী খড়্গহস্তা হইয়া ও বহুসংখ্যক তদবস্থান্বিতা স্ত্রীসেনা সমভিব্যাহারে লইয়া বিপক্ষদিগের প্রতি অনুধাবন করিলেন। ইহা দেখিয়া হতসাহস ও পলায়নতৎপর পুরুষদিগেরও সাহসানল পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তাহারা বিপক্ষ তুর্কদিগের সহিত একেবারে এরূপ বেগে যুদ্ধ করিল যে অলীপাশা সৈন্য ও যাবতীয় যুদ্ধোপকরণ নষ্ট হইবাতে সন্ধি করণে আগ্রহী হইলেন। সুলিওটেরা তাহাদিগের নিজ অবস্থা বিবেচনা করিয়া সন্ধি অবধারিত করিল।

অনন্তর অলীপাশা ইং ১৮০০ অব্দে সন্ধির বিরুদ্ধে সুলিওটদিগকে দ্বিতীয়বার আক্রমণ করিবার চেষ্টায় তাহাদিগের বটজারাই নামা এক কাপ্তেনকে হস্তগত করেন। যুদ্ধকালীন সে সুলিওট্দিগকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পক্ষে

আইসে। সুলিওটদিগকে তিন সহস্র সৈন্য লইয়া তুর্কীয় অষ্টাদশ সহস্র সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সুলিওটদের এতাদৃশ অসাধারণ দার্ঢ্য ও রণদক্ষতা ছিল যে দুই দিবস অনবরত যুদ্ধ হইলেও তাহারা অলীপাশাকে বিজিত করিতে পারগ হইয়াছিল। অপর একবার তাহারা নিজ দুর্গম পার্ব্বত্য দুর্গাশ্রয় হেতু দুইশত ব্যক্তি তিন-সহস্র তুর্ককে পরাজিত করে; এবং তাহাতে তাহাদের বিংশতি ব্যক্তি মাত্র বিনষ্ট হয়।

সুলিওটদের বাসস্থানে যাইবার যে সকল প্রকাশ্য গিরিপথ আছে, অলীপাশা তত্তৎ পথে সৈন্যসংস্থাপনপূর্ব্বক তাহাদিগকে অবরুদ্ধ রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদেরও তদনুরূপ সৈন্য সজ্জিত ছিল; এবং তাহারা এরূপ বিক্রম-সহকারে আত্মরক্ষা করিতে লাগিল, যে ঐ অবরোধকার্য্যে কোন বিশেষ ফলোপধায়ক হইবেক এরূপ বোধ হইল না। যাহা হউক, যাহাতে তাহারা খাদ্য সামগ্রী না পাইতে পারে অলীপাশা তাহার পন্থা করিলেন, কিন্তু তাহাতেও কৃতকার্য্য হওয়া সহজ হইল না; কারণ, সকলদিকের পথ তাঁহার বিদিত ছিল না, অবরুদ্ধ ব্যক্তিরা কোন২ গুপ্ত পথ দিয়া আহার্য্য আনয়ন করিতে লাগিল। অলীপাশা যে কোন উপায় অবলম্বন করেন তাহাই ব্যর্থ হইয়া যায় দেখিয়া নিতান্ত গর্হিত কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কতগুলি সুলিওট্-দিগকে ধৃত করিয়া তাহাদিগকে এই বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিলেন, যদি তাহারা তাঁহাকে দেশ সমর্পিত না করে, তাহা হইলে তিনি তাহাদের প্রাণ সংহার করিবেন। কিন্তু তাঁহারাও এরূপ তেজীয়ান ছিল যে কোনক্রমে তাঁহার বাক্যের পোষকতা করিল না। অলী বিবিধ প্রকার কৌশলপূর্ব্বক তাহাদিগকে অধিকৃত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু আপাততঃ কৃতার্থ হইলেন না। পরন্তু এক বৎসর কাল সুলিওটেরা তাঁহাকর্তৃক অবরুদ্ধ থাকিয়া ক্লিষ্ট হইয়া পড়িল, এবং ততোধিক কাল অবরুদ্ধ থাকিতে না পারিয়া ইং ১৮০৩ অব্দে অলীর সহিত সন্ধি করিয়া স্থানান্তরিত হয়। তথাপিও অলী তাহাদিগের উৎপীড়ন করিতে ক্ষান্ত থাকেন নাই, পক্ষান্তরে তাহারাও অন্যত্র আশ্রয় লইয়া তাঁহার অনিষ্ট সিদ্ধ করিতে লাগিল। পরে তাঁহার সহিত তাহাদিগের মিলন হয়; ও তাহারা পূর্ব্বস্থানে বাস করিতে পারে। কিন্তু অলীর মৃত্যুর পর তাহারা সে সত্ত্বে বঞ্চিত হয়, এবং ইংরাজদিগের অধিকার আওনিয়ন্ দ্বীপে বাসার্থে উপনিবাস স্থাপন করে। অধুনা তাহারা বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, এবং তাহাদিগের প্রশংসায় অধুনা আর অধিক কিছু বলা যাইতে পারে না, তবে তাহারা এককালে বীরপুরুষ ছিল ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক।

কাপ্তেন কুকের জীবন বৃত্তান্ত।

যে সমস্ত মহাত্মারা পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া অসাধারণ অধ্যবসায়পূর্ব্বক নৈপুণ্যপ্রভাবে বিশ্বমান্য ও অখণ্ডযশস্বী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের অন্যতম ব্যক্তি জেমস্ কুক নামক সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ। তিনি ভূগোল বিদ্যার বিশেষ উপকার সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া তীক্ষ্ণবুদ্ধিপ্রভাবে অনায়াসেই কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। এই কার্য্যদক্ষ মহাত্মা ইংরাজী এক সহস্র সপ্তশত অষ্টাবিংশ অব্দে ইয়র্কশায়র প্রদেশস্থ মর্টন নামক গ্রামে জন্ম পরিগ্রহ করেন। তাঁহার পিতা যে সময়ে এক কৃষাণের

নিকটে ভৃত্য ছিলেন, তৎসময়ে তাঁহার সদৃশা অর্থাৎ তাদৃশাবস্থাবলম্বিনী এক রমণীকে বিবাহ করিয়া উভয়ে অসাধারণ পরিশ্রমপূর্ব্বক অতিকষ্টে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহাদিগের পুত্র জেম্‌স কুকও তদ্রূপ পরিশ্রমী হইয়া ছিলেন। জেম্‌স কুক শৈশবাবস্থায় উক্ত মর্টন-গ্রামের বিদ্যালয়ে শিক্ষা আরম্ভ করেন।

যৎকালে তাঁহার অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রম হইল. তখন তাঁহার পিতা এক সম্ভ্রান্ত লোকের কৃষি-কার্য্যের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইলেন; এবং জেম্‌সকে এক বিদ্যালয়ে সুশিক্ষার্থে নিযুক্ত করিয়া তাহার যথোপযুক্ত ব্যয়াদি করিতে লাগিলেন। তদ্বিদ্যালয়ের শিক্ষকও বিশেষ-যত্নপূর্ব্বক লিপিবিদ্যা অঙ্ক প্রভৃতি বিদ্যাশিক্ষা-দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কুক্ শিক্ষা-বিষয়ে যথোচিত পরিশ্রম স্বীকার করত অতিঅল্প দিবসের মধ্যেই ফলভোগী হন। তিনি পাঠাভ্যাসানন্তর যে কিঞ্চিৎ সাবকাশ পাইতেন সে সময়ে তাঁহার পিতার কার্য্যের সহায়তা করিতেন।

কুক্ বিদ্যালয়হইতে প্রথম অবসৃত হইয়াই এক পুণ্যাজীবের নিকটে বিনাবেতনে কার্য্য সম্পাদন করিতে নিযুক্ত হন।

কিয়ৎকাল পরে বাল্‌টিক-সাগরস্থ কোন জাহাজে একটি সামান্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া কৌশল সহকারে কার্য্য সম্পাদন করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমশঃ ঐ জাহাজের অধ্যক্ষগণ তাঁহার কর্ম্মদক্ষতা দর্শন করিয়া আপনাদিগের সঙ্গীমধ্যে গণ্য করিলেন। ইতিমধ্যে যে সময়ে ইংরাজ এবং ফরাসিস্ এই দুই জাতিতে বিবাদারম্ভ হয়, সেই সময় অর্থাৎ ইংরাজী এক সহস্র সপ্ত শত পঞ্চ পঞ্চাশৎ অব্দে তিনি অর্ণবপোতে টেম্‌স নদীতে অবস্থিতি করতঃ বিবেচনা করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে সৈনিক কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়াই কর্ত্তব্য স্থির করিয়া তথাকার যুদ্ধ জাহাজের কার্য্যে প্রবৃত্ত হন।

ঐ কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া কুক্ কুইবেক-নগর অবরোধ করণেচ্ছায় কএক খান অর্ণবপোত এবং কতকগুলি সৈন্য সুসজ্জীভূত করতঃ সমভিব্যাহারে করিয়া গমন করেন। তথায় উপনীত হইয়া সহসা তিনি তলগড় বেষ্টনপূর্ব্বক অত্যন্ত সাহসিকতা প্রদর্শন করিয়া নানা কৌশলে এবং স্বীয় বুদ্ধিপ্রাখর্য্যদ্বারা উক্ত কার্য্য অনায়াসেই সুসম্পন্ন করিলেন। অনন্তর হেমন্তের সময়ে তিনি কএক খানি পুস্তক সঙ্গ্রহ করত দুঃসাধ্য পরিশ্রম করিয়া ক্ষেত্রতত্ত্ববিদ্যায় এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রে যে রূপ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন, তাহা বর্ণন করা সহজ নহে। অনন্তর মার্ত্তণ্ড দেবের নিকটস্থ মণ্ডলাকার পথদিয়া শুকতারার গতি দর্শনার্থ কতক্‌গুলি জাহাজ প্রস্তুত হইয়াছিল, এবং সকলে জেমস কুককে তৎসমূহের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেন, তিনিও ঐ সকল জাহাজের ভার গ্রহণ পূর্ব্বক উক্ত কার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হন।

পূর্ব্বকালে ইউরোপ-খণ্ডের ভূরি২ ব্যক্তির দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে পৃথিবীর দক্ষিণ ভাগে দক্ষিণ মহাসাগরে আশিআ-খণ্ডের ন্যায় একটি প্রকাণ্ড ভূমিখণ্ড আছে। ঐ খণ্ডের তত্ত্বানুসন্ধানজন্য যে সমস্ত দ্রব্যাদি প্রয়োজনীয় হইবেক তৎসমস্ত এবং কতগুলি অর্ণবপোত ও যথাসম্ভব কতগুলি উপযুক্ত মনুষ্য সমভিব্যাহারে করিয়া জেমস্ কুক নিরবচ্ছিন্ন দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রায় ৩৩৫০ ক্রোশ অন্তরে ক্রমশঃ দৃষ্ট হইতে লাগিল, যে সেখানকার সমুদ্রবারি নীহার পুঞ্জে আচ্ছন্ন, এবং সেস্থানে হিমঋতুর অতিশয় প্রাদুর্ভাব; অতএব তিনি বিবেচনা করিয়া স্থির

করিলেন, যে সেখানহইতে আর অধিক দূরে গমন করা উচিত নহে, এবং তাহা মনুষ্যের গমন শক্তিরও সাধ্য নহে; অতএব ঐ স্থান-হইতে আর কোন দিকে যাওয়া কর্ত্তব্য। এই বিবেচনা করিয়া অন্য দিকে গমন করত নূতন-হলণ্ডের পূর্ব্বসীমা সমস্ত অনুসন্ধান করিয়া ভূগোল শাস্ত্রানুসারে ন্যূনাধিক একশত সহস্র ক্রোশ পর্য্যন্ত আবিষ্ক্রিয়া ও পৃথিবী বেষ্টন করতঃ কুক এক প্রকার কৃতকার্য্য হইয়া নির্ব্বিঘ্নে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করেন।

কুকের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ মাত্রই তদ্দেশস্থ সমস্ত সম্ভ্রান্তভদ্রমণ্ডলী একত্র হইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর ও যথাসাধ্য ধন্যবাদ প্রদান করিলেন; এবং যুগপৎ কএক উচ্চপদে অভিষিক্ত করাতে তথাকার যাবতীয় মানবগণ জেমস্‌কুকের জয়কীর্ত্তন করিতে লাগিল। তিনিও আত্মীয় বন্ধু বান্ধব নিকটে কিয়দ্দিন পরমানন্দে অবস্থান করিলেন। ফলতঃ তিনি অতিশয় সাহসিকতা সহকারে যে রূপ পরিশ্রম করিয়া সেই দুর্গম জলপথের আবিষ্ক্রিয়া করেন ও ভ্রমণজন্য শারীরিক ও আন্তরিক দুঃসাধ্য কষ্ট সহ্য করিয়া ভূগোল জ্ঞানের যে কি পর্য্যন্ত উপকার করিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিদংশ বর্ণদ্বারা বর্ণন করাও অল্পায়াসের কর্ম্ম নহে, এস্থলে সে আয়াস স্বীকার করাও আমাদিগের অভিপ্রেত নহে।

জেমস্ কুক সর্ব্বদাই কোন না কোন বিষয় আলোচনা করিতেন, বিশেষতঃ তিনি অঙ্কশাস্ত্র চিন্তা-পথের এক প্রকার পথিক ছিলেন। আলস্য যে কি পদার্থ তাহা তিনি ভ্রমেও কখন চিন্তা করেন নাই। এই সময় একটা সূর্য্য গ্রহণ হওয়ায় তদ্দর্শনে প্রফুল্ল হইয়া তদ্বিষয়ক একখানি পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই সকল নানা প্রকার ক্ষমতা প্রকাশ হওয়ায় ইংলণ্ডস্থ "রয়েল সোসাইটী" নাম্নী সভা তাঁহাকে তদীয় সভামধ্যে গণ্য করত আহ্লাদিত হইয়া মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে কুক্ সাহেব রয়েল সোসাইটীর সভ্য গণের এক জন প্রধান সভ্য।

এই ঘটনার কিয়দ্দিনান্তর ইংলণ্ডস্থ জ্যোতির্ব্বিৎ ব্যক্তিসমস্ত একত্র হইয়া গণনাদ্বারা নিরূপণ করিলেন যে পৃথিবীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ একটা গ্রহ ১৭৬৯ অব্দের জুনমাসে সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্য দেশ দিয়া গমন করিবেক, কিন্তু তাহা ইংলণ্ডে বিলক্ষণ রূপে দৃষ্টিগোচর হইবেক না। অধ্যবসায় পূর্ব্বক কোন ব্যক্তি দর্শনেচ্ছু হইয়া চেষ্টিত হইলে নিরবচ্ছিন্ন সূর্য্যের নিম্নদেশে একটা কৃষ্ণ-বর্ণ লক্ষ্যমাত্র দৃষ্টি করিতে পারিবেক। বিশেষতঃ উক্ত জ্যোতির্ব্বিদ্ মহান ব্যক্তিরা স্থির করিয়াছিলেন, যে পৃথিবীস্থ ভিন্ন২ স্থান হইতে দৃষ্ট করিলে ঐ গ্রহে পৃথক২ চিহ্ন দেখা যাইতে পারে। বিশেষতঃ পৃথিবীর ভিন্নভিন্ন স্থান হইতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে ঐ গ্রহের এবং সূর্য্যের দূরতার সীমা অবশ্যই জ্ঞাত হওয়া যাইবেক, সন্দেহ নাই। অতএব রুশীয় আমেরিকা অর্থাৎ আমেরিকার মধ্যে যে স্থানে রুসিয়াদিগের অধিকার তথাহইতে এবং অন্যান্য স্থান হইতে ঐ গ্রহ দর্শনার্থ পৃথক২ ব্যক্তি প্রেরিত হইল; এবং পাসিফিক্ মহাসমুদ্রস্থ ওটাহাটী উপদ্বীপহইতে উক্ত গ্রহ দর্শনার্থ জেমস্ কুকই উপযুক্ত বিধায় লক্ষিত হইলেন।

অনন্তর তিনি একখানি অর্ণবপোতে আরোহণপূর্ব্বক ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিয়া ক্রমশঃ কেপ-হরণ-অন্তরীপের নিকট দিয়া কএটি দ্বীপ উত্তীর্ণ হইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে নির্ব্বিঘ্নে উপনীত হইলেন। ওটাহাটি দ্বীপের মধ্যে যে স্থানে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্ধারিত হইল তাহার চতুর্দ্দিকে আত্মরক্ষা

কামানসকল যথা নিয়মে রাখিয়াছিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিবস তিনি বিশেষ যত্ন করিয়া দৃষ্টি করাতে বোধ হইল সহস্ররশ্মি সূর্য্যদেবের সম্মুখ দিয়া একটা কৃষ্ণবর্ণ বিন্দুর ন্যায় পদার্থ গমন করিলেক।

তদনন্তর তিনি ওটাহিটীর নিকটস্থ যত ক্ষুদ্রদ্বীপ ছিল সেই সকল দ্বীপে ভ্রমন করিয়া ঐ দ্বীপ-পুঞ্জের "সোসাইটী দ্বীপব্যূহ" নাম রাখিয়া তথা হইতে প্রস্থান করেন। পরন্তু বিশেষ তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া নূতনজীলণ্ড-দ্বীপের আবিষ্ক্রিয়া করিয়া ক্রমশঃ অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপের দক্ষিণ ভাগ বেষ্টন করত ঐ স্থানহইতে ন্যূনাধিক সপ্তশত ক্রোশ পর্য্যন্ত ভূমি অনুসন্ধানার্থ ভ্রমণ করিয়া নূতন-গিনী ও জাবা দ্বীপ এবং উত্তমাশা অন্তরীপ দিয়া সমস্ত পৃথিবী পরিবেষ্টিত করিয়া স্বদেশে উপস্থিত হন। স্বদেশীয় মানবগণ তাঁহার সেই অদ্ভুত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করত ধন্যবাদ প্রদান করিলেন, এবং একখান জাহাজের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিলেন।

পরবৎসর ভূতত্ত্ববিৎপণ্ডিতেরা বিবেচনা করিলেন, যে দক্ষিণ মহাসাগরের দক্ষিণাংশে গমন করিলে অবশ্যই এক মহাভূমিখণ্ড দৃষ্টিগোচর হইবেক, সন্দেহ নাই, এবং ঐ আবিষ্ক্রিয়া সম্পাদন নিমিত্ত জেম্স কুকেরই গমন করা কর্ত্তব্য। তিনি ঐ কার্য্য স্বীকার করিলেন; এবং যথাকলে অর্ণবপোত প্রভৃতি উপযুক্ত দ্রব্যাদি সমভিব্যাহার করিয়া দ্বিতীয়বার পৃথিবী ভ্রমনার্থে যাত্রা করেন। ক্রমশঃ ভূরি২ দ্বীপের আবিষ্ক্রিয়া করিয়া ও পাসিফিক মহাসাগরের বিশেষানুসন্ধান করত সাহসিকতা সহকারে ভ্রমণ করেন, কিন্তু মধ্যে২ অতিশয় ক্লেশ প্রাপ্তও হইয়াছিলেন। এবার তিনি ত্রিংশৎ সহস্র ক্রোশ পরিভ্রমণান্তে তিন বৎসর অষ্টাদশ দিবসানন্তর স্বদেশে প্রাত্যগমণ করেন।

জেম্স কুক্ ইংলণ্ডে উপনীত হইয়া পূর্ব্বোপেক্ষা মান্য ও যশস্বী হন, এবং রয়েল্ সোসাইটীর সভ্যগণ সম্মান সূচকসুবর্ণ নির্ম্মিত একটা পদক তাঁহাকে পারিতোষিক স্বরূপ প্রদান করেন। কুক্ এই সময়ে কাপ্তেন উপাধি প্রাপ্ত হন।

ইং ১৭৭৩ অব্দে কাপ্তেন কুক্ তৃতীয় বার পৃথ্বী-বেষ্টন করা মনস্থ করিয়া বিবেচনা-পূর্ব্বক স্থির করিলেন যে এবার দক্ষিণ মহাসাগরে গমন না করিয়া উত্তর পাসিফিক মহাসাগর দিয়া উত্তরমহাসাগরে গমন করাই যুক্তিসিদ্ধ। অনন্তর আটলাণ্টিক মহাসাগর হইয়া ক্রমশঃ উত্তমাশা অন্তরীপ প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া ক্রমাগত উত্তর দিকে গমন করত ভূরি ভূরি দ্বীপ পুঞ্জ আবিষ্কৃত করেন। কিন্তু কোন কারণ বশতঃ তাহার মধ্যে কেবল একটি মাত্র দ্বীপের আখ্যা প্রদান করেন। সেই উপদ্বীপ একণে "সাণ্ডবিচ দ্বীপ" নামে বিখ্যাত।

ইং ১৭৭৮ অব্দের গ্রীষ্মসময়ে তিনি বেরিং প্রণালী দিয়া ক্রমে আমেরিকা ও আশিআর উত্তর দিগে নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। কিন্তু উত্তরসাগর হিমানিদ্বারা আবৃত থাকাতে তাহার অনেকাংশে গমন করিতে সমর্থ হয়েন নাই। তৎপরবৎসর বসন্ত সময়ে গৃহে প্রত্যাগমনপরতন্ত্র হইয়া ক্রমশঃ সাণ্ডবিচ-দ্বীপে পুনরুপস্থিত হইলেন। ঐ দ্বীপের সন্নিকটে একটি দ্বীপ আছে তাহা পূর্ব্বে তিনি জ্ঞাত ছিলেন না; সুতরাং দৃষ্টও করেন নাই। একণে অর্থাৎ পুনরাগমনে অনুসন্ধান দ্বারা তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল যে ইহার নিকটস্থ ওহাহি নামক একটি দ্বীপ আছে। ঐ দ্বীপ পরিভ্রমণকর্ত্তব্য বিধায়-তথায় যাত্রা করেন। উক্ত দ্বীপ এমন দীর্ঘ যে একমাস ঊনবিংশ দিবসে তিনি তাহা বেষ্টন করিয়াছিলেন। যৎকালে ঐ দ্বীপের নিকটে নোঙ্গর করিয়া ছিলেন, সেই সময় তত্রস্থ মানবগণ দ্রোণী আ-

কাপ্তেন কুকের সহিত অসভ্যদিগের সাক্ষাৎ।

রোহণ করত কুকের অর্ণবপোতে সর্ব্বদাই আগমন করিত, এবং নানাবিধ সুমিষ্ট ও অদ্ভুত সুস্বাদ ফল ও অন্যান্য ভক্ষ্যদ্রব্য এবং খাদ্য জন্তু সকল আনিয়া দিত। ঐ সকল মনুষ্যদিগের আচরণ অতিশয় অপকৃষ্ট, বিশেষতঃ তাহারা চৌর্য্যবৃত্তিতে বিলক্ষণ নিপুণ, এবং দস্যুবৃত্তিতেও কোন প্রকারে বিমুখ নহে, অধিকন্তু সর্ব্বদাই নৃহত্যায় রত থাকিত। এই সকল কার্য্য করা যে অনুচিত ও অতিশয় কুক্রিয়া তাহারা জানিত না।

কুক্‌সাহেব তাহাদিগের সম্মুখে প্রত্যহ বক্তৃতাদ্বারা সদুপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন; যাহাতে তাহারা অল্পদিবসের মধ্যেই সেই ভয়ানক কুক্রিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যান্য দুরাত্মা ব্যক্তিদিগের সদুপদেশ দিতে পারে, অর্থাৎ ইংলণ্ডস্থ মনুষ্যদিগের যাদৃশ ব্যবহার তাহাদিগেরও সেই রূপ ব্যবহার যে প্রকারে হয় তিনি তাহার বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাদিগের কুক্রিয়ার আলোচনাদ্বারা ঈদৃশ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল, যে কুকের সেই সদ্বক্তৃতা শ্রবণ করিতে২ সুযোগ পাইয়া তাঁহার জাহাজের প্রান্তভাগস্থিত এক খানি ক্ষুদ্র নৌকা চুরি করিল। তাহাতে কুক্ অতিশয় ক্রোধাভিভূত হইয়া বিবেচনা করিলেন যে ইহাদিগের ভূপতির অনুমতি ব্যতিরেকে আমার দ্রব্য চৌর্য্যবৃত্তিদ্বারা গ্রহণ করা কখনই সম্ভবে না; অতএব তাহার প্রতিফল আশুই প্রদান করিব।

অনন্তর কতকগুলি অস্ত্রধারি লোক সমভিব্যাহার করিয়া রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন; এবং রাজাকে কহিলেন যে "আপনকার অধীনস্থ কতগুলি অসভ্য নির্ব্বোধ মনুষ্য আমার অর্ণবপোত হইতে একখানি ক্ষুদ্র নৌকা চুরি করিয়াছে, অতএব যে পর্য্যন্ত আমার দ্রব্য না প্রাপ্ত হইব তৎকালপর্য্যন্ত আপনাকে আমার জাহাজে আবদ্ধ থাকিতে হইবেক। যদ্যপি অস্বীকার করেন তাহা হইলে বলপূর্ব্বক বন্ধন করিয়া লইয়া যাইব।" ভূপতি এই কথা শ্রবণ মাত্রেই তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন, কিন্তু তত্রস্থ মানবগণ ঐ কথা শুনিয়া কুকের প্রতি অস্ত্রনিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইল। কাপ্তেন কুক্ প্রবলসাহসিকতাসহকারে সেই ভূপতি ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী এবং তাঁহাদিগের দুই পুত্রকে লইয়া স্বীয় জাহাজের নিকটে গমন করিয়া অনুচরগণকে আজ্ঞা প্রদান করিলেন, "যে ইহাদিগের সকলকে জাহাজে লইয়া যাও।" ইত্যবসরে সেই অসভ্য লোকেরা তাঁহার উপর প্রস্তর বৃষ্টি করিতে লাগিল; তিনিও ভয় প্রদর্শনার্থ দুই একটি বন্দুকের ধ্বনি করিলেন, কিন্তু তাহাতে তিনি মনে এমত করেন নাই যে তাহা কাহার প্রতি আঘাত করিবেন। ইতিমধ্যে সেই অসভ্যগণের এক ব্যক্তি সহসা তাঁহার দেহে একটি বল্লামের আঘাত করিল। তাহাতেও তিনি কোপান্বিত না হইয়া তাহাদিগকে নানা প্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু কোন রূপে যখন তাহারা না বুঝিয়া প্রস্তর ও নানাবিধ অস্ত্র চালাইতে আরম্ভ করিল, তখন আর সহ্য না করিয়া তিনি এবং জাহাজস্থ অপর সকলে গুলি চালাইতে প্রবৃত্ত হইল।

এই প্রকারে উভয় দলে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। কুক্ দেখিলেন যে অনেক প্রাণীহত্যা হইতে লাগিল; অতএব ক্ষান্ত হইয়া অর্ণবপোতে আরোহণ করাই যুক্তিসিদ্ধ। এই হেতু তিনি স্বীয় সমভিব্যাহারি লোকদিগকে আজ্ঞা করেন, যে আর প্রাণীহত্যা করিবার আবশ্যক নাই, ক্ষান্ত হও। এই আদেশ করিয়া মস্তকে প্রস্তর পতিত হইবে ভয়ে মস্তকোপরি করদ্বয় আবৃত করিয়া যেমনা জাহাজে আরূঢ় হইবেন, ইত্যবসরে এক জন দ্বীপবাসী তাঁহার গ্রীবাতে ক্ষুদ্র তরবারের আঘাত করিল; এবং সেই সময় অপর কএক ব্যক্তি একত্র হইয়া নানা প্রকার অস্ত্রাঘাত করত সেই সমুদ্রনীরে তাঁহাকে নিক্ষেপ করিল; তাহাতেই তিনি অকালে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।

ম. না. তর্করত্ন।

স্প্রিংবক্ বা উল্লম্ফক হরিণ।

হরিণের সৌন্দর্য্য মনুষ্য-মাত্রেরই প্রিয় বলিয়া বিখ্যাত আছে। সভ্যজাতি-মাত্রেই তাহার প্রশংসায় সংতৃপ্ত হইয়া থাকেন, এবং কবিরা তন্নিমিত্ত আপন২ গ্রন্থে সর্ব্বদা তাহার উল্লেখ করিয়া থাকেন। "চকিত হরিণীর" উপমা বোধ হয় ভারতবর্ষের সকলে কখন না কখন শ্রবণ করিয়া পুলকিত হইয়াছেন, অতএব ঐ হরিণ-বর্গান্তর্গত সুন্দরতম স্প্রিংবুকের সঙ্ক্ষেপ বিবরণ লিখিলে আমরা সহৃদয় পাঠকদিগের নিকট "আবার কফিং প্রজাপতি" বলিয়া তিরস্কৃত হইব না।

স্প্রিংবক্ ভারতবর্ষীয় কৃষ্ণসারের সদৃশ জীব; পরন্তু কৃষ্ণসার হইতে ইহা অনেকাংশে সুন্দর। প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা কহেন যে ইহার সদৃশ সার পৃথিবী মধ্যে আর নাই। অপর ইহার আকৃতি যে রূপ সুন্দর, ইহার স্বভাবও সেই রূপ নি-

স্প্রিং বক্ মৃগয়া।

দোষী। এই জাতীয় হরিণেরা কদাপি কাহাকে আক্রমণ বা কাহার হিংসা করেনা; অধিকন্তু মনুষ্যগৃহে পালিত হইলে আনায়াসে প্রতি-পালকের বসীভূত হইয়া থাকে। তাহাদের মাংসও অত্যন্ত সুস্বাদ; তন্নিমিত্তও তাহারা মনুষ্যের সমা দরণীয় হইয়াছে।

এই পশুদিগের বর্ণ দারুচিনির বর্ণের সদৃশ; কেবল ইহাদিগের বক্ষঃ মুখপুরোভাগ পদের কোন২ স্থান এবং উদর শ্বেতবর্ণ। ইহাদিগের উচ্চতা ও পরিমাণ কৃষ্ণসারেরই তুল্য, কিন্তু শৃঙ্গ অন্যপ্রকারে বক্র। ইহাদিগের উভয় পার্শ্বে কক্ষার কিঞ্চিৎ চর্ম্ম লোলুপ হইয়া থাকে, তাহার উপরি ভাগের বর্ণ ইষ্টকের বর্ণসদৃশ; অন্তরভাগ নির্ম্মল শুক্ল। প্রস্তাবিত পশুরা যখন উল্লম্ফন করে তখন ঐ শুক্লবর্ণ অত্যন্ত মনোহর বোধ হয়। ঐ উল্লম্ফন ক্ষমতাও সামান্য নহে; কথিত আছে যে ইহারা এক লম্ফে অনায়াসে ৩ হস্ত উর্দ্ধ এবং ১৩ ষোড়শ হস্ত দীর্ঘ স্থান পার হইতে পারে, এবং তদ্রূপ উল্লম্ফন-প্রলম্ফনে তাহারা বিশেষ আনন্দ লাভ করে।

এই রম্য পশুর আবাসস্থান আফরিকা-খণ্ডের দক্ষিণাংশ। তথায় ইহারা অনেকে এক-ত্রে বিচরণ করিয়া থাকে। কএক জন প্রসিদ্ধ ভ্রমণকর্ত্তারা কহিয়াছেন যে ইহাদের এক২ দলে ২০,৩০, ও ৪০ সহস্র পশু একত্রে ভ্রমণ করিয়া থাকে। এই ভ্রমণসময়ে তাহারা যে পথে গমন

করে. তথাকার সমস্ত তৃণ ভক্ষণ করিয়া ফেলে কিঞ্চিন্মাত্রও অবশিষ্ট রাখে না। এই প্রযুক্ত গ্রীষ্মকালে কোন বৃহৎ দল স্প্রিংবক্ এক দেশের খাদ্যসকল নিঃশেষিত করিয়া তথাহইতে যখন অন্যত্র গমন করে সে সময়ে তাহাদের পুরোবর্ত্তিরা হৃষ্ট পুষ্ট, ও পশ্চাদ্বর্ত্তিরা অনাহারে শীর্ণ হইয়া থাকে। পরে বর্ষার সমাগম হইলে তাহাদের স্বদেশে প্রত্যাগমন-সময়ে যখন শীর্ণ পশ্চাদ্বর্ত্তিরা পুরোবর্ত্তি হইয়া চলে তখন তাহারাই হৃষ্ট পুষ্ট হইতে থাকে; পূর্ব্বের পুরোবর্ত্তিরা এক্ষণে পশ্চাদ্বর্ত্তি হইয়া আহারাভাবে শীর্ণ হয়। প্রস্তাবিত পশু অন্যান্য হরিণের ন্যায় সচকিত, অতএব তাহাদিগকে শীকার করা সুকঠিন; পরন্তু অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করত সুচতুর শিকারিরা ইহার মৃগয়ায় অনেক প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

বেরণ মঞ্চুসনের ভ্রমণবৃত্তান্ত।

(বিবিধার্থের চতুর্থ পর্ব্বের ১৫৯ পৃষ্ঠাহইতে ক্রমাগত।)

সৈনিক পদে অভিষিক্ত হইবার পূর্ব্বে আমি অতিশয় বড় মানুষিতে কিছু কাল যাপন করিয়াছিলাম। সততই নিরর্থক অর্থ ব্যয় করিতাম, এবং বৃথা কার্য্যে সময় নষ্ট না করিয়া থাকিতে পারিতাম না। কতকগুলি এমনি কুসংসর্গী যুটিয়াছিল যে তাহাদের সংসর্গে আমার কোন কর্ম্মই করা হইত না। কেবল সর্ব্বদা মৃগয়া করিতাম, এবং নানাপ্রকার ক্রীড়ায় দিনযাপন করিতাম। ক্রমে২ আমার মন তাহাতে এমনি মগ্ন হইল যে ক্ষণকাল সেরূপ বিনোদ করিতে না পাইলেই মহাকষ্ট বোধ হইত। একদিন প্রাতঃকালে শয্যাহইতে গাত্রোত্থান করিয়া গৃহের গবাক্ষ দিয়া দেখিতে পাইলাম কতক গুলি বন্য হংস সম্মুখের পুষ্করিণীতে আসিয়া সন্তরণ করিতেছে। দেখিবামাত্র আমি তৎক্ষণাৎ আপন পিস্তল প্রস্তুত করিয়া লইলাম, এবং ব্যস্তব্যস্তে নামিয়া অন্যমনস্ক হইয়া বাটীর বাহিরে দৌড়িয়া যাইতে লাগিলাম।

এই রূপ দ্রুতবেগে যাইতে২ বহির্দ্বারের চৌকাট লাগিয়া আমার মুখ আহত হইল, এবং সেই আঘাতে আমার চক্ষুদিয়া অগ্নিকণা নির্গত হইল। তথাপি আমি তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিলাম না। অতি শীঘ্রই গুলিকরিবার উপযুক্ত স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। অনন্তর পিস্তলদ্বারা লক্ষ্য করিয়া গুলি করিতে যাই এমত সময়ে দেখিতে পাইলাম পিস্তলের চকমকি পাথর খানি সেই আঘাত পাইবার সময়ে কোথায় পড়িয়া গিয়াছে।

তখন এমন সময় নাই যে পাথর আনিবার কোন চেষ্টা পাইতে পারি; সুতরাং আপাততঃ কোন উপায় না পাইয়া মনে২ ভাবিতেছি, এমত সময়ে চক্ষু দিয়া যে অগ্নিকণা বহির্গত হইয়াছিল হঠাৎ সেই কথা স্মরণ করিয়া আমি তৎক্ষণাৎ পিস্তলের রঞ্জক ঘর খুলিয়া প্রস্তুত করিলাম, এবং এক হস্তে সেই বন্য হংসের দিকে পিস্তল ধরিয়া আগুন তুলিবার জন্য অন্যহাত আপনার এক চক্ষুটিকে প্রসারিত করিলাম। অতি অল্প আঘাত পাইবামাত্র আমার চক্ষু দিয়া পুনর্ব্বার অগ্নিকণা নির্গত হইতে লাগিল; সুতরাং সেই পিস্তল ছুড়িতে আর কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। পরে গণনা করিয়া দেখিলাম সেই গুলিতে এক বারে দেড়শত বন্য হংস মারা পড়িয়াছে। মনুষ্যের উপস্থিত বুদ্ধিই তাহার পুরুষত্ব ও বীরত্বের জীবনস্বরূপ, এই প্রাচীন কথা তখন আমার সপ্রমাণ বোধ হইল। প্রিয় পাঠকবর্গ আমি এই

উপস্থিত বুদ্ধিবলে অনেক আশ্চর্য্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছি। একটা বলিতেছি শ্রবণ কর।

একদা রুশিয়ার রম্যবনে একটি অতি সুচিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ খেঁকশিয়ালী দেখিতে পাইয়াছিলাম। দেখিবামাত্র তাহার চর্ম্মখানি লইতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইল। গুলি লাগিয়া যদি ঐ সাধের চর্ম্ম খানির কোন স্থান ছিন্ন বা ভিন্ন হয় এই আশঙ্কা করিয়া আমি তাহাকে গুলিদ্বারা মারিতে ইচ্ছুক হইলাম না। শৃগাল একটি গাছ ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। দেখিবামাত্র আমি তখনি পিস্তল্ হইতে গুলি বাহির করিয়া লইলাম, এবং গুলির পরিবর্ত্তে একটি প্রেক পুরিয়া প্রস্তুত করিলাম। অবশেষে পুঙ্খানুরূপে তাহার লাঙ্গুল লক্ষ্য করিয়া পিস্তল করিলাম। তাহাতে লাঙ্গুল প্রেকদ্বারা বৃক্ষে বিদ্ধ হইয়া রহিল। শৃগাল আর নড়িতে চড়িতে পারিল না। তখন আমি আস্তে২ নিকটে গিয়া ছোরা বাহির করিয়া তাহার মুখের উপর ঢেরার মত করিয়া কাটিয়া দিলাম। পরে তাহার লেজ ধরিয়া টানাতে তাহার চামড়া খানি অমনি আস্ত খুলিয়া আইল।

হে প্রিয় পাঠক, লোকে বলে "ভাগ্য ফিরিলে ও পড়তা পড়িলে ভুল চুক কিছুই ধর্ত্তব্য হয় না, সকলই শুধরিয়া যায়।" এই প্রাচীন কথারও এক অদ্ভুত দৃষ্টান্ত স্থল আমাকর্ত্তৃকই প্রদর্শিত হইয়াছে শ্রবণ কর। একদা আমি এক বনের ভিতর দিয়া যাইতেছিলাম। যাইতে২ দেখিতে পাইলাম একটা বন্য শূকর-শিশু ও তাহার প্রসূতি বৃদ্ধ শুকরী এই উভয়ে পরস্পর সন্নিহিত হইয়া অগ্রপশ্চাদ্ভাবে ধাবমান হইতেছে। দেখিবামাত্র আমি তাহাদের প্রতি পিস্তল করিলাম, কিন্তু গুলি তাহাদের গায় লাগিল না। তথাপি অগ্রবর্ত্তী শূকরশিশু দৌড়িয়া পলায়ন করিল। কিন্তু পশ্চাদ্বর্ত্তিনী শুকরী অস্পন্দ ও অবশ হইয়া এক স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিল। নিকটে যাইয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম শূকরী অতিশয় বৃদ্ধা ও বয়সের ধর্ম্মে অন্ধ হইয়াছে। শাবক আপন লাঙ্গুল তাহার মুখে ধরাইয়া আপনি আগে২ তাহাকে লইয়া যাইতেছিল, এজন্য এতক্ষণ শূকরীর সেই সঙ্গে চলিবার কোন ব্যাঘাত হয় নাই। এক্ষণে আমার গুলি সেই উভয়ের মধ্যদিয়া গিয়া সেই আকর্ষণ রজ্জু স্বরূপ লাঙ্গুল ছেদ করিয়া ফেলিয়াছে; সুতরাং অগ্রগামী শাবক আর আকর্ষণ করিতে পারিতেছে না, সুতরাং শূকরীকে অচল হইয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে। আমি তখন সেই শূকরীকে গৃহে আনা অতি সহজ বিবেচনা করিয়া শূকর শিশুর অবশিষ্ট লাঙ্গুল ভাগ তাহাকে ধরাইয়া দিলাম, এবং অনায়াসেই তাহাকে গৃহে লইয়া আইলাম। আনিবার সময়ে আমার কোন ক্লেশবোধ হইল না, এবং শূকরীও আমি আনিতেছি কি তাহার শাবক আনিতেছে তাহা কিছুমাত্র জানিতে পারিল না।

এই সকল বন্যশূকরী হইতে বন্য শূকর বা বরাহ অধিক ভয়ানক হয়। আমিও এক দিন বনের মধ্যে এক বন্যবরাহের হাতে পড়িয়াছিলাম। দুর্দ্দৈবক্রমে সেদিন আমি আত্মরক্ষার নিমিত্ত কিছুমাত্র প্রস্তুত ছিলাম না। ভয়ে স্বস্বব্যস্তে এক দেবদারু-বৃক্ষের পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। শূকরের গোঁ ফিরিবার নহে, সে এতৎকাল আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অতিদ্রুত আসিতেছিল, এখন আমাকে বোধ করিয়া সেই গাছেই এক দন্তাঘাত করিল; সুতরাং অতি বেগে আঘাত করাতে তাহার দন্ত সেই বৃক্ষেতেই বিদ্ধ হইয়া রহিল। বরাহ যে আর পুনর্ব্বার আঘাত করিবে কিম্বা দন্ত খুলিয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হইবে তাহার কিছুমাত্র সম্ভা-

বনা রহিল না। শূকরের দশা দেখিয়া মনে২ অত্যন্ত আহ্লাদ হইতে লাগিল। ভাবিয়া দেখিলাম শূকর এক্ষণে বিপাকে পড়িয়াছে; এ অবস্থায় আমার সমস্ত অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবেক। মনে২ এই রূপ চিন্তা করিয়া আমি তৎক্ষণাৎ এক খানা প্রস্তরখণ্ডদিয়া তাহার দন্তের উপর আঘাত করিতে লাগিলাম। দন্তও আহত হইয়া ক্রমে২ এমন বক্র হইয়া বৃক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইল যে শূকর তাহা কোন ক্রমে খুলিয়া পলায়ন করিতে পারিবে এমন সম্ভাবনা রহিল না। যাবৎ আমি কোন স্থানহইতে ফিরিয়া না আসি তাবৎ তাহাকে অবশ্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবেক। ইহা বিবেচনা করিয়া আমি তাহাকে সজীব লইয়া আসিবার ইচ্ছায় নিকটস্থ গ্রামহইতে গাড়ী ও দড়ি আনিতে প্রস্থান করিলাম। তাহাতে আমার অভীষ্টও সিদ্ধ হইল।　　রা. না. বি.

ওয়েলিংটন।

নিরূপিত হইয়াছে, ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১ মে দিবসে ওয়েলিস্‌লী ডুক্ অফ্ ওয়েলিংটন জন্ম গ্রহণ করেন। সেই দিবসেই তাঁহার প্রতিযোদ্ধা সুবিখ্যাত নেপোলিয়ন্ বোনাপার্টিরও জন্ম হয়। ওয়েলিস্‌লী ডন্‌গান্‌দুর্গে বা ডবলিন্ নগরে কোথায় জন্মিয়াছিলেন স্থির হয় নাই। যে বৎসর তাঁহার জন্ম হয়, সেই বৎসরে হৈদরঅলী কর্ণাটদেশ আক্রমণপূর্ব্বক লুণ্ঠন করিতেছিলেন। তিনি তখন স্বপ্নেও জানিতে পারেন নাই, যে পশ্চিম সমুদ্রস্থিত একটী ক্ষুদ্রদ্বীপে তাঁহার প্রবলশত্রুস্বরূপ এক শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া লালিত হইতেছে; যে ভবিষ্যতে তদীয় প্রতারণাসম্পন্ন এবং সাহসার্জ্জিত পদের উন্মূলন করিবেক; যে পদের দৃঢ়তা কম্পে তাঁহার সমুদায় শেষজীবন সকম্পিত হইয়াছিল।

ওয়েলিস্‌লী প্রথমতঃ ঈটন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। পরে তথা হইতে আঞ্জিয়র্সের সৈনিক বিদ্যালয়ে গিয়া প্রবৃত্ত হয়েন। তথায় কিছুদিন শিক্ষা করিয়া ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পদাতি সেনার কাপ্তেন পদ প্রাপ্ত হন। এক বৎসর পরে ১৭৯৩ সালে লিফটনেণ্ট কর্ণেল্ হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন।

এই সময়ে ভারতবর্ষীয় ভূপতিরা কি হিন্দু কি মোসলমান সকলেই বিদ্রোহাচরণে প্রস্তুত ছিলেন; এবং ফরাশিসেরা, ইংরাজদের প্রতি তাহাদের অসন্তোষ ও বৈরক্ত্য বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টিত ছিল। তাহাতে হৈদরঅলীর পুত্র টিপুসুলতান ইংরাজদের ঘোর বিপক্ষ হইয়া উঠিলেন। শৈশবাবস্থাবধি তাহাদের প্রতি তাঁহার এরূপ বিদ্বেষ ছিল. যে নাম শুনিলেই ঘৃণা করিতেন। টিপু বিলক্ষণ সাহসিক ও সমরকুশল ছিলেন। দেশীয় যুদ্ধপ্রণালী টিপুর বিবেচনায় নিকৃষ্ট বোধ হওয়াতে তিনি আপনার সৈন্যগণকে অভিনব ইউরোপীয় প্রণালী শিক্ষা দিয়াছিলেন। ঐ সুশিক্ষিত সৈন্যের সাহায্যে তিনি অনেকবার ইংরাজদিগকে পরাস্ত করেন। আপনিও মধ্যে২ পরাস্ত হইয়া সন্ধি করিয়াছিলেন; কিন্তু উভয় পক্ষই রাজ্যবৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষায় সন্ধির নিয়মরক্ষা করিতেন না। অবশেষে ইংরাজ রাজপুরুষেরা তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া ১৭৯৯ সালের ২২ ফিব্রুয়ারি দিবসে সমরেচ্ছাপ্রচারপূর্ব্বক সৈন্যগণকে জেনেরেল হেরিস সাহেবের অধীনে দিয়া ওয়েলিস্‌লী, এগ্‌নিউ, ও কাপ্তেন্ মালকমকে হেরিসের সহকারি করিয়া মহীশুর রাজ্যে প্রেরণ করিলেন।

এই সময়ে অর্থর ওয়েলিস্‌লী ভারতবর্ষের যুদ্ধে তাদৃশ পরিপক্বতা প্রাপ্ত হএন নাই, কেবল তাঁহার ভ্রাতা রিচার্ড ওয়েলিস্‌লী যিনি ভারত বর্ষের গবর্ণর জেনেরেল ছিলেন তাঁহার স্নেহে যুদ্ধে সহ-

যোগী স্বরূপে প্রেরিত হন, কিন্তু যুদ্ধে প্রবিষ্ট হইয়া সম্যক রণপাণ্ডিত্য প্রকাশ করেন; এবং তন্নিবন্ধন টিপ্ সুলতান যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া নিহত হইলে পর ওয়েলেস্লী মহীশুরের শাসনকর্ত্তা পদে নিযুক্ত হন। কিছু দিন পরে টিপু সুলতানের সদৃশ প্রতাপশালী ঢুণ্ডিয়া পন্থ নামক মাহারাষ্ট্রীয় সেনানায়ক রাজ্য বিস্তার করিতে উদ্যত হইলে ওয়েলেস্লি তাঁহার শাসনার্থ নিয়োজিত হইয়া তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করেন।

যৎকালে টিপু সুলতানের সহিত ইংরাজদের যুদ্ধ হয়, তখন মহারাষ্ট্রীয় রাজাদ্বয় সিন্ধিয়া ও পেশওয়া তাঁহাদের প্রতিকূল পক্ষ ছিলেন; এবং হোলকার তদুভয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে ছিলেন। তিনি ইংরাজদের সাহায্য প্রার্থনা করাতে তাঁহারা সম্মত হইয়া ওয়েলেস্লীকে তাঁহার সাহায্যে প্রেরণ করেন। এদিকে সিন্ধিয়া বেরারদেশীয় রাজা ভোঁসলার সহিত সন্ধি করিলেন; এবং কিয়দ্দিবস পরে হোলকার কোন কারণ বশত তদীয় বিপক্ষদ্বয়ের সহিত মিলিত হইলেন। এই সময়ে ওয়েলেস্লী মেজর জেনরেল্ পদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি দ্রুতগামি হইয়া পেটা ও অহম্মদনগরের দুর্গ আক্রমণপূর্ব্বক অধিকৃত করিলেন। ঐ ব্যাপার দৃষ্টে জনৈক মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি তাঁহার ও তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিদের সাহসে আশ্চর্য্য হইয়া নিজ বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন; "এই ইংরাজেরা অদ্ভুত মনুষ্য; এবং ইহাদের সেনানীও সামান্য নহে। ইহারা অদ্য প্রভাতে আসিয়া সমস্ত সৈন্য বধপূর্ব্বক পেটা হস্তগত করিয়াছে; ইহাদিগকে কে আটক করিতে পারে?"

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ সেপ্টেম্বর দিবসে আশায়ী নামক গ্রামের নিকট জেনরেল ওয়েলেস্লী মহারাষ্ট্রীয়দের সৈন্যের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ঐ যুদ্ধে তদীয় অপূর্ব্ব বুদ্ধি কৌশল ও বীরত্বের চিহ্ন প্রতীয়মান হইয়াছিল। তৎসময়ে সমবেত পঞ্চাশৎ সহস্র মহারাষ্ট্রীয় সেনার প্রতিকূলে তাঁহার অষ্টসহস্র মাত্র সৈন্য ছিল। তন্মধ্যে অধিকাংশই দেশীয়। ওয়েলেস্লী বিষম বিপক্ষপক্ষে পরিবৃত হইয়া রণ বিনা রক্ষার প্রতীকার নাই বিবেচনায় স্বীয় ক্ষুদ্র সঙখ্যক সৈন্য লইয়া এরূপ অভূতপূর্ব্ব ও অপ্রতিহত-সাহস প্রদর্শনপূর্ব্বক বৈরিদল আক্রমণ করিলেন, যে সিন্ধিয়ার ব্যূহ ছিন্ন ভিন্ন হইল, এবং সেনাগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। এই বিষয়ে এক জন সম্পাদক লিখিয়াছেন; "অদ্যপর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ইংরাজদের যে প্রভুত্ব রহিয়াছে, আশায়ীর যুদ্ধই ইহার নিদানভূত, বীরবর ওয়েলিস্লী সেনানী তাহাতে বিজয় লাভ করিয়াছেন।"

স্বকীয় সামর্থ্যপ্রভাবে লিফটনেণ্টকর্ণেল পদ হইতে মেজর জেনেরল পদে আরোহণপূর্ব্বক সর অর্থর ওয়েলেস্লী ভারতবর্ষে চিরস্মরণীয় কীর্ত্তিধ্বজ উড্ডীন করিয়া নয় বৎসর পরে ১৮০৫ সালে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করেন। তাহার এক বৎসর পরে অর্ল্ অফ্ ফিফোর্ডের তৃতীয়া দুহিতা কাথেরাইনের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কাথেরাইনের গর্ভে তাঁহার আর্থর ও চার্লস্ নামে দুই সন্তান জন্মে।

এই সময়ে ফ্রান্সের সম্রাট মহানুভাব নেপোলিয়ন্ বোনাপার্ট ইউরোপের তাবদ্দেশেই স্বকীয় আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করিতে ছিলেন। তিনি লোভপ্রযুক্ত স্পেন্ ও পোর্টুগাল অধিকার মানসে বিবিধ কারণ প্রদর্শন পূর্ব্বক বহুতর সৈন্য প্রেরণ করেন। পোর্টুগালের রাজপরিবার ভয়দ্রুত হইয়া ব্রেজিলে পলায়ন করাতে তাঁহার প্রেষিত সৈন্যেরা ১৮০৭ সালে তদ্দেশ হস্তগত করে। নেপোলিয়ন্ স্পেনদেশীয় রাজা

অপবাদ দিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার বাসনা প্রকাশ করিলেন। বহুসঙখ্যক সৈন্য সমবেত হইল। ওয়েলিংটন্ ও ব্লুকর নামক এক জন প্রুশীয়া সেনাপতি সমবেত হইলেন; এবং ১৮ জুন দিবসে ওয়াটরলু নামক স্থলে সঙ্গ্রাম আরম্ভ হইল। যুদ্ধ-কালীন ব্লুকরের সৈন্য কিঞ্চিৎ দূরহইতে ত্বরায় ওয়েলিংটনের সৈন্য-সহিত একত্রিত হইতে আসিতে ছিল, কিন্তু আসিয়া উপস্থিত হয় নাই। ওয়েলিংটন একক যুদ্ধে জয়ী হইবার বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়া এক২ বার বিরক্ত হইয়া সতৃষ্ণ নেত্রে ঘড়ীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন; এবং করিয়াছিলেন, "পরমেশ্বরেচ্ছায় হয় রাত্রি নয় ব্লুকর আসিয়া উপস্থিত হউক;" তত্রাপি তাঁহার চিত্ত বিচলিত হয় নাই। তিনি বিপদাশঙ্কা করিয়া অকুতোভয়ে ঘনঘোরধূমরাশির মধ্যে ভ্রমণপূর্ব্বক সেনাগণকে অভয় ও সাহস দান করিতে লাগিলেন। পরে প্রুশীয় সেনাগণকে সম্মুখীন দেখিয়া দূরবীক্ষণ বন্দ করিয়া "এই সময় উপস্থিত" বলিয়া সমুদয় সৈন্যকে একেবারে গুলিক্ষেপ করিতে আদেশ করিলেন।

এই সময়ে সূর্য্যদেব যেন ইংরাজ সেনাগণকে জয়ালোক প্রদানার্থে মেঘের অন্তরালহইতে বহির্গত হইলেন। সমর-ক্ষেত্র ধূমরাশি-সমাচ্ছন্ন থাকাতে সূর্য্যকিরণ অস্পষ্ট দৃষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু তাহাও অনেকক্ষণ রহিল না, সূর্য্যদেব দিবাবসান প্রযুক্ত সে দিনের নিমিত্ত অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহার সহিত নেপোলিয়নের অস্তগমনশীল-ভাস্করকরের ন্যায় চপলোজ্জ্বল যশঃসূর্য্য চিরকালের নিমিত্ত অস্তাচলবাসী হইল। ফরাশিস্ সৈন্যেরা পরাভূত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল; এবং ইংরাজদের জয়পতাকা উড্ডীয়মান হইল।

এই যুদ্ধের পর ওয়েলিংটন ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করাতে তত্রস্থ পার্লিয়মেণ্ট নামক মহাসভায় তাঁহার অসঙখ্য সাধুবাদ হইতে লাগিল; এবং তিনি নানা পদ প্রাপ্ত হইলেন।

১৮৩৯ সালে ওয়েলিংটন মৃগী-রোগাক্রান্ত হয়েন। কিন্তু কিছু দিন মধ্যেই আরোগ্য লাভ করেন। পরে ১৮৫২ সালে, অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রম-কালে ওয়াল্মার দুর্গে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইংলণ্ডবাসী সকলেই তাঁহার মরণে দুঃখিত হইয়াছিলেন।

ওয়েলিংটন্ এক জন প্রসিদ্ধ বীরপুরুষ ছিলেন; এবং সৈন্যব্যূহরচনায় অদ্বিতীয় বলিয়া বিখ্যাত হন। কি আশায়ীর যুদ্ধ, কি স্পেন্দেশীয় সমরকালীন লিস্বন-নগরের রক্ষা, কি ভুবন-প্রসিদ্ধ ওয়াটর্লুর সঙ্গ্রাম—সকলেতেই তাঁহার আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতা, প্রগাঢ় দৃঢ়তা, অতুল সাহস, অদ্ভুত বিক্রম ইত্যাদি বীরধর্ম্মের চিহ্নসকল প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি নেপোলিয়নকে বিজিত করেন বলিয়া অনেকেই তাঁহাকে নেপোলিয়ন-হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন। বস্তুতঃ বিবেচনা করিলে নেপোলিয়ন্ যুদ্ধ বিশারদতায় ওয়েলিংটন হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ ছিলেন; কেবল লোভাদি রিপুর বশীভূত হওয়াতেই তাঁহার যশশ্চন্দ্র কলঙ্কিত হইয়াছে।

শ্রীমহেশচন্দ্র বসু
নিবাস মেদিনীপুর।

সংবৎসরের আন্তরীক্ষ অদ্ভুত ঘটনা।

প্রতি বৎসরে প্রতি মাসে ও প্রতি দিনে অন্তরীক্ষে অর্থাৎ আকাশে যে সকল অদ্ভুত ব্যাপার সঙঘটিত হয় তাহা সকল লোকের পক্ষেই বিস্ময়কর ও কৌতূহলজনক। এমন লোক নাই যে ঐ সমস্ত অদ্ভুত ঘটনা সন্দ-

র্শন করিয়া বিস্মিত ও কৌতূহলাবিষ্ট না হয় কি পণ্ডিত, কি অজ্ঞ—সকল-প্রকার লোকেই আকাশের আশ্চর্য্য ঘটনাসকল দেখিতে উৎসুক হয়েন। যাঁহারা জ্যোতির্বিদ্যা অভ্যাস করিয়া সূর্য্য চন্দ্র এবং নক্ষত্রাদির স্থিতি ও গতির বিষয় বিলক্ষণ অবগত হইয়াছেন, তাঁহারাও যেমন গ্রহের উদয় চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ ও ধূমকেতুর আগমন বিষয়ক প্রসঙ্গ লইয়া আমোদ করিতে ইচ্ছুক হন, সামান্য অজ্ঞ লোকেও সেই রূপ ঐ সকল বিষয়ক প্রস্তাবের জল্পনা করিতে ও ঐ সমস্ত অদ্ভুত বিষয় সন্দর্শন করিতে উৎসাহান্বিত হইয়া থাকে। উক্ত বিষয়ে বহু জনাকীর্ণ-নগরবাসি লোককেও যেরূপ অনুরাগ প্রকাশ করিতে দেখা যায়, গ্রাম্য লোককেও সেই রূপ আমোদিত হইতে দৃষ্ট হয়। ইহার মধ্যে বিশেষ এই যে অনভিজ্ঞ লোকে ঐ সমস্ত গ্রহনক্ষত্রাদির প্রকৃত তত্ত্ব না জানিয়া উহাদিগকে আপনাদিগের সাক্ষাৎ শুভাশুভদাতা দেবতাস্বরূপ প্রত্যয় করে, আর তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা ঐ সকল অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া উহার নিয়ন্তা ও রচনাকর্ত্তা জগদীশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করেন।

পূর্ব্বকালীন অভিজ্ঞ লোকে আন্তরীক্ষ ঘটনা লইয়া যে আপনাদিগের কত প্রকার শুভাশুভ কল্পনা করিত তাহা সম্যক্ প্রকাশ করাই কঠিন। তৎসংক্রান্ত এক একটি বিষয় উপস্থিত হইলেই বুদ্ধিমান্ লোকের হাস্য সংবরণ করা কঠিন হয়। পরন্তু কেবল পূর্ব্বকালীন লোক নহে, এক্ষণকার যে সকল লোক নক্ষত্রাদির যথার্থ তত্ত্ব না জানে তাহারাও উহাদিগের উদয়াস্ত লইয়া স্ব স্ব শুভাশুভ ঘটনার কল্পনা করিয়া থাকে। গ্রহ নক্ষত্রাদি লইয়া যে কত দেশীয় অনভিজ্ঞ লোকের কত প্রকার অমূলক বিশ্বাস আছে, তাহা সবিশেষ বর্ণন করা সহজ নহে। বোধ হয় পাঠক বর্গের তত্তাবৎ নিতান্ত অবিদিত নাই। ঐ অমূলক প্রত্যয়হেতু অনেক সময়ে অনেক প্রকার সামাজিক অনিষ্ট উদ্ভাবিত হয়। অনেক সময়ে অনেক লোক কোন গ্রহ বিশেষকে কুপিত জানিয়া বৃথা আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়; অনেক সময়ে অনেক ব্যক্তি চন্দ্রকে প্রতিকূল জানিয়া অবশ্য-কর্ত্তব্য-সাধনে বিরত থাকে; অনেক সময়ে অনেকে ধূমকেতুর উদয়-সন্দর্শনে ভাবী উপপ্লবের আশঙ্কা করিয়া অনর্থক যন্ত্রণা ভোগ করে। বস্তুতঃ গ্রহ-নক্ষত্রাদি কি পদার্থ এবং তাহাদিগের উদয়াস্ত প্রভৃতি ব্যাপারই বা কিরূপে সম্পন্ন হয়, ইহা জানিতে পারিলে অবশ্যই তৎসংক্রান্ত অমূলক বিশ্বাসরাশিও দূরীভূত হইতে পারে; অতএব সর্ব্ব সাধারণের জ্ঞাপনার্থে যত দূর পর্য্যন্ত উহাদিগের তত্ত্ব বুঝাইতে পারা যায় তাহার চেষ্টা পাওয়া উচিত।

চন্দ্র সূর্য্য ও গ্রহাদির তত্ত্ব জানিতে পারিলে কোন রূপেই আর তাহার সহিত মনুষ্যের শুভাশুভ সঙ্ঘটনের সম্ভাবনা করিতে পারা যায় না। যদি রথচক্রের গতি অথবা কোন প্রজ্বলিত দীপকে আমাদিগের শুভাশুভ ঘটনার কারণ বলিয়া স্থির করা সম্ভব হয়, তাহাহইলে চন্দ্র সূর্য্যাদি আকাশস্থ জড় পদার্থের উর্দ্ধতা সীমা স্থিতি ও গতিকে আমাদিগের মঙ্গলামঙ্গলের কারণ বলিয়া স্থির করা সম্ভব হইতে পারে। কোন স্রোতস্বতী নদীর গতিকে অথবা কোন নিঃক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ডের পতনাবস্থাকে আমাদিগের মঙ্গলামঙ্গলের নিদান মনে করা যেমন অযুক্ত, গ্রহাদির গতিক্রিয়া প্রভৃতিকে আমাদিগের শুভাশুভ ঘটনের হেতু বিশ্বাস করাও তদ্রূপ অযুক্তিসঙ্গত; যেহেতু উভয়েই জড় পদার্থ, তাহাদের আন্তরিক কামনে অন্যের অনিষ্ট করিতে পারে না।

সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রাদির সহিত আমাদিগের কেবল কতিপয় ভৌতিক সম্বন্ধ অনুভূত হয়;

তদ্ভিন্ন আর কোন প্রকার দৈব সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকা সম্ভব হইতে পারে না। সূর্য্য দিবা ভাগে উদিত হইয়া আমাদিগকে আলোক ও উত্তাপ প্রদান করে; চন্দ্রহইতে আমরা রাত্রিকালে আলোক প্রাপ্ত হই, এবং নক্ষত্র সমূহহইতেও রজনীতে আমরা কিছু২ আলোক পাইয়া থাকি। এই রূপ আলোক ও উত্তাপাদি ভৌতিক ব্যাপারদ্বারা আমাদিগের যেপর্য্যন্ত শুভাশুভ ঘটিতে পারে চন্দ্র-সূর্য্যাদি আকাশস্থ পদার্থদ্বারা আমাদিগের তাহাই ঘটিয়া থাকে; তদ্ভিন্ন আর কিছু ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। যেমন কোন প্রজ্বলিত দীপ বা উল্কা কোন অন্ধকার গৃহকে আলোকময় করে, সূর্য্যও স্বকীয় কিরণদ্বারা সেই রূপ ভূমণ্ডলকে উজ্জ্বল করিয়া থাকে, যেমন কোন দর্পণেতে দীপালোক পতিত হইলে সেই দর্পণহইতে এক প্রকার মৃদুজ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইয়া থাকে, সেই রূপ চন্দ্রেতে সূর্য্যালোক পতিত হইলে চন্দ্রহইতে জ্যোৎস্না নির্গত হয়। চন্দ্রের ন্যায় অপর গ্রহাদিতে সূর্য্যালোক সংস্পৃষ্ট হইলে তাহাহইতেও জ্যোৎস্না স্ফুরিত হইয়া থাকে। অতএব কোন প্রজ্বলিত দীপ কি উল্কা অথবা দর্পণাদি জড় পদার্থ যত দূর পর্য্যন্ত আমাদিগের শুভাশুভ উৎপাদন করিতে পারে সূর্য্য চন্দ্রাদিও সেই রূপ করিতে সক্ষম হয়, তাহার অতিরিক্ত কিছুই করিতে পারে না। কোন বালকের জাতকালে কোন গৃহবিশেষে দীপ প্রজ্বলিত হইলে যদি তজ্জন্য সেই বালককে যাবজ্জীবন সুখদুঃখ ভোগ করিতে হয়, তাহাহইলেই জন্ম-কালে কোন গ্রহের কোন রাশি-বিশেষে অবস্থিতি হইলে তন্নিমিত্ত মনুষ্যকে শুভাশুভ ফল ভোগ করা সম্ভব হয়।

চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য্যগ্রহণ লইয়া যাহারা শুভাশুভ ফলাফলের কল্পনা করে তাহারা গ্রহাদির স্বরূপ জানিলে আর কোন রূপেই উক্ত প্রকার অমূলক কল্পনা করিত না। কোন প্রজ্বলিত দীপ ও ঐ দীপ দর্শকের মধ্যস্থানে অপর কোন ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইলে যেমন দর্শকের নেত্রে ঐ দীপ অদৃশ্য হয়, সেই রূপ অমাবস্যার দিন সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যস্থানে চন্দ্র সমসূত্রপাতে উপস্থিত হইলে সূর্য্যগ্রহণ হইয়া থাকে; অর্থাৎ পৃথিবীস্থ লোকের নয়নে সূর্য্য অদৃশ্য হয়; এবং যেমন কোন দীপ ও দর্পণের মধ্যস্থানে কোন মনুষ্য দণ্ডায়মান হইলে দর্পণের উপর উক্ত মনুষ্যের ছায়া পড়িয়া দর্পণকে তমসাচ্ছন্ন করে সেই রূপ পূর্ণিমার দিন চন্দ্র সূর্য্যের মধ্যভাগে পৃথিবী সমসূত্র-পাতে উপস্থিত হইলে চন্দ্রেতে পৃথিবীর ছায়া লাগিয়া গ্রহণ উৎপন্ন হইয়া থাকে; অতএব যে ব্যক্তি মনে করিতে পারে যে কোন গৃহে কোন প্রজ্বলিত দীপের সম্মুখভাগে কোন মনুষ্য দণ্ডায়মান হইয়া দীপকে আচ্ছন্ন-করিলে সেই গৃহস্থ সমুদায় লোকের দুরদৃষ্ট ঘটে, অথবা কোন মনুষ্যের ছায়ায় কোন দীপসম্মুখস্থ দর্পণ অন্ধকারাবৃত হইলে সেই দীপ ও দর্পণের নিকটবর্ত্তী লোকের অদৃষ্ট মন্দ হয়; সে ব্যক্তি স্বীকার করিবে, পূর্ব্বোক্ত প্রকার জ্যোতিষ ও কালিক ঘটনাদ্বারা কোন গৃহস্থের সহিত তাহার প্রতিবাসীর বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহাকে নানামতে বিপন্ন হইতে হয়, এবং তাহার বিবিধ প্রকার দুর্দশা ঘটিয়া থাকে। যদি এতাদৃশ ভৌতিক ঘটনাদ্বারা কোন প্রকার অমঙ্গল উদ্ভাবনের সম্ভাবনা না হয়, তবে চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণদ্বারাও পৃথিবীতে বা পৃথিবীর কোন দেশে কোন প্রকার অমঙ্গল ঘটন সম্ভব হইতে পারে না। যেহেতু উল্লিখিত দীপ ও দর্পণে ছায়াপাত হওয়ার সহিত চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণের কিছুমাত্র বিশেষ নাই।

যে সকল লোক ধূমকেতুর উদয় ও উল্কাপাত সন্দর্শন করিয়া বৃথা অমঙ্গলের কল্পনা করে

তাহাদিগেরও ভ্রম এই তর্কে দূর হইতে পারে। যদি কোন ব্যক্তি কোন প্রজ্বলিত উল্কা হস্তেতে করিয়া কোন গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তৎ ক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলে উক্ত গৃহের অমঙ্গল হয়, তাহা হইলে ধূমকেতুর উদয়দ্বারা সংসারের অমঙ্গল ঘটিতে পারে। যেমন সূর্য্য চন্দ্র ও অপর গ্রহাদিসকল স্থূল জড় পদার্থ, ধূমকেতুও তদ্রূপ একপ্রকার আন্তরীক্ষ জড় পদার্থ; উহার শরীরহইতে বাষ্প অপেক্ষাও সূক্ষ্ম জ্যোতির্ম্ময় একপ্রকার তেজ নির্গত হয়, ঐ তেজকে লোকে উহার পুচ্ছ কহে। উহা যদি কদাচিৎ পৃথিবীতে পতিত হয় তাহা হইলে অবশ্যই উহার বেগে ও তেজে পৃথিবীর প্রলয়দশা উপস্থিত হইতে পারে বটে; কিন্তু জগদীশ্বরের নিয়মানুসারে তাহা কোন কালে ঘটিবার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং উহাদ্বারা আমাদিগেরও কোন অমঙ্গল ঘটনের সম্ভাবনা নাই। ধূমকেতু পৃথিবীতে পতিত না হইলে আর উহাদ্বারা আমাদিগের কোন অকল্যাণ উদ্ভব হইতে পারে না *। যেমন কোন অতি দূরস্থিত উচ্চ অট্টালিকাহইতে দর্শকেরা নিরাপদে তারা বাজি সন্দর্শন করে বা অপর কোন অগ্নিকৌতুক অবলোকন করে, আমরাও সেই রূপ বহুদূরে অবস্থিতি করিয়া নির্ব্বিঘ্নে ধূমকেতুর উদয়াস্ত দেখিতেছি। কোন প্রজ্বলিত উল্কা যেমন জড় পদার্থ, ধূমকেতুও সেই রূপ জড় পদার্থ, সামান্য উল্কাপেক্ষা উহার কোন প্রকার অধিক দৈবশক্তি নাই। ধূমকেতুর ন্যায় উল্কাপিণ্ডসকলও জড় পদার্থ। উহারা প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে আকাশপথে ভ্রমণ করে, ভ্রমণ করিতে২ যে সময়ে পৃথিবীর অতি নিকটস্থ হয়, সেই সময়ে উহার মধ্যাকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া পৃথিবীতে পতিত হয়। উহারা যেমন রাত্রিকালে উজ্জ্বল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পতিত হয়, সেই রূপ কখন কখন দিবা কালেও পড়ে; কিন্তু দিবসে সূর্য্যের জ্যোতিতে উহাকে জ্যোতির্ম্ময় দেখা যায় না। ফলতঃ শূন্য-হইতে কোন প্রস্তরখণ্ড বা বৃক্ষহইতে কোন ফলাদির পতন হওয়া আর আকাশহইতে উল্কাপাত হওয়া একই প্রকার। এতদুভয় ঘটনার মধ্যে কিছু মাত্র ইতর বিশেষ নাই। যদি কোন বৃক্ষের ফল পতন বা কোন উচ্চ অট্টালিকার ইষ্টকস্খলনদ্বারা আমাদিগের শুভাদৃষ্ট ও দুরদৃষ্ট ঘটনা সম্ভব হয়; তবে উল্কাপাতদ্বারাও আমাদিগের শুভাশুভ সঙ্ঘটন হইতে পারে।

অনেক অবোধ লোকে রাত্রিকালে মাঠেতে প্রজ্বলিত আলোককে আলেয়া বলিয়া নানাপ্রকার অমূলক আশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া থাকে, এবং যে আলেয়া-ঘটিত নানাপ্রকার অমূলক গল্পের কল্পনা করে পদার্থ-তত্ত্ব-বিৎ পণ্ডিতেরা এক্ষণে তাহার তত্ত্ব নিরূপণ করিয়া তৎ সঙ্ক্রান্ত অমূলক প্রবাদ বিলুপ্ত করিতেছেন। পণ্ডিতগণ প্রকাশ করিয়াছেন যে গলিত উদ্ভিজ্জ ও গলিত মৎস্যাদি হইতে এমন এক প্রকার বাষ্প নির্গত হয় যে তাহা অবস্থা বিশেষ প্রাপ্ত হইয়া দীপশিখার ন্যায় উজ্জ্বল হয়।

চন্দ্রের উদয়াস্ত লইয়া কোন২ লোক নানাপ্রকার অমূলক কথার বর্ণনা করিয়া থাকে। চন্দ্র সর্ব্বদা এক সময়ে ও এক স্থানে উদয় বা অস্ত হয় না, কখন পশ্চিমে উদিত হয়, কখন পূর্ব্বহইতে প্রকাশ পায়, কখন কিঞ্চিৎ উত্তরাংশে দৃষ্ট হয়, এবং কখন বা ঈষৎ দক্ষিণদিকেও প্রকাশ পায়; কখন ঠিক সূর্য্যাস্তের সময় উদিত হয়, এবং

* দুইটা বৃহৎ পদার্থের পরস্পর আকর্ষণে বায়ুর প্রাকৃতাবস্থার অন্যথা ও আকাশস্থ তাড়িতের পরিমাণ ভেদ হইবার সম্ভাবনা আছে; এবং তাহাতে স্বাস্থ্য ও কৃষি-কার্য্যাদির অন্যথা হইতে পারে। কিন্তু তাহার সহিত অদৃষ্টের সম্বন্ধ থাকা সম্ভবপর হয় না।
বি সং সং।

সূর্য্যোদয়ের সহিত অস্ত হয়, এবং কোন সময়ে এই রূপ উদয়াস্তের কিঞ্চিন্মাত্র পশ্চাৎও হইয়া থাকে। চন্দ্রোদয়ের এই প্রকার অবস্থা ভেদ উপলক্ষ্য করিয়া অনেক ধূর্ত্ত বা ভ্রান্ত লোকেরা স্থান-বিশেষে ও দেশ-বিশেষে বৎসরের ফলাফল নির্দ্দেশ করে; এবং অনেকে তাহাদিগের কথায় প্রত্যয়ও করিয়া থাকে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহার সহিত মনুষ্যের ফলাফলের কিছুই সম্বন্ধ নাই, কেবল প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই চন্দ্রোদয়ের পূর্ব্বোক্ত-প্রকার নানাবিধ অবস্থাভেদ ঘটিয়া থাকে। চন্দ্র যখন সূর্য্যের পূর্ব্বদিকে গিয়া চমান২ থাকে তখন ঠিক সূর্য্যাস্তের সঙ্গে উদিত হইয়া সূর্য্যোদয়ের সময় অস্ত হয়; এবং যখন কিঞ্চিৎ উত্তরে সরিয়া যায় তখন সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎ অগ্রে উদিত হইয়া, সূর্য্যোদয়ের কিছুকালপূর্ব্বে অস্ত হয়। চন্দ্র শুক্ল পক্ষের প্রথমে যখন সূর্য্যের পূর্ব্বদিগহইতে উদিত হয় তখন আমরা প্রথম রাত্রিতে জ্যোৎস্না বোধ করি, এবং উহা যখন কৃষ্ণ পক্ষের শেষে সূর্য্যের পশ্চিমদিকে উদিত হয়, তখন শেষ রাত্রিতে জ্যোৎস্না হইয়া থাকে।

কোন২ দেশে শুক্ল-পক্ষীয় চন্দ্র-কলার কোটির অবস্থা উপলক্ষ্য করিয়াও বৎসরের ফল নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে; অর্থাৎ শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়া তৃতীয়া প্রভৃতি তিথিতে চন্দ্রকলার উভয় প্রান্ত কখন ঊর্দ্ধদিকে থাকে, কখন নিম্নভাগে অবস্থান করে, এবং কোন সময় সরলভাবেও প্রকাশ পায়। এক তিথিতে চন্দ্রকলার এ প্রকার বিভিন্ন ভাব সন্দর্শন করিয়া স্বভাবানভিজ্ঞলোকে নানাপ্রকার অমূলক কথার কল্পনা করে। কিন্তু উহাও কেবল প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে ঘটে। চন্দ্র সূর্য্যহইতে কোন২ সময়ে কিঞ্চিৎ উত্তর বা দক্ষিণদিকে গমন করায় উক্ত প্রকার ঘটনার উৎপত্তি হয়। কোন প্রজ্বলিত দীপের সম্মুখে পিণ্ডাকার কোন পদার্থকে ধারণপূর্ব্বক দেয়ালে ঠিক খণ্ড চন্দ্রের ন্যায় ছায়াপাত করিয়া উক্ত প্রকার অবস্থা ভেদ ঘটনার পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে। ঐ পিণ্ডাকার পদার্থকে দীপের সহিত সমান উচ্চ করিয়া ধরিলে উহার খণ্ড চন্দ্রাকার ছায়ার উভয় প্রান্ত ঊর্দ্ধভাগে থাকে; আর দীপাপেক্ষা ঊর্দ্ধে ধারণ করিলে প্রান্তদ্বয় নিম্নাভিমুখ হয়, এবং দীপের নীচে ধরিলে প্রান্ত দুটি সরলভাবে স্থিতি করে। এই চন্দ্রাকার-ছায়াপ্রান্তের ইতর-বিশেষ ঘটনাদ্বারা যদি মনুষ্যের কোন শুভাশুভ ঘটনা সম্ভব না হয়, তবে আকাশস্থ নবচন্দ্র-কলার অবস্থাভেদ ঘটনাদ্বারা কি প্রকারে মনুষ্যের মঙ্গলামঙ্গল ঘটিবে?

চন্দ্রের অপর দুই প্রকার ঘটনা সন্দর্শন করিয়াও দেশবিশেষবাসী অবোধ-লোকে অনেকপ্রকার অনর্থবাদ করিয়া থাকে। কখন২ শারদীয় পূর্ণিমার সময় চন্দ্র কএক দিন উপর্য্যুপরি এক সময়ে উদিত হইয়া থাকে। এই চন্দ্রের নাম "শস্য-চন্দ্র," অর্থাৎ শরৎকালে কৃষকেরা এই চন্দ্রালোক সহায় করিয়া স্বচ্ছন্দে শস্যের ছেদন ও আহরণাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারে; এবং কোন২ সময় চৈত্র মাস ও বৈশাখ মাসে মৃগয়াচন্দ্র নামক এক-প্রকার চন্দ্রের উদয় হয়। মৃগয়াশীল ব্যক্তিরা এই চন্দ্রালোকদ্বারা রাত্রিকালে নির্ব্বিঘ্নে স্বকার্য্য সাধন করে বলিয়া লোকে উহার নাম "মৃগয়াচন্দ্র" রাখিয়াছে। এই উভয় চন্দ্রের আশ্চর্য্য এই যে উহা প্রতি বৎসর এক সময়ে উদিত হয় না। চন্দ্র-বিষয়ক এই দুই প্রকার ঘটনাই নৈসর্গিক নিয়মানুসারে ঘটিয়া থাকে।

চন্দ্র সূর্য্য ও পৃথিবীর পরস্পর অবস্থান ভেদদ্বারা উক্ত দুই প্রকার অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়া থাকে;

ফলতঃ উহার সহিত মনুষ্যের অদৃষ্ট ফলাফল ঘটনের কোন সম্ভাবনা নাই।

ঋতুর পরিবর্ত্তনও বৎসরের মধ্যে এক পরমাদ্ভুত ব্যাপার। পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করণ সময়ে কি জন্যে যে নানা প্রকার ঋতুর পরিবর্ত্তন হয়, সাধারণ লোককে তাহার স্থূল তাৎপর্য্য অবগত করান আবশ্যক। গ্রীষ্মকালে সূর্য্য দুই প্রহরের সময় ঠিক আমাদিগের মস্তকের উপর থাকে, অর্থাৎ তৎকালে সূর্য্যের রশ্মি পৃথিবীর উপর ঠিক সরল রেখায় পড়ে বলিয়া পৃথিবীতে উত্তাপবৃদ্ধি হইয়া গ্রীষ্ম ঋতুর আবির্ভাব হয়; শীতকালে পৃথিবী কিঞ্চিৎ উত্তর দিকে সরাতে উহার উপর সূর্য্যের কিরণ ঠিক সমান ভাবে না পড়িয়া ঈষৎ তীর্য্যগ্ ভাবে পড়ে বলিয়া পৃথিবীতে উত্তাপের হ্রাস হইয়া শীত ঋতুর উৎপত্তি হইয়া থাকে। কি অগ্নি, কি রৌদ্র, যে কোন প্রকার তেজঃ পদার্থ হউক, ইহার কিরণকণাসমূহ যত সরল ভাবে পড়ে, ততই তেজের বৃদ্ধি হয়; আর যত বক্রভাবে পড়ে, ততই নিস্তেজ হইতে থাকে। অতএব সূর্য্য যখন সরল ভাবে পৃথিবীর উপর কিরণ বর্ষণ করে, তৎকালে গ্রীষ্মের উৎপত্তি হয়, আর, যে সময়ে উহার রশ্মি কিছু বক্রভাবে পৃথিবীতে আগমন করে তখন শীতের আবির্ভাব হয়। এই শীত-গ্রীষ্ম উভয় ঋতুর মধ্যে শরৎ ও বসন্ত কালের উৎপত্তি হইয়া থাকে। উহাও কেবল এক সৌর তেজোদ্বারা ঘটে। গ্রীষ্মাবসানে পৃথিবী ক্রমাগত যত উত্তরদিকে পড়িতে থাকে, তত ক্রমে সৌর তেজের হ্রাস হইয়া শরতের উৎপত্তি হয়; এবং শীতের পর ভূমণ্ডল যত অল্পে২ দক্ষিণদিকে যায়, ততই সূর্য্যের কিরণ সতেজঃ হইয়া বসন্ত ঋতুর উৎপত্তি করে। ঋতু-ভেদে দিবা-রাত্রিরও হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। গ্রীষ্ম-কালে দিবস ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়, এবং শীতকালে রাত্রির পরিমাণ অধিক হয়। এই ঘটনাও পৃথিবীর বার্ষিক গতিদ্বারা সম্পান্ন হয়।

একটি ঘূর্ণিত গোলার কোন স্থানে চিহ্ন করিয়া যদি কেহ কোন পদার্থের সহিত সমানভাবে একটি দীপ ধারণ করে; তাহা হইলে সেই চিহ্নিত স্থান ঘুরিতে২ একবার আলোক ও এক বার অন্ধকার প্রাপ্ত হয়; এবং আলোক ও অন্ধকার সমানরূপে ভোগ করে, অর্থাৎ যত ক্ষণ আলোক প্রাপ্ত হয়, ততক্ষণ অন্ধকার ভোগ করে। কিন্তু ঐ দীপ যদি উক্ত চিহ্নের অধোভাগে ধরা যায় তাহাহইলে ঐ চিহ্নিত স্থান অন্ধকারাপেক্ষা অধিক ক্ষণ আলোক ভোগ করে; ক্রমে দীপ যত ঊর্দ্ধে নীত হয়, ততই আলোকের অধিকার বৃদ্ধি হইতে থাকে, এবং ঐ দীপ যদি চিহ্নের নিম্নে স্থাপিত হয়, তাহা হইলে চিহ্নিত স্থানে অন্ধকারের ভাগ বৃদ্ধি হইতে থাকে; ক্রমে দীপকে যত নিম্ন করা যায় উক্ত চিহ্নিত স্থানে ততই অন্ধকার বর্দ্ধিত হয়। অতএব সূর্য্য যখন আমাদিগের উত্তরে থাকে, তখনই দিবায় আলোকের বৃদ্ধি হয়, এবং উহার দক্ষিণদিকে গতি আরম্ভ হইলেই আমাদিগের নিকট দিবসের ভাগ অল্প হইতে আরম্ভ করে। ঐ ঘূর্ণিত গোলাকার পদার্থের নিম্নভাগ পৃথিবীর দক্ষিণ কেন্দ্রবর্ত্তী স্থান ও ঊর্দ্ধভাগে ভূমণ্ডলের উত্তর কেন্দ্রবর্ত্তী স্থানের প্রতিরূপমাত্র।

শ্রী নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

উইল্ বর্ফোর্স্ জলপ্রপাত।

জলপ্রপাত।

ভূমণ্ডলে যে সকল বিস্ময়জনক নৈসর্গিক পদার্থ আছে, তাহার সমষ্টি করা দুষ্কর; ফলতঃ বিবেচনা করিয়া দেখিলে সকল পদার্থই আশ্চর্য্যজনক—সকল পদার্থই ভাবুক ব্যক্তির চিন্তাকর্ষণ করিতে পারে। পর্ব্বত হইতে নদীর পতন অতি সামান্য ব্যাপার বোধ হয়, পরন্তু প্রত্যক্ষে তাহাও আমাদিগকে অনির্ব্বচনীয় বিস্ময়-রসে অভিভূত করে। ঐ পতন সময়ে জলস্রোতঃ সম্মুখে পর্ব্বতাদি কোন উচ্চ পদার্থের বাধা আশু প্রাপ্ত হইলে ঐ প্রতিরোধক পদার্থের নিম্নে ঘূর্ণিত হইতে থাকে, নতুবা চারিদিকে বাধাবশতঃ হ্রদাকারে পরিণত হইয়া যায়। ক্রমে ঐ হ্রদ পরিপূর্ণ হইলে উদ্বৃত্ত জল হ্রদের যে পার্শ্ব নিম্ন থাকে, তাহা দিয়া নির্গত হয়, এবং উচ্চতা-নিবন্ধন ভয়াবহ বেগে তৎ-

পুরোবর্ত্তী উপত্যকায় উথলিয়া পতন-কালে অতি গম্ভীর শব্দ করিতে থাকে। ঐ ব্যাপার দর্শন করিলে বিস্মিত হইতে হয় এবং মুখহইতে বাক্য নিঃসৃত করা যায় না। জলের উল্লিখিত রূপ পতনাবস্থা জলপ্রপাতনামে প্রসিদ্ধ। এবম্ভূত জল প্রপাত পৃথিবীর পার্ব্বত্য স্থানে প্রায়ঃ দৃষ্ট হয়। ইউরোপ-খণ্ডে সাবয় ও সুইট্জরলণ্ডদেশে অতি উচ্চ২ জলপ্রপাত আছে। তাহার এক একটায় দুই সহস্র হস্ত ঊর্দ্ধহইতে প্রকাণ্ড২ জলরাশি পতিত হইয়া থাকে। আমরিকা-খণ্ডে তদপেক্ষাকত অদ্ভুত জলপ্রপাত আছে। তন্মধ্যে পর্য্যটকেরা উত্তরখণ্ডে বিংশতি ও দক্ষিণভাগে তিন সর্ব্বশুদ্ধ ত্রয়োবিংশ জলপ্রপাতের বিশিষ্ট অনুরাগ করিয়া থাকেন। চিত্রের অসম্ভাবহেতু আমরা ঐ সমস্তের উল্লেখ করণে উন্মুখ হইলাম না। কেবল উত্তর ভাগের উইল্বর্ফোর্স প্রপাতের একখানি প্রতিরূপ প্রস্তুত থাকায় তাহা অপর পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হইল।

সুমেরু মণ্ডলের বিখ্যাত ভ্রমণকারী কাপ্তেন ফ্রাঙ্কলিন্ সাহেব ইহাকে সন্দর্শন করিয়া এই রূপ বর্ণন করিয়াছেন, যথা

"আমরা তৎসময়ে হুড নদীদিয়া গমন করিতেছিলাম; তাহার স্থানে স্থানে শ্রোতের অত্যন্ত বেগ ও কোন২ স্থানে জলের অগভীরতাপ্রযুক্ত গমনের নানা প্রকার ব্যাঘাত ঘটনা হওয়াতে সমস্তদিন তাহার কূলে আমাকে পদ ব্রজন করিতে হইয়াছিল। সন্ধ্যাকাল আগত হইলে পর্ব্বতের একটা ফাটালে উপস্থিত হইলাম। ঐ ফাটালমধ্যে নদী অর্দ্ধক্রোশাধিক স্থান পরিভ্রমণ করে; তাহার উভয় পার্শ্ব প্রাচারের ন্যায় এবং অন্যূন সার্দ্ধশত হস্ত উচ্চ; এবং কোন২ স্থানে অত্যন্ত অপ্রশস্ত। নদী ঐ ফাটালদিয়া ভ্রমণ সময়ে গণ্ডশৈলের বাধাপ্রযুক্ত উচ্চহইতে হঠাৎ নিপতিত হয়, তাহাতেই দুই রম্য ও বিস্ময় জনক জলপ্রপাত সংঘটিত হইয়াছে। ঐ দুই জলপ্রপাত পরস্পর সন্নিকটস্থ। একটা অপর হইতে কিঞ্চিৎ উচ্চ। কেবল প্রপাত চত্বারিংশ হস্ত উচ্চ স্থানহইতে নিপতিত হয়, এবং নিম্নের প্রপাত তাহার তলহইতে প্রায় ৭০ হস্ত উচ্চস্থানহইতে পতিত হয়। নিম্ন প্রপাতের মধ্যে একটা গণ্ডশৈল থাকা প্রযুক্ত তাহা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। দেশহিতৈষিশ্রেষ্ঠ উইল্বাফোর্স সাহেবের নাম চিরস্মরণীয় করণার্থে আমি এই অদ্ভুত প্রপাতকে "উইল্বফোর্স জলপ্রপাত নামে নির্দ্দেশিত করিলাম।"

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

৫ পর্ব্ব] শকাব্দা ১৭৮০, মাঘ। [৫৮ খণ্ড।

আল্প্ পর্ব্বতে পরিভ্রমণ।

ইউরোপ-খণ্ডের মধ্যভাগে আল্প্ নামে প্রসিদ্ধ সুবিস্তীর্ণ ও সমুন্নত এক মহান্ পর্ব্বতশ্রেণী আছে। ফ্রান্স্-দেশহইতে ইটালী পর্য্যন্ত তাহার বিস্তার। তাহার প্রাকৃতিক সৌষ্ঠব অতি রমণীয়। কোথায় বা মহাদ্রুমসকল গগণস্পর্শী হইয়া ছায়া করিতেছে, কোথায় বা ক্ষুদ্রতরুসকল ফলপুষ্প ধারণ করত উদ্যানের শোভা সম্পাদন করিতেছে, কোন কোন ভাগ সপ্তবীথি হরিৎ খণ্ড পূর্ণ থাকিয়া লোকের মন ও নয়ন হরণ করিতেছে; পক্ষান্তরে কোন কোন শিখর সহস্র সহস্র হস্ত পর্য্যন্ত তুষার-রাশিতে আবৃত রহিয়াছে, তুষার দ্রব-নিবন্ধন কত কত বৃহৎ বৃহৎ নদী উৎপন্ন হইয়াছে; ও ক্রমশঃ তুষারপাতদ্বারা সেই সেই নদীর বেগ সম্পাদিত ও সংবর্দ্ধিত হইতেছে;—উচ্চভাগহইতে অপেক্ষাকৃত নিম্ন উপত্যকায় জলধারা পতিত হইয়া হ্রদ সমুৎপন্ন করিয়াছে; বস্তুতঃ আল্প্-পর্ব্বত-শ্রেণীর যে অংশে দৃষ্টি করা যায় সেই অংশেই তাহার অসাধারণ শোভায় চরিতার্থ হইতে হয়। অপর, নীহারবাহুল্য থাকাতে আল্প্-পর্ব্বত-শ্রেণীর শোভা বিস্ময়কর ও অত্যন্ত রমণীয় জ্ঞান হয়; এবং স্থিতি ও উচ্চতা নিবন্ধন এককালে উষ্ণকটীবন্ধ হইতে কেন্দ্র পর্য্যন্ত সকল ঋতুসমাবেশিত হইয়াছে। সুইট্জর্লণ্ড দেশে আল্প্ পর্ব্বত আছে। অনেকেই বলিয়া থাকেন, আল্প্ পর্ব্বত থাকাতে সুইট্জর্লণ্ড দেশ অতি শোভায়মান হইয়াছে। তন্নিমিত্তে পৃথিবী মধ্যে ইহাকেই কেবল বিচিত্র নৈসর্গিক শোভাসম্পন্ন দেশ বলিলেও বলা যায়। সুইট্জর্লণ্ড ও সাবয় দেশদ্বয়ে আল্প্ পর্ব্বতের যে অংশ আছে, তাহার দৃশ্য অতি চমৎকার; তাহাতে অনেক ও বিস্তীর্ণ চিরনীহারবাহ আছে।

সুইটজর্লণ্ড, টাইরল, এবং ইটালী দেশত্রয়ের কৃষিরা গ্রীষ্মাগমনে তাহাদিগের পালিত গো মহিষাদি পশুসকলকে তৃণাদি ভক্ষণ করাইবার নিমিত্ত আল্প্ পর্ব্বতের ক্ষেত্রে লইয়া গিয়া থাকে। ঐ ক্ষেত্রসকলের উচ্চতা প্রযুক্ত শীত কিম্বা

বসন্তের প্রথমাবস্থাতে তথায় বাস করা যায় না। কৃষকেরা তাহাদিগের ও পশুদিগের বাসার্থে কাষ্ঠের গৃহ নির্ম্মিত করে। কোন কোন স্থানে কৃষিরা সমস্ত গ্রীষ্মকাল অবস্থিতি করে, কেবল মাংসাদি আহারীয় দ্রব্য লইবার নিমিত্ত দুই একবার নিজ গৃহে আইসে। কৃষিরা প্রধানতঃ দুগ্ধ ও ছানাই আহার করিয়া থাকে। যখন তাহারা পর্ব্বতে যায় তখন তাহারা পৃষ্ঠে কিছু খাদ্য দ্রব্য ও নবনীত প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ভাণ্ড এবং মন্থান লইয়া যায়।

বিজন স্থানে বাস করিতে হইলে মনুষ্যের মনে যে বিষণ্নতা জন্মে, কৃষকদিগকে ঈদৃশাবস্থাতে যে তাহা বিলক্ষণ ভোগ করিতে হয় ইহা উল্লেখ করাই বাহুল্য, যেহেতু মনুষ্য সামাজিক জীব, সমাজহইতে স্বতন্ত্র থাকিতে হইলে সকলেই এই দুঃখের অনুভব করিয়া থাকে। বোধ হয় এই প্রযুক্তই দৈবাৎ কোন ভ্রমণকারী ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইলে ঐ রাখালেরা আতিথ্য-সম্পাদনে যৎপরোনাস্তি যত্ন প্রকাশ, এবং ঐ অতিথিদিগের সহিত বাক্যালাপ করিয়া চরিতার্থতা লাভ করে।

উপরে যে চিত্র মুদ্রিত হইল তাহাতে যেরূপে কৃষকেরা আল্‌প্‌ পর্ব্বতে ভ্রমণ করে তাহার প্রতিরূপ দৃষ্ট হইবেক।

বৎসর।

পৃথিবী বা সূর্য্য কিংবা কোন গৃহ কোন নির্দ্দিষ্টস্থান হইতে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়া যে সময়ের মধ্যে পুনর্ব্বার তথায় উপস্থিত হয় তাহাকে বৎসর বলা যায়। সুতরাং গৃহভেদে বৎসরের পরিমাণ ভেদ হইয়া থাকে। সামান্য ব্যবহারে পৃথিবী বা চন্দ্র বা সূর্য্যের গমনকেই বৎসর বলে; এবং তাহাতেও ভিন্ন ভিন্ন জাতির বৎসর-বিষয়ক ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। গ্রীক ভাষায় বৎসর বাচক শব্দের ব্যুৎপত্তি লভ্যার্থ বসন্তকাল; তন্নিবন্ধন পুরাকালে অনেক জাতীয় লোকেরা বসন্ত-ঋতুর আগমনের সহিত বৎসরের নির্দ্দেশ করিত। গ্রীক লাটীন ও হিব্রু এই ভাষাত্রয়ে অঙ্গুরীয় কিম্বা অন্য কোন গোল-রেখাজ্ঞাপক শব্দ বৎসর বাচক হয়। মিশরদেশীয়েরা বৎসরের জ্ঞাপনার্থ একটী সর্পকে কুণ্ডলির আকারে পরিণত করিয়া উহার লেজ উহার মুখমধ্যে প্রবেশিত করিয়া দেয়।

গগনমণ্ডলে সূর্য্যের দ্বাদশমাস পরিভ্রমণ কালে যে কাল্পনিক রেখা পড়ে তাহাই রাশিচক্র নামে খ্যাত। ঐ চক্র মণ্ডলাকার, এবং বোধ হয় তাহার অনুকরণ চিহ্ন বলিয়াই পূর্ব্বোক্ত সর্পমণ্ডলকে অনেকে বৎসর চিহ্ন বলিত। ঐ সর্পমণ্ডলকে অনন্তের চিহ্ন বলিয়া লক্ষিত করা হইয়া থাকে। মেষ বৃষ কর্কট ইত্যাদি দ্বাদশ রাশিবিশিষ্ট রাশিচক্রে সূর্য্যের পরিভ্রমণ ৩৬৫ দিন, ৫ ঘণ্টা ৪৮ পল ও ৪৮ অনুপলে সমাপ্ত হয়। তন্নিমিত্ত এই তাবৎ সময় "সৌর বৎসর" বলিয়া গণনীয়।

গগনমণ্ডলে যে সকল তারা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কতক গুলি ভ্রাম্যমান ও কতগুলি স্থির। ঐ সকল তারার মধ্যে সূর্য্যের ভ্রমণ হইয়া থাকে; সেই নিমিত্ত কোন নির্দ্দিষ্ট স্থির তারা-হইতে সূর্য্য প্রস্থান করিয়া তথায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে যে সময় অতীত হয় তাহাকে তারকা বৎসর বলে। "তারকা-বৎসর" সৌর বৎসরের অপেক্ষা ২০ পল ও ২৯ অনুপল অধিক।

কেহ কেহ দ্বাদশ পূর্ণিমাকে এক বৎসর কহিয়া থাকেন। ঐ বৎসরের নাম "চান্দ্র-বৎসর।" সাধারণ চলিত ও ব্যবহারসিদ্ধ বৎসর বাঙ্গালা-মতানুসারে ৩৬৫ দিন; মলমাস ঘটনা হইলে তাহার বৃদ্ধি হয়। ইংরাজদিগের মতেও সাধারণ বৎসর ৩৬৫ দিন, কেবল প্রত্যেক চতুর্থ বৎসরে এক দিন বৃদ্ধি হয়। ঐ বৎসরের নাম "লিপ" বৎসর। ইংরাজি ফিব্রুয়ারি মাস ২৮ দিন হইয়া থাকে; কিন্তু "লিপ" হইলে ২৯ দিন হয়। ইহাতে বাস্তবিক সৌর বৎসরের যে ৬ ছয় ঘণ্টা করিয়া সময় বাকী থাকে তাহা ঐ চারি বৎসরে এক দিন পূর্ণ হইয়া বৎসরের আরম্ভের এক স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকে। রোমক সম্রাট্ সিজরও ঐ রূপ এক ২ দিন বৃদ্ধি করিতেন, কিন্তু সে মল দিন মার্চ মাসে হইত।

পুরা কালে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়েরা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উপায় অবলম্বনদ্বারা সূর্য্য ও চন্দ্রের গতির অনুসারে বৎসর নিরূপিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন বটে; কিন্তু সময়ের বিভাগ তত্তদ্গতির অনুযায়িক ঠিক নির্দ্দেশ রাখিতে অসমর্থ হইয়া সামান্যতঃ কতগুলি অতিরেক দিন বৃদ্ধি করিয়া দিয়া বৎসর পূর্ণ করিতেন; যথা মিসরদেশে ৩৬৫ দিনে এক বৎসর হইত; প্রত্যেক বৎসর দ্বাদশমাসে বিভাজিত ছিল, ও প্রত্যেক মাস ৩০ দিনে পূর্ণ হইত। ত্রিশ দিনে এক মাস হইলে দ্বাদশমাসে ৩৬০ দিন হয়। অবশিষ্ট ৫ দিন বৎসরের শেষ মাসে বৃদ্ধি হইয়া বৎসরের সমতা রক্ষা হইত।

গ্রীক দেশীয় পণ্ডিত সোলনের নিয়মানুসারে

পূর্ব্বকালে গ্রীকজাতির বৎসরের দ্বাদশমাস ক্রমান্বয়ে ২৯ ও ৩০ দিন হইত; এবং ঊনবিংশ বৎসরের মধ্যে তৃতীয়, পঞ্চম অষ্টম একাদশ ষোড়শ এবং ঊনবিংশ বৎসরে এক ২ মাসের বৃদ্ধি হইত; সেই উপায়ে যে রাশিতে যে মাস হইবে তাহার বিশেষ অন্যথা হইত না।

গ্রীকদিগের মত প্রাচীন যিহূদিদিগের বৎসর-ও চান্দ্র ছিল; কিন্তু বিশেষ এই, তাহারা সৌর বৎসরের সহিত চান্দ্র বৎসরের একতারক্ষা করিবার নিমিত্ত বৎসরের শেষে একাদশ ও কখন কখন দ্বাদশ দিবস পর্য্যন্ত যোগ করিয়া দিত; এবং আবশ্যক মতে অতিরিক্ত এক মাসের বৃদ্ধি করিত। ইদানীন্তন যিহূদিদিগের বৎসর সচরাচর দ্বাদশ কখন কখন ত্রয়োদশ মাসেও হইয়া থাকে। এই নিয়মানুসারে তুর্কদিগের বৎসর নিরূপিত হয়।

রোম-রাজ্যের স্থাপনকর্ত্তা ও রাজা রমিউলস্ দশ মাসে বৎসর স্থির করিয়া দিয়াছিলেন। সকল মাসের দিন এক ছিল না, সর্ব্বশুদ্ধ ৩০৪ দিনে বৎসর হইত। এ রূপ বৎসর প্রকৃত চান্দ্র বৎসরের পঞ্চাশ দিন ও সৌর বৎসরের ৬১ দিন ন্যূন। রমিউলস্ ঐ আবশ্যকীয় দিন-সকল বৎসরের শেষে যোগ করিয়া দিতেন। তাঁহার পর রাজা নিউমা পম্পিলস্ দুই মাস বৃদ্ধি করিয়া দ্বাদশ মাসে বৎসর নিরূপিত করেন। তাহাতে ৩৫৫ দিনে বৎসর হয়। ঐ রূপ বৎসর চান্দ্র বৎসরের প্রায়ঃ এক দিন অধিক, এবং সৌর বৎসরের দশ দিন ন্যূন। রোমের সম্রাট্ জুলিয়স্ সিজর বৎসরের সংশোধন-বিষয়ে যত্ন করিয়াছিলেন। তিনি এইক্ষণকার মত মাসের দিন অবধারিত করিয়া দেন, এবং প্রত্যেক চতুর্থ বৎসরে মার্চ মাসে এক দিন বৃদ্ধি হইবেক এই রূপ নির্দ্দেশ করেন। পরন্তু নব প্রথা সম্যক্ রূপে প্রচরিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। পরে অগষ্টস্ বাদশাহ জুলিয়স্ সিজরের ইচ্ছানুসারী উক্ত প্রথা সুসিদ্ধ করেন। জুলিয়স্ সিজরের নামানুগত বৎসরের নাম জুলিয়ন্ বৎসর। ঐ বৎসর ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা পরিমিত। তাহাতে এই দোষ ছিল, যে প্রকৃত বৎসরের ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ পল ৪৮ অনুপল অপেক্ষা তাহা ১১ পল ১২ অনুপল অধিক হইত; সুতরাং ১৩১ বৎসরে ঐ জুলিয়ন্ বৎসরের একাদশ অধিক পল সমষ্টি হইয়া পূর্ণ এক দিন হইবেক। ইহাতে পোপ গ্রীগরী ইংরাজী ১৫৮২ অব্দে বৎসরের একাদশ দিন বাদ দিয়া তাহার সংশোধন করেন। গ্রীগরীর এই সংশোধিত প্রথা ইউরোপখণ্ডে প্রায়ঃ সকল দেশে চলিত হইয়াছে। কেবল রুশিআ ও অন্য কতিপয় স্থানে প্রাচীন প্রথা চলিত আছে।

পার্লিয়মেণ্ট নামক ইংরাজী ব্যবস্থাপক সভায় ১৭৫২ অব্দে পোপ গ্রীগরীকর্ত্তৃক শোধিত বৎসর নিয়মবদ্ধ হইয়া চলিত হয়। পূর্ব্বে ২৫ মার্চে বৎসর আরব্ধ হইত, ঐ নিয়ম হওয়া অবধি জানুয়ারি মাসহইতে বৎসরের আরম্ভ গণনা হইয়া থাকে।

খৃষ্টাব্দের ৬২২ বৎসরের ১৫ জুলাই মুহম্মদ মক্কা নগর হইতে মদিনায় পলাইয়া আইসেন; তৎপর দিবসহইতে মুসলমানদিগের হিজরা বৎসর গণনা হইয়া থাকে। হিজরা অব্দ চান্দ্রবৎসর; তাহা দ্বাদশ মাসে পূর্ণ হয়; প্রত্যেক মাস প্রতিপদহইতে আরব্ধ হয়, ইহাতে কোন মল মাস বা মল দিন নাই। এই নিমিত্ত হিজরা বৎসরের আরম্ভ ও শেষ এক ঋতুতে ঘটনা হয় না। সূর্য্য ও পৃথিবী যে লগ্নে এক গ্রহস্থ হয় তাহাকেই বৎসর বলা যায়। সেই বৎসর ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা ও ১১ মিনিটে হয়। চান্দ্র বৎসর ৩৫৫ দিনের সমষ্টি; সুতরাং এক বৎসর এক ঋতুতে ও তৎপর বৎসর অপর এক

ঋতুতে আরব্ধ হয়। মুসলমানদিগের মহরম যে কখন শীত কালে কখন গ্রীষ্মকালে কখন বর্ষায় এবং কখন বা বসন্তে হইয়া থাকে, ইহাই তাহার কারণ। মুসলমানদিগের মাস ক্রমান্বয়ে ২৯ ও ৩০ দিন হইয়া থাকে, তাহাতে ৩৫৪ দিনে বৎসর হয়। তাহাদের বৎসর সুতরাং চান্দ্রবৎসরেরও প্রায়ঃ এক দিন কম হইল। ঐ দিন পূর্ণকরণার্থে তাহারা ৩০ বৎসরের মধ্যে দ্বিতীয়, পঞ্চম, সপ্তম, দশম, ত্রয়োদশ, পঞ্চদশ, অষ্টাদশ, একবিংশ, চতুর্বিংশ, যড়্বিংশ, এবং ঊনবিংশ এই একাদশ বৎসরের শেষ মাসে এক২ দিন অধিক সমাবেশিত করে; তাহাতেই চান্দ্রবৎসর প্রায়ঃ পূর্ণ হয়। এইরূপে তিন সেকণ্ডের অধিক অন্যথা হয় না। ২২৩০ বৎসরে ঐ সকল সেকণ্ড একত্র হইয়া প্রকৃতচান্দ্র বৎসরের এক দিন অধিক হইবেক।

হিন্দুদিগের জ্যোতিশ্-শাস্ত্রের প্রাথমিক অবস্থায় সৌর রাশিচক্র স্থির হইবার পূর্ব্বে নাক্ষত্র বৎসর ছিল। তখন অশ্বিনী-নক্ষত্রহইতে বৎসরের আরম্ভ নিরূপিত হইত। এই নিমিত্তই সত্য যুগের আরম্ভে আশ্বিন মাস নির্দ্দিষ্ট হয়। তাহার কিয়ৎ-কাল-পরে রাশিচক্র নির্দ্দিষ্ট হইলে ব্যক্ত হইল যে নক্ষত্র ও রাশিচক্র ঐ দুই চক্রের কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানহইতে সূর্য্য ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলে বৎসরের শেষে উভয়ে সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে এক সময়ে প্রত্যাগমন করে না। ঐ কালভেদের ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া ২৪৭ মাসের শেষে এক মাসের ভেদ ঘটে; সুতরাং সেই সময়ে আর অশ্বিনীনক্ষত্রে বৎসর আরম্ভ না হইয়া কার্ত্তিক মাসে আরম্ভ হয়। এই প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রত্যেক ২৪৭ বৎসরে এক২ মাস পশ্চাৎ হওয়াতে ক্রমশঃ ২৩৫৮ বৎসরে বৈশাখ মাসে বৎসরের আরম্ভ ঘটনা হইয়াছে। ঐ অবধি হিন্দুরা রাশিচক্র স্থির করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

নর্ম্মদানদীর দক্ষিণ ও বোম্বাই বাঙ্গালা এবং নেপাল এই সকল দেশে হিন্দুদিগের সৌর বৎসর প্রচলিত আছে। আমাদিগের মধ্যে কএকটী বিশেষ অব্দের ব্যবহার আছে। তন্মধ্যে সংবৎ, বঙ্গাব্দ, কলিযুগাব্দ ও শকাব্দ প্রধান। ৪৯৯১ বৎসরে কলিযুগাব্দ আরম্ভ হয়। রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকালাবধি সংবৎ আরব্ধ হয়। বঙ্গদেশে বৈদ্য রাজাদিগের রাজ্যকালহইতে বঙ্গাব্দের আরম্ভ। শালিবাহন রাজার সময়হইতে শকাব্দ গণনা করা যায়।

হিন্দুদিগের এক্ষণকার বৎসর গণনার নিয়ম কি প্রাচীন কি নব্য অন্য কোন জাতীয়দিগের সহিত ঐক্য হয় না। ইহাদিগের সাধারণ বৎসর দ্বাদশ মাসে বিভক্ত। প্রত্যেক মাস চন্দ্রের উদয়কালে প্রতিপদ্ হইতে গণনা করিলে বৎসর ৩৫৫ দিনাত্মক হইবেক। এই চান্দ্র বৎসর সৌর বৎসরের সহিত দশ দিনের কিঞ্চিৎঅধিক অন্তর। প্রত্যেক বৎসরের দশ দিন লইয়া তিন বৎসরের অন্তরে এক মাসের বৃদ্ধি হয়, ঐ মাসকে মলমাস বলা যায়। মলমাস না থাকিলে বৎসরের আরম্ভ এককালে সম্ভাবিত হয় না। সৌর বৎসর অব্যবহিত পূর্ব্বগত অমাবস্যাতে আরব্ধ হইয়া থাকে, তাহাতে সৌর চৈত্র মাস ৩০ শে বা ৩১ শেতে শেষ হয়। সৌর ও চান্দ্র মাসের একতা রক্ষার নিমিত্ত উভয়েই এক নামে বিখ্যাত হয়। তাহার নিয়ম এই যে সৌর মাসে যে অমাবস্যা পড়ে, সেই মাসের নামে চান্দ্র মাস প্রসিদ্ধ হয়। অতএব যখন সৌর মাসের প্রথমে ও শেষে দুই প্রতিপদ্ ঘটে, তখন প্রথমের প্রতিপদ্হইতে এক মাসের নাম সমকালিক চান্দ্র উল্লিখিত হয়। অপর প্রতিপদ্হইতে যে মাস হয় তাহার নাম মলমাস হয়।

সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতে মলমাস কোন ন্যায্য মাসের মধ্যে নিবেশিত করিতে হইলে ঐ উভয় মা-

সের চারিপক্ষের প্রথম কৃষ্ণপক্ষ ও দ্বিতীয় শুক্ল-পক্ষ ন্যায্য মাস; প্রথম শুক্ল পক্ষ ও দ্বিতীয় কৃষ্ণ পক্ষ মলমাস বলিয়া গণ্য হয়। এরূপ ঘটিয়া থাকে যে ১৬০ বৎসরের শেষে ছয় সৌর মাসের কোন এক মাসে অমাবস্যা থাকে না। তৎকালে সূর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হন ও মাস ক্রমান্বয়ে ২৯ ও ৩০ দিনাত্মক হয়। সেবার ঐ মাসের নাম উঠিয়া যায়; কিন্তু সেই বৎসরেই দুই মাসের প্রত্যেকে দুইবার অমাবস্যা হয়। সুতরাং তাহা দুই মাস বলিয়া গণ্য হয়। এই প্রকার ক্ষয় ও পূরণকে অধিক সংবৎসর ও ক্ষয় সংবৎসর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা যায়।

পূর্ব্বে কলিযুগাব্দ ও শকাব্দের উল্লেখ হইয়াছে। এক্ষণে বিক্রমাদিত্যের সংবৎ অব্দের বিশেষ উল্লেখ করা যাইতেছে। বিক্রমাদিত্যের অব্দ সংবৎ বলিয়াই প্রসিদ্ধ। শালিবাহনের ১৩৫ বৎসর পূর্ব্বে তিনি উজ্জয়িনীতে রাজা ছিলেন। গত কলির ৩০৪৪ বৎসরে ও খৃষ্টাব্দের ৫৭ পূর্ব্বে সংবৎ আরব্ধ হয়। হিন্দুস্থান ও তৈলঙ্গ দেশে সংবৎ বহুল রূপে প্রচলিত আছে; বাঙ্গালা দেশে তাদৃশ ইহার ব্যবহার নাই।

কর্ণেল টড সাহেব সোমনাথের মন্দিরে এক অনুশাসন পত্র প্রাপ্ত হন। তাহাতে বল্লভী অব্দ লিখিত ছিল। সংবৎ অব্দের সহিত ইহার নৈকট্য আছে; বিক্রমাদিত্যের ৩৭৫ বৎসরে ইহা আরব্ধ হয়। সংবৎ ৮০২ বর্ষে বল্লভী অব্দ উঠিয়া যায়। গোহিল জাতির মধ্যে শিব-সিংহ-সংবৎ ব্যবহৃত ছিল। পরন্তু তাহার ব্যবহার সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ নহে।

মাদক দ্রব্য।

তামাক।

মনুষ্য যদ্যপি কর্ম্মেন্দ্রিয়-বিহীন হইত, তাহাহইলে ঐহিক কার্য্যে তাহার কোনমাত্র উদ্যম থাকিত না; যে কোন অবস্থায় সে সন্তুষ্টমনে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। তখন জড়ের ন্যায় এক স্থানে সমস্ত জীবন যাপন করিলে তাহার আনন্দের কিছুমাত্র লাঘব হইত না। কর্ম্মেন্দ্রিয় সেই জড়াবস্থার বিরোধি তাহাদের অনুরোধেই মনুষ্য সাংসারিক কর্ম্মের অনুধাবন করে, এবং যে পরিমাণে ঐ ইন্দ্রিয়সকলের সন্তৃপ্তি বা বিতৃপ্তি সাধন করিতে পারে তদনুসারে সুখের বা দুঃখের অনুভব করিয়া থাকে। অতএব ঐ ইন্দ্রিয়কেই কায়িক সুখের মুখ্য কারণ বলিয়া মানিতে হইবে—তদভাবে সমস্ত পৃথিবী নিস্তব্ধ হইত, সন্দেহ নাই।

প্রস্তাবিত ইন্দ্রিয়সকলের মধ্যে ক্ষুধা-তৃষ্ণাই মুখ্য; তাহাদের অনুরোধে মনুষ্য যে পর্য্যন্ত্য পরিশ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করে, অন্য কোন অনুরোধে সে পর্য্যন্ত যাতনা সহ্য করে না; ফলতঃ উদরই সকল কার্য্যের মূল, এবং তাহার পরিচর্য্যা-করাই দেহির প্রধান উপাসনা। এই উদর-দেবের উপাসনায় যে সকল উপকরণ সমাহৃত হইয়া থাকে তাহার সহিত মনুষ্যের প্রয়োজনীয় অন্য কোন পদার্থের তুলনা হইতে পারে না। খনিজ উদ্ভিজ্জ জীবজ সকল পদার্থহইতেই তাহার সমাহরণ হইয়া থাকে; জীবমাত্রেই তাহার আয়োজনে বিব্রত; সর্ব্বত্যাগী বাণপ্রস্থ ঋষিও আয়াসপূর্ব্বক একান্ততঃ গলিত পত্র ভক্ষণ করিয়া থাকেন। সকলেই কিপ্রকারে জঠর দেবের উপকরণ সমাহৃত হইবে তদ্বিষয়ে সপ্রযত্ন আছেন—এমত কেহই

নাই যে উদর-দেবের উপাসনায় বিমুখ হইয়া থাকে।

এই উপকরণদ্বারা উদর-দেবের উপাসনায় ফল-দ্বয়ের কামনা করা হইয়া থাকে; প্রথমতঃ অন্নপানদ্বারা শরীরের পুষ্টিসাধন; দ্বিতীয়তঃ মাদক-দ্রব্যদ্বারা মনের সন্তৃপ্তি সাধন ও তৎ-প্রভাবে মনহইতে দুঃখের বিমোচন ও নিদ্রার উৎপাদন। উদর-সেবায় এই দুই ভিন্ন অন্য কোন কামনা নাই। ইহা অনায়াসেই অনুভূত হইতে পারে যে আহারের প্রধান উদ্দেশ্য শরীরের পুষ্টি; তাহার সহিত দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের তুলনা হইতে পারে না; পরন্তু মাদক দ্রব্যের লালসা সামান্য বলবতী নহে; তাহাতে মনুষ্য-মনকে যে কি প্রকার বশীভূত করে তাহার সম্পূর্ণ বর্ণনা করা দুষ্কর; প্রায়ঃ সকলেই কোন না কোন মাদক দ্রব্যের বশীভূত আছে; অতি অল্প লোকে তাহার পাশহইতে আপনাকে বিমুক্ত করিতে পারে। একথার প্রমাণার্থে আমাদিগকে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হইবেক না। জনসমাজে দৃষ্টি করিবা মাত্র সকলেই ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাইতে পারেন। দেখুন ইউরোপ-খণ্ডের সর্বত্র মদ্যের ব্যবহার আছে; তত্রত্য স্ত্রী পুরুষ সকলেই অবাধে মদ্যপান করিয়া থাকে। চীন ও নেপাল দেশের ২০ কোটি প্রজা প্রায়ঃ সকলেই অহিফেন সেবন করে। তাতার-দেশে অশ্বীদুগ্ধে এক প্রকার মদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাই তত্রত্য সকলের পেয়। সিবিরিয়া-দেশে এক জাতীয় ছত্রক (কোঁড়ক, বেঙের ছাতা) জন্মিয়া থাকে; তাহার উন্মাদিকা শক্তি আছে; এই প্রযুক্ত তাহা দেশের সর্বত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে; সকলেই ঐ কোঁড়ক ভক্ষণ করিয়া শোক-দুঃখের নিবারণ ও আনন্দের অনুভব করে। ঐ পদার্থের এমত এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে যে যখন মনুষ্য তাহার ক্রমে অবিভূত থাকে তখন তাহার মূত্রেও উন্মাদিকা শক্তি বর্ত্তমানা হয়, সুতরাং তাহার পানে মদ্য পানের ফল-প্রাপ্তি হইতে পারে। ঐ প্রকারে এক জনের কোঁড়ক ভক্ষণে অনেকে পরস্পরের মূত্র সেবনে উন্মত্ত হইতে পারে। অত্যন্ত মদ্য-প্রিয় দীন ব্যক্তিরা এই প্রযুক্ত এক দিন কোঁড়ক ভক্ষণ করত তাহার পর তিন চারি দিবস আপন২ মূত্রেই তাহাদের জঘন্য প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি করে। পারস্য আরব্য ও তুর্কদেশে "হশ্ হশ্" নামে প্রসিদ্ধ এক প্রকার প্রবল সম্বিদা আছে, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র সেবন করিলে মনুষ্য সকল দুঃখ বিস্মৃত হইয়া কিয়ৎকালের নিমিত্ত বিমুগ্ধাবস্থায় অপর্য্যাপ্ত কাল্পনিক সুখে আবৃত থাকে। দক্ষিণ আমরিকায় ঘৃতকুমারী-বৃক্ষের সদৃশ এক প্রকার বৃক্ষের রসে মাদক দ্রব্য প্রস্তুত হয়। তাহাই তত্রত্য আদিম প্রজাদিগের ব্যবহার্য্য; স্ত্রী পুরুষ বালক কাহার প্রতি তাহা নিষিদ্ধ নহে, এবং কেহও তাহার সেবনে বিমুখ হয় না। এতদ্ভিন্ন উত্তর ও দক্ষিণ আমরিকায় মদ্যের অতি বহুলব্যবহার আছে। আফরিকাখণ্ডে তাড়ীর ব্যবহার যথেষ্ট, পরন্তু মদ্যও সামান্য রূপে গণ্য নহে। প্রতি বর্ষে যে পরিমাণে তথায় মদ্য প্রস্তুত ও নীত হয় তাহার সমষ্টি করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হইবে।

ভারতবর্ষে মদ্যের বহুল ব্যবহার নাই। পরন্তু হিন্দুরা মাদকদ্রব্যে বিমুখ নহেন,; অতি প্রাচীন কালাবধি তাঁহারা কোন না কোন মাদক গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। সত্য-যুগাদি পূর্বকালে সোমরস আমাদিগের প্রধান পেয় ছিল। তাহা যে অত্যন্ত বিহ্বলকর, বেদে তাহার প্রমাণ ভূরি ভূরি প্রাপ্ত হওয়া যায়। অপর ঐ সোমরস শোধনের নিয়মদৃষ্টে অনায়াসেই ব্যক্ত হয়

যে পরিশোধিত সোম বলবৎ মদিরা; তাহার পানে অবশ্যই উন্মত্ততা হইতে পারে। সামবেদে ও তাহার ভাষ্যে দৃষ্ট হইতেছে যে সোমলতা আনয়ন করিয়া প্রথমতঃ তাহা পেষিত করিতে হয়। পরে ঐ পেষিত লতা ছাগলোমের বস্ত্রে রাখিয়া কিঞ্চিৎ জল সংযুক্ত করত নিষ্পীড়িত করা আবশ্যক। ঐ নিষ্পীড়নে যে রস নির্গত হয় তাহা দ্রোণকলসে * রাখিয়া ঐ কলস যজ্ঞবেদীর যোনিদেশে সংস্থাপিত করা কর্ত্তব্য। তদনন্তর ঐ কলসে যব ঘৃত ও নীবার নামক তৃণধান্যের চূর্ণ নিক্ষিপ্ত করিয়া নয় দিবস তদবস্থায় রাখিতে হয়। তাহা হইলেই যব ও নীবার অন্তরোৎসেক প্রাপ্ত হইয়া সুরা-রূপে পরিণত হয়। এই সুরার নাম শোধিত-সোম। তাহা যজ্ঞে আহুতি দিবার নিমিত্ত দ্রোণকলসহইতে স্রুচদ্বারা ও যাজ্ঞিক পুরুষদিগের পানের নিমিত্তে চমসদ্বারা * গৃহীত হইত। এই প্রক্রিয়ার সহিত বিয়র্ নামক ইংরাজি মদ্য প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়ার তুলনা করিলে ব্যক্ত হইবে যে পরিশোধিত সোম ও বিয়র্ মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই। ইংরাজি গ্রন্থে লিখিত আছে যে অঙ্কুরিত যবকে ঈষৎভর্জ্জিত করিয়া পরে "হপ" নামক এক প্রকার বীজের সহিত সিদ্ধ করিয়া কাষ্ঠ-পাত্রে এক বা দুই সপ্তাহ রাখিলে যব অন্তরোৎশেকে সুরারূপে পরিণত হয়; ঐ সুরার নাম বিয়র্। এই প্রকরণে সোমলতার পরিবর্ত্তে হপ ব্যবহার করাই প্রধান পার্থক্য; পরন্তু ঐ উভয় দ্রব্যের ব্যবহারের উদ্দেশ্য এক। উভয় প্রক্রিয়ায় যবহইতেই মদ্য প্রস্তুত হয়; কিন্তু তাহা বহুকাল স্থায়ী নহে; অল্পকালের মধ্যে অম্লরূপে পরিণত হয়। সেই অম্লত্ব-বারণের নিমিত্ত হপ বা সোমরস দেওয়া হইয়া থাকে; সুতরাং তাহাদের ব্যবহারের উদ্দেশ্য তুল্য হইল। বিয়র্ প্রস্তুত করিতে যব সিদ্ধ করিবার রীতি আছে, কিন্তু তাহা সিদ্ধ না করিলেও মদ্য হইবার ব্যাঘাত হয় না; কেবল পরিমাণের লাঘব হয়।

কালে এই সোমলতার ব্যবহার রহিত হইলে বারুণী গৌড়ী পৈষ্টী মাধ্বী প্রভৃতি নানা সুরার ব্যবহার ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধ হয়; কিন্তু হিন্দুরা স্বভাবতঃ সুরানুরাগী নহে; বিশেষতঃ গ্রীষ্ম-প্রধান-দেশে উত্তেজক সুরা মনুষ্যের বিশেষ মনোনীত হয় না। বায়ুর ক্রমে ও সূর্য্যের উত্তাপেই লোকে বিশ্রান্ত হইয়া পড়ে, তাহার পর সুরা সেবনদ্বারা শরীরের উত্তাপবৃদ্ধি করা প্রিয়কল্প নহে। তাহার পরিবর্ত্তে গ্রাহী * দ্রব্য গ্রহণদ্বারা শরীরের সাম্যতা স্ফূর্ত্তি এবং নিদ্রার আবেশ সাধন করা অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ বোধ হয়। এই প্রযুক্ত এবং ধর্ম্ম শাস্ত্রের অনুশাসন বশতঃ এতদ্দেশে সুরার অনাদর ও গ্রাহীদ্রব্যের সমাদর বৃদ্ধি হইয়াছে। সেই কারণেই এতদ্দেশে অহিফেন, সম্বিদা, গাঁজা, চরস্ প্রভৃতি অনেক মাদক দ্রব্যের চলন দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন অনেক দুর্ব্বল মাদকও আমরা সর্ব্বদা ব্যবহার করি। ঐ সকল দ্রব্যের শক্তি আশু ব্যক্ত হয় না বলিয়া অনেকে তাহাদিগকে মাদক বলিতে সম্মত হয়েন না; পরন্তু তাহারা যে যথার্থ মাদক ইহাতে কোন মাত্র সন্দেহ নাই। এই দুর্ব্বল গ্রাহী দ্রব্যের মধ্যে আমরা তাম্রকূটক ও পান এবং গুবাককে নির্ণীত করি। বিচার করিলে তাহাদের উন্মাদিকা শক্তি আছে ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না; এবং আমরা যে সেই শক্তির সম্ভোগার্থেই তা-

* এই সকল পাত্র খদির-কাষ্ঠে প্রস্তুত করা প্রশস্ত; পরন্তু অন্য কাষ্ঠে-প্রস্তুত করিলে সোমশোধনের ব্যাঘাত হয় না। ১২৮ সের পরিমিত বৃহৎ পাত্রের নাম দ্রোণ কলস।

* যে সকল দ্রব্যে সুরা নাই অথচ মাদক শক্তি, বিশেষতঃ নিদ্রাজনকত্ব, আছে তাহাদিগকে গ্রাহী দ্রব্য কহে। তাহাদিগকে মাদক দ্রব্য কহারও রীতি আছে।

হাদের সেবন করি; ইহার প্রমাণার্থে এস্থলে এইমাত্র বক্তব্য যে তাহা না হইলে ঐ কুস্বাদ-পদার্থের ব্যবহারে আমরা কদাপি ব্যগ্র হইতাম না। এই সকল পদার্থের আলোচনায় জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা আছে; এবিধায় উপস্থিত প্রস্তাবে তামুকুটের আলোচনা করা যাইতেছে; ভবিষ্যতে অন্যান্য দ্রব্যেরও আলোচনা হইতে পারে।

কথিত আছে তামাক প্রথমতঃ উত্তর আমরিকা খণ্ডে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তথাহইতে ইহা পৃথিবীর অন্যত্র নীত হইয়াছে। * স্পেন-দেশীয়েরা উত্তর আমরিকাহইতে তাহা স্পেন-দেশে আনয়ন করে। পরে নিকট-নামা এক ব্যক্তিদ্বারা ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে তাহা ফ্রান্সদেশে নীত হয়; তদনন্তর ইংরাজি ১৫৮৩ অব্দে লার্ড ড্রেক ও অন্যান্য কতিপয় ব্যক্তি তাহা ইংলণ্ডে লইয়া আইসেন। তৎপরে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তাহা তুরুষ্ক ও আরব্যদেশে আনীত হয়। এই রূপে ক্রমশঃ তামাকের প্রচার ও ব্যবহার আরব্ধ হইয়া অধুনা ইউরোপ, আশিআ আফরিকা ও আমরিকা এই খণ্ডচতুষ্টয়ের প্রায়ঃ সর্ব্বত্রই তাহা প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

জনসমাজে তামুকুটক এক প্রকারে ব্যবহৃত হয় না। প্রত্যেক দেশেই ব্যক্তিভেদে তদ্ব্যবহাররীতির স্বাতন্ত্র্য আছে। কোন জাতি নস্য করিয়া, কেহ চর্ব্বণ করিয়া, অপরে অগ্নি সংযোগ করত ধূম্রপানপূর্ব্বক তাহার ব্যবহার করিয়া থাকে। পরন্তু এই তিন প্রকারের যে কোন রূপে ব্যবহার করা হউক তামুকুটের ফল এক প্রকারই উপলব্ধ হয়।

তামাক সেবনে যে কি বিশেষ ফললাভ হয় অনেকেই তাহার পর্য্যালোচনা করেন না; কিন্তু কোন প্রকার ফল বোধ না হইলেই বা অসংখ্য লোককর্ত্তৃক ইহা আদৃত ও সেবিত হইত না। ফলতঃ তামুকুটের সেবনে মনোমধ্যে শান্তি ও সুস্থতা জন্মে, এবং দুঃখের দমন হয়; এই নিমিত্ত সভ্য ও অসভ্য সকল জাতির মধ্যেই ইহা সেবনীয় হইয়াছে।

তামাকের ভুরি ধূম্রপানে বিশেষতঃ অভ্যাস না থাকিলে উদ্গার নিসৃত হয়, বমন ভেদ ও শরীর কম্পিত হয়, পক্ষাঘাত রোগ জন্মে, অধিকন্তু মৃত্যু পর্য্যন্ত ও ঘটিবার সম্ভাবনা। পরন্তু প্রকৃতি ও ধাতুবিশেষে এই সকল উপদ্রবের তারতম্য হইয়া থাকে। ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইয়াছে ধূমপান করিলে যেরূপ ফল লাভ হয়, তামাক চর্ব্বণ করিলেও সেই রূপ ফল লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু ধূমপানের সহিত যে বাষ্প শরীর গত হয় তাহা অধিকতর প্রবেশশীল, এই প্রযুক্ত তামাকচর্ব্বণাপেক্ষা ধূমপানে উহার ক্রম অধিক বোধ হয়।

এবং চর্ব্বণাপেক্ষা নস্যে লঘু জ্ঞান হয়। তামাক চর্ব্বণ করিলে অথবা ধূমপান করিলে যে ক্রমবশতঃ মুখে লালার বৃদ্ধি হয়, নস্য গ্রহণ করিলে সেই ক্রম-প্রভাবে হাঁচি হয়, শ্লেষ্মা ক্ষরে, ঘ্রাণশক্তির তীক্ষ্ণতা নষ্ট হয়; স্বরের পরিবর্ত্তন ঘটে ও অগ্নির মান্দ্য জন্মে।

এই সকল বিশেষ ২ ফল তামাকস্থ ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে উৎপন্ন হয়; অতএব তাহার পরিজ্ঞান না হইলে তামাকের ধর্ম্ম উত্তমরূপে বুদ্ধিগ্রাহ্য হইতে পারে না। ঐ পদার্থমধ্যে দুই প্রকার তৈল এবং এক প্রকার খারই প্রধান; এবং ঐ তিন পদার্থহইতেই তামাকের প্রধান শক্তি সকল উৎপন্ন হয়।

প্রথম; বায়ুপরিণামী তৈল। তামুকুটের পত্র

* পরন্তু ইদানীন্তন অনেক পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন যে চীনদেশে অতি পূর্ব্বকালহইতে তামাকের ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। ঐ চীনদেশহইতে ভারতবর্ষে তামুকুট নীত হইয়া থাকিবেক। অপর চীনদেশীয় তামুকুটে বৃক্ষের সহিত আমরিকার তামুকুট বৃক্ষের বিসাদৃশ্য আছে।

জলে মিশ্রিত করিয়া নির্য্যাসিত করিলে এক প্রকার বায়ুপরিণামী তৈল পদার্থ নির্গত হয়। ঐ পদার্থ জমিয়া যায় ও নির্য্যাস নির্গত জলের উপর ভাসে। তামাকের মত এই পদার্থের গন্ধ ও ইহার স্বাদ তীব্র। ইহার ঘ্রাণে হাঁচি আইসে, আর উহা উদরস্থ হইলে মাথা ও শরীর ঘূর্ণিত হয়, ও বমন উঠে। ঐ পদার্থ অত্যন্ত বলবৎ এক আনা পরিমিত তামাকে যে পরিমাণে ঐ পদার্থ থাকে তাহাতেই পীড়াকর হয়; অথচ অর্দ্ধ সের পত্র নির্য্যাসিত করিলে দুই যব পরিমিতমাত্র ঐ তৈলপদার্থ নির্গত হয়। ঐ তৈল বায়ু-পরিণামী, অর্থাৎ অগ্ন্যুত্তাপে বায়ুরূপে পরিণত হইতে পারে, সুতরাং তাম্রকুটের ধূম পান-করণ-সময়ে তাহা ধূমের সহিত মুখাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া মনুষ্যদেহে তাহার ক্রম প্রকাশ করে।

দ্বিতীয়; ক্ষার। / যদি গন্ধক-দ্রাবকদ্বারা জল অল্প পরিমাণে অম্ল করিয়া তাহাতে দোক্তা প্রথমতঃ সিক্ত করা যায় ও পরে কলিচূর্ণের সহিত নির্য্যাসীকৃত করা যায়, তাহা হইলে এক প্রকার বায়ুপরিণামী তৈলবৎ বর্ণহীন ক্ষার নির্গত হয়, ঐ ক্ষার জলাপেক্ষা গুরু। তামাকের ন্যায় ইহার গন্ধ। আস্বাদন কটু। ইহার মাদকতাশক্তি ও গরলতা গুণ অত্যন্ত প্রখর। ইহার এক-বিন্দু-পরিমিত পদার্থে এক কুকুর হত হয়। ইহার গন্ধ এ রূপ তীক্ষ্ণ যে গৃহে এক বিন্দু বাষ্পীভূত হইলে সেস্থানে শ্বাস ক্রিয়া সম্পন্ন করাই দুর্ঘট। শুষ্ক দোক্তা পত্রে ২ হইতে ৮ ভাগ পর্য্যন্ত এই দ্রব্য আছে।

তৃতীয়; পুষ্ট তৈল। তামাক পোড়াইলে অথবা তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিলে উপরি উক্ত দুই পদার্থ ব্যতিরেকে অপর এক প্রকার তৈল নির্গত হয়। সে তৈলের আস্বাদ তিক্ত। তাহাতে ভয়ঙ্কর বিষদোষ আছে। বিড়ালের জিহ্বাতে তাহার এক বিন্দু দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে বিড়াল তৎক্ষণাৎ কাঁপিতে লাগিল, এবং দুই মিনিটের মধ্যে মৃত হইল। বিনিগর অর্থাৎ সিরকাদ্বারা ধৌত করিলে এই স্নেহ পদার্থের বিষদোষ নষ্ট হয়। এই তিন পদার্থ ও অপর কিঞ্চিৎ পুষ্ট পদার্থ একত্র জমিয়া হুঁকার কাট হইয়া থাকে।

এই তিন পদার্থের ধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া দেখিলে পাঠকবৃন্দ অনায়াসে জানিতে পারিবেন, যে কি প্রকারে তামাক সেবন করিলে তাহার ধর্ম্ম মনুষ্যদেহে প্রখররূপে ব্যাপ্ত হইতে পারে। উক্ত পদার্থত্রয়ই বায়ুপরিণামী অর্থাৎ উত্তাপে বায়ুরূপে পরিণত হয়; সুতরাং তামাকের ধূম পান করিলেই তাহা দেহে অনায়াসে প্রবিষ্ট হয় ও সত্বরে আপন ক্রম প্রকাশ করে। পরন্তু বায়ুপরিণামী বস্তু শীতল হইলে বায়ুরূপ পরিত্যাগ করিয়া দ্রব হয়, অতএব হুঁকার তাঁমাক দগ্ধ হইয়া যে পরিমাণে উপরোক্ত তৈল ও ক্ষার জন্মে তাহার কিয়দংশ হুঁকার জলে মিশ্রিত থাকে; অল্পাংশমাত্র মুখে আইসে; সুতরাং তামাকের ক্রম লাঘব হয়। হুঁকার নল দীর্ঘ হইলে উক্ত পদার্থত্রয়ের কিয়দংশ জলে ও কিয়দংশ নলে লাগিয়া থাকে এই প্রযুক্ত দীর্ঘ নলে ও আল্‌বোলায় তামাকের স্বাদ মৃদু-বোধ হয়। হুঁকায় জল না থাকিলে তামাকের শক্তি প্রবল হয় এ নিমিত্ত লোকে তাহাকে কড়া বলে।

চুরটের শেষ পর্য্যন্ত পোড়াইয়া ধূমপান করিলে তাম্রকুট দাহনের আনুষঙ্গিক যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয় তৎ সমুদায়ই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ধূমপায়ীর মুখগত হয়; সুতরাং চুরট সর্ব্বাপেক্ষা কড়া মনে হয়, ও অল্প চুরট খাইলে যে অনিষ্ট হয় অনেক ছিলিম তামাকে তাহা হয় না। নৈসর্গিক বায়ুপরিণামী স্নেহপদার্থ হরিৎপত্রে

থাকে না; পত্র শুষ্ক হইলে জন্মে। কিন্তু ঐ স্নেহ পদার্থ বাষ্পপরিণামী অর্থাৎ তাহা উৎতাপে বাষ্পরূপে পরিণত হয়; সুতরাং পত্র যত পুরাতন হইবেক তত ঐ স্নেহ পদার্থ বর্জ্জিত হইয়া তামাকের শক্তির হ্রাস হয়। এই নিমিত্ত পুরাতন চুরট কিংবা বহুদিনের পচা তামাক সুস্বাদু বলিয়া প্রসিদ্ধ।

নস্য ব্যবহারে এক বিশেষ লাভ আছে। নস্য প্রস্তুত হওনকালে যে যে প্রক্রিয়া হয় তাহাতে বাষ্পপরিণামী ক্ষারের স্থিতির লাঘব হইয়া যায়। বোধ হয় এই জ্ঞান প্রযুক্ত পণ্ডিতেরা নস্যের ব্যবহার যুক্তিযুক্ত স্থির করিয়া থাকেন।

তামাকের তিন বিষল পদার্থের মধ্যে পুষ্ট তৈল—তামুকূটক দগ্ধ করিলেই উৎপন্ন হয়; স্বভাবত তামাকে বর্ত্তমান থাকে না, এই প্রযুক্ত যাহারা তামাক চর্ব্বণ করে বা নস্যরূপে গ্রহণ করে তাহারা তাহা প্রাপ্ত হয় না; সুতরাং তাহাদের পক্ষে তামাক তাদৃশ রুক্ষ বোধ হয় না। অপর চর্ব্বণ করিবার তামাক যে প্রকারে প্রস্তুত হয় তাহাতেও তাহার শক্তির লাঘব হয়; তথাপি যাহাদের অভ্যাস নাই তাহারা ঐ চর্ব্য তামাকের যৎকিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলে তৎক্ষণাৎ পীড়িত হয়; অভ্যাসবশতঃ ঐ পীড়ার নিবারণ হইয়া ঈষৎ নেশা জন্মে; তন্নিমিত্তই ভারতবর্ষে প্রায়ঃ অর্দ্ধেক স্ত্রী ও পুরুষ স্বতন্ত্র বা পানের সহিত তামাক চর্ব্বণ করিয়া থাকেন। ইউরোপ ও আমরিকা খণ্ডেও অনেক তামাক চর্ব্বিত হইয়া থাকে; তদর্থে তাহারা তামাকের সহিত কিঞ্চিৎ গুড় মিশ্রিত করে। ঐ প্রক্রিয়ায় তামাকের শক্তির লাঘব হইয়া অধিক সুখদ বোধ হয়।

অনুমিত হইয়াছে ভূমণ্ডলে ৮০ কোটি মনুষ্য তামুকূট সেবন করিয়া থাকে। তামুকূটের সেবন সময়ে অনভ্যাসী ব্যক্তি কোন মতে সুখের অনুভব করিতে পারে না। তামাকের আস্বাদ তিক্ত; তাহার ধূম কাসীজনক ও অপ্রিয়; চূর্ণ তামাক নাসিকা মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে হাঁচি ও অসুখ জন্মায়; অভ্যাসী ব্যক্তির পক্ষে এই দোষের কিয়দংশের লাঘব বোধ হয় বটে, তত্রাপি তাহার একান্তাভাব হয় না; অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ঐ দুঃখসত্ত্বে ও ভূমণ্ডলের ৮০ কোটি মনুষ্য নিয়ত তামাক ব্যবহার করিয়া থাকে, এবং তদর্থে তাহারা যে ব্যয় স্বীকার করে তাঁহাদের অন্য কোন প্রয়োজনীয়ের নিমিত্ত তাদৃশ তাহারা স্বীকার করে না! তামাকের ব্যবহারে কোন বিশেষ সুখ না থাকিলে এ প্রকার আগ্রহের কারণ অনুভূত করাই দুষ্কর; এবং সেই বিশেষ সুখ যে মনের তৃপ্তি দুঃখজ্ঞানের নিবৃত্তি ও ঈষৎ গ্রাহীতা তাহার কোন সন্দেহ নাই। অপর যে বস্তুতে মানবজাতির দুঃখের নিবারণ ও সুখের সংবর্দ্ধন হয় তাহা যে আমাদের সমাদরণীয় পদার্থ ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

ভারতবর্ষীয় বর্ণমালা।

উন্নতিই সভ্যতার একমাত্র উদ্দেশ্য। যাহাতে মনুষ্যের অবস্থা অধমতা-হইতে উৎকৃষ্টতা প্রাপ্ত হয়, যাহাতে জীবনযাত্রা নির্ব্বিঘ্নে সংবৃত হইতে পারে, যাহাতে জ্ঞানের বৃদ্ধিদ্বারা বুদ্ধির প্রাখর্য্য হয়, যাহাতে ধর্ম্মপ্রবৃত্তিসকল পরিমার্জ্জিত হয়, যাহাতে পরস্পরের সাহায্যে ঐহিক সুখের সংবৃদ্ধি হয়, এই সকলই সভ্যতার কাম্য, এবং তত্তাবৎ এক উন্নতিশব্দে লক্ষিত হইয়া থাকে। তৎসাধনের নিমিত্ত ভাষাই মূলাধার। ভাষা না থাকিলে আমরা কদাপি পরস্পরের বিহিত সাহায্য প্রাপ্ত হইতাম না; এবং তদভাবে সভ্যতার সংবর্দ্ধন দুষ্কর হইত। অপর ভাষাদ্বারা যে প্রকার আমরা আপন২ মনোগত ভাব প্রকাশ করি, তদ্রূপ লেখনদ্বারা আমরা অনুপস্থিত ব্যক্তিকে আমাদিগের অভিপ্রেত ব্যক্ত করিতে পারি। ইহাদ্বারাই এক সময়ের পণ্ডিতগণ আপন২ নীতিগর্ভ উপদেশ ও বহুশ্রমোপার্জ্জিত জ্ঞান পর২ সময়ের অল্পবুদ্ধিদিগের উপকারার্থে রক্ষা করিতে সমর্থ হন। ইহা না থাকিলে মুনিঋষিদিগের জ্ঞান তাঁহাদিগের দেহের সহিত ধ্বংস হইত। লেখনদ্বারা তাহা সাধারণের নিমিত্ত রক্ষা পায়, অতএব লিপিকর্ম্ম ভাষার তুল্য উপকারি বলিতে হইবেক।

ঐ লেখন-কার্য্য দেশ ও কাল-ভেদে নানা প্রকারে সিদ্ধ হইয়া থাকে। মেক্‌সিকো-দেশের প্রাচীন লোকেরা আপন আপন অভিপ্রায় চিত্রিত করিত, অর্থাৎ যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে হইবে তাহার একটি চিত্রপট লিখিত। কোন ব্যক্তি মৎস্য ধরিতেছে কি কাহাকে ব্যাঘ্রে নষ্ট করিয়াছে বলিতে হইলে তাহারা মনুষ্য মৎস্য ও মৎস্য ধরিবার যন্ত্র; কি এক আহত মনুষ্য ও তন্নিকটে এক ব্যাঘ্র চিত্রিত করিত। মিসরদেশের প্রাচীন কালে এক ২ অভিপ্রায়ের বোধার্থে এক২ টী জীব বা অন্যকোন পদার্থের মূর্ত্তি চিত্রিত হইত; যথা, গমন-কার্য্যের বোধার্থে বাজ-পক্ষী; নিদ্রার জ্ঞাপনার্থে প্রস্তরখণ্ড ইত্যাদি। এই প্রকার চিত্রলিপিদ্বারা অভিপ্রায় সুস্পষ্ট বোধ হইত না, এবং ইহার সাধারণ রূপে প্রচলিত হওয়া দুষ্কর ছিল। ইহার পরিবর্ত্তে চীনদেশে প্রত্যেক শব্দের নিমিত্ত এক একটী সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করে, সুতরাং তাহাদিগের অভিধানে যত সঙ্খ্যক শব্দ আছে তাহাদিগের ততগুলি চিহ্ন কল্পিত করিতে হইয়াছে। তাহাদিগের পুস্তক পাঠ করিতে হইলে ঐ সমস্ত চিহ্নগুলি অভ্যস্ত করিতে হয়। এই কাঠিন্যের নিবারণার্থে অপর সকল প্রাচীন-সভ্য জাতীয়েরা বর্ণের সৃষ্টি করেন; অর্থাৎ প্রত্যেক অর্থবোধক শব্দের চিহ্ন কল্পিত না করিয়া কএকটি নিরর্থক এক-প্রয়াসে উচ্চার্য্য রূঢ়িশব্দের চিহ্ন কল্পিত করেন। ঐ রূঢ়িশব্দের দুই তিন বা ততোধিক টি একত্র করিলে এক২ অর্থবোধক শব্দ নিষ্পন্ন হয়। যথা অর্থবিশিষ্ট ঘট শব্দ বলিতে হইলে নিরর্থক ঘ ও ট শব্দের উচ্চারণ করিতে হয়। ঐ সকল কল্পিত চিহ্নের নাম বর্ণ; ভাষায় ঐ প্রকার যে সকল রূঢ়ি শব্দ বোধক চিহ্ন থাকে তাহার সমষ্টির নাম "বর্ণমালা।"

এক২ ভাষায় ২০—২৫ বা শতাধিক বর্ণ থাকে। ঐ বর্ণ গুলির অবয়ব চিনিতে পারিলেই সেই ভাষার সমস্ত লিপি পাঠ করিতে সক্ষম হওয়া যায়। সংস্কৃত ভাষায় ৫১ টী বর্ণ আছে; তাহার অবয়ব জ্ঞাত হইলে ঐ ভাষার সমস্ত পুস্তক অনায়াসে পাঠ করা যাইতে পারে, আর কোন ব্যাঘাত থাকে না। পারসি আরবি গ্রিক ইংরাজি

প্রভৃতি অন্যান্য ভাষার বর্ণমালাও ঐ প্রকার। তাহাদিগের পরিজ্ঞান হইলে ঐ সকল ভাষার পুস্তক পাঠ করিতে আর কোন বিশেষ বাধা থাকে না। ইহা আশু বোধহইতে পারে যে বর্ণমালা কল্পিত চিহ্নাবলি, তাহা সর্বত্র সর্বকাল সমান থাকিবেক; কিন্তু কালের এমনি মাহাত্ম্য যে তৎসহকারে বর্ণেরও অবয়বগত ভেদ হইয়া থাকে। ইংরাজি বর্ণের অবয়ব দুই শত বৎসর পূর্বে যেরূপ ছিল এক্ষণে তদ্রূপ নাই, এবং দুই শত বৎসরের প্রাচীন অবয়ব পাঁচশত বৎসর প্রাচীন বর্ণের তুল্য নহে; ঐ কালে তাহাদের এত অবয়বগত ভেদ হইয়াছে যে তাহাদিগকে আশু পৃথক্ বর্ণমালা বলিয়া বোধ হয়। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ভাষা সংস্কৃত। তাহা হইতেই ইদানীন্তনের সমস্ত প্রচলিত ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং ঐ ভাষার বর্ণমালাই অধুনা ভারতবর্ষের সকল ভাষায় ব্যবহৃত হয়; কিন্তু দেশ ও কাল ভেদে ঐ বর্ণসকলের এতাদৃশ পার্থক্য ঘটিয়াছে যে একের জ্ঞানে কদাপি অন্যের বোধ হয় না। সংস্কৃত হইতে যেমত প্রচলিতভাষাসকল উৎপন্ন হইলেও প্রত্যেকের পৃথক্ শিক্ষা না করিলে তাহাদিগের জ্ঞান হয় না, তদ্রূপ সংস্কৃত বর্ণমালাজাত বর্ণমালাসকলেরও পৃথক্ শিক্ষা করিতে হয়। ঐ ভেদ জ্ঞাপনার্থে আমরা অপর পৃষ্ঠায়দ্বয়ে ভারতবর্ষে প্রচলিত কএক প্রধান২ বর্ণমালা একত্র করিলাম। তদ্ভিন্ন অপর অনেক বর্ণমালা আছে, তাহার মুদ্রাবর্ণ প্রস্তুত নাথাকাপ্রযুক্ত তাহা এস্থলে সন্নিবিষ্ট হইল না; ভরসা করি অন্য কোন অবকাশে তাহার প্রকটনে সক্ষম হইব।

এই সকল বর্ণমালার আলোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে যদিচ তাহারা সকলেই সংস্কৃতহইতে উৎপন্ন, তত্রাপি তাহাদিগের দুই জাতি আছে। তাহার এক জাতির প্রধান লক্ষণ এই যে তাহার বর্ণসকলের অবয়ব কোণ-বিশিষ্ট, অর্থাৎ তাহাদিগের অঙ্গের কোন না কোন স্থানে কোণ আছে। অপর জাতির লক্ষণ এই যে তাহাদিগের বর্ণসকল প্রায়ঃ কুণ্ডলিত, অর্থাৎ কিয়দংশে গোলাকার। ইহাদিগের প্রথম জাতি বিন্ধ্যগিরির উত্তরাংশে পঞ্চ গৌড়ে এবং দ্বিতীয় জাতি উক্তপর্বতের দক্ষিণাংশে পঞ্চ দ্রাবিড়ে প্রসিদ্ধ। এই জাতিদ্বয়কে আমরা কোণ বিশিষ্ট ও কুণ্ডলিত এই দুই শব্দে বর্ণিত করিতে মানস করি, যেহেতু তদ্দ্বারা তাহাদিগের বিশেষ ধর্ম্ম অনায়াসে ব্যক্ত হয়। কোণবিশিষ্ট জাতিমধ্যে নাগর, গৌড়, মৈথিল, কান্যকুব্জী, কায়থী, হিন্দ্বী, পঞ্জাবী, কাশ্মীরী, তিব্বত এবং সিন্ধী; এবং কুণ্ডলিত জাতিমধ্যে গুজরাটী, মহারাষ্ট্রী, কানারী, দ্রাবিডী, তেলেগু, তামুল, তৈলঙ্গ, উড়ু, সিংহল, ব্রহ্ম দেশীয় এবং সিয়ামী বর্ণমালা-সকল সন্নিবিষ্ট হয়। পুরাবৃত্তজ্ঞ পণ্ডিত মহাশয়েরা বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিয়াছেন যে এই দুই জাতি যে প্রাচীন সংস্কৃতহইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

পঞ্চগৌড় তৎসন্নিহিত সমাজের বর্ণমালা।

বাঙ্গালা	অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ	ক খ গ ঘ ঙ
নাগরী	अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ ऌ ॡ ए ऐ ओ औ अं अः	क ख ग घ ङ
কায়থী	𑂃 𑂄 𑂅 𑂆 𑂇 𑂈 ऋ ॠ ऌ ॡ 𑂉 𑂊 𑂋 𑂌 𑂃𑂁 𑂃𑂂	𑂍 𑂎 𑂏 𑂐 𑂑
উড়িয়া	ଅ ଆ ଇ ଉ ଊ ଏ	କ ଖ ଗ ଘ ଙ
বর্ম্মা	အ အာ ဣ ဤ ဥ ဦ ဧ ဒ ဲ ဩ ဪ အံ အား	က ခ ဂ ဃ င
ভোট	ཨ ཨི ཨུ ཨེ ཨོ	ཀ ཁ ག གྷ ང
লেপ্চা	[illegible]	[illegible]

রোমকদিগের রঙ্গাঙ্গণ।

ূর্ব্বকালে ইউরোপ-খণ্ডে যে সকল জাতীয়েরা সভ্যতার উচ্চশ্রেণী প্রাপ্ত হইয়াছিল, তন্মধ্যে গ্রীক ও রোমকেরা সর্ব্বপ্রধান। তাহাদিগের ন্যায় সৌর্য্যসম্পন্ন, বীর্য্যবান্, সভ্য, ভব্য, সদ্বিদ্বান্, শিল্পকুশল জাতি ভূমণ্ডলে প্রায়ঃ দৃষ্টিগোচর হয় না। তাহারা যে কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়াছিল, তাহাতেই অতুল্য নৈপুণ্য সিদ্ধ করিয়াছিল। পরন্তু ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে রোমকেরা গ্রীকদিগের পরে সুসভ্য হইয়া সর্ব্বমতপ্রকারে গ্রীকদিগের অনুকরণ করিয়াও গ্রীকদিগের তুল্য হইতে পারে নাই। যে প্রকার শ্রেষ্ঠ চিত্রকর গ্রীকদিগের মধ্যে জন্মিয়াছিল, রোমকদিগের মধ্যে সে প্রকার কেহ শ্রুতিগোচর হয় না। অপর ভাস্কর-কার্য্যের আ-

পঞ্চগৌড় তৎসন্নিহিত সমাজের বর্ণমালা।

চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য র ল ব শ ষ স হ ক্ষ।

[illegible]

[illegible]

ଚ ଛ ଜ ଝ ଞ ଠ ଡ ଢ ଣ ତ ଥ ଦ ଧ ନ ପ ଫ ବ ଭ ମ ଯ ର ଲ ବ ଶ ଷ ସ ହ କ୍ଷ।

စ ဆ ဇ ဈ ဉ ဋ ဌ ဍ ဎ ဏ တ ထ ဒ ဓ န ပ ဖ ဗ ဘ မ ယ ရ လ ဝ သ ဟ ဠ

[illegible]

[illegible]

দর্শ স্বরূপ যে কএকটি গ্রীক্ প্রতিমূর্ত্তি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে তাহার সদৃশ অপূর্ব্বসৌন্দর্য্যের আদর্শ ভূমণ্ডলের অপর কুত্রাপি দৃষ্ট হইবার নহে। রোমকদিগের মধ্যে অনেক সুপণ্ডিত ভাস্কর জন্মিয়াছিল; তাহারা যে সকল প্রস্তর-মূর্ত্তি খোদিত করিয়াছিল তৎসদৃশ মূর্ত্তি এইক্ষণে ইউ-রোপ-খণ্ডে প্রায়ঃ কেহই করিতে পারে না; কিন্তু তাহারাও গ্রীকভাস্করদিগের নিকট পরাস্ত মা-নিয়াছিল। গৃহনির্ম্মাণ-কার্য্যেও এই উভয়ের অনেক স্বাতন্ত্র্য আছে। গ্রীকদিগের অট্টালিকার অনির্ব্বচনীয় শোভার সহিত তুলনা হইতে পারে; রোমকেরা এমত কোন প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে পারে নাই। গ্রীক ও রোমকদিগের চিত্রকর ভাঁ-স্কর ও স্থপতিদিগের এই ইতর বিশেষের কার-ণানুসন্ধান করিতে হইলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে রোমকেরা গ্রীকদিগের ন্যায় সৌন্দর্য্যের

রোমকদিগের রঙ্গাঙ্গণ।

অনুভব করিতে সক্ষম ছিল না; এই প্রযুক্তই তাহাদের শিল্পের তারতম্য ঘটিয়াছে। শোভানুভাবকতাশক্তি উভয়ের তুল্য থাকিলে উভয়ের কীর্ত্তিও তুল্য হইত। এই অনুভবের প্রমাণার্থে আমরা উক্ত উভয়ের কবিতার প্রতি লক্ষ্য করিতে পারি তদ্দৃষ্টে ব্যক্ত হয় যে গ্রীকেরা যে প্রকার রসজ্ঞ ছিল রোমকেরা তদ্রূপ নহে। অপর ঐ রসানুভাবকতার তারতম্যপ্রযুক্ত এই উভয় জাতির আনন্দ ও উৎসবেরও অনেক স্বাতন্ত্র্য জন্মিয়াছিল। গ্রীকজাতিরা অদ্বিতীয় রসজ্ঞ; তাহারা নাটকের অনুনয়ে আপনাদিগের পরিমার্জ্জিত মনের আনন্দ উৎপাদন করিত। রোমকদিগের মন সে প্রকার সুরসোল্লাসী ছিল না, সুতরাং তাহাদের আনন্দবর্দ্ধনার্থে নাটকাভিনয় বলবান্ হইতে পারে নাই। তথাকার নাট্যশালা যৎসামান্য ও অনাদৃত ছিল; অতি অল্প লোকে তথায় আনন্দের অনুধাবন করিত। তৎপরিবর্ত্তে মল্লযুদ্ধাদি দর্শন করিয়া আপন২ আহ্লাদ সিদ্ধ করাই প্রসিদ্ধ রীতি ছিল। ঐ মল্লযুদ্ধ অতি সমারোহ পূর্ব্বক সংসিদ্ধ হইত; এবং তাহাতে স্বদেশীয় মল্লেরা পরস্পর অস্ত্রাঘাত করিয়া প্রাণ ত্যাগ করায় দেশের অনেক পরি-

বার শোকাতুর হইত। সেই অনিষ্ট নিবারণের নিমিত্ত কিঞ্চিৎকাল পরে মল্লযুদ্ধে দেশীয় মনুষ্য নিযুক্ত না করিয়া যুদ্ধে যাহাদিগকে বন্দী করিয়া আনা হইত তাহাদিগকেই নিযুক্ত করার প্রথা প্রচলিত হয়। এই যোদ্ধারা "গ্লাডিএটর্" নামে বিখ্যাত ছিল, এবং মল্লযুদ্ধে সুনিপুণ বলিয়া প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ক্রমশঃ তাহাতে তাদৃশ আহ্লাদ অনুভূত না হইলে রোমকেরা রঙ্গভূমিতে ভীষণ হিংস্রপশু ছাড়িয়া দিয়া পরস্পরের যুদ্ধ-দর্শন করত মহোৎসব করিতে লাগিল। ঐ হিংস্র পশুর মধ্যে সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, খড়্গী, বন্য গো, মহিষ প্রভৃতি পশুই প্রধান ছিল। তাহারা পরস্পর যুদ্ধে তাদৃশ আগ্রহী না হইলে মহাসাহসিক অশ্বারোহিরা অশ্বপৃষ্ঠে বা পদব্রজে তাহাদিগের সহিত তুমুল সংগ্রামে নিযুক্ত হইত। এই ব্যাপারে দর্শকেরা বিশেষ সাবধান না থাকিলে উন্মত্ত হিংস্র পশুরা মহাকোপে তাহাদিগের প্রতি ধাববান হইতে পারে; এবং তাহাদের হস্তে একবার পড়িলে যে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু তাহার উল্লেখ করাই বাহুল্য। অতএব এই যুদ্ধ-দর্শনের নিমিত্ত রোমকেরা অতি প্রশস্ত স্থান-সকল প্রাচীর স্তম্ভাদিদ্বারা বেষ্টিত করত যুদ্ধ-শালা প্রস্তুত করিত। তাহাতে এক কালে সহস্র২ ব্যক্তি একত্রে বসিয়া নির্বিঘ্নে কৌতুক দর্শন করিতে পারিত। এই যুদ্ধ-শালার রোমক নাম "আম্ফিথিএটর্;" ইহার অনুবাদে আমরা রঙ্গাঙ্গণ শব্দ ব্যবহৃত করিলাম।

ভারতবর্ষে মধ্যে২ মল্লযুদ্ধ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে গ্রীকদিগের মধ্যে চারিবৎসর অন্তরে সমারোহপূর্ব্বক মল্লযুদ্ধ হইবার রীতি ছিল; কিন্তু তাহার নিমিত্ত কোন রঙ্গভূমি প্রস্তুত হয় নাই। রোমকেরাই এই রঙ্গাঙ্গণের সৃষ্টি করে; তাহাতে তাহারা বিশিষ্ট নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছিল। তাহাদের এক এক টা রঙ্গভূমির অনুধ্যান করিতে হইলে মন এককালে অবসন্ন হইয়া পড়ে। রোম-নগরের "কলিশিয়ম্" নামক বিখ্যাত রঙ্গাঙ্গণ এতাদৃশ বিস্তৃত যে তাহাতে এককালে লক্ষাধিক ব্যক্তি একত্রে উপবেশন করিতে পারিত। তাহার মধ্যভাগে এক অঙ্গণ আছে। তাহার আকৃতি অণ্ডের সদৃশ; এবং তাহার পরিমাণ প্রায়ঃ দুই শত হস্ত দীর্ঘ। ঐ অণ্ডাকার অঙ্গণের পরিধীতে ১০ হস্ত উচ্চ প্রাচীর আছে। তাহা হইতে চতুর্দ্দিগে বহুদূর পর্য্যন্ত স্তবকে স্তবকে সোপান আছে; তাহাতে সুচারু কাষ্ঠাসন থাকিত; তদুপরি উপবেশন করিয়া রাজ্যের ধনী নির্ধনী রাজা প্রজা সকলেই পরমাহ্লাদে পরিপূরিতমানসে মল্ল ও পশু যুদ্ধ দর্শন করিতেন। এতাদৃশ রঙ্গাঙ্গণের বহিঃপ্রাচীর তিন চারি বা পাঁচ তল উচ্চ হইত; এবং চতুর্দ্দিগে বহুল তোরণ, দ্বার, গবাক্ষ, স্তম্ভাদিতে পরিশোভিত হইত; তদ্দৃষ্টে নিতান্ত জড়হৃদয়ও আনন্দ লাভ করে, সন্দেহ নাই। এতাদৃশ রঙ্গাঙ্গণ রোমক ভিন্ন অন্য কোন জাতিকর্ত্তৃক কৃত হয় নাই; অতএব ইহা তাহাদের বিশেষ লক্ষণ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। তাহারা যে কোন দেশে অবস্থিতি করিয়াছিল, তাহাতেই এক বা ততোধিক রঙ্গাঙ্গণ প্রতিষ্ঠিত করে; অদ্যাপি তাহার অনেকের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান আছে। এই প্রস্তাবের শিরোভাগে যে চিত্র মুদ্রিত হইল, তাহা এতাদৃশ এক অপূর্ব্ব রঙ্গাঙ্গণের প্রতিরূপ; তদ্দৃষ্টে পাঠকবৃন্দ রঙ্গাঙ্গণের অন্তরের পারিপাট্য কীদৃশ তাহার পরিজ্ঞান প্রাপ্ত হইবেন।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।

সামান্য একটা উদ্ভট বাক্য আছে যে কোন ব্যক্তির বন্ধুর বিবরণ ব্যক্ত হইলে তাহার আচরণ অনায়াসে ব্যক্ত হয়। এই প্রবাদের অনুকরণে অনায়াসে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা যাইতে পারে যে কি প্রকার ক্রীড়া-কৌতুকে কাহার মন তৃপ্ত হয় জানিতে পারিলে তাহার স্বভাব অনায়াসে বিজ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। মল্ল-যুদ্ধ-দর্শনে যাহাদের প্রীতি জন্মে তাহারা যে স্বভাবতঃ যুদ্ধানুরাগী, এবং নিদ্রাপরবশেরা যে অলস ইহার ব্যাখা করাই বাহুল্য; সকলেই ইহার যাথার্থ্য অঙ্গীকার করিবেন, সন্দেহ নাই। লঙ্কাধিপতি রাবণ বলবান্ ও যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন; অতএব তাঁহার পক্ষে কাল্পনিক যুদ্ধ চতুরঙ্গ খেলার সৃষ্টি করা বিশেষ সংলগ্ন বোধ হয়। এতদ্দেশীয় উৎসব-বিবরণে উক্ত কথার অনেক প্রমাণ দৃষ্ট হইবে। বঙ্গদেশীয়েরা যবনদিগের প্রথম আধিপত্য-সময়ে কি প্রকারে মনোবিনোদ করিতেন তাহার কোন বিবরণ আমরা জ্ঞাত নহি। বোধ হয় তৎকালে পূর্ব্বপ্রসিদ্ধ নাটকের কথঞ্চিৎ অপভ্রংশ প্রচলিত ছিল। তদনন্তর ক্রমশঃ এতদ্দেশীয়েরা যবনদিগের দৌরাত্ম্যে ঐহিক সুখে একান্ত হতাশ হইলে তাঁহাদের মনে পারলৌকিক সুখের লালসা প্রবল হয়। সেই লালসা-বর্দ্ধনে নিযুক্ত হইয়া মহাপ্রভু সঙ্কীর্ত্তনের সৃষ্টি করেন; এবং তাহাই দেশীয়দিগের মনোরঞ্জনের প্রধান উপায় বলিয়া প্রসিদ্ধ থাকে। যাহারা বিষ্ণুভক্ত ছিল না তাহাদের পক্ষে সঙ্কীর্ত্তন সমাদরণীয় হইতে পারে না; সুতরাং তাহারা চণ্ডীর গান প্রভৃতি সঙ্কীর্ত্তনের অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়। এই প্রকারে দুই শত বৎসর অতিবাহিত হইলে সাধারণের মন অজ্ঞান, দৌর্ব্বল্য ও পরাধীনতায় নিমগ্ন হইলে তাহাদের কৌতুক কলাপের পরিবর্ত্তন হয়। সেই পরিবর্ত্তনের আদিকারণ নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র রায়। তিনি সুচতুর ও সুপণ্ডিত ছিলেন, ও তাঁহার নিকট গুণিগণের প্রচুর সমাদর ছিল; কিন্তু লাম্পট্য-দোষে তাঁহার সে সমুদায় গুণগরিমা কলুষিত হইয়াছিল। বঙ্গভাষার শ্রেষ্ঠকবি ভারতচন্দ্র তাঁহার প্রসাদে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন; এবং তাঁহারই কুপ্রবৃত্তির প্রভাবে বিদ্যাসুন্দরে অশ্লীলতার আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণচন্দ্র বিদগ্ধতা-গুণের সমাদরার্থে গোপাল ভাঁড়কে নিকটে রাখিয়াছিলেন, এবং বোধ হয়, তাঁহার সহবাসে সেই সুচতুর মর্ম্মবেদী প্রভুর সম্মোদনার্থে আপন উদ্ভট বাক্যে সর্ব্বদা অশ্লীলতার প্রয়োগ করিত। সে যাহা হউক তাঁহারই উৎসাহে খেঁউড়ের বাহুল্য হয় সন্দেহ নাই। ভারতচন্দ্র বারমাস-বর্ণনে তাহার সম্যক্ প্রমাণ দিয়াছেন। ঐ খেঁউড় ও কবি যে কি পর্য্যন্ত জঘন্য ছিল, তাহা সভ্যতার রক্ষা করিয়া বর্ণন করাও দুষ্কর; যাঁহারা তাহাতে প্রমোদিত হন তাঁহাদিগের মনের অবস্থা অনুধ্যান করিতে হইলে সহৃদয়দিগের মনে যে প্রবল আক্ষেপের উদয় হয় সন্দেহ নাই। কথিত আছে, এই কবির রচনায় চুঁচড়া-নিবাসী লালুনন্দ লাল বিখ্যাত ছিল। তাহার পর হুগলীনিবাসী রামজী ও কলিকাতা-নিবাসী রঘু তাঁতী প্রসিদ্ধ হয়। রঘু তাঁতীর শিষ্য হরুঠাকুর, এবং তাহার সমকালে কএক ব্যক্তি উত্তম কবি-গায়ক বলিয়া বিখ্যাত হয়।

ইহা অনায়াসেই অনুভূত হইতে পারে যে কবি ও খেঁউড়ের সদৃশ অশ্লীল বিনোদ কদাপি বহুকাল ভদ্র-সমাজে সমাদৃত থাকিতে পারে না; কালসহকারে অবশ্যই তাহার হ্রাস হয়। দেশের কোন অত্যন্ত ধনী ও ক্ষমতা-সম্পন্ন ব্যক্তির দৃষ্টা-

ত্তে অনেক মন্দ ব্যবহার প্রচলিত হইতে পারে; কিন্তু তাহার খ্যাতি হ্রাস হইলে ও জ্ঞানালোকের কিঞ্চিন্মাত্র ব্যাপ্তি হইলে অবশ্যই সে ব্যবহার দূষ্য-বোধে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের প্রচালিত কবি ও খেঁউড় সে দশা শীঘ্র প্রাপ্ত হয় নাই। কলিকাতার সুবিখ্যাত রাজা নবকৃষ্ণ ও তৎপর কএক জন ধনাঢ্য ব্যক্তি ঐ কদর্য্য বিনোদের উৎসাহী হন। তাঁহাদিগের অপসৃতির পর গত বিংশতি বৎসরের মধ্যে কবির হ্রাস হইয়াছে। তাহার ত্রিংশৎ বৎসর পূর্ব্বহইতে যাত্রা বিশেষ প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল। শিশুরাম অধিকারী নামা এক ব্যক্তি কেঁদেলী-গ্রাম-নিবাসী ব্রাহ্মণ তাহার গৌরব সম্পাদন করে। তৎপূর্ব্বহইতে বহুকালাবধি নাটকের জঘন্য অপভ্রংশস্বরূপ একপ্রকার যাত্রা এতদ্দেশে বিদিত আছে। সঙ্কীর্ত্তন ও পরে কবির প্রচারের মধ্যে তাহার প্রায়ঃ লোপ হইয়াছিল। শিশুরামহইতে তাহার পুনর্বিকাশ হয়। শিশুরামের পর শ্রীদাম সুবল ও তৎপরে পরমানন্দ প্রভৃতি অনেকে যাত্রার পরিবর্দ্ধনে নিযুক্ত হইয়া অনেকাংশে কৃতকার্য্য হইয়াছে; কিন্তু যে পর্য্যন্ত তাহা আপন আদিম নাটকের অবয়ব ধারণ না করে সে পর্য্যন্ত দেশের বিনোদনব্যাপার পরিশুদ্ধ হইবে না। বিদ্যার উৎসাহে এই অভীপ্সিত ব্যাপারের সূত্রপাত হইয়াছে। গত চারি বৎসরাবধি কলিকাতা-নগরে অনেক স্থানে প্রকৃত নাটকের অভিনয় সম্পন্ন হইতেছে। তদ্দর্শনে ধনী সম্ভ্রান্ত বিদ্যানুরাগী সকলেই একত্র হইয়া থাকেন; ও অভিনয়ের নির্ম্মল-রসে পরিতৃপ্ত হইতেছেন। এই সরস বিনোদে দেশ ব্যাপ্ত হয়—প্রতি গ্রামে ইহার অনুরাগ হয়—ইহার প্রাদুর্ভাবে যাত্রা, কবি, খেঁউড়, প্রভৃতি দূষ্য উৎসবের দূরীকরণ ঘটে—ইহা কর্ত্তৃক বঙ্গদেশে কুনীতির উৎসেদ ও নির্ম্মল ব্যবহারের প্রাদুর্ভাব হয়—ইহাই আমাদিগের নিতান্ত বাঞ্ছনীয়, এবং তদর্থে আমরা দেশহিতৈষিদিগকে একান্তচিত্তে অনুরোধ করিতেছি।

কথিত আছে, ফ্রান্সদেশের এক পারিস্ নগরে দ্বাবিংশতিটি রঙ্গভূমি নিয়ত নাটকের অভিনয়ে নিযুক্ত আছে; তাহাতে অভিনেয় নাটক প্রস্তুত ও তাহার দোষ গুণ বিচারার্থে, তথা নূতন স্বর প্রস্তুত করিতে, চারিশত ব্যক্তি সর্ব্বদা পরিশ্রম করিতেছে, এবং তাহাদের পরিশ্রমে প্রায়ঃ ১৫০ নূতন নাটক এবং বহুল নূতন স্বর প্রতিবর্ষে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঐ রঙ্গভূমির কার্য্য-বিষয়ে সাধারণ জনগণকে বিজ্ঞাত রাখিবার নিমিত্ত শাতখানি সংবাদ-পত্র প্রত্যহঃ প্রকাশিত হইয়া থাকে; তাহার এক এক খানির প্রত্যহঃ এক বা দুই সহস্র খণ্ড বিক্রীত হয়। পারিস নগরীয় কুশীলব-গণের সঙ্খ্যা করিলে প্রায়ঃ দশ সহস্র হইবে। রঙ্গভূমি ভিন্ন তাহাদের অন্যকোন উপজীবিকা নাই, সুতরাং তাহারা সকলেই নাট্যদ্বারা দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করে। পরন্তু তাহা তাহাদের পক্ষে কোনমতে দুঃখকর নহে; প্রত্যুত তাহারা অপর অনেক ব্যবসায়ীহইতে সুখে স্বচ্ছন্দে কালযাপন করে; কারণ রঙ্গভূমিসকলের আয় প্রচুর হইয়া থাকে; তাহাতে কুশীলবদিগের সৌভাগ্য বর্দ্ধিত হওয়া সর্ব্বতোভাবে সম্ভাব্য। ইহার প্রমাণার্থে আমাদিগের এই মাত্র বক্তব্য যে "ল বিবলো দু দিয়াবল্" নামক একটি প্রহসনের বিংশতি বার অভিনয়ে বিংশতি দিবস মধ্যে ১,২৫,৮৮০ টাকা উৎপন্ন হইয়াছিল। নাটকের অনুরূপ যাত্রা কল্পিত হইয়াছে; এবং তন্মধ্যে বিদ্যাসুন্দর-যাত্রা সকলের প্রিয় বলিয়া বিখ্যাত আছে; কিন্তু গত দশবৎসরের মধ্যে সমস্ত বঙ্গদেশে বিদ্যাসুন্দর-যাত্রায় লক্ষমুদ্রা উৎপন্ন হইয়াছে কি না ইহা অত্যন্ত সন্দেহনীয়। সে

যাহা হউক তাহার পরিবর্ত্তে এতদ্দেশে প্রকৃত নাটকের যে অনুরাগ বর্দ্ধিত হইতেছে ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়, এবং আমরা প্রার্থনা করি যে ইহার উত্তর উত্তর শ্রীবৃদ্ধি হউক।

প্রস্তাবিত উদ্যমে বঙ্গভাষায় কতক গুলি অভিনব নাটকের প্রচার হইয়াছে; তন্মধ্যে কএক খানি সরস বোধে আমরা তাহার সমালোচনে প্রবৃত্ত হইয়া ছিলাম। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত নামা এক ব্যক্তি পণ্ডিত শর্ম্মিষ্ঠা-নাটক নামক এক খানি নূতন পুস্তক প্রকটিত করিয়াছেন; তাহার আলোচনা পাঠকদিগের অবশ্য-কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে। গ্রন্থকার ইংরাজী, বাঙ্গালী, গ্রীক, লাটিন, সংস্কৃত প্রভৃতি বহুভাষায় পারদর্শী, এবং কবিতামৃতের বিশেষ অনুরাগী। তিনি হোমর, কালীদাস, ভবভূতি, মিলটন, সেক্‌সপিয়র প্রভৃতি ভুবনবিখ্যাত কবিদিগের রচনা মাধুর্য্যপানে কেবল আপন মনকে পুলকিত করিয়াছেন এমত নহে, তাহাদ্বারা আপন কল্পনাবৃত্তিকে প্রদীপ্ত করিয়া স্বয়ং বীণাধারণ করিয়াছেন; কিন্তু বহুকাল বঙ্গদেশীয় সাধারণ জনগণে তাহার কোন ফল সংদর্শন করিতে পারেন নাই। সুপ্রীতরূপ উপাসনার ফলস্বরূপে গ্রন্থকার কিয়ৎকাল হইল যে এক খানি সুচারু ইংরাজি কাব্য পাঠকগণের হস্তে সমর্পিত করিয়াছিলেন, তাহা সকলের সুপ্রাপ্য হয় নাই। সম্প্রতি দৈত্যরাজবালা শর্ম্মিষ্ঠাকে কাব্যরূপ মহোদধিহইতে মন্থিত করিয়া সবিশেষ বিবেচনায় পরমদেশহিতৈষী ও বিদ্যানুরাগী ভ্রাতৃদ্বয় শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও শ্রীযুক্ত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মহাশয়দিগকে সমর্পিত করাতে সে আক্ষেপ নিবৃত্ত হইয়াছে। সরলা রাজবালা যে রূপ সুচারু নাটিকারূপ ধারণ করিয়াছেন, উক্ত মহোদয়েরাও সেই রূপ নাটিকানুরাগী বটেন। আমরা নিতান্ত ভরসা করি এই সৎসহবাসে সদভিনয়ে সাধারণ জনগণের বিহিত মনস্তুষ্টি জন্মিবেক।

বঙ্গদেশীয় কাব্যের বর্ত্তমানাবস্থা কোনমতে ভদ্র নহে। প্রকৃত কবি আর কুত্রাপি দৃশ্য হয় না। কবিকঙ্কণ কালিদাস ভারতচন্দ্র প্রভৃতি যে সকল কবির রচনা সম্প্রতি প্রচলিত আছে, তাহার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা তাদৃশ দেখাযায় না। বাঙ্গালি কবির মধ্যে কবিকঙ্কণকে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিতে হইবে; যেহেতু কবির যে প্রধান ক্ষমতা কল্পনা-শক্তি তাঁহাতে যে প্রকার তাহার প্রাচুর্য্য ছিল সে প্রকার অন্যত্র লক্ষ্য হয় না; অথচ তাঁহার সমাদর তাদৃশ প্রগাঢ় দেখা যায় না। কোন সুচারু নবীন কবি লিখিয়াছেন যে অধুনা কালিদাস সজীব হইয়া বঙ্গদেশে আগমন করত তাঁহার প্রাচীন আশ্রম অবন্তীর নাম জিজ্ঞাসা করিলে কেহই সদুত্তর দিতে পারিবেক না *। এমত সময়ে প্রকৃত দেশহিতৈষী কবিতানুরাগীর মনে আক্ষেপ ভিন্ন অন্য কোন ভাবের উদয় হইতে পারে না। এই হেতু দত্তজ গ্রন্থপ্রস্তাবনায় সকরুণ-স্বরে বিলাপ করিয়াছেন—

"কোথায় বাল্মিকী ব্যাস,
কোথা তব কালিদাস,
কোথা ভবভূতি মহোদয়।
অলীক কুনাট্য রঙ্গে,
মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে,
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়"

এই প্রস্তাবনার পর গ্রন্থারম্ভে দত্তজ প্রাচীন প্রথার অনুসারে মনিগোস্বামীর জ্যেষ্ঠতাত নান্দীর আহ্বান না করিয়া এক কালেই প্রকৃত প্রস্তাব আরম্ভ করিয়াছেন; ইহাতে দর্শকদিগের

* মেঘদূতের বঙ্গানুবাদ।

পক্ষে আর নান্দী ও সূত্রধারের বাক্যজ্বালা সম্ভোগ করিতে হয় না। অপর আরম্ভও সুচারু হইয়াছে। রঙ্গভূমির পট উৎক্ষিপ্ত হইবামাত্র সম্মুখে এককালে চিরনীহার-মণ্ডিত হিমালয়ের ভীষণ প্রকৃতি ও তাহার উপযুক্ত প্রহরী এক জন ভীমকায় দৈত্য বিদিত হয়। ঐ ভয়াবহ প্রতিমার অনুধ্যান সমাপন হইতে না হইতেই রঙ্গভূমিতে বকাসুর অধিষ্ঠিত হন। কেবল পাঠকদিগের পক্ষে এই দৈত্য-প্রধানের গাম্ভীর্য্য আশু উপলব্ধি হয় না, পরন্তু রঙ্গভূমিতে বিহিত রূপে অভিনীত হইলে দর্শকের পক্ষে ইহা বিশেষ রম্য বোধ হইবে সন্দেহ নাই। আমরা স্বয়ং বেলগাছিয়ার রঙ্গভূমিতে বকাসুরের অনুকারক কুশীলবের অসি চর্ম্ম কবচাদি প্রাচীন হিন্দুযোদ্ধাদিগের বিচিত্র বেশভূষা ও অপূর্ব কায়িক সৌষ্ঠব দেখিয়া যেরূপ পরিতৃপ্ত হইয়াছি অন্যত্র শর্ম্মিষ্ঠার অভিনয়ে তদ্রূপ হইলে দর্শকদিগের কাহার পক্ষে আক্ষেপ করিতে হইবে না। এই উভয় দৈত্যে নাটকের প্রথম গর্ভাঙ্কে দৈত্যরাজবালা শর্ম্মিষ্ঠা কি প্রকারে শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীর দাসীত্ব প্রাপ্ত হন তাহার ব্যাখ্যান করেন, এবং তদ্ব্যাখ্যায় উভয়েই আপন২ পদ রক্ষা করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। পরন্তু ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে শেকস্‌পিয়র যে প্রকারে "রোমিও এণ্ড জুলিএট" নামক নাটকে মর্কুটিওকে নাট্যমধ্যে আনিয়া তাহাকে লইয়া কি করিবেন তাহা না স্থির করিতে পারিয়া তৃতীয় অঙ্কে তাহাকে বধ করেন, দত্তজ সেই প্রকার বকাসুরকে সমুত্থান করাইয়া কএকবার ক্রন্দনের পরই অপসৃত করাইয়াছেন; প্রকৃত প্রস্তাবে বকাসুরের ন্যায় প্রধান বীরের বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। এক ব্যক্তি বীরকে বৃথা ক্রন্দন না করাইয়া অন্যদ্বারা সে কর্ম্ম সমাধা করিলে কোনমতে অমংলগ্ন বোধ হইত না।

নাটকের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে শর্ম্মিষ্ঠা ও তাহার সহচরী দেবিকা তথা দেবযানী ও তাহার দাসী পূর্ণিকা এবং পিতা শুক্রাচার্য্যের পরস্পর কথোপকথনে নাট্যবিষয়ের অনেক ব্যক্ত হইয়াছে। শর্ম্মিষ্ঠাই গ্রন্থের নায়িকা, সুতরাং গ্রন্থকার তাঁহার চরিত্র বর্ণনে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন; এবং সে প্রযত্নও ব্যর্থ হয় নাই। দেবিকার সহিত আলাপনে শর্ম্মিষ্ঠা অতীব রমণীয়া বীর্য্যবতীর ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন। সামান্য নায়িকার পক্ষে দুঃখের সময় হতাশ হওয়া স্বভাবসিদ্ধ লক্ষণ বটে; পরন্তু দৈত্যকন্যার পক্ষে সে রূপ সম্ভবে না; তাহা হইলে তাঁহার গৌরবের লাঘব হয়। গ্রন্থকার এই বিবেচনায় তাঁহার প্রকৃতিতে মহামনস্বিনীর সমস্ত লক্ষণ রক্ষা করিয়াছেন। সামান্য দাসী তাঁহার দুঃখে কাতরতা প্রকাশ করে, তিনি তৎসমুদয় তুচ্ছ করিয়া প্রকৃতি-প্রতিমার সৌন্দর্য্যে মন স্নিগ্ধ করত পরম শৌর্য্য গুণ প্রকাশ করেন, পরে বকাসুরের সহিত কথোপকথনে যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা প্রকাশ করেন, তাহা যথার্থ মহত্ত্বের চিহ্ন মানিতে হইবেক। দৈত্যরাজবালার শৌর্য্য গুণ সম্পন্ন হৃদয় কি প্রকার গর্ব্বশালি হয় তাহার প্রকৃত অনুভব না হইলে লক্ষিত বর্ণনা কদাপি অবিকল হইতে পারে না। আমাদিগের মনে এই অংশ গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়।

দ্বিতীয়াঙ্কে গ্রন্থকর্ত্তা যযাতির সহিত দেবযানীর উদ্বাহ সম্পন্ন করান; তাহাতে মধ্যে২ আপন কবিত্বশক্তি অতি মনোহররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। এক স্থানে রাজা ও মাধব্যের কথোপকথনে রাজার মুখ হইতে কএকটি অতীব কোমল বাক্য নিঃসৃত করাইয়াছেন, তাহার শ্রবণে অবশ্যই আর্দ্রচিত্ত হইতে হয়। রাজা কহেন, "সখে মাধব্য; মরুভূমে (ভূমিতে?) তৃষ্ণাতুর মৃগবর মায়াবিনী মরীচিকাকে দূর থেকে দরশন করে বারিলোভে ধাবমান হল্যে

জীবন উদ্দেশে কেবল তার জীবনেরই সংশয় হয়। এবিষয়ে আশা কর্ল্যে আমারও সেই দশা।” আক্ষেপের বিষয় এই যে গ্রন্থকার ঐ হৃদয়গ্রাহিণী বাণীর অনতি বিলম্বে এক গর্ভাঙ্কের মধ্যেই মাধব্যের সহযোগে একটা বারবিলাসিনী আনাইয়া যৎসামান্য কিঞ্চিৎ রহস্য করিয়াছেন; তাহা না থাকিলে সদহৃদয়দিগের বিশেষ প্রীতিকর হইত। পরন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে সামান্য দর্শকদিগের বিনোদনার্থে ইহা নিতান্ত দূষ্য নহে।

তৃতীয়াঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে প্রথমতঃ রাজমন্ত্রি রাজার প্রত্যাগমন-বার্ত্তা বিজ্ঞাপন করেন; তন্নিমিত্ত তাঁহার একপৃষ্ঠ পরিমিত বাক্য কাহার বিশেষ প্রয়োজনীয় বোধ হইবেক না; পরন্তু তৎপরক্ষণেই বিদূষক ঐ আক্ষেপের পরিশোধ করিয়াছেন। যাঁহারা বেলগাছিয়ার রঙ্গভূমিতে বিদূষকের মুখনিঃসৃত মিষ্টান্ন-চৌর্য্য-বিষয়ক বর্ণনা শ্রুবণ করিয়াছেন তাঁহারা অবশ্য স্বীকার করিবেন ঐ প্রকরণ একান্ত প্রমোদজনক হইয়াছে বটে। অতঃপর দুই গর্ভাঙ্কে দেবযানী এবং শর্ম্মিষ্ঠার সহিত যযাতির প্রেমসম্ভোগ প্রদর্শিত হইয়াছে; তদ্বিষয়ে আমাদিগের বিশেষ বক্তব্য নাই। প্রণয়ের অভিনয় প্রদর্শন তাহার এক মাত্র অভিপ্রায়; তাহাতে গ্রন্থকারের অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। সামান্য লেখকের হস্তে এতদবস্থার বর্ননা প্রায় অশ্লীল বা ইতর হইয়া থাকে; কিন্তু দত্তজসদৃশ সুচতুর ব্যক্তির লেখনীহইতে বিশুদ্ধ কাব্যে তাদৃশ দোষের সম্ভাবনা হইতে পারে না। তিনি এ বিষয়ে সবিশেষ সাবধানতা প্রকাশ করিয়াছেন।

রাজা যযাতি গান্ধর্ব প্রথায় শর্ম্মিষ্ঠার পাণিগ্রহণ করেন, তদ্বার্ত্তা বহুকাল দেবযানীর গোচর হয় নাই; দৈব এক দিবস উদ্যানে স্বামিরসহিত ভ্রমণসময়ে তিনি শর্ম্মিষ্ঠার পুত্রত্রয়কে দেখিয়া তৎসমুদায় জ্ঞাত হন; এবং তাহাতে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রাজপুর-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পিতৃনিকট গমন করত অভিশাপদ্বারা স্বামীকে জরাগ্রস্ত করান। এই ব্যাপারের বর্ণনার্থে প্রস্তাবিত নাটকের চতুর্থ অঙ্ক নিযুক্ত হইয়াছে, এবং তদ্বর্ণনের ভঙ্গী অতীব মনোহর ও শ্রুবণপ্রিয়। দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠার পুত্রদিগকে দেখিয়া কহেন “হে বৎসগণ! তোমরা কিছুমাত্র শঙ্কাকর্য্যো না।” এই কথার প্রত্যুত্তরে “সর্ব্বকনিষ্ঠ পুরু সক্রোধে স্বীয় কোমল বাহু আস্ফালন কর্য্যে বল্ল্যেন আমরা কাকেও শঙ্কা করি না। তুমি কে? তুমি যে আমাদের পিতার হাত ধরেছ? তুমিত আমাদের জননী নও।” এ কথা শিশুর মুখে হঠাৎ অনুপযুক্ত বোধ হইতে পারে, পরন্তু ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে পুরু ক্ষত্রিয় কুলপ্রধান যযাতির পুত্র; ঐ কুলের সাহস ও বীর্য্যই চিরপ্রশংসনীয়, অতএব পুরুর মুখে “আমরা কাকেও শঙ্কা করি না” এই বাক্য সমিচীনই হইয়াছে; বিশেষতঃ যে বালক তাহার কিঞ্চিৎ পরে পিতার মঙ্গলার্থে অনায়াসে চিরকালের নিমিত্ত জরা রোগ স্বীকার করিবেক, তাহার বদনে এতাদৃশী সগর্ববাণী ভিন্ন অন্য কিছুই উপযুক্ত বোধ হয় না। বীর্য্যানুরাগী ব্যক্তিরা তাহা পাঠ করিবামাত্র পুরুকে ক্রোড়ে লইতে মানস করেন সন্দেহ নাই। অপর দেবযানীর সহিত শুক্রাচার্য্যের কথোপকথনও অপূর্ব হইয়াছে। আমরা তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত করিলাম। তাহার পাঠে সকলেই স্বীকার করিবেন যে শুক্রাচার্য্যের গাম্ভীর্য্য ধর্ম্মজ্ঞান ও বাৎসল্য-স্নেহে নিষ্ঠুরাচরণে প্রবৃত্তি তথা দেবযানীর আবদার অবিকল স্বভাবানুরূপ হইয়াছে, কিঞ্চিৎমাত্র অন্যথা হয় নাই।

“দেবযানী। (পুনরবলোকন করিয়া) আর্য্য। আপনি—হা পিতঃ! হা পিতঃ! (পদতলে পতন

ও জানুগ্রহণ)। পিতঃ, বিধাতাই দয়া করে্য এসময়ে আপনাকে এখানে এনেছেন। (রোদন)।

শুক্রাচার্য্য। কেন কেন? কি হয়েছে? আমি যে এর মর্ম্ম কিছুই বুঝ্তে পাচ্যি না। তোমার কুশল সংবাদ বল, (উত্থাপন ও শিরশ্চুম্বন)।

দেব। হে পিতঃ, আপনি আমাকে এ দুঃখানল হত্যে ত্রাণ করুন, (রোদন)।

শুক্র। বৎসে! ব্যাপার টা কি, বলো দেখি? তুমি এত চঞ্চল হয়েছো কেন? এত যে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে তোমাকে দেখ্তে এলেম, তা তোমার সহিত এস্থলে সাক্ষাত হওয়াতে আমার হরিষে বিষাদ উপস্থিত হলো। তুমি রাজগৃহিণী, তাতে আবার কুলবধূ, তোমার কি রাজান্তঃপুরের বহির্গামিনী হওয়া উচিত? তুমি এস্থানে এ অবস্থায় কি নিমিত্তে?

দেব। হে পিতঃ, আপনার এ হতভাগিনী দুহিতার আর কি কুল মান আছে? (রোদন)।

শুক্র। সে কি? তুমি কি উন্মত্তা হয়েছো? (স্বগত) হা হতোঽস্মি! এ কি দুর্দ্দৈব। (প্রকাশে বৎসে, মহারাজ ত কুশলে আছেন?

দেব। ভগবন্, আপনি দেবদানব পূজিত মহর্ষি। আপনি সে নরাধমের নাম ওষ্ঠাগ্রেও আন্‌বেন না।

শুক্র। (সক্রোধে) রে দুষ্টে পাপীয়সি! তুই আমার সম্মুখে পতিনিন্দা করিস্?

দেব। (পদতলে পতন ও জানুগ্রহণ) হে পিতঃ! আপনি আমাকে দুর্জ্জয় কোপাগ্নিতে দগ্ধ করুন, সেওবরঞ্চ ভাল; হে মাতঃ রসুন্ধরে! তুমি অনুগ্রহ করে্য আমাকে অন্তরে একটু স্থান দাও, আমি আর এ প্রাণ রাখিব না।

শুক্র। (বিষণ্ণবদনে) একি বিষম বিভ্রাট। বৃত্তান্তটাই কি, বল না কেন?

দেব। হা পিতঃ! হা পিতঃ!—(রোদন)।

শুক্র। অয়ি পূর্ণিকে! ভাল তুমিই বল দেখি, কি হয়েছে?।

পূর্ণি। ভগবন্! আমি আর কি বল্‌বো।

দেব। (গাত্রোত্থান করিয়া) পিতঃ! আমার দুঃখের কথা আর কি বলবো? আপনি যাকে পুরুষোত্তম বিবেচনা করে্য আমাকে প্রদান করেছিলেন, সে ব্যক্তি চণ্ডালাপেক্ষাও অধম।

শুক্র। কি সর্ব্বনাশ! এ কি কথা?

দেব। তাত! সে দৈত্যকন্যা দুশ্চারিণী শর্ম্মিষ্ঠাকে গান্ধর্ব্ববিধানে পরিণয় করে্য আমার যথেষ্ট অবমাননা করেছে।

শুক্র। আঃ! এরই নিমিত্তে এত? তাই কেন এতক্ষণ বল নাই? বৎসে! গান্ধর্ব্ববিবাহ করা যে ক্ষত্রিয়কুলের কুলরীতি, তা কি তুমি জান না?

দেব। তবে কি আপনার দুহিতা চিরকাল সপত্নী-যন্ত্রণা ভোগ করবে্য?

শুক্র। ক্ষত্রিয় রাজার সহিত যখন তোমার পরিণয় হয়েছিল, তখনি আমি জানি যে এরূপ ঘটনা হবে, তা পূর্ব্বেই এ বিষয়ের বিবেচনা উচিত ছিল।

দেব। পিতঃ, আপনার চরণে ধরি, সে নরাধমকে অভিশাপদ্বারা উচিত শাস্তি প্রদান করুন (পদতলে পতন ও জানুগ্রহণ)।

শুক্র। (কর্ণে হস্তদিয়া) নারায়ণ! নারায়ণ! বৎসে! আমি একর্ম্ম কি প্রকারে করি? রাজা যযাতি পরমধর্ম্মশীল ও পরমদয়ালু পুরুষ।

দেব। তাত! তবে আমাকে আজ্ঞা করুন, আমি যমুনা-সলিলে প্রাণত্যাগ করি।

শুক্র। (স্বগত) এওতো সামান্য বিপত্তি নয়! এখন করি কি? (প্রকাশে) তবে তোমার কি এই ইচ্ছা যে আমি তোমার স্বামীকে অভিশম্পাতে ভস্ম করি?

দেব। না না, তাত! তা নয়, আপনি সে দুরাচারকে জরাগ্রস্ত করুন্; যেন সে আর কোন কামিনীর মন হরণ করতে না পারে।

শুক্র। [চিন্তা করিয়া] ভাল! তবে তুমি গাত্রো-থ্থান করে্য গৃহে পুনর্গমন কর, তোমার অভিলাষ সিদ্ধ হবে।

দেব। [গাত্রোত্থান করিয়া] পিতঃ, আমি ত আর সে দুরাচারের গৃহে প্রবেশ করবো না।

শুক্র। [ঈষৎকোপে] তবে তোমার মনস্কাম-নাও সিদ্ধ হবে না।

দেব। তাত! আপনার আজ্ঞা আমাকে প্রতি-পালন কত্যেই হবে; কিন্তু আমার প্রার্থনাটি যেন সুসিদ্ধ হয়;—সখি পূর্ণিকে, তবে চল যাই।"

গ্রন্থের শেষাঙ্ক সর্ব্বাপেক্ষায় ক্ষুদ্র। তাহাতে রাজার জরারোগহইতে মুক্তি ও তৎসূচক উৎসব ও শর্ম্মিষ্ঠার দাসীত্ব-মুক্তি-বিষয়ক ব্যাপার পরি-কীর্ত্তিত হইয়াছে; তাহার পাঠাপেক্ষায় অভিনয় বিশেষ মনোজ্ঞ বোধ হয়। পরন্তু তাহা যে রচনার সৌন্দর্য্যে গ্রন্থের অপরাংশের তুল্য ইহা স্পষ্টই প্র-তীত হইতেছে। ফলতঃ এ বিষয়ে বাঙ্গালী নাট্য-কারে ও দত্তজয়ে এই বিশেষ প্রভেদ যে পূর্ব্বো-ক্তেরা অভিনয়ে কি প্রকার বাক্যে কি প্রকার ফলোৎপত্তি হইবে তাহার বিবেচনা না করিয়া নাটক রচনা করেন; দত্তজ তাহার বিপরীতে অভিনয়ে কি প্রয়োজন; কি উপায়ে অভি-নেয় বস্তু সুস্পষ্ট রূপে ব্যক্ত হইবে; এবং কোন প্রণালীর অবলম্বনে নাটক দর্শকদিগের আশু হৃদয়গ্রাহী হইবেক ইহার বিশেষ বিবেচনা-পূর্ব্বক শর্ম্মিষ্ঠা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহাতে প্রকৃত প্রস্তাবেরও কোন ব্যাঘাত হয় নাই। নাটকরচনার এক প্রধান নিয়ম এই যে তাহাতে যে সকল ঘটনা বর্ণিত হয় তৎসমুদায়কে এক উদ্দে-শ্যের অনুকূল হওয়া কর্ত্তব্য, এবং সেই উদ্দেশ্য বর্ণনীয় বিষয়ের মুখ্য ঘটনা। প্রত্যেক গর্ভাঙ্কে সেই মুখ্য ঘটনার উপায় ক্রমশঃ প্রস্তুত হইতে থাকে; তাহা হইলেই অসংলগ্নত্ব দোষের সম্ভাবনা হয় না। উত্তম নাটকে ভয়ানক রস বর্ণিতব্য হইলেও মধ্যে ২ রহস্যজনক ব্যাপারেরও বর্ণন থাকে; কিন্তু সদগ্রন্থকারেরা এতাদৃশ কৌশলে তাহার বিনিযোগ করেন যে তাহাতে রসের অপলাপ হয় না। দত্তজ এ বিষয়ে পরমপণ্ডিত। তিনি অনেক গুলি অনা-বশ্যক কৌতুক বাক্য এমত চতুরতার সহিত প্রস্তাবিতনাটকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন যে তাহা কোনমতে অসংলগ্ন বোধ হয় না।

নাটকমধ্যে প্রথমতঃ যে কত্রকটি গীত অভি নিবেশিত হইয়াছিল তাহার রচনা সমিচীনই বটে; কিন্তু মনোজ্ঞ স্বরের সহিত তাহার অনৈক্য বি-ধায় কোন সহৃদয় ব্যক্তি অপর কএকটি গীত প্রস্তুত করত ঐ সকলের স্থানীভূত করিয়াছেন। দৈববিড়ম্বনায় আমাদিগের মনে প্রেমরসের উৎস এক কালে শুষ্ক হইয়াছে, এই প্রযুক্ত আ-মরা অনুরাগোদ্দীপক গীতরসের আস্বাদনে বি-মুখ; তথাপি যাঁহার রসানুভাবকতার সাহায্যে শেষোক্ত গীত কএকটি প্রস্তুত হইয়াছে তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতে সতৃষ্ণ হইলাম। ফলতঃ আমরা শর্ম্মিষ্ঠার পাঠ ও অভিনয় উভয় প্র-কারে তাহার সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করিয়াছি, সুত-রাং কেবল দর্শক বা পাঠক আমাদিগের তুল্য আনন্দিত হইতে পারেন না; তত্রাপি (আমাদি-গের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে যে সকল বাঙ্গলা না-টক এ পর্য্যন্ত প্রকটিত হইয়াছে তন্মধ্যে সাধারণ জনগণে শর্ম্মিষ্ঠাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা বলিবেন, সন্দেহ নাই।)

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

৫ পর্ব্ব] শকাব্দা ১৭৮০, ফাল্গুণ। [৫৯ খণ্ড।

কাশসন্দ্বীপের ললনা।

গ্রীক্‌জাতীয়া ললনাদিগের বেশভূষা।
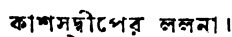
সভ্যতার প্রধান লক্ষণ ভদ্র বেশভূষা; তদ্ভিন্ন সভ্যতার সম্ভাবনা হইতে পারে না। অসভ্য এস্কুইম' জাতীয়েরা ভল্লুক ও শৃগালের চর্ম্মদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করে বটে, কিন্তু সেই আবরণ ও অপর অসভ্যদিগের দেহাবরণ ভদ্র-বেশভূষা নামে বর্ণিত করা যায় না। পক্ষান্তরে প্রাচীন ঋষিরা অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও সর্ব্বতোভাবে সুসভ্য হইয়াও বল্কলধারণ করিতেন প্রবাদ আছে, কিন্তু তাহা আমাদিগের উক্তির বিরুদ্ধ প্রমাণ বলা হইবেক না, যেহেতু তাপসদিগের বিশেষধর্ম্ম-সাধনার্থে কোন বিশেষ বেশের অবলম্বন সাধারণের প্রতি প্রয়োগ করা অবিধেয়। সে যাহা হউক সাধারণতঃ ভদ্রবেশভূষাদ্বারাই যে সভ্যের লক্ষণ ব্যক্ত হয় ইহাতে কাহার বিশেষ আপত্তি হইবেক না। ঐ বেশের নিমিত্ত মনুষ্য-মনে একপ্রকার স্বাভাবিক সংস্কার আছে; সেই সংস্কারবশতঃ সভ্য ও অসভ্য সকলেই বেশভূষার অনুধাবন করে। ত্রিপুরার সন্নিহিত কূকিনামে প্রসিদ্ধ বন্য-পশু-সদৃশ অসভ্য, যাহারা শুষ্ক পত্রের বস্ত্র সীবন করিতেও অক্ষম, ও দশ দিগই যাঁহাদের অম্বর, তাহারাও ভূষণ ধারণের অনুরাগী; চিক্কণ প্রস্তর-খণ্ড বা সুবর্ণ বৃক্ষবীজ অথবা সুচিত্রিত কপর্দক কিম্বা উজ্জ্বল শঙ্খ পাইলেই মস্তকে বা গলদেশে লতাদ্বারা তাহা বন্ধন করে। আফরিকার কাফরিরা যে কোন চিক্কণ দ্রব্য প্রাপ্ত হয় তাহাই দেহের কোন না কোন স্থানে বন্ধন করত

আপনাদিগকে সুদৃশ্যতর জ্ঞান করে। আণ্ডামান-দ্বীপের আদিম প্রজারা নরাহারী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল; যদ্যপি সে প্রবাদ অধুনা অপ্রবাদ বলিয়া সপ্রমাণিত হইয়াছে; তত্রাপি তাহারা অত্যন্ত নৃশংশ ও মূঢ় তাহার কোন সন্দেহ নাই। তাহাদিগের দেহাবরণার্থে প্রায়ঃ দিগম্বরই প্রসিদ্ধ আছে, কদাপি কৌপীন ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অথচ তাহারা কাচখণ্ড, ভগ্নপ্রস্তর, ক্ষুদ্র কপর্দক, চিক্কণ ঝিনুক প্রভৃতি পদার্থ পাইলেই অলঙ্কার বানাইতে প্রবৃত্ত হয়, এবং তাহা ধারণ করত অভিমানিত হইয়া থাকে। এই অলঙ্কারের লালসা সভ্যতার বৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিতহইয়া থাকে, কোন ক্রমে লঘু হয় না। স্ত্রীদিগের এই লালসা অত্যন্ত বলবতী; তাহাদের জীবনের অধিকাংশ ঐ প্রবৃত্তির সাধনে নিযুক্ত হইয়া থাকে। এতদ্দৃষ্টে অনেকে অনুমান করেন যে মনুষ্যের সৌন্দর্য্যানুভাবকতা স্বভাবসিদ্ধ প্রবৃত্তি, অভ্যাসক্রমে উৎপন্ন নহে; বস্তুতঃ তাহাই বটে, নতুবা সর্ব্বত্র এই প্রবৃত্তিতে তাদৃশ আগ্রহিতা দৃষ্ট হইত না।

প্রস্তাবিত প্রবৃত্তির প্রথম চিহ্ন কেশেতেই ব্যক্ত হয়। দিগম্বর অসভ্যেরাও আপনাদিগের কেশপাশের সৌন্দর্য্য-সাধনে ব্যগ্র হইয়া থাকে; এবং সভ্যদিগের মধ্যে এবিষয়ের যৎপরোনাস্তি মনোভিনিবেশ দেখা যায়। বিখ্যাত আছে যে ইউরোপ-খণ্ডের ধনাঢ্যা স্ত্রীরা কবরী-বন্ধনে প্রত্যহঃ চারি পাঁচ ঘণ্টাকাল বিনিযোগ করিয়া থাকেন। ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে তাঁহাদের ঐ পরিশ্রম ব্যর্থ হয় না; যেহেতু নায়কমনোরঞ্জনার্থে কেশপাশের ছটা বলবান্ উপায়; এবং কবিরা তন্নিমিত্তই নিয়তঃ তাহার উল্লেখ করেন। ফলতঃ অদ্বিতীয়া রূপবতীও কেশবিহীনা হইলে অত্যন্ত শ্রীহীনা বোধ হয়। এই প্রযুক্ত কি সভ্য কি অসভ্য সকলজাতীয়া স্ত্রী কেশপাশের সুশ্রূষায় নিয়ত প্রীতি করিয়া থাকেন—যে কোন প্রকারে তাহার সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধন হইতে পারে তাহার কোন উপায়ের অনুষ্ঠানে ত্রুটি করেন না। কেহ কবরীর সাফল্যে অনুরক্তা; কেহ লোলায়মান কুন্তলে আপন বদনচপলায় মেঘের আরোপ করিতে নিযুক্তা; কেহ বা দীর্ঘবেণীর মোহনী শক্তিদ্বারাই নায়কের মনকে বশীভূত করিতে কৃতসঙ্কল্পা। অপর ঐ কবরী বেণী ও কুন্তলের কত শত২ প্রকার রূপ কল্পনা করিয়া থাকেন তাহার নির্ণয় করাই দুষ্কর। কথিত আছে, গ্রীস্‌দেশে ও তন্নিকটস্থ দ্বীপপুঞ্জে কেশপাশ-বন্ধনের তারতম্য এত অধিক যে প্রায়ঃ প্রত্যেক পল্লীর এক এক পৃথক্ নিয়ম আছে; তদ্দৃষ্টে ঐ সকল পল্লীবাসিদিগকে পৃথক্ করা যাইতে পারে। তাহাদের বেশের নিয়মও স্বতন্ত্র; প্রত্যেক দ্বীপে পৃথক্ বেশভূষা চলিত আছে; এবং ঐ বেশভূষার সৌন্দর্য্য-সাধনে তত্রত্য ললনারা নিতান্ত অনুরাগিণী; ফলতঃ তথাকার মহিলারা স্বভাবতঃ অতীব সুন্দরী; এবং শিল্পদ্বারা সেই সৌন্দর্য্য তাঁহারা সর্ব্বমত প্রকারে সংবর্দ্ধিত করেন; সুতরাং তাঁহারা যে তাঁহাদের দর্শকমাত্রের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন ইহা আশ্চর্য্য নহে। আমরা তাঁহাদের বেশভূষার ভঙ্গী প্রদর্শনার্থে কাশস্‌দ্বীপ-বাসিনী বেণীগ্রন্থনে নিযুক্তা ও গ্রীস্‌দেশের কন্যা-সজ্জায় বিভূষিতা ললনার চিত্র মুদ্রিত করিলাম, তদ্দৃষ্টে যথাকথঞ্চিৎ অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। তাহাদের অবিকল সৌন্দর্য্য মনুষ্যকল্পনার সাধ্য নহে; তদর্থে লালসান্বিতেরা প্রস্তাবিত দেশে না গমন করিলে আপনাদিগের মানস সিদ্ধ করিতে পারেন না। কাশস্‌দ্বীপের বেণী বিনাইবার প্রথা দেখিবামাত্র আমাদিগের বঙ্গদেশের উপবেশন-ভঙ্গী অবশ্য সকলের মনে

গ্রীক কন্যা।

উদিত হইবে; এবং গ্রীক-কন্যার মুকুটদৃষ্টে আমাদিগের ময়ূরপাতি বিস্মৃত থাকিবেক না। আমাদিগের প্রশংসাবাদে বিবিধার্থানুরাগিণী-পাঠিকারা আমাদিগকে অত্যুক্তিবাদের নিমিত্ত তিরস্কার করিতে পারেন; অতএব এই প্রস্তাবের উপসংহার করিবার পূর্ব্বে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে ইহাদ্বারা আমরা তাঁহাদিগের প্রতি কোন মতে দ্বেষভাবে কটাক্ষ করিতে অভিপ্রায় নাই, এবং তাঁহাদের পাতিব্রত্য ও সৌন্দর্য্য ও লালিত্য ও সদ্গুণের অনুকীর্ত্তন আমরা সর্ব্বদা করিয়া থাকি।

শিবজীর জীবনবৃত্তান্ত।
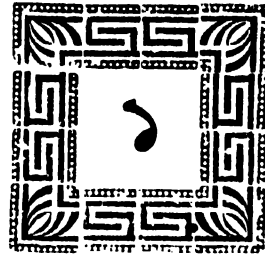
১৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দের পর কএক বৎসর মোগলেরা নিরুপদ্রবে দক্ষিণরাজ্যে স্বীয়বাহুবল বিস্তার করিয়া আসিতেছিল। ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে যুবরাজ অওরঙ্গজেবকে উক্ত রাজ্যের অধ্যক্ষতার ভার সমর্পিত হইলে তিনি তাঁহার প্রকৃতিসিদ্ধ যুদ্ধানুরাগিতাপ্রযুক্ত সমরানল প্রজ্জ্বলিত-করণার্থে বিশেষ চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার এই মনোরথ অচিরেই পূর্ণ হয়। তৎকালে প্রসিদ্ধ মীরজুমলা গলকণ্ডাধিপতি কুতব শাহের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি আদৌ হীরকাদি বহুমূল্য মণিমানিক্যের ক্রয়বিক্রয় করিতেন; পরে ব্যবসায়ের উপায়ে অনেক রাজাদিগের নিকট পরিচিত এবং অসামান্য ধীশক্তি ও বৈভবের মর্য্যাদায় সর্ব্বত্র সম্মানিত হয়েন। তাঁহার সদ্গুণলব্ধ মন্ত্রীপদপ্রাপ্তির পূর্ব্বাবধি তিনি দিল্লীর রাজসভায় বিলক্ষণ প্রতিপন্ন ছিলেন।

একদা ঐ মন্ত্রীর পুত্র মুহম্মদ আমীন দুর্ম্মতিবশতঃ কুতব শাহের কোন অবমাননা করাতে রাজসন্নিধানে দণ্ডিত হয়। তাহাতে মীর জুমলা অপত্যস্নেহানুরোধে এই ব্যবহারের প্রতিবিধানার্থ বাদশাহের শরণাপন্ন হইলে অওরঙ্গজেব নিজ অভীষ্ট সাধনের সমুচিতকাল পাইয়া ঐ বিষয়ে তাঁহার আনুকূল্য করেন; সুতরাং তাঁহাদের পরস্পরের সুদৃঢ় প্রণয় সম্বন্ধ হয়। অনন্তর শাহজহাঁ শরণাগতের সাপেক্ষ হইয়া কুতব শাহকে এক কঠোর পত্র লেখেন। কুতবশাহ তাহা অবগত হইয়া বাদশাহের অকারণ বৈরিতাচরণে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া মুহম্মদ আমীনকে কারারুদ্ধ ও তাহার পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি হস্তগত করেন। তাহাতে শাহজহাঁ রোষ-পরবশ হইয়া এই

ঔদ্ধত্য ও প্রতিযোগিতাচরণ খণ্ডনার্থে অওরঙ্গজেবকে দলবলের সহিত গলকণ্ডায় যাত্রা করিতে আদেশ করেন। রাজকুমার ঐ বরই প্রার্থনা করিতেন; আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র বিবিধ কলকৌশলে সহসা শত্রুরাজ্যে উপস্থিত হইয়া আশাতীত জয়লাভপূর্ব্বক মুহম্মদ আমীনকে কারামুক্ত ও মীর জুমলার সমস্ত সম্পত্তি পুনরুদ্ধৃত করিয়া দিলেন। মীর জুমলা পুনর্ব্বার গলকণ্ডা-দেশের প্রধান মন্ত্রিত্বপদে অভিষিক্ত হয়েন; পরন্তু তাঁহার মিত্র যুবরাজ অওরঙ্গজেবের অনুবর্ত্তী থাকিয়া কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন।

এই সময়ে বিজয়পুরের অধিপতি মুহম্মদ আদিল শাহ এক উৎকট রোগাক্রান্ত হইয়া ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র সুলতান আলী আদিল শাহ সিংহাসনারূঢ় হয়েন। রাজ্যভারগ্রহণের পূর্ব্বে একবার বাদশাহকে তদ্বিষয়ে জ্ঞাত করা ও তাঁহার যথাযোগ্য সম্মান ও পূজা করা তৎকালে রাজাদিগের এক প্রথা ছিল। নবভূপতি এই রীতির অন্যথাচরণ করিবাতে অওরঙ্গজেব চিরপ্রার্থিত বিজয়পুর আক্রমণ করিবার অদ্বিতীয় সুয়োগ দেখিয়া পিত্রাদেশগ্রহণপূর্ব্বক বহুসৈন্যসমভিব্যাহারে বিজয়পুরে যাত্রা করিলেন। বিজয়পরের রাজা এই আকস্মিক সমরোদ্যমের বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সত্বর সৈন্য সঙ্গ্রহ করত যথাসাধ্য অশ্ব পদাতি সঙ্গে দিয়া তাঁহার প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ খাঁ মুহম্মদকে সমরোন্মুখ করেন। এই শঙ্কটে সরজারাও ঘাটগে ও বাজীরাও ঘোরপুর প্রভৃতি মহারাষ্ট্রীয় জায়গীরদার মহোদয়েরা তাঁহার সময়োচিত-সহায়তাকরণে ত্রুটি করেন নাই। অওরঙ্গজেব প্রবলতর সৈন্যদলের সহিত বিজয়পুরে উপস্থিত হইয়া প্রথমে কালিয়ান দুর্গ, ও ক্রমে শত্রুপক্ষের আর২ প্রধান প্রধান স্থান আক্রমণপূর্ব্বক তত্তাবৎ হস্তগত করিলে বিজয়পুরেশ্বর ভগ্নদল ও হীনবল হইয়া অগত্যা আপনার হানি স্বীকার করিয়াও সন্ধি সংস্থাপিত করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু বিজয়পুর রাজ্যের স্বাধীনতা এক কালে উচ্ছেদ করা অওরঙ্গজেবের অভিলাষ ছিল; অতএব তিনি ঐ সংকল্প-সাধনে যত্ন করিতে নিযুক্ত রহিলেন। এমত সময়ে দৈব পিতার কোন সাঙ্ঘাতিক পীড়ার সংবাদ পাইয়া তৎকালে ঐ চেষ্টা-হইতে তাঁহাকে বিরত হইতে হইল। উপস্থিত উৎকট রোগে পিতার মৃত্যুশঙ্কা করিয়া তাঁহার পুত্রেরা স্বস্ব দলবল সঙ্গ্রহ-করণ-পূর্ব্বক সিংহাসন প্রাপ্তির চেষ্টা করিতে ছিল। জ্যেষ্ঠপুত্র দারা শেকোঃ তৎকালে শাহজহাঁর নিকট থাকিবায় অবিরোধে রাজ্যের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফলতঃ ভ্রাতৃগণের মধ্যে বুদ্ধি ও পরাক্রম শালী অওরঙ্গজেবকেই তাঁহার বিশেষ ভয় করিবার কারণ ছিল। অওরঙ্গজেব কোরাণোল্লিখিত বিবিধ কৃচ্ছ্রসাধ্য নিয়মের প্রতিপালনরূপ কপটধর্ম্মানুরাগের অবগুণ্ঠনে আন্তরিক কুটিলভাব ও প্রবল বিজিগীষা স্বরণ করিয়া লোকদিগকে প্রতারণা করিতেন। প্রত্যুত এই রূপ ভাক্তত্ব-পাশে তাঁহার আর২ ভ্রাতাদিগকে আবদ্ধ করিয়া জ্যেষ্ঠকে পরাজিত ও পরে তাঁহার প্রাণ সংহার করেন। অবশেষে নানা প্রতারণার কৌশলে বৃদ্ধ পিতাকে সিংহাসনচ্যুত ও এক সহোদরকে কারাবদ্ধ এবং অপরকে যুদ্ধে পরাজিত করণ পূর্ব্বক স্বয়ং সিংহাসনারূঢ় হইয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন।

যৎকালে অওরঙ্গজেব বিজয়পুর আক্রমণ করেন তৎকালে শিবজী আপনাকে বাদশাহের নিতান্ত অনুগত বলিয়া তাঁহাকে বিবিধ-বিনয়-গর্ভ এক পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহাতে অওরঙ্গজেব তাঁহার অধিকৃত বিজয়পুরের কোন স্থানে হস্তক্ষেপ করেন

নাই; বরং তাঁহার নম্রতাতিশয়-দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া সাগরসন্নিহিত দাবল্ ও তদধীনস্থ কতিপয় দেশের আধিপত্য তাঁহাকে সমর্পিত করিয়াছিলেন। পরন্তু শিবজী আপনাকে অওরঙ্গজেবের আজ্ঞাবর্ত্তী বলিয়া ব্যক্ত করিলেও সুযোগ পাইলে দেশ-বিশেষ আক্রমণ ও লুণ্ঠন প্রভৃতি জাতীয় ধর্ম্মপালনে ত্রুটি করিতেন না। অপিচ যাহাতে সমধিক অশ্ব ও পদাতিক লইয়া অচিরে মোগলাধিকার আক্রমণ করিতে পারেন নিয়ত এমত চেষ্টা করিতেন। ক্রমে অশ্ব ও লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে শিবজী মোগলদিগের অধীনস্থ জুনীর নগর লুঠ করিয়া এক রাত্রিতে তিন লক্ষ মুদ্রা, দুই শত অশ্ব, বহুমূল্য বস্ত্র ও আর২ দ্রব্যাদি হস্তগত করেন। প্রথম উদ্যমের আশাপূর্ণ-ফল-লাভের উৎসাহ পাইয়া তিনি পেটা দুর্গ আক্রমণার্থ অহমদনগরে যাত্রা করিলেন; কিন্তু তথায় সম্পূর্ণ জয়লাভ করিতে পারেন নাই; কেবল সাতশত ঘোটক ও চারিটী হস্তী লইয়া কষ্টে পলায়ন করিতে হইয়াছিল।

অনন্তর পূনানগরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শিজবী আপন অশ্বের সংখ্যা-বৃদ্ধি-করণার্থ বিশেষ যত্ন পাইতে লাগিলেন। তিনি নানা স্থানহইতে অশ্বসঙ্গ্রহ-করণ-পূর্ব্বক অধীনস্থ বর্গীদিগকে তদারূঢ় করাইয়া সমরোপযোগি শিক্ষায় নিযোগ করিলেন। এই সময়ে তিনি মহারাষ্ট্রীয় সিলিদারদিগকেও সৈন্যভুক্ত করেন। অপর মঙ্কাজী দোতন্দে নামক তাঁহার প্রাচীন অশ্বসৈন্যাধ্যক্ষের মৃত্যু হইলে নিত্যজী পলকার নামে কোন সাহসিক যোদ্ধাকে তৎপদে নিযুক্ত করেণ। সিলিদারদের উপর নিত্যজীর যথেষ্ট প্রভুত্ব ছিল বটে, কিন্তু তিনি স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর ও ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান রহিত ছিলেন।

সে যাহা হউক এই সময়ে মোগলদিগের অনপেক্ষিত জয়লাভের বার্ত্তাশ্রবণে শিবজী বিজয়পুরের আসন্ন বিপদ্ দেখিয়া আপনার পূর্ব্বাপরাধজন্য সমুচিত অনুতাপ প্রকাশপূর্ব্বক প্রথমতঃ অওরঙ্গজেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পাঠান। ঐ প্রার্থনার ফলও ত্বরায় উপলব্ধ হয়, যেহেতু তাহার অনতিবিলম্বে অওরঙ্গজেব রাজসম্পর্কীয় কার্য্যবিশেষে বিব্রত হইয়া উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলে শিবজী সুযোগ বোধে উপস্থিত সঙ্কটে অওরঙ্গজেবকে সাহায্য করিতে চাহিয়া তৎপুরস্কারস্বরূপ কণখল ও মোগলরাজ্যান্তর্গত কিয়দংশের জায়গীরী প্রার্থনা করণার্থে পুনর্ব্বার কৃষ্ণজী-ভাস্কর-নামক কোন বিশ্বস্ত অনুচরকে তাঁহার সমীপে প্রেরণ করেন। অওরঙ্গজেব তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াও কার্য্যোদ্ধারার্থে তাহাতে সম্মত হইয়াছিলেন।

শিবজী কণখল দেশ অধিকার-করণের প্রত্যাশায় প্রথমে সাগর সন্নিকটস্থ দুর্গসকল আয়ত্তকরণপূর্ব্বক ক্রমশঃ পাঠান ও মুসলমানদিগকে দলভুক্ত করিয়া সৈন্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। রঘুবরলালনামক এক জন ব্রাহ্মণকে ইহাদিগের অধ্যক্ষতা ভার সমর্পিত হয়। ঐ সৈন্য প্রস্তুত হইলে শিবজী শ্যামরাজ পন্থকে ফতে খা সীদির রাজ্য আক্রমণার্থে প্রেরণ করেন। কিন্তু তাঁহার বিপক্ষের প্রবলতরসৈন্যকর্তৃক পরাজিত হইয়া শ্যামরাজের অনেক লোক বিনষ্ট হয়। শিবজী এই প্রথম পরাভবের পর কিঞ্চিৎ ভগ্নোৎসাহ হইয়া শ্যামরাজ পন্থকে অবমানিত করিয়া তৎপদে রঘুনাথ পন্থকে সংস্থাপিত করেন। সীদি তাহাতেও সম্যগ্রূপে শত্রু প্রাদুর্ভাব দমন করিয়াছিলেন, এবং তাহার অবিলম্বেই বর্ষাঋতুর সমাগম হওয়াতে শিবজীর আশা এককালে ধ্বংস হয়।

অতঃপর বিজয়পুরের রাজকর্ম্মচারিদের মধ্যে আত্ম-বিচ্ছেদ ও বিষম কলহ বিসংবাদ উপস্থিত হওয়াতে উক্ত রাজ্য প্রায়ঃ উচ্ছিন্ন যাইবার উপক্রম হয়। অপেক্ষাকৃত তরুণবয়স্ক আলী আদিল শাহ বিদ্রোহ-প্রবাহের বেগ নিবারণ করিতে না পারিয়া রাজ্যশাসনে অশক্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী খাঁ মুহম্মদ এই উপদ্রবের সময়ে বিনষ্ট হয়। পরন্তু সর্ব্বাপেক্ষা শিবজীর দৌরাত্ম্য তাঁহার অধিকতর ক্লেশকর হইয়াছিল; অতএব তাঁহারই দমনার্থে সকলে একবাক্য ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন। এই অভিপ্রায়ে পাঁচ সহস্র অশ্ব, সাত সহস্র পদাতি এবং নানাবিধ আগ্নেয়াস্ত্রাদি সমেত এক বৃহৎ সৈন্যদলসঙ্গৃহীত হয়; এবং অফজুল্ খাঁ নামে এক প্রসিদ্ধ পরাক্রমশালি সেনানী তদধিপতিত্বের ভার স্বয়ং ইচ্ছানুসারে গ্রহণ করেন। যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বে বিদায়-কালে তিনি মুসলমানদিগের স্বভাবসিদ্ধদাম্ভিকতার প্রকাশ-করণ-পূর্ব্বক ব্যক্ত করেন যে তিনি অবশ্যই সাধারণের শত্রু শিবজীকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া বিজয়পুরের সিংহাসনের পদতলে নিক্ষিপ্ত করিবেন। ফলতঃ তাঁহার যে সাহস ও বলবীর্য্য তাহাতে এবম্ভুত উক্তি নিতান্ত অযোগ্য হয় নাই। অনন্তর অফজুল খাঁ প্রথমে পুরন্দরপুর, পরে তথাহইতে ব্যরিদেশে গমন করেন। শিবজী তৎকালে প্রতাপগড়ে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন। মুসলমানদিগের আগমনবার্ত্তা প্রচার হইলে তিনি অফজুলখাঁকে অতি বিনয়-গর্ভ পত্রাদি প্রেরণ করিতে লাগিলেন; যেহেতু বাক্যে সম্প্রীতি দর্শাইয়া লোকদিগকে প্রতারিত করিতে তাঁহার কোনসংশয় হইত না। অফজুল্ খাঁ শিবজীর পুনঃ২ সন্ধিসূচক প্রস্তাবের প্রকৃত মর্ম্মের অনুধাবনার্থে 'অনেক বিবেচনানন্তর পন্তুজী গোপীনাথ নামা এক ব্রাহ্মণকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। পন্তুজী গোপীনাথ শিবজীর নিকট উপস্থিত হইলে তিনি যথাযোগ্য কুশল সম্ভাষণের পর শিবিরের অবিদূরে তাঁহার বাসস্থান নিরূপণ করিয়া দেন। পরে সকলে সুষুপ্ত হইলে তিনি মধ্য নিশীথ সময়ে গোপনে পন্তুজীর আবাসে উপনীত হইয়া তাঁহার সহিত হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুদিগের সাপেক্ষ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। ভগবতী ভবানীর আদেশে গোব্রাহ্মণ রক্ষার্থে এবং পতিত হিন্দুধর্ম্মের উদ্ধারণার্থে নানা স্থানিক দেবালয় ও দেবতার অপভ্রংশকারি দুরন্ত যবনদিগের উচ্ছেদ করণার্থে তিনি তাহাদের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়াছেন। এবম্বিধ নানা রূপ বচন বৈদগ্ধ্যদ্বারা এবং কিঞ্চিৎ ধনদানে ব্রাহ্মণকে মুগ্ধ করিয়া আফজুল্ খাঁর সহিত সাক্ষাতের কথা ধার্য্য করেন।

কৃষ্ণজী ভাস্কর এই সকল ব্যাপার অবগত হইয়া পন্তুজী গোপীনাথের সমভিব্যহারে অফজুলখাঁর শিবিরে যাত্রা করেন। আফজুল্ খাঁ শিবজীর বারংবার বিনয় গর্ভ পত্রাদিতে ইতিপূর্ব্বে কিঞ্চিৎ নম্র হইয়াছিলেন; এক্ষণে পন্তুজীর প্ররোচনাবাক্যে তাঁহার বিশেষ বিশ্বাস জন্মিল, এবং শিবজীর সহিত সাক্ষাতের প্রস্তাবেও তিনি সম্যক্ সম্মতি প্রদান করিলেন। পরে এই শুভ ঘটনা শিবজীর সুগোচর হইলে তিনি স্বাভীষ্টসাধনের কাল নিকট দেখিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন; এবং প্রতাপগড়ের নিকটেই মিলনের এক স্থান নিরূপিত করিয়া তাহার চারিদিক্ রুদ্ধ করত কেবল একমাত্র যাতায়াতের পথ প্রস্তুত করিলেন। অপর কণখলহইতে কএক হাজার মাওয়লী-জাতীয় পদাতির সহিত মৌরপন্থ এবং নিত্যজী পলকারকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগকে স্বীয় নিষ্ঠুর অভিসন্ধির বিষয় অবগত করিলে তাহারা সসৈন্যে দুর্গের চতুর্দ্দিক্ রক্ষা করিতে লা-

গিল। এই রূপ সমুদায় বিষয় স্থির হইলে পর অসন্দিগ্ধচিত্ত অফজুল্ খাঁ সামান্য শুক্ল পরিচ্ছদ-পরিধানপূর্ব্বক জনৈক ভৃত্যমাত্র লইয়া শিবিকারোহণে সন্দর্শনের নিরূপিত স্থানে যাত্রা করিলেন। এদিকে শিবজী সচরাচর নিয়মানুসারে সে দিবসও তাঁহার নিত্য নৈমিত্তিক পূজা আহ্নিকাদি সমাপন করিয়া মাতৃচরণে প্রণামপুরঃসর স্বীয় শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় লৌহকবচে শরীর বিভূষিত ও পার্শ্বদেশে নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র গোপন করিয়া হস্তের অঙ্গুলিতে মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে প্রচলিত "ব্যাঘ্রনখ" নামা অস্ত্র সংবদ্ধ করত মৃদুভাবে দুর্গহইতে বহি-র্গমন করিলেন। উক্ত খাঁ তাঁহার অনেক পূর্ব্বেই আসিয়াছিলেন; অধিক বিলম্বে অধৈর্য্য প্রকাশ করিতেছেন, এমত সময়ে শিবজী এক জন ভৃত্যের ন্যায় তথায় উপস্থিত হইলেন। সম্ভাষণাদি-কার্য্যের পূর্ব্বে প্রচলিত প্রথানুসারে যেমন উভয়ে আলিঙ্গন করিবেন বিশ্বাসঘাতক শিবজী তাঁহার অঙ্গুলিস্থ ব্যাঘ্রনখ অফজুল খাঁর বক্ষঃস্থলে নিবিষ্ট করিলেন। তাহাতে তিনি "হা হাকার" করত তরবালের এক আঘাত করেন, কিন্তু শিবজীর অভেদ্য লৌহবর্ম্মে তাহার কোন ফল দর্শিল না; এই রূপ কিয়ৎক্ষণ সংগ্রামের পর অফজুল খাঁ বেষ্টনকারী সৈন্যদলদ্বারা আক্রান্ত হইয়া বিদীর্ণ-কলেবরে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

মাদক দ্রব্য।

সিদ্ধি চরস মাজুম ও গাঁজা।
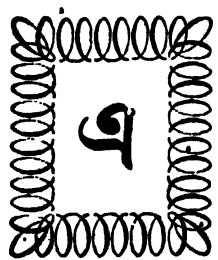
এতদ্দেশীয় মাদকদ্রব্যানুরাগি বালকেরা প্রথমতঃ তামাক আরম্ভ করিয়া ত্বরায় অন্য মাদকের লালসা করিলে চরস তাহাদিগের পক্ষে মুখ্য বলিয়া বোধ হয়। আমাদিগের এই মাদক-বিষয়ক-প্রবন্ধে সেই নিয়মের অনুসারী হওয়া বিহিত বোধ হইতেছে। গত সংখ্যায় তামকূটের ধূমে উদ্দীপিত হইয়া নেসার প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না; অদ্য চরস সিদ্ধি গাঁজা ও মাজুমের আয়োজন হইল। ইহাতে পাঠকদিগের মনোরঞ্জন হইলে পরে পরে অন্যান্য মাদকেরও আখ্যানারম্ভ হইতে পারে। একথা লেখায় হঠাৎ আমাদিগের মান্য পাঠক ও হৃদ্যা পাঠিকারা বিরক্ত হইতে পারেন; যেহেতু বিবিধার্থের সমাদরকারিদিগের মধ্যে চরস বা গাঁজার অনুরাগী কেহ নাই; পরন্তু ইহার আলোচনায় আমরা বিবিধ বিষয়ের জ্ঞাপন-রূপ কর্ত্তব্যকর্ম্মের সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। পাঠকদিগের পক্ষে কাঁহার নেসার পরীক্ষোত্তীর্ণ জ্ঞান থাকা সম্ভব নহে, অথচ বীর্য্যবৎ পদার্থের ধর্ম্ম জ্ঞাত থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য, সুতরাং এবংবিধ প্রস্তাবের প্রয়োজন মানিতে হইবে; অতএব আর অধিক ভূমিকা না করিয়া প্রকৃতের অনুসরণ করাই বিধেয়।

যে সকল পদার্থের উল্লেখ প্রস্তাব-শিরোভাগে হইয়াছে তৎসমুদায় এক জাতীয়—সকলেই এক বৃক্ষহইতে উৎপন্ন হয়, এবং সকলের সার পদার্থ এক; এই প্রযুক্ত তাহাদিগকে এক প্রস্তাবে সন্নিবেশিত করা বিহিত বোধ হইতেছে। বোধ হয় অনেকেই জ্ঞাত আছেন যে গাঁজার বৃক্ষই প্রস্তাবিত সকল পদার্থের মূল; এবং তাহাহইতেই তাহারা সকলে উদ্ভূত হয়। উক্ত গাঁজার বৃক্ষ প্রায়ঃ চারি পাঁচ হস্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে; তাহার কাষ্ঠ কিঞ্চিৎ দৃঢ়, এবং পত্র সকল সূক্ষ্ম, দীর্ঘ ও উভয় পার্শ্বে দন্ত-বিশিষ্ট। ইংরাজি-গ্রন্থকারেরা তাঁহার অবয়ব বহুমের ফলার সদৃশ বলিয়া বর্ণন করেন। প্রস্তাবিত বৃক্ষের ত্বচ সূত্রময়; পাট প্রস্তুত করিবার নিয়মে গাঁজার বৃক্ষকে জলে ভিজাইয়া

রাখিলে ঐ সূত্রে সুচারু শণ প্রস্তুত হইতে পারে; এবং তন্নিমিত্ত পৃথিবীর অনেক স্থানে ইহার চাস আছে। কথিত আছে যে ইহা প্রকৃত ভারতবর্ষের বৃক্ষ; তথাহইতে পারস্য আরব্য ইউরোপ আফরিকা আমরিকা প্রভৃতি ভূমণ্ডলের অনেক স্থানে নীত হইয়াছে। সে যাহা হউক, ইহা যে এক্ষণে নানাবিধ প্রাকৃত-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট দেশে উৎপন্ন হইতেছে তাহার সন্দেহ নাই। রুশিআর উত্তরভাগে অত্যন্তহিমপ্রধান আর্চেঞ্জল্ নামক স্থানে—যথায় বর্ষের ছয় মাস ভূম্যুপরি নীহার জমিয়া থাকে তথায়—সকল প্রকার চাসের অপেক্ষায় গাঁজার চাস অতি প্রধান বলিয়া গণ্য; এবং আফরিকার জ্বলন্তাগ্নি-সদৃশ মধ্যদেশেও ইহার তুল্য প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। অপর সমমণ্ডলেও ইহার অনেক চাস আছে। পরন্তু এই সকল ভিন্ন২ স্থানে ইহার ধর্ম্ম তুল্য হয় না। ইউরোপ-খণ্ডে ইহার যে সকল চাস আছে তাহার মুখ্যোদ্দেশ্য শণ প্রস্তুত করা; তদ্ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ ঐ বৃক্ষহইতে সঙ্গৃহীত করিবার রীতি নাই। ভারতবর্ষে পারশ্য ও আরব্যদেশে এবং আফরিকা-খণ্ডের কএকস্থানে গাঁজার বৃক্ষহইতে শণ প্রস্তুত করে না; তাহার ফল পুষ্প পত্রাদির সেবনদ্বারা উন্মাদন শক্তির সম্ভোগ করাই তথাকার অভিপ্রেত। কথিত আছে—এবং ইহা সম্ভাব্যও বটে—যে ইউরোপ-খণ্ডের গাঁজার বৃক্ষে মাদক-শক্তি আছে, কিন্তু তাহা ভারতবর্ষীয় গাঁজার তুল্য নহে; অপর তদ্দেশে তাহার সেবকও নাই। পরীক্ষিত হইয়াছে যে প্রস্তাবিত মাদক-শক্তি বৃক্ষস্থ 'এক প্রকার ধূনার' সদৃশ নির্য্যাসে নিবসতি করে; সেই অসামান্য ধূনার তারতম্যে গাঁজার মাদকত্বের প্রভেদ হয়। রুশিআ দেশজ গাঁজায় ঐ অসামান্য ধূনা আছে, কিন্তু তাহার পরিমাণ অল্প। নেপালদেশজ গাঁজায় তাহার পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষায় অধিক, তৎপ্রযুক্ত গ্রীষ্মকালে তাহা জীবিত-বৃক্ষহইতে দ্রব হইয়া নিঃসৃত হয়। ঐ নিঃসৃত ধূনা সর্ব্বদাই ঈষদ্ দ্রব থাকে, এবং মাদক-শক্তিতে অতীব পূর্ণ। তাহা ভারতবর্ষে ও কাবুল পারশ্য এবং তুর্কদেশে "মোমিয়া" বা "মোমিয়া চরস" নামে প্রসিদ্ধ। অহিফেন সঙ্গ্রহের যে নিয়ম ইহার সঙ্গ্রহ-করণার্থে তাহারই অবলম্বন করিতে হয়। ইহার গন্ধ উগ্র, কিন্তু কটু নহে; এবং স্বাদু উগ্র ঈষত্তিক্ত কষা এবং ধূনার সদৃশ। ভারতবর্ষের মধ্যদেশে এই অসামান্য ধূনা দ্রবহইয়া বৃক্ষহইতে নিঃসৃত হয়, কিন্তু তাহার পরিমাণ অধিক নহে, এবং তাহার সঙ্গ্রহ-করণের প্রথাও স্বতন্ত্র। তদর্থে লোকে চর্ম্মাবরণদ্বারা দেহাবৃত করত গাঁজার ক্ষেত্রে পুনঃ২ যাতায়াত করে; তাহাতে দ্রব ধূনা চর্ম্মাবরণে সংলগ্ন হয়, এবং সেই ধূনা ঐ চর্ম্মহইতে চাঁচিয়া লইলে "চরস" নামে বিখ্যাত হয়। অনেক স্থানে চর্ম্মাবরণের পরিত্যাগ পূর্ব্বক বস্ত্রহীন ব্যক্তিরা গাঁজার ক্ষেত্রে পুনঃ২ যাতায়াত করত আপন২ দেহ চাঁচিয়া চরস সঙ্গ্রহ করে; কিন্তু তাহা মোমিয়া চরসের তুল্য হয় না; এবং তাহার বীর্য্যও অল্প। পারশ্যদেশে চরস-প্রস্তুতকরণের প্রথা ইহাহইতে স্বতন্ত্র। তথায় লোকে গাঁজার বৃক্ষ সঙ্গ্রহ করত তাহা স্থূল বস্ত্রে দাবন করে এবং পরে ঐ বস্ত্রোপরি কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত জল নিক্ষেপ করত চরস সঙ্গ্রহ করিয়া থাকে। এই প্রকারে হিরাত-দেশে যে চরস প্রস্তুত হয় তাহা অপর সর্ব্বাপেক্ষা বীর্য্যবত্তম ও বহুমূল্য। তথায় তাহা "কির্স্" নামে প্রসিদ্ধ। এই প্রকারে চরস প্রস্তুত করণে কোন বিশেষ হানি নাই, যেহেতু গাঁজার বৃক্ষ বার্ষিক, তাহাকে নষ্ট করায় ব্যাঘাত বোধ হইতে পারে না। বঙ্গদেশের গাঁজার বৃক্ষে চরস দ্রব হইয়া নির্গত হয় না।

ইহা অনায়াসেই অনুভূত হইতে পারে যে বৃক্ষমধ্যে প্রচুর-পরিমাণে ধূনা জন্মিলেই উদ্বৃত্ত অংশ দ্রব হইয়া বৃক্ষহইতে নিঃসৃত হয়, অবশিষ্ট অংশ বৃক্ষের বিশেষ২ অঙ্গে অবস্থিতি করে। সেই সকল অঙ্গের মধ্যে পত্র পুষ্প ও ফলই প্রধান; তাহার প্রত্যেকেতেই চরস-নামক ধূনা যথেষ্ট-পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে, সুতরাং তৎ তাবৎ পদার্থই প্রধান মাদক বলিয়া গণ্য। গাঁজার পত্র সিদ্ধি-নামে খ্যাত; সংস্কৃতে তাহাকে সম্বিদ, ত্রৈলোক্যবিজয়া, ভঙ্গা, ইন্দ্রাশন, জয়া, বীরপত্রা, গঞ্জা, চপলা, অজয়া, আনন্দা, হর্ষিণী প্রভৃতি বহুনামে বর্ণন করে। হিন্দুী ভাষায় ইহার প্রসিদ্ধনাম "ভঙ্গ" ও "সবজী"।

গাঁজার শাখাগ্রে অনেক গুলি পুষ্প একত্রে উৎপন্ন হয়। তাহা অপ্রস্ফুটিতাবস্থায় শাখাগ্রে জটার ন্যায় বোধ হয়; এই প্রযুক্ত ঐ পুষ্পগুচ্ছকে জটা বলা-হইয়া থাকে। তাহার সাধুনাম জয়া, বিজয়া, সঞ্জয়া ইত্যাদি। ঐ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া ফলরূপে পরিণত হইলে তাহাকে "রোড়া" শব্দে জ্ঞাত করা যায়। ঐ রোড়ায় মাদকশক্তি প্রচুর আছে; কিন্তু তাহার পৃথক্ ব্যবহার প্রসিদ্ধ নাই। গাঁজার কোমল ত্বকে কিঞ্চিৎ মাদক-শক্তি আছে, কিন্তু তাহার শণে ও কাষ্ঠে ও মূলে কোন মাদকতা অনুভূত হয় না।

যদিচ প্রস্তাবিত মাদকদ্রব্য-সকলের ধর্ম্ম তুল্য, এবং সকলের শক্তি একপ্রকার ধূনাহইতে উৎপন্ন হয়, তথাপি তাহাদের ক্রম অবিকল একপ্রকার হয় না; এবং ব্যবহারের প্রথাও তুল্য নহে। চরসাদি সকল পদার্থই ভক্ষণ করিলে অনায়াসে নেসা হইতে পারে; অথচ ঐ সকলকে গ্রহণের প্রথা সম্যক্ স্বতন্ত্র। চরসকে ধূমরূপে পরিণত করত পান করাই প্রসিদ্ধ রীতি। তদর্থে ভারতবর্ষে এক মটর পরিমিত চরস লইয়া তদ্দ্বিগুণ গুড়ুকতামাকে আবৃত করত অগ্নিতে উত্তপ্ত করিতে হয়। এক মিনিটকাল উত্তপ্ত হইলে চরস গলিয়া গুড়ুকের আবরণে ব্যাপ্ত হইয়া যায়। ঐ চরসব্যাপ্ত গুটিকা গুড়ুকের তলির উপর সাজিয়া হুকার সাহায্যে ধূমপান করা হইয়া থাকে। কাবুল ও পারস্য দেশে গুটিকা প্রস্তুত করিবার রীতি নাই; এবং গুড়ুকের তলির পরিবর্ত্তে দোক্তার ব্যবহার হইয়া থাকে। মোমিয়া চরস প্রস্তুতীকৃত তামাকের কলিকায় ঢালিয়া পান করারও অনেক স্থানে রীতি আছে। সামান্য চরস ঐ প্রকারে পান করিলে চরস পায়ীরা "শ্যামশীতল করিলাম" কহিয়া থাকে।

সম্বিদা-পানের প্রসিদ্ধ প্রকরণ পাঠকবৃন্দ সকলেই জ্ঞাত আছেন, অতএব তাহার উল্লেখে বিবিধার্থের স্থান পূর্ণ করা কর্ত্তব্য নহে। সম্বিদা-মিশ্রিত লুচি কচুরী ও মিষ্টান্নও অজ্ঞাত বস্তু নহে; পরন্তু মিষ্টান্ন প্রস্তুত করণের রীতি বোধ হয় সকলে উত্তমরূপে জ্ঞাত নহেন। উক্ত মিষ্টান্ন "মাজুম" নামে প্রসিদ্ধ। তাহা প্রস্তুত করণার্থে ৵ ছটাক-পরিমিত সম্বিদা, এবং ৵ ছটাক পরিমিত ঘৃত-অর্দ্ধ-সের-পরিমিত জলে মিশ্রিত করিয়া সিদ্ধ করিতে হয়। তাহাদ্বারা সম্বিদার চরসরূপ ধূনা ঘৃতে মিশ্রিত হইয়া তাহার হরিদ্বর্ণ সিদ্ধ করে। শীতল হইলে ঐ ঘৃত ত্বরায় নবনীতের ন্যায় দৃঢ় হয়, তৎকালে তাহাকে পুনঃপুনঃ শুদ্ধ জলে ধৌত করিতে হয়। তদনন্তর তাহা পৃথক্ রাখিয়া এক সের চীনির রস করত তাহাতে এক পোয়া খোয়া (দৃঢ়ীকৃত ক্ষীর) দিয়া বরফি প্রস্তুত করিতে হয়, এবং বরফি প্রস্তুত হওন-সময়ে তাহাতে পূর্ব্বোক্ত ঘৃত ঢালিয়া দিলেই মাজুম প্রস্তুত হইল। অনেকে এই মাজুমের সৌষ্ঠব-সাধনার্থে তাহাতে কর্পূর এলাচ দারুচীনি প্রভৃতি মসলা দিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা মাজুমের প্রয়োজনীয় অঙ্গ নহে। ফলতঃ হরিদ্ঘৃতই মাজুমের প্রকৃত পদার্থ,—তাহা যে

কোন মিষ্টান্নে মিশ্রিত করিলেই অভিপ্রেত সিদ্ধ হইতে পারে। তুরস্ক ও আরব্য দেশে ঐ ঘৃত প্রস্তুত করিয়া বহুকাল রাখিয়া থাকে; প্রয়োজন মতে তাহাতে শর্করা এলাচ লবঙ্গ কর্পূর জায়ফল জৈত্রী অম্বর কস্তূরী প্রভৃতি পদার্থ মিশ্রিত করিয়া তাহাকে "এলমাজুম" বলিয়া ভক্ষণ করে। আরবেরা ঐ প্রকার প্রস্তুতীকৃত পদার্থকে "দাওয়ামীজ্" নামে প্রখ্যাত করে, এবং কখন কখন ইন্দ্রিয়োদ্দীপন-করণার্থে "রাণমাহী" নামক একপ্রকার টিক্টিকীর মাংস ও অন্যান্য উত্তেজক পদার্থ তাহাতে মিশ্রিত করিয়া থাকে। তুরুষ্কদিগের মধ্যেও এই প্রকার মাজুমের ব্যবহার আছে, তাহার নাম "হদশীমলক;" কিন্তু তাহার প্রস্তুত করণের প্রথা স্বতন্ত্র। তথায় সম্বিদার ঘৃত না লইয়া গাঁজার কেশর চূর্ণ করিয়া তাহাতে মধু, লবঙ্গ, জায়ফল ও কেশর মিশ্রিত করিয়া অভীষ্ট সিদ্ধ করে। তন্ত্রশাস্ত্রে ও কোন২ পুরাণে "শক্রাশন" "বক্রাশন" "কামেশ্বর মোদক" প্রভৃতি সম্বিদার নানাবিধ মোদক প্রস্তুত করিবার পদ্ধতি আছে; এবং ইন্দ্রিয় সুখাভিলাষিরা অনেকে তাহার সেবন করিয়া থাকেন*।

গাঁজার জটা তামাকের সহিত সাজিয়া খাওয়াই প্রসিদ্ধ রীতি। এতদ্দেশে তন্নিমিত্ত জটাকে ক্ষুদ্র২ করিয়া কাটিয়া তাহার সহিত দোকতা মিশ্রিত করত গুড়াকুর উপর সাজিয়া থাকে। তুরষ্কদেশে তৎপরিবর্ত্তে কেবল্ তোম্বেকী নামক তামাকের সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্দেশীয় নলে সাজিয়া পান করাই প্রসিদ্ধ পদ্ধতি। এতদ্দেশে কোন২ বিজ্ঞয়াসৌণ্ড অহিফেন গুলিয়া তাহাতে গাঁজার জাসু দিয়া গুলি প্রস্তুত করেন; এবং ঐ পরিপক্ব অহিফেনকে "তোড়" "যোড়" ও "মেরুর" সাহায্যে "গেুপশট্" নামে পান করিয়া থাকেন*। অপর কোন২ স্থানে গাঁজার জটা চর্ব্বণ করিয়া ভক্ষণ করিবার রীতি আছে। এতদ্ভিন্ন গাঁজার সমস্ত বৃক্ষ সুরানির্য্যাসে সিদ্ধ করিয়া তাহার ক্বাথ প্রস্তুত করত পান করা হইতে পারে; কিন্তু তাহা ভেষজরূপেই গৃহীত হইয়া থাকে, তদ্রূপ মাদক বলিয়া গ্রহণের রীতি নাই।

পূর্ব্বোক্ত কএক-প্রকারের কোন না কোন প্রথায় গাঁজা বহুকালাবধি ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কথিত আছে ৩।।০ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হেলেন্ টেলিমেকস্কে সম্বিদার সর্ব্বত পান করাইয়া তাঁহার শোক বিস্মৃত করাইয়াছিলেন। হিরোডোটস্ লেখেন যে প্রাচীন সীথীয়েরা এক প্রকার ধূমের

---

* শক্রাশন, বক্রাশন, কামেশ্বর মোদক, মহাকামেশ্বর মোদক, এই সকলেতেই প্রায়ঃ ধনে, মৌরী, যোয়ান, রান্ধুনী, জীরা দুই প্রকার, ছোট এলাচ, বড় এলাঁচ, লবঙ্গ দারুচীনি জায়ফলাদি, কএক প্রকার মশালা লাগে। তদ্ভিন্ন মোদকদ্বয়ে অভ্রভস্ম, লৌহ, গন্ধক, চিতা প্রভৃতি ৪১ প্রকার মশালা দেওয়া যায়। শক্রাশন ও বক্রাশন ১৫,১৬ টা গরম মশালাদ্বারা প্রস্তুত হয়। সকল মশালার গুড়া সমান অংশে যত হয়, তত সিদ্ধি দেওয়া যায়, ও তাহার দ্বিগুণ পরিমিত চীনির রস করিয়া কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করা কর্ত্তব্য। শক্রাশনে, মশালা চূর্ণ করিয়া চীনি ঘৃত ও মধুর সহিত মিলিত করিয়া, অগ্নির উপর উত্তপ্ত করিতে হয়, কিন্তু মোদক দ্বয় প্রস্তুত করণার্থে চীনির রসে অগ্নির নিকট মশালা সকল মিশ্রিত করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন মরিচ ১ তোলা, মৌরী ১ ঐ, রান্ধুনী ১ ঐ, যোবান ১ ঐ, অভ্র ২৪ তোলা, চীনি ১৬ তোলা, আগ্নিতাপে মিশ্রিত করিয়া এক প্রকার মোদক হইয়া থাকে, তাহা অত্যন্ত উন্মাদজনক বলিয়া বিখ্যাত। শ্রুত আছে যে ইহার /১০ পরিমাণে অনভ্যস্ত ব্যক্তি বিহ্বল হয়; এবং অভ্যস্ত ব্যক্তির পক্ষে অর্দ্ধতোলক বিশেষ প্রমত্ত করে। তন্ত্রশাস্ত্রে এবংবিধ অপর অনেক মোদকের উল্লেখ আছে, কিন্তু তৎসমুদায় বর্ণিত মোদকের সহিত যত শীঘ্র বিস্মৃত হয় ততই ভদ্র।

* প্রসিদ্ধ মাদক গুলি বানাইবার নিমিত্ত প্রথমতঃ অহিফেন জলে গুলিয়া মলা পরিষ্কৃত করত নির্ম্মল অহিফেন-জল কিয়ৎকাল অগ্ন্যপরি সিদ্ধ করিয়া তাহাতে গোলাবপুষ্পের দল, তাম্বুল বা পেয়ারাপত্র চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করত কিয়ৎকাল অগ্নিপক্ক করিলেই গুলী প্রস্তুত হয়। এই প্রকরণে যে কোন পত্র চূর্ণ দেওয়া যায় তাহার নাম "জাসু"। কোন২ মাদকসৌণ্ড জরীর জাসু দিয়া গুলীর উপাদেয়ত্ব সিদ্ধ করেণ, এবং অন্যে উপরোক্ত প্রকারে গাঁজার জাসুদ্বারা ভয়ানক মাদকত্ব সম্পাদন করেন। এই গুলীপানের নিমিত্ত হুকা সংস্থাপনের যে কলসকণ্ঠের আসন প্রস্তুত করা হয় তাহার নাম "তোড়;" ঐ হুকায় ধূমপান করিবার নিমিত্ত যে নল ব্যবহৃত হয় তাহার নাম "যোড়," এবং যে তাম্র কলিকায় গুলী সাজা হইয়া থাকে তাহার নাম "মেরু"।

নিশ্বাস লইয়া প্রমত্ত হইত, তাহা গাঁজার ধূম অনুভূত হয়। পূর্ব্বকালে মিসর-দেশেও ইহার ব্যবহারের প্রমাণ আছে। আরব্য উপন্যাসে ইহার পুনঃ২ উল্লেখ দেখা যায়। পরন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীন গ্রন্থে ইহার বাহুল্য ব্যবহারের কোন প্রমাণ দৃষ্ট হয় না। মনুতে ইহার ব্যবহার নিষিদ্ধ আছে বটে, কিন্তু বেদ রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি বিখ্যাত পুস্তকে সম্বিদার কোন আলোচনা অদ্যাপি আমরা দেখি নাই; অতএব বোধ হয় পূর্ব্বকালে এতদ্দেশে তাহার ব্যবহারের বিশেষ প্রচার ছিল না। সে যাহাহউক কাল্পনিক তন্ত্রশাস্ত্রে ইহার প্রচুর বর্ণনা দৃষ্টে ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে গত তিন চারি শত বৎসরাবধি ইহার ব্যবহার প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এইক্ষণে যে ঐ পদার্থ এতদ্রাজ্যের বহু স্থল ব্যাপ্ত করিয়াছে তাহার বাখ্যা করাই বাহুল্য। আর্য্যাবর্ত্তের প্রায়ঃ সকলেই সিদ্ধি পান ও মাজুম ভক্ষণ করিয়া থাকেন, এবং বঙ্গদেশে সিদ্ধি চরস গাজা মাজুম ও মোদক, ইহার কোন না কোন পদার্থ প্রায়ঃ অনেকেই কোন না কোন সময়ে সেবন করিয়াছেন। মোসলমানদিগের শাস্ত্রে মদ্য অত্যন্ত নিষিদ্ধ, এই প্রযুক্ত তাহারা যে সকল দেশে বসতি করে তৎসর্ব্বত্র প্রস্তাবিত মাদক কোন না কোন প্রকারে যথেষ্ট ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইউরোপের পূর্ব্বাংশস্থ লোকেরা এই মাদকহইতে স্বাধীন নহে; এবং আফরিকার কাফরীরা ইহাকে অত্যন্ত প্রিয়জ্ঞানে গ্রহণ করিয়া থাকে। অধিকন্তু মহাসমুদ্রপারে দক্ষিণামরিকার ব্রেজিল পিরু গোয়াটিমালা প্রভৃতি দেশেও ইহার ব্যবহার অনেক দেখা যায়।

এতদ্দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে প্রস্তাবিত মাদকের সেবন সুখকর হইবেক, নতুবা তাদৃশ সঙ্খ্যক লোকে আগ্রহী হইয়া ব্যবহার করিবার কারণ থাকিত না। বৈদ্যকে লিখিত আছে—

"জাতা মন্দরমন্থনাজ্জলনিধৌ পীযূষরূপা পুরা।
ত্রৈলোক্যে বিজয়প্রদেতি বিজয়া শ্রীদেবরাজপ্রিয়া॥
লোকানাং হিতকাম্যয়া ক্ষিতিতলে প্রাপ্তা নরৈঃ কামদা।
সর্ব্বাতঙ্কবিনাশহর্ষজননী যৈঃ সেবিতা সর্ব্বদা"॥

"এই পীযূষস্বরূপা দেবরাজ ইন্দ্রের প্রিয়া মন্দর পর্ব্বতদ্বারা সমুদ্রমন্থনে পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে জয় প্রদান করাতে বিজয়া নামে প্রসিদ্ধা, ইহা লোকের হিতসাধনার্থে ভূমণ্ডলে সংপ্রাপ্ত হইয়াছে মনুষ্যকর্তৃক ব্যবহৃত হইলে ইহা সকল আতঙ্কের বিনাশ করে, কামের উদ্দীপন করে, এবং হর্ষদায়িনী হয়।" অন্য শাস্ত্রে ইহাকে আনন্দোদ্দীপক, কামোত্তেজক, সৌহার্দ্যবর্দ্ধক, হাস্যোৎপাদক, ও অস্থির গতিকারক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে; এবং প্রত্যক্ষ-প্রমাণে তাহার কোন লক্ষণের অন্যথা দৃষ্ট হয় না। পরিমাণ ও প্রকরণ ভেদে ক্রমের অন্যথা হইতে পারে; এবং মাদক-গৃহীতার স্বভাবভেদেও ফলের ভিন্নতা জন্মিতে পারে; পরন্তু গাঁজার সাধারণ লক্ষণ তুল্য মানিতে হইবে। গাঁজা যে কোন প্রকারে সেবন করা হউক, প্রথমতঃ তাহাতে কিঞ্চিৎ আনন্দ উদ্ভূত হয়। কিয়ৎক্ষণ পরে ঐ আনন্দ মনকে পরাভূত করিতে উদ্যত হয়; কিন্তু তখন মন তাহার একান্ত অধীন হইতে ইচ্ছা না করিয়া ঐ আনন্দকে আপনবশে রাখিতে পারে; কিন্তু কিঞ্চিৎকাল পরে মতির আর সে ক্ষমতা থাকে না। তখন মন বায়ুসঞ্চালিত তরঙ্গের ন্যায় নানাভাবে উদ্বেলিত হয়। মতির সহিত তখন আর ধৃতির কিঞ্চিন্মাত্র সম্বন্ধ থাকে না; তৎকালে মন যে কি সত্বরে কত প্রকার বস্তুতে সঞ্চালিত হইতে থাকে তাহার নির্ণয় করা দুষ্কর; যৎপরোনাস্তি আনন্দের অনুভব করিতে২ এক নিমেষমাত্রে একান্ত দুঃখে রোরুদ্যমান হয়, এবং তৎপর নিমেষে বীর, করুণা, হাব, ভাব, লাস্য বা অন্য কোন

রসে বিমুখ হয়। এতদবস্থায় মনের অহঙ্কার ও ক্ষুধার বৃদ্ধি হইয়া থাকে; এবং বোধ হয় যে বলবীর্য্যেরও বৃদ্ধি হইয়াছে। এই ভাবে প্রমত্ত হইয়া মন নানাবিধ সুখের সম্ভোগ করিতে থাকে; বাহ্য কারণে বিচলিত না হইলে নিরস্ত হয় না। অন্যে ঐ ভাবের ভঙ্গ করিলে মনে ক্ষণকালের নিমিত্ত অত্যন্ত বিরক্তি জন্মায়; কিন্তু পরক্ষণেই এক নূতন ভাবের উদয় হইয়া পূর্ব্বভাবের বিস্মৃতি করায়। ঐ নূতন ভাবের উদয়করণার্থে কোন প্রয়াস পাইতে হয় না; যৎসামান্য প্রসঙ্গ হইবামাত্র মন আপনাপনি তদ্বিষয়ক সমস্ত সুখের পূর্ণ সম্ভোগ করিতে নিযুক্ত হয়; তাহার সাহায্যার্থে কোন ব্যক্তি বা বস্তুর প্রয়োজন নাই। ফলতঃ কৃপণের নির্জ্জ অর্থ দর্শন বা গণনা করিয়া যাদৃশ সুখ অনুভূত হয়, ইহাও তাদৃশ; ইহার সহিত কোন ইন্দ্রিয়সুখের তুলনা হইতে পারে না। এই মত্ততাবস্থায় পরিমাণ ও কালের কোন জ্ঞান থাকে না। এক খণ্ড তৃণকে উল্লঙ্ঘন করাও কখন দুঃসাধ্য বোধ হয়, এবং পরক্ষণে হিমালয়ের শিখর ও তাদৃশ উচ্চ জ্ঞান হয় না। অপর কখন এক নিমেষকালকে সহস্র বৎসর জ্ঞান হয়, এবং কখন বা সমস্ত দিবারাত্রকে এক নিমেষের অধিক বোধ হয় না। যে পর্য্যন্ত ইহার আবেশ প্রবল থাকে সে পর্য্যন্ত মন অত্যন্ত সাহসিক থাকে; তখন মৃত্যুও অতি তুচ্ছ পদার্থ জ্ঞান হয়। বীর্য্যই সম্যগ্ আদরণীয় বোধ হয়; ঔদ্ধত্য ও নৈষ্ঠুর্য্যে বিশেষ প্রবৃত্তি জন্মে, এবং শত্রু-দমনে একান্ত চিত্ত আগ্রহি হয়। ইহার সাহায্যে একাগ্রচিত্ততা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া থাকে— যে কোন বিষয় মনে উদ্ভুত হয় তাহার প্রতি তৎক্ষণাৎ তাহার অনন্যভক্তি জন্মে; তৎকালে মনে অন্য কিছুই স্থান প্রাপ্ত হয় না। এই নিমিত্ত তন্ত্রশাস্ত্রে যোগী ও তাপসদিগের পক্ষে ইহার বিশেষ বিধি আছে, এবং নেশার আধিক্য হইলে ইচ্ছানুসারে দেবদেবী ও মৃত ব্যক্তিদিগের সহিত আলাপ হইতেছে এই বলবৎ জ্ঞান হয় বলিয়া সেই বিধি অনেকের পক্ষে সিদ্ধ হইবার উপায় হইয়াছে।

ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে বর্ণিত ফলসকল এই মাদকের ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিবামাত্র উৎপন্ন হয় না; অভ্যাসদ্বারা ইহার ক্রম আয়ত্ত করিতে পারিলেই তাহার সম্যক্ সম্ভোগ হইতে পারে। নব্য কেহ এই মাদক প্রথম অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিলে প্রথম কিঞ্চিৎ আনন্দের অনুভব করত পরে অত্যন্ত যাতনা ভোগ করে। সেই যাতনার মধ্যে কণ্ঠ শুষ্ক হওয়া, বক্ষোদেশে ভার বোধ, ও ঊর্দ্ধ্বহইতে পুনঃ২ পতন বোধ, অত্যন্ত ক্লেশকর। ইহার পর শরীর এ প্রকার অবশ হয় যে তৎকালে হস্ত পাদাদিকে অন্যে যে প্রকারে রাখিয়া দেয় তদ্রূপেই অবস্থিতি করে; ইচ্ছা বা শরীরের ধর্ম্মে স্বাভাবিক অবস্থা গ্রহণ করে না। এই অবস্থার অধিক বৃদ্ধি হইলে অবশ্যই মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। ক্রমশঃ অভ্যাস করিলে গাঁজার সেবনে এই সকল যাতনা বোধ হয় না; পরন্তু ইহাতে ক্রমশঃ জ্ঞানের ব্যাঘাত ও বুদ্ধির দুর্ব্বলতা জন্মে, সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে গাঁজার প্রধান অংশ একপ্রকার অসাধারণ ধূনা, যাহাকে সচরাচর চরস বলা যায়। যে প্রকারে গাঁজার সেবন করা যায় তাহাতে ঐ চরসের ক্রমেই উন্মত্ততা উৎপন্ন করে। পরন্তু ইহা বক্তব্য যে গাঁজার ধূম পান করিবার সময় এক প্রকার বায়ু পরিনামি তৈল ও উৎপন্ন হইয়া থাকে; তামাকের বায়ুপরিনামি তৈলের ন্যায় ইহা অত্যন্ত বলবৎ বিষ ও প্রমত্ত কর; গাঁজার পানে শরীরে তাহা প্রবিষ্ট হইয়া মাদকতার অনেক পরিবর্দ্ধন করে।
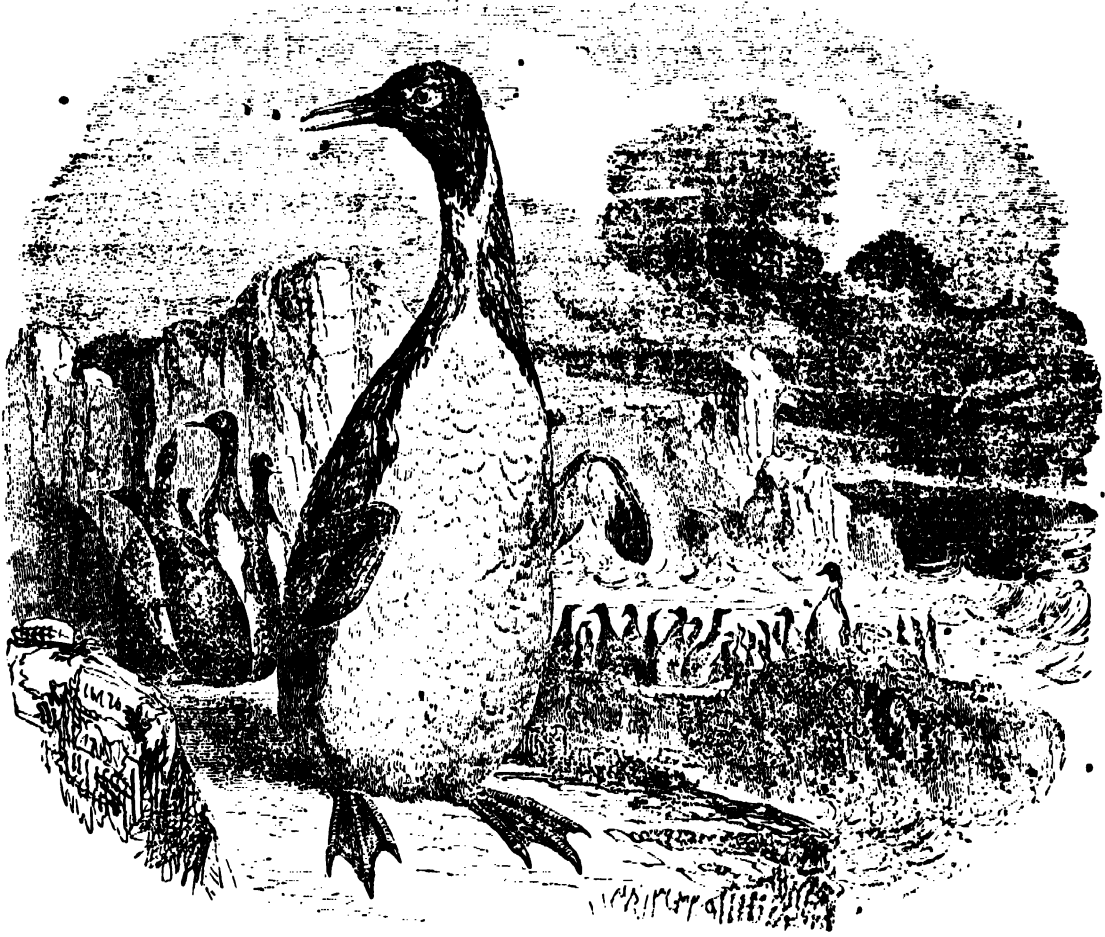
পেঙ্গুইন পক্ষী।

পেঙ্গুইন পক্ষী।

হা অনায়াসেই অনুভূত হয় যে আকাশে বিচরণ করিবার নিমিত্তই পক্ষিজাতির সৃষ্টি হইয়াছে; এই নিমিত্তই সংস্কৃতে তাহাদিগকে বিহগ, বিহঙ্গ, বিহঙ্গম, নভঃসঙ্গম, পত্ররথ, পিৎসন্ প্রভৃতি আকাশমার্গে ভ্রমণ-জ্ঞাপক বিশেষণসকল নির্দ্দিষ্টীকৃত হয়। দেখুন ঐ ভ্রমণের উপায়-সাধনার্থে পক্ষিদিগের শরীর অপর সকল জীবহইতে লঘু; তাহাদের দেহ সূক্ষ্ম পক্ষদ্বারা আবৃত; অস্থিসকল বায়ুদ্বারা পূর্ণ হইবার নিমিত্ত বহুল সূক্ষ্ম ছিদ্র বিশিষ্ট, এবং পত্রদ্বয় অনায়াসে বায়ুতে আহত হইবার নিমিত্ত লঘু দৃঢ় ও স্থিতিস্থাপক-গুণবিশিষ্ট হইয়াছে। ঐ সকল ধর্ম্ম না থাকিলে পক্ষীরা কদাপি উড্ডীনশীল হইতে পারিত না। পরন্তু সকল পক্ষী সমরূপে আকাশে বিচরণ করিবার নিমিত্ত উৎপাদিত হয় নাই; জাতিভেদে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কার্য্য সাধন করিয়া দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়; সুতরাং সকলের পক্ষ তুল্যাবয়ব হয় না। শকুনীরা পূত মাংস ভক্ষণ করিয়া দিনপাত করে; কোথায় জন্তু মরিয়া ঐ পূত মাংস প্রস্তুত হইয়াছে ইহার নির্দ্দেশ-করণার্থে তাহাদিগকে অতি উচ্চে আরোহণ করিয়া ভূপৃষ্ঠের অনেক স্থানে এককালে

দৃষ্টিক্ষেপ করিতে হয়; তন্নিমিত্ত তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও বলবৎ পক্ষ এবং দূরদর্শনক্ষম অক্ষি পাইয়াছে; অন্যের তাদৃশ প্রয়োজন না থাকা প্রযুক্ত সেইরূপ পক্ষ বা চক্ষু সৃষ্ট হয় নাই। পেচকেরা রজনীযোগে তস্করের ন্যায় গোপনে অন্ধকারে মূষিকের অন্বেষণ করে; তৎসময়ে তাহাদের পক্ষের শব্দ হইলে মূষিকেরা সকলে পলায়ন করিত; এই অভিপ্রায়ে তাহাদের দেহের পক্ষ এতাদৃশ কোমল বিরচিত হইয়াছে যে তাহার ঘর্ষণে শব্দের অনুভব হয় না। এই প্রকারে চাতকাদি নানাবিধ পতত্রিদিগের স্বভাবানুসারে পক্ষের ভেদ প্রদর্শিত হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন অনেক পক্ষী আছে যাহাদের দেহযাত্রা-নির্ব্বাহার্থে বিহায়সে ভ্রমণ করিতে হয় না; পৃথ্বীপৃষ্ঠেই তাহাদের সমস্ত কায়িক কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়; তাহাদের পক্ষের প্রয়োজন নাই। এই প্রযুক্ত তাহাদের দেহে ডানার উৎপত্তি হয় না। আপটেরিক্স, ইমু, ডোডো, কাসসোয়ারী প্রভৃতি পক্ষীসকল এইরূপ; তাহাদের দেহে পক্ষের কেবল অঙ্কুরমাত্র দৃষ্ট হয়। এইরূপ কতকগুলী জলচর পক্ষী আছে, তাহাদেরও পক্ষ উত্তমরূপে প্রকটীকৃত নহে, তন্মধ্যে পেঙ্গুইন পক্ষী সকলের অগ্রগণ্য। উক্ত পক্ষী শীতলদেশ-প্রিয়। দক্ষিণসমুদ্রের নীহারাবৃত নিভৃত উপদ্বীপে তাহারা বাস করে; এবং সর্ব্বদা সমুদ্র-শম্বূক সঙ্গ্রহ করত উদরপূর্ত্তি করিয়া থাকে; সুতরাং তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই জলে সন্তরণ ও নিমজ্জন করিতে হয়। ঐ কার্য্যের সহায়তার নিমিত্ত তাহাদের পক্ষ নৌকার ডাঁড়ের ন্যায় বিকৃত ও খর্ব্বাগ্র হইয়াছে; তাহাদ্বারা তাহারা অনায়াসে সন্তরণ ও জলে নিমগ্ন হইতে পারে; তদভাবে গভীর জলে নিমগ্ন হওয়া অত্যন্ত দুষ্কর হইত। অপর ইহাদের কেবল যে পক্ষ বিকৃত, এমত নহে. ইহাদিগের সমস্ত অবয়ব আশ্চর্য্যজনক। ইহাদের দেহাবরণ লোমের ন্যায় সূক্ষ্ম ও কোমল, আশু পালখ বলিয়াই বোধ হয় না। ইহাদের পুচ্ছ এতাদৃশ ক্ষুদ্র ও বিকৃত যে হঠাৎ বোধ হয়, ইহাদের পুচ্ছ নাই, এবং পদদ্বয় ঐ পুচ্ছের নিকট এতাদৃশ রূপে সংলগ্ন যে মনুষ্যের ন্যায় উপবেশন না করিলে ইহারা ভূমিতে বসিতে পারে না। ইহাদের বর্ণ সর্ব্বাঙ্গে তুল্য নহে; মস্তক ও স্কন্ধ কৃষ্ণবর্ণ, কণ্ঠ পীত, বক্ষোদেশ ও উদর উজ্জ্বল শ্বেত. এবং পৃষ্ঠদেশ নীলাক্ত পাঁশল। ইহারা স্বভাবতঃ যূথচর, ইহাদের এক এক দলে ৩০ বা ৪০ সহস্র পক্ষী একত্র থাকে; এবং তৎকালে বৃদ্ধ পৌগণ্ড শিশু স্ত্রী পরিস্কৃত ও অপরিস্কৃত সকলে পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীতে উপবিষ্ট থাকে; এবং ঐ শ্রেণীও অতি সাবধানে সৈন্য-শ্রেণীর ন্যায় ঋজুভাবে স্থাপিত হয়। এই পক্ষিদিগের দীর্ঘতা প্রায়ঃ দুই হস্ত, এবং ভার পঞ্চদশ শেরের অপেক্ষাও অধিক; কিন্তু তৈল ও মেদে তাহাদের মাংস সিক্ত থাকা প্রযুক্ত সুখাদ্য বোধ হয় না।

দুর্গন্ধ দ্রব্য।

ভূমণ্ডলের সকল পদার্থেরই প্রিয়ত্ব ও অপ্রিয়ত্ব আছে; এমত কোন পদার্থ নাই যাহার বিপক্ষ দৃষ্ট হয় না। আলোকের বিপরীত অন্ধকার, ধর্ম্মের বিপরীত অধর্ম্ম, শুক্লের বিপরীত কৃষ্ণ, ইহা সকলেরই জ্ঞানগোচর হইয়াছে। এই প্রকারে আমাদিগের অপর সকল ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বস্তু প্রিয় ও অপ্রিয় এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। নয়নের বিনোদনার্থে সুশ্রী নির্দ্দিষ্ট আছে, যে কোন পদার্থ সেই লক্ষণাক্রান্ত না হয়, তাহাতে নয়নের বিরক্তি জন্মিয়া থাকে। তালমান-

বিশিষ্ট কোমল শব্দ সুমধুর বলিয়া বিখ্যাত; তাহার তাল বা মান বা কোমলতার হানি হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা কর্কশ বোধ হয়। মধু ও শর্করা সকলেরই প্রিয়, যে ব্যক্তি কদাপি মধুর রস আস্বাদন করে নাই সেও জিহ্বাদ্বারা মধু স্পর্শ করিবামাত্র তাহার প্রশংসা করিবেক, এবং চিরকাল নিম্ব ভক্ষণ করিলেও ঐ নিম্বকে মধুহইতে সুস্বাদু বলিয়া স্বীকার করিবেক না। নাসিকারও এই রূপ উপভোগ আছে; সম্ভোগসময়ে বস্তুভেদে তাহারা ঐ ইন্দ্রিয়ের প্রিয় ও অপ্রিয় অনুভব হয়। ঐ উপভোগ্য বস্তুর নাম "গন্ধদ্রব্য;" এবং প্রিয় ও অপ্রিয় ভেদে তাহাকে "সুগন্ধ" ও "দুর্গন্ধ" এই দুই নামে বিধান করা যায়। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে ব্যক্তি ও অবস্থার ভেদে একই পদার্থ কখন দুর্গন্ধ কখন বা সুগন্ধ বলিয়া নির্ণীত হইতে পারে, যথা হীঙ্ যাহা সমস্ত ভারতবর্ষে খাদ্যদ্রব্যের সুগন্ধসাধনার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাকে ইউরোপখণ্ডের কোন কোন জাতি "ডেবিল্‌স্ ডঙ্গ" অর্থাৎ "সয়তানের বিষ্ঠা" নামে বিখ্যাত করে। পরন্তু এ রূপ বিভিন্নতা কএক বিশেষ পদার্থে ঘটিয়া থাকে; সাধারণতঃ সুগন্ধ ও দুর্গন্ধের উত্তম প্রভেদ আছে; যেহেতু মনুষ্যের ইন্দ্রিয় সর্ব্বদেশে তুল্য, অতএব যাহা এক নাসিকায় উগ্র বোধ হয় তাহা প্রায়ঃ সর্ব্বত্রই উগ্র, এবং যাহাতে এক ব্যক্তির মিষ্ট জ্ঞান হয় তাহা সকলেরই মিষ্ট অনুভূত হইয়া থাকে; কোন দৈব কারণ না থাকিলে অন্যথা হয় না; অতএব এই প্রস্তাবে কোন ব্যক্তিবিশেষের নাসিকার অনুরোধ না করিয়া যে সকল পদার্থ সর্ব্বত্র দুর্গন্ধ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। এই আলোচনায় সম্যক্ লাভের সম্ভাবনা আছে। যেহেতু দুর্গন্ধ আমাদিগের অনেক অনিষ্টের কারণ; তাহা কি২ প্রকারে উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং কোন্ উপায়েই বা তাহার শান্তি হয়, ইহা জ্ঞাত থাকিলে মনুষ্য অনায়াসে প্রস্তাবিত অনিষ্টের কারণসকল ধ্বংস করত সুখস্বচ্ছন্দে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। দুর্গন্ধের ধর্ম্ম ও উৎপত্তির কারণ জ্ঞাত না থাকিলে এ অভীষ্ট কদাপি উত্তমরূপে সিদ্ধ হইতে পারে না।

সুগন্ধসকল কেবল জীবজ ও উদ্ভিজ্জ পদার্থে উৎপন্ন হইয়া থাকে। দুর্গন্ধ দ্রব্য খনিজ জীবজ ও উদ্ভিজ্জ এই তিন জাতীয় পদার্থেই প্রাপ্ত হওয়া যায়; এবং জাতিভেদে তাহার ধর্ম্মের অনেক বিভিন্নতা নিষ্পন্ন হয়। তদনুসারে কোন কোন দুর্গন্ধ নাসিকার অপ্রিয় সাধন করে, অন্য কোন অনিষ্ট করে না; কোন দুর্গন্ধ নাসিকার তাদৃশ অপ্রিয় সাধন না করিয়াও শরীরের পীড়াকর হয়। অপর কোন কোন দুর্গন্ধ মারাত্মক কালকূট হইতেও প্রখরতর; তাহার একবার ঘ্রাণমাত্রে হতজীবিত হইতে হয়। এই সকল পদার্থমধ্যে গন্ধক ঘটিত বাষ্পই অধিক; অতএব আদৌ তাহারই বর্ণন করা কর্ত্তব্য।

লৌহচূর্ণ ও গন্ধক একত্রে উত্তপ্ত করিলে উভয়ের পরমাণু রাসায়ন-সংযোগে * মিশ্রিত হইয়া একপ্রকার কৃষ্ণবর্ণ গন্ধকাক্ত লোহ প্রস্তুত হয়। ঐ গন্ধকাক্ত লৌহের সহিত কিঞ্চিৎ গন্ধক দ্রাবক মিশ্রিত করিলে একপ্রকার বায়ু নির্গত হইতে থাকে; তাহা বর্ণবিহীন; সামান্য বায়ু হইতে পাঁচগুণ গুরু; অগ্নিতে জ্বলনীয়, গলিত অণ্ডের সদৃশ কুস্বাদু; গন্ধকের ন্যায় অত্যন্ত দুর্গন্ধ, এবং ভয়ানক জীবঘ্ন। দ্বাদশ শতাংশ সামান্য বায়ুর সহিত ইহার একাংশ মিশ্রিত করিয়া

* যখন দুই পদার্থ-সংযোগে এক নূতন পদার্থের উৎপত্তি হয় তখন তাহাকে রাসায়ন-সংযোগ কহা যায়। ইহার বিশেষ বিবরণ বিবিধার্থের ৬৩ খণ্ডের ৬২ পৃষ্ঠায় ব্যক্ত আছে।

তন্মধ্যে ক্ষুদ্র কোন পক্ষী রাখিলে তাহা তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায়, এবং শতাংশ সামান্য বায়ুতে ইহার একাংশ থাকিলে কুক্কুরেরাও তন্মধ্যে প্রাণ ধারণ করিতে পারে না; সুতরাং ইহার অতি অল্পাংশও সামান্য বায়ুতে থাকিলে মনুষ্য-দেহের অনিষ্টকর হয়। জলে এই বায়ু মিশ্রিত হইয়া থাকিতে পারে, এবং তদবস্থায় ঐ জল প্রস্তাবিত বায়ুর আস্বাদ ও গন্ধ প্রাপ্ত হয়। এই বায়ু অমিশ্র স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ নহে; হাইড্রোজিন্ নামক বায়ুর একপরমাণু একপরমাণু গন্ধকের সহিত মিশ্রিত হইয়া উহা উৎপন্ন হয়; এই প্রযুক্ত ইহাকে গন্ধকাক্ত হাইড্রোজিন্ কহা যায়। ভূগর্ভে এই বায়ুবিশেষ নানাস্থানে স্বভাবতঃ উৎপন্ন হয়, এবং ভূমির ফাটাল দিয়া ঊর্দ্ধে আগমন করত কোন কোন উৎসের জলে মিশ্রিত থাকে। এই প্রযুক্ত ঐ সকল উৎসের জল দুর্গন্ধ বোধ হয়। ভূগর্ভহইতে উত্থানসময়ে জলের সহিত সংসৃব না হইলে এই বায়ু পৃথ্বীর উপর আসিয়া অনেক স্থানকে দুর্গন্ধে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে। গন্ধকাক্ত চূণ বা লৌহের উপর জল ও জীবজ বা উদ্ভিজ্জ পদার্থ পড়িয়া গলিত হইলেও এই বায়ু নির্গত হয়। অপর মনুষ্যের উদরেও ইহা অল্প পরিমাণে সর্ব্বদা উৎপন্ন হইয়া থাকে; এবং অন্যান্য বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া অপান বায়ু নামে নির্গত হয়। এতদ্ভিন্ন গন্ধক দগ্ধ করিলে তাহার সহিত অক্সিজিন্ বায়ু মিশ্রিত হইয়া একপ্রকার দুর্গন্ধ বায়ু উৎপন্ন করিয়া থাকে; তাহা বারুদ পোড়াইবার সময় অনেকেই অনুভব করিয়া থাকেন। উহা অত্যন্ত কাশজনক এবং অপ্রিয়। আগ্নেয় গিরির সন্নিকটে তাহার সর্ব্বদা উৎপত্তি হইয়া থাকে। পরন্তু তাহা গন্ধকাক্ত হাইড্রোজিনের তুল্য অনিষ্টকর নহে।

কয়লা ও হাইড্রোজিন্ বায়ু সমবায়সম্বন্ধে একত্রিত হইলেও একপ্রকার দুর্গন্ধ বায়ু উৎপন্ন হয়; তাহার ঘ্রাণে মনষ্য মরিতে পারে। প্রাচীন কূপে তাহার বর্ত্তমান থাকা প্রযুক্ত হঠাৎ কূপ পরিষ্কারক তন্মধ্যে নামিলে তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যায়, এবং অনতি বিলম্বে প্রাণ ত্যাগ করে। কয়লা ও অক্সিজিন্ মিলিত হইয়া যে বায়ু প্রস্তুত হয় তাহাতেও লোকের অনিষ্ট হইয়া থাকে। অপর লবণের উপর গন্ধক-দ্রাবক পড়িলেও একপ্রকার দুর্গন্ধ বায়ু নির্গত হইয়া থাকে; তাহা স্বভাবতঃ ভূমণ্ডলে অনেক স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই কএক বায়ুকে খনিজ দুর্গন্ধ বলা যায়; কারণ তাহা খনিহইতে স্বভাবতঃ নির্গত হইয়া থাকে। পরন্তু জীবদেহে তৎসকলের অভাব নাই; অধিকন্তু গন্ধক জীবজ ও উদ্ভিজ্জ অনেক দুর্গন্ধের কারণ; অতএব তাহা সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। এই স্থানে "টেলেরিয়ম্" নামক এক প্রকার ধাতুর বিবরণ লেখা কর্ত্তব্য। যদি তাহা স্বভাবতঃ দুর্গন্ধ নহে; পরন্তু তাহাদ্বারা মনুষ্যদেহে ভয়ানক দুর্গন্ধ জন্মিয়া থাকে। কথিত আছে যে এই ধাতু গন্ধকাক্ত হইলে তাহার এক আনা পরিমাণের ২০ অংশের এক অংশ লইয়া কোন মনুষ্যকে খাওয়াইলে কিয়ৎকাল পরে তাহার দেহে এতাদৃশ ভয়ানক দুর্গন্ধ হয় যে জীবমাত্রে তাহার নিকট তিষ্ঠিতে পারে না। ঐ দুর্গন্ধ কএক দিবস পরে আপনা আপনি বিলুপ্ত হয়; এবং তাহাদ্বারা ঐ দুর্গন্ধিত মনুষ্যের কোন শারীরিক হানি হয় না। শ্রুত আছে যে কোন দুষ্ট ব্যক্তি এক মতগর্বা যৌবনাভিমানিনীর দমনার্থে তাহাকে এই পদার্থ খাওয়াইয়া অনেকের হেয়া করিয়াছিল।

জীবজ দুর্গন্ধ নানাবিধ জীবের দেহহইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং বোধ হয়, পরম কারুণিক জগৎস্রষ্টা তাহাদের কোন বিশেষ হিতের নিমিত্ত তাহাদের দেহে ঐ দুর্গন্ধের সৃষ্টি করিয়া-

হেন। ঐ সকল দুর্গন্ধের মধ্যে পুংছাগের গন্ধ, ছুঁচার গন্ধ, ছারপোকার গন্ধ, দুর্গন্ধ নকুলের গন্ধ, * পিপীলিকা-ভুকের গন্ধ, মেষের গন্ধ প্রভৃতি কএক দুর্গন্ধদ্রব্য অনেকে জ্ঞাত আছেন। ঐ সকল গন্ধ কি প্রকারে কি প্রয়োজন সাধনার্থে উৎপন্ন হয় তাহা পণ্ডিতেরা অদ্যাপি নির্ণীত করিতে পারেন নাই; অতএব তদ্বিষয়ে আমাদিগেরও অজ্ঞতা স্বীকার করিতে হইবে।

উদ্ভিজ্জ দুর্গন্ধের ধর্ম্ম অনেকাংশে নির্ণীত হইয়াছে। রসায়ন-বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা কহেন যে উদ্ভিজ্জ দুর্গন্ধের অনেক পদার্থেই "আলাইল্" নামা একপ্রকার বায়ুপরিণামি তৈল আছে; সেই তৈলের সহিত গন্ধকের সংযোগে ঐ দুর্গন্ধ নিষ্পন্ন হয়। এই বাক্য সপ্রমাণ-করণার্থে তাঁহারা পেয়াজ, রসুন, হীঙ, মূলা প্রভৃতি অনেক দ্রব্য জলে চোলাই করিয়া দেখিয়াছেন যে তাহাতে চোলাই করা জলের সহিত উক্ত প্রকার তৈল নির্গত হইয়া থাকে, এবং তাহাতে পেয়াজাদির দুর্গন্ধ পূর্ণমাত্রায় অবস্থিতি করে। পেয়াজের গন্ধের অপেক্ষা হীঙের গন্ধ উগ্র, এবং পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, হীঙের তৈলে গন্ধকের পরিমাণ অধিক আছে।

যে কোন উদ্ভিজ্জে পেয়াজের সদৃশ গন্ধ আছে তাহাতে প্রস্তাবিত আলাইল্ তৈল ও গন্ধক পাওয়া যায়। শর্ষপ, শজিনার ছাল ও আর কএক পদার্থ যাহাতে পেয়াজের তুল্য গন্ধ নাই, অথচ কর্কশ গন্ধ ও স্বাদু আছে তাহাতেও প্রস্তাবিত তৈল ও গন্ধক বর্ত্তমান আছে। তাহাকে পৃথক্ করিলে এতাদৃশ উগ্র বোধ হয় যে কোন মনুষ্য তাহা সহ্য করিতে পারে না। পরন্তু ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় যে উহা তাদৃশ উগ্র হইলেও অল্প পরিমাণে মনুষ্যের গ্রাহ্য হইয়াছে; এবং ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র পেয়াজ-রসুনাদির গন্ধ হেয় স্বীকৃত হইয়াও ঐ পদার্থ সমাদরে ভুক্ত হইতেছে; এবং তদভাবে ব্যঞ্জনের স্বাদুতা হয় না ইহা অনেককর্তৃক অনুমিত হয়। দুগ্ধবতী গো দুর্ব্বার সহিত দৈব দুই এক তৃণ রসনা ঘাস ভক্ষণ করিলে সে দিবস তাহার দুগ্ধ এতাদৃশ দুর্গন্ধিত হয় যে তাহা পান করা দুষ্কর। যে স্ত্রী রসুন ভক্ষণ করে তাহার গাত্র, ঘ্রাণবায়ু, লালা, দুগ্ধ ও মূত্র পর্য্যন্ত দুর্গন্ধিত হয়; অথচ লোকে ঐ মূল ভক্ষণে বিরত হয় না। এতদ্দৃষ্টে বোধ হয়, গন্ধকাক্ত আলাইল্ তৈলে মনুষ্যের কোন বিশেষ ইষ্টসাধন হইয়া থাকে, নতুবা তাহারা কদাপি এরূপ দুর্গন্ধকে প্রিয় জ্ঞান করিত না।

উল্লিখিত উদ্ভিজ্জ ব্যতীত অনেক তরু আছে যাহাদের গন্ধ মনুষ্যে অপ্রিয় জ্ঞান করিয়া থাকেন। "গুসফুট্" নামক একপ্রকার ক্ষুদ্র তরু আছে তাহাহইতে পূত মৎস্যের গন্ধ নির্গত হয়। অপর "শ্বসুরিয়া" নামক একপ্রকার তরুতে পূত মাংসের গন্ধ নির্গত হয়। মেক্সিকো-দেশে ঘৃতকুমারিবৃক্ষের রসে যে সুরা প্রস্তুত হয় তাহার গন্ধও পূত মাংসের সদৃশ। এতাদৃশ অপরাপর অনেক বৃক্ষ আছে, কিন্তু তাহাদের বাহুল্য-বর্ণনার প্রয়োজন নাই। এস্থলে এই মাত্র বক্তব্য যে এই সকল দুর্গন্ধের অনেকের কারণ গন্ধক, কিন্তু তাহার সকলেতে আলাইল নামক তৈল প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

দুর্গন্ধের যে সকল কারণ পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার আলোচনায় অনায়াসেই অনুভূত হইবে যে যে কোন পদার্থহইতে গন্ধকাক্ত হাইড্রোজিন্

---

* এই নকুল আমরিকাদেশে প্রসিদ্ধ। ইহার লাঙ্গুলে এক প্রকার দুর্গন্ধ পদার্থ জন্মিয়া থাকে। তাহার নিকটে কোন শত্রু আইলে নকুল ঐ দুর্গন্ধ দ্রব্য শত্রুর প্রতি নিঃক্ষেপ করে, তাহাতে শত্রু সসব্যস্তে পলায়ন-পর হয়—আর তাহার অনিষ্টের চেষ্টা করে না। এই জীবের বিবরণ বিবিধার্থে প্রথম পর্ব্বে বর্ণিত আছে।

বায়ু প্রভৃতি বায়ু নির্গত হইতে পারে তাহাই দুর্গন্ধের কারণ হইতে পারে। জীব দেহের অধিকাংশ হাইড্রোজিন্ অকিসজিন্ এবং নাইট্রোজিন্ বায়ু এবং কয়লায় নির্ম্মিত হয়; অপর তাহাতে গন্ধক ও ফস্ফরস্ নামক পদার্থও আছে। প্রাণবিয়োগের পর এই ছয় পদার্থ পূর্ব্বাকৃতি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পরস্পর পূর্ব্বহইতে বিভিন্ন পরিমাণে মিলিয়া নূতন অবয়ব ধারণ করে। সেই পৃথক্ হওনের নাম দেহপূতহওন; এবং ঐ পূতহওন-সময়ে গন্ধক ও হাইড্রোজিন্ এবং ফস্ফরস্ ও হাইড্রোজিন্ এবং কয়লা ও অকিসজিন্ পরস্পর মিলিয়া তিন প্রকার দুর্গন্ধ বায়ু উৎপন্ন করে; সেই বায়ু অত্যন্ত দুর্গন্ধ, এই প্রযুক্ত জীবদেহ পূত হইবার সময় দুর্গন্ধ নির্গত হয়। জীবদিগের মলেও ঐ পদার্থ-থাকাপ্রযুক্ত তাহাতেও দুর্গন্ধ সম্ভাবিত হইয়াছে। বিশেষতঃ তাহাতে আমোনিয়া নামক বায়ু অনেক নির্গত হয়। বোধ হয় তদ্ব্যতিরেকে অন্যান্য দুর্গন্ধ পদার্থ পূতদেহহইতে নির্গত হইয়া থাকে; যাহার ঘ্রাণে সকুনী গিধিনীরা অতি দূরহইতে পূত শবের সংবাদ প্রাপ্ত হয়; পরন্তু রসায়নবিৎ পণ্ডিতেরা অদ্যাপি তাহার নিদান স্থির করিতে পারেন নাই। উদ্ভিজ্জ পদার্থে গন্ধক প্রায়ঃ এবং ফস্ফরস্ কদাপি থাকে না। তথাপি তাহাতে কয়লা ও হাইড্রোজিন্ বায়ু প্রচুর আছে; পূত হইবার সময় ঐ পদার্থ পৃথক্২ পরিমাণে মিশ্রিত হইয়া কএক প্রকার বায়ু উৎপন্ন করে; তাহাও পূত দেহের ন্যায় দুর্গন্ধ-বিশিষ্ট, এবং উভয়েই অত্যন্ত পীড়াকর; এই নিমিত্ত যে সকল স্থানে উদ্ভিজ্জ বা জীবজ পদার্থ পূত হয় তথায় বাস করা নিষিদ্ধ; কারণ সেস্থানে বাস করিলে অবশ্য পীড়া ভোগ করিতে হয়।

প্রাগুক্ত দুর্গন্ধবায়ু অত্যল্প-পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে; এবং যাহা উৎপন্ন হয় তাহা ভূমণ্ডলের সামান্য বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়; সুতরাং তাহার ক্রম সর্ব্বদা সামান্য লোকের প্রত্যক্ষ হয় না। পরন্তু বস্তুত ঐ সকল বায়ু যে অত্যন্ত ভয়ানক মারাত্মক তাহা রাসায়নিকেরা সম্যক্ সপ্রমাণ করিয়াছেন; বিশেষতঃ ঐ সকল ভয়াবহ বস্তু মিশ্রিত করিয়া কএক প্রকার পদার্থ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার ক্ষমতার অনুধ্যান করিতে হইলে ভীত হইতে হয়। সুরানির্য্যাস গন্ধকদ্রাবকের সহিত মিশ্রিত করিয়া চোলাই করিলে "ইথর" নামক একপ্রকার সূক্ষ্ম পদার্থ নির্গত হয়। তাহার মূল "এথিল" নামা অতি সূক্ষ্ম সুরাবীজ। ঐ পদার্থের সহিত গন্ধক মিশ্রিত করিলে একপ্রকার দুর্গন্ধ বায়ু প্রস্তুত হয়, এবং তাহার সহিত গন্ধকাক্ত হাইড্রোজিন্ বায়ু একত্র করিলে "মর্কাপ্টান্" নামক একপ্রকার সূক্ষ্ম নির্ম্মল দ্রব পদার্থ প্রস্তুত হয়; তাহার গন্ধ রসুনের সদৃশ, কিন্তু এতাদৃশ উগ্র যে অতি অল্পকাল তাহার ঘ্রাণ লইলে হতজীবিত হইতে হয়। এই প্রকার গন্ধকের পরিবর্ত্তে শাঁখুয়া * বিষের সহিত একপ্রকার পদার্থ প্রস্তুত হয়, তাহার নাম "কাকোডাইল্।" তাহা সামান্য বায়ুর সহিত স্পৃষ্ট হইবামাত্র প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, এবং ঐ জ্বলন-ক্রিয়ায় যে বাষ্প উৎপন্ন হয় তাহার ঘ্রাণমাত্রে মনুষ্য হতজীবিত হয়। এই পদার্থের সহিত সায়ানোজিন বায়ু মিশ্রিত করিলে ইহার বীর্য্য অনেক বর্দ্ধিত হয়। "আলকার্সিন্" নামে এই প্রকার অপর এক বায়ু আছে; তাহাও অত্যন্ত মারাত্মক। ইহাদের এক বিন্দু পরিমাণ পদার্থ গৃহ মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিলে গৃহস্থ সকল মনুষ্য তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করে; ফলতঃ ইহারা বজ্রহইতেও

* এই প্রসিদ্ধ পদার্থের সংস্কৃত নাম মনঃশিলা, মীনাগুপ্ত, নাগ জিহ্বিকা, নৈপালী ও কুলটী।

ভয়ঙ্কর, এবং জীবসংহারকপদার্থ মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য; সাক্ষাৎ কালকূট ইহাদের সহিত তুলনায় যৎসামান্য বোধ হয়। অনেকে কল্পনা করিতেছেন যে যুদ্ধের সময় এই পদার্থ বোমের মধ্যে পুরিয়া শত্রুদল মধ্যে নিক্ষিপ্ত করা যায়; তাহা হইলে তথায় বোম ফাটিয়া তন্মধ্যস্থ বিষাক্ত পদার্থ বায়ুকে দূষিত করত সমস্ত শত্রুকে এককালে সংহার করিবে। পরন্তু এই সকল দ্রব্য প্রস্তুত করা অত্যন্ত কঠিন, যেহেতু প্রস্তুত-করণ-সময়ে ইহার এক বিন্দুর শতাংশমাত্র প্রস্তুতকর্ত্তার ঘ্রাণীভূত হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু হইবে; সুতরাং যুদ্ধার্থে প্রচুর পরিমাণে ইহা পাওয়া দুষ্কর; অপর প্রাপ্ত হইলেও, নিতান্ত অসভ্য না হইলে, বিপক্ষ দলেও ইহার ব্যবহার করিতে পারে, সুতরাং এক পক্ষের কোন বিশেষ লাভ হয় না।

এই সকল ভয়াবহ দ্রব্যের বীর্য্য বিনষ্ট করিবার কোন উপায় নাই। পরন্তু পূত পদার্থের ক্রম বিনাশ করিবার অনেক সদুপায় আছে; দৈব পূত পদার্থের নিকট অবস্থিতি করিতে হইলে অবশ্য তাহার অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। ঐ সকল উপায়ের মধ্যে কতক গুলি দ্রব্য আপনাদিগের সদ্‌গন্ধদ্বারা দুর্গন্ধকে আবৃত করিয়া মনুষ্যের অনিষ্ট করিতে নিষেধ করে, ইহাদিগের নাম "দুর্গন্ধাবরক।" কতক গুলি পদার্থ মৃত জীবদেহকে পূত হইতে নিবারণ করে, তাহাদের নাম "নাশাবরোধক।" অপর কতক গুলি দ্রব্য পূত হওনোন্মুখ জীবজ ও উদ্ভিজ্জ বস্তুহইতে দুর্গন্ধ নিসৃত হইতে নিবারণ করে, এই প্রযুক্ত তাহারা "দুর্গন্ধ নিবারক" বলিয়া প্রসিদ্ধ। অপর কতক গুলি বস্তু নিঃসৃত দুর্গন্ধ বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহাকে এক কালে বিনষ্ট করে, এই হেতু তাহাদিগকে "দুর্গন্ধবিনাশক" বলা যায়। এই চারি বস্তুর মধ্যে দুর্গন্ধাবরকদিগের বিশেষ মাহাত্ম্য নাই। আতর বা ধূপ বা অন্য সুগন্ধিদ্বারা অনেক দুর্গন্ধ আবৃত করা যায়; সুতরাং তৎসমুদায় ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হয় না। পরন্তু তাহাতে ঐ পদার্থসকল বিনষ্ট হয় না, প্রত্যুত বায়ুতে বর্ত্তমান থাকে, সুতরাং অজ্ঞাত রূপে শ্বাসের সহিত দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আপন ক্রম প্রকাশ করিতে পারে।

নাশাবরোধকেরা তদ্রূপ নহে; তাহাদিগদ্বারা মৃত পদার্থের পূত হওন ক্রিয়া স্থগিত থাকে, অতএব তৎসমুদায় মনুষ্যের সমাদরণীয় হওয়া কর্ত্তব্য। স্বভাবতঃ শীতের প্রাদুর্ভাবে পূত হওন ক্রিয়া স্থগিত হইয়া থাকে, সুতরাং শীতকে নাশাবরোধক বলা যাইতে পারে। অত্যন্ত উত্তাপেও পূয়নক্রিয়ার নিবারণ হয়, এই প্রযুক্ত আফরিকা-খণ্ডের মরুভূমিতে মনুষ্য মৃত হইলে তৎক্ষণাৎ শুষ্ক হইয়া যায়, পূত হয় না। আর্দ্রতার অত্যন্তাভাব হইলেও পূয়নক্রিয়া স্থগিত হইয়া থাকে। পরন্তু এ সকল স্বাভাবিক উপায়; ইহা সর্ব্বত্র প্রাপ্য নহে। এতদ্ভিন্ন অনেক উপায় আছে, যাহাদ্বারা পূত হওন ক্রিয়ার অনায়াসে নিবারণ করা যাইতে পারে। শর্করার রসে মাংস নিমজ্জিত রাখিলে তাহা পূত হয় না। লবণে আবৃত করিলেও ঐ অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। তদর্থেই এতদ্দেশীয়া গেহিনীরা রাত্রিকালে মৎস্য পাইলে তাহা কুটিয়া লবণ মাখাইয়া রাখেন; তদ্দারা ঐ মৎস্য পরদিন প্রাতে পূত হয় না। বঙ্গনিবাসিনী গেহিনীরা বিহিত নিয়মে প্রচুর পরিমাণে লবণ ব্যবহার করেন না, সুতরাং তাঁহাদের মৎস্যও বহুকাল অপূত থাকে না। যাহারা লোনাই্‌লিস বা লবণাক্ত মাংস প্রস্তুত করে তাহারা প্রচুর পরিমাণে লবণ প্রয়োগ করে, সুতরাং তাহাদের সংরক্ষিত দ্রব্য বহুকাল অপূত থাকে। লবণের সহিত কিঞ্চিৎ শোরা মিশ্রিত করিলে প্রস্তাবিত সংরক্ষণ-ক্রিয়া পরিপাটীরূপে নিষ্পন্ন হয়। কাষ্ঠ দগ্ধ করিলে

তদ্ধূমহইতে তৈল অম্লরস প্রভৃতি যে পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহাও মৎস্য ও মাংসকে পূতহইতে উত্তমরূপে নিবারণ করে। এই প্রযুক্ত অনেক মৎস্য মাংস তদুপায়ে রক্ষিত হইয়া থাকে। অনেকে মাংসের সহিত ধূম-গন্ধকে প্রিয় জ্ঞান করেন, এ প্রযুক্ত লবণাক্ত মৎস্যহইতে ধূমাক্ত মৎস্য বিশেষ মহর্ঘ্য। শির্কারও এই শক্তি বলবতী, এবং উদ্ভিজ্জ পদার্থ সংরক্ষণার্থে ইহা সম্যক্ ব্যবহৃত হয়। সুরানির্য্যাস, কর্পূর, শাঁখুয়া এবং অনেকপ্রকার মসালাজাত তৈল তথা সামান্য তৈলেরও সেই শক্তি আছে; এবং প্রয়োজনানুসারে তদ্দ্রব্যের ব্যবহারও প্রসিদ্ধ দেখা যায়। এই সকলের মধ্যে সদ্যোদগ্ধ কয়লা এবং চূর্ণের ও উল্লেখ করা কর্ত্তব্য; কারণ তদ্দ্বারা মনুষ্যের অনেক উপকার সিদ্ধ হয়। মৃত কুক্কুট দুই এক দিন অমনি রাখিলে ত্বরায় পূত হয়, কিন্তু তাহার পক্ষের নিম্নে কিঞ্চিৎ সদ্যোদগ্ধ কয়লা দিয়া রাখিলে তাহা আর পূত হয় না। চুণদ্বারাও এই উপকার উপলব্ধ হইতে পারে। পরন্তু এই দুই পদার্থের পূয়ন নিবারণাপেক্ষা দুর্গন্ধ-নিবারণ ক্ষমতা অধিক আছে, ফলতঃ দুর্গন্ধ নিবারকদিগের মধ্যে কয়লা সর্ব্বাপেক্ষায় অল্পমূল্য, সর্ব্বাপেক্ষায় সুপ্রাপ্য, এবং সর্ব্বাপেক্ষায় উপকারক। অত্যন্ত দুর্গন্ধ পয়োনালার উপর কিঞ্চিৎ সদ্যোদগ্ধ কয়লা নিঃক্ষিপ্ত করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার গন্ধ নষ্ট হয়। অত্যন্ত দুর্গন্ধ বিস্বাদু কদর্য্য জল কয়লার মধ্যে দিয়া ছাঁকিলে তৎক্ষণাৎ গন্ধহীন ও সুস্বাদু হইয়া থাকে; এই প্রযুক্ত বিলাতি জলপরিষ্কারকযন্ত্রে প্রায়ঃ কয়লার প্রয়োগ হয়; ফলতঃ জল উত্তপ্ত করিয়া পান করার অপেক্ষা কয়লাছাঁকা জল গ্রহণ করা অনেকাংশে শ্রেয়স্কর। কোন সমাধিস্থানহইতে দুর্গন্ধ উঠিলে তদুপরি দুই অঙ্গুলি পরিমিত কয়লার আবরণ দেওয়া সর্ব্বাপেক্ষায় উত্তম উপায়; তাহা করিলে তথাহইতে আর দুর্গন্ধ নিঃসৃত হয় না। এতদ্দেশীয় লোকেরা ইহার কিঞ্চিৎ জ্ঞাত আছেন; এই নিমিত্ত বিষ্ঠার উপর ছাই চাপা দিয়া থাকেন। ছাইয়ের পরিবর্ত্তে কয়লা চূর্ণ ব্যবহৃত করিলে তাঁহাদের অভীষ্ট উত্তমরূপে সিদ্ধ হইত। ধূনার ধূমও এতদর্থে উত্তম উপায় বটে, এবং তন্নিমিত্ত এতদ্দেশে রোগির গৃহে সর্ব্বদা তাহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অধিকন্তু সামান্য কয়লার পরিবর্ত্তে অস্থিদগ্ধকয়লা ব্যবহৃত করিলে উপকারের বিশেষ আধিক্য হয়। বিশেষতঃ বর্ণবিনাশনে ইহা অত্যন্ত বলবৎ। তন্নিমিত্ত শর্করা-পরিষ্কার-করণসময়ে উহা প্রচুর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পরন্তু অস্থিদগ্ধ কয়লার অপেক্ষা বলবৎ অপর এক দুর্গন্ধ নিবারক আছে; তাহা ব্যবহৃত করিলে প্রায়ঃ সকল দুর্গন্ধ অনায়াসে নিবারিত হইতে পারে। ঐ পদার্থ দুষ্প্রাপ্যও নহে, যেহেতু বঙ্গদেশের প্রায়ঃ সর্ব্বত্রই বোদ মাটি সুপ্রাপ্য এবং তাহাই দগ্ধ করিয়া কয়লা প্রস্তুত করিলেই আমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। কয়লার এই ক্ষমতা দৃষ্টে ডাক্তর ষ্টেন্‌হৌস্ সম্প্রতি এক সুচারু যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন; তাহা চিকিৎসক ও অন্যান্য ব্যবসায়ী যাঁহাদিগকে কার্য্যানুরোধে সর্ব্বদা পীড়াজনক দুর্গন্ধবায়ুপূর্ণ স্থানে যাইতে হয় তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ উপকারজনক বোধ হইবে। এই যন্ত্রের মূল্য অত্যল্প, অতএব ইহা মেহতর, সমাধিখাদক, পয়ঃপ্রণালী-পরিষ্কারক, কাংস্যকারাদি ধাতুকর্ম্মকৃৎ, কূপপরিষ্কারক ও অন্যান্য ব্যক্তির পক্ষে উপকারক হইবে। ঐ যন্ত্রে পিত্তলের জালের দুই স্তারা এক আবরণ আছে; তাহা অনায়াসে মুখ ও নাসিকার উপর বাঁধা যাইতেপারে, এবং ঐ আবরণের মধ্যে কিঞ্চিৎ কয়লা রাখা যায়। দুর্গন্ধময়

স্থানে যাইতে হইলে মুখনাসিকোপরি ঐ আবরণ বন্ধন করিলে শ্বসন-ক্রিয়াদ্বারা যে দুর্গন্ধ পীড়াকর বায়ু মনুষ্যের দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হয় তৎসমুদায় আবরণস্থ কয়লায় ছাঁকিত হইয়া বিশুদ্ধ হয়, আর পীড়োৎপাদন করে না। সুন্দরবনে ভ্রমণকারক, হিমালয়ের পাদনিকটস্থ তরাই নামক জঙ্গলে ভ্রমণকারক, ও দানুব মিসিসিপী নাইজর প্রভৃতি নদীর মুখাগ্রস্থ জ্বরোৎপাদক-বায়পূর্ণ কচ্ছ ভূমিতে ভ্রমণকারকদিগের পক্ষে এই যন্ত্র বিশেষ প্রয়োজনীয়, সন্দেহ নাই। কএক প্রকার শ্বেতমৃত্তিকারও এই ক্ষমতা আছে, এবং সকল মৃত্তিকা বিশেষতঃ উদ্ভিজ্জ-পদার্থ-বিশিষ্ট মৃত্তিকা দগ্ধ করিয়া ব্যবহৃত করিলে ঐ শক্তি লভ্য হইতে পারে; অধিকন্তু প্রস্তাবিত দুর্গন্ধনিবারকসকল নিয়ত ব্যবহারে হীনবল হইলে সারের পরিবর্ত্তে ক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত করিবার উপযুক্ত হয়, কারণ দুর্গন্ধবিশিষ্ট হইবাতে ঐ সকল পদার্থ উত্তমরূপে উদ্ভিজ্জের পুষ্টি সাধন করে। কয়লাকে উত্তপ্ত করিলেই পুনর্ব্যবহারের যোগ্য হয়।

দুর্গন্ধ-নিবারণের চতুর্থ প্রকরণ দুর্গন্ধ-বিনাশকের প্রয়োগ। তাহাদ্বারা দুর্গন্ধের সমবায়িকারণীভূত পদার্থসকল অন্য পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া স্বতন্ত্র প্রকার পদার্থ উৎপন্ন করে। এই উপায় সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ ইহার প্রয়োগের পর দুর্গন্ধদ্বারা অনিষ্ট ঘটিবার আর অবকাশ থাকে না। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে প্রায়ঃ সকল দুর্গন্ধবিনাশক স্বয়ং অপ্রিয়গন্ধবিশিষ্ট, এবং অনেকগুলী অনিষ্টকর। তন্মধ্যে ক্লোরিণ বায়ু সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, কারণ যদিও তাহার গন্ধ প্রিয় নহে, তত্রাপি তাহাদ্বারা কোন অনিষ্ট ঘটে না; অপর তাহাদ্বারা যে প্রকারে দুর্গন্ধ নষ্ট হয় এমত আর কোন উপায়ে হয় না। উক্ত ক্লোরিণ বায়ু অনায়াসেই প্রস্তুত হইতে পারে। অক্সাইড অফ মাঙ্গনিস্ নামক এক প্রকার কৃষ্ণপদার্থে কিঞ্চিৎ লবণদ্রাবক প্রদান করিলে তাহা তৎক্ষণাৎ ঐ মিশ্রপদার্থহইতে নির্গত হয়। ইহা সামান্য বায়ুহইতে গুরু, হরিদ্বর্ণ দুর্গন্ধবিশিষ্ট, এবং শ্বাসরোধক। অপর দুর্গন্ধ ও বর্ণ-বিনাশনে ইহার প্রবল ক্ষমতা আছে। ইহার মধ্যে বর্ণবিশিষ্ট কোন পুষ্প নিঃক্ষিপ্ত করিলে ত্বরায় তাহা বিবর্ণ হয়। এই প্রযুক্ত তুলা, কাপড়, পশম, বনাত রেশম ও অন্যান্য পদার্থ শুক্ল করিবার নিমিত্ত ইউরোপখণ্ডে ইহা প্রচুরপরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দুর্গন্ধ-নিবারণেও ইহার ক্ষমতা প্রবল। দুর্গন্ধ দ্রব্যের সহিত স্পর্শমাত্রে ইহা তাহাকে বিনষ্ট করে; তদর্থে সামান্য বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইলে দুর্ব্বল হয় না। অতএব প্রয়োজনমতে ইহার সর্ব্বদা ব্যবহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পূর্ব্বে যে প্রকারে ইহা প্রস্তুত করিবার নিয়ম লিখিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বদা সুসাধ্য হয় না; এই নিমিত্ত ইউরোপীয় ঔষধ-বিক্রেতারা লৌহ. দস্তা বা চূণের সহিত এই বায়ু মিশ্রিত করিয়া রাখেন। সেই দ্রব্য জলে গুলিয়া দুর্গন্ধ-পূর্ণ স্থানে সিঞ্চিত করিলে ত্বরায় তাহার গন্ধ বিনষ্ট হয়। ঐ সকল দ্রব্যের মূল্যও অধিক নহে; অতএব তাহার ব্যবহার সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য। ঐ সকলের মধ্যে ক্লোরিণাক্ত চূণই সর্ব্ব প্রধান; তাহা ইংরাজি ঔষধালয়ে "ক্লোরাইড্. অফ্লাইম" নামে বিখ্যাত, এবং সচরাচর অল্প মূল্যে বিক্রীত হয়।

গন্ধক-দ্রাবক লবণ-দ্রাবক এবং শোরাদ্রাবকের বাষ্পও বলবৎ দুর্গন্ধ নিবারক বটে, পরন্তু তৎ সকলের গন্ধ অত্যন্ত কটু, এবং অনেকাংশে অনিষ্টকর। তদপেক্ষা হীরাকস্ শ্রেষ্ঠ মানিতে হইবে। পরন্তু শির্কাবিশিষ্ট লৌহ, আয়োডীন্, আমোনিয়া নামক গন্ধদ্রব্যও সর্ব্বতোভাবে চূণের তুল্য

কেবল বহুমূল্য বলিয়া অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সামান্য ব্যবহারের নিমিত্ত চূণ সর্ব্বাপেক্ষা অনায়াস-প্রাপ্য, অতএব তাহাই সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এই প্রস্তাবের উপসংহারে দুর্গন্ধ-নিবারকের উপায়-চতুষ্টয়ের পুনরাবৃত্তি করায় বোধ হয় পাঠকদিগের উপকার দর্শিতে পারে; এই প্রযুক্ত নিম্নে তাহার অনুসরণ করা হইল।

প্রথম, দুর্গন্ধাবরক। আতর এবং বলবৎ সুগন্ধ দ্রব্য মাত্র। তাহাদিগদ্বারা স্থায়ি উপকার হয় না।

দ্বিতীয়, নাশাবরোধক। লবণ, চীনি, শোরা, শির্কা, কর্পূর, সুরানির্য্যাস, সাঁখয়া বিষ, করোসিব সব্লিমেট নামক পারদলবণবিশেষ, সুগন্ধ তৈল, শর্ষপ, কয়লা, সদ্যোদগ্ধ চূণ, ইত্যাদি। প্রয়োজন মতে ঐ সকল ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

তৃতীয়, দুর্গন্ধনিবারক। কয়লা, বোদমাটী সদ্যোদগ্ধ মৃত্তিকা, চূণ, দগ্ধাস্থির কয়লা প্রভৃতি। পয়ঃপ্রণালী পাইখানা মলরাশি ইত্যাদির দুর্গন্ধ নিবারণের নিমিত্ত কয়লা ও চূণ সর্ব্বাপেক্ষা সুপ্রাপ্য ও উপকারক।

চতুর্থ, দুর্গন্ধবিনাশক। ক্লোরিণ বায়ু, বা চূণ বা লৌহ বা দস্তার সহিত মিশ্রিত উক্ত বায়ু, বিবিধ দাবকের বাষ্প, আমোনিয়া, আয়ডীন শির্কা-বিশিষ্ট লৌহ, চূণ প্রভৃতি দ্রব্য। ইহার মধ্যে চূণ ও ক্লোরাইড্ অফ্ লাইম্ সর্ব্বপ্রধান।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।

"সপ্তশতীসার-নামক দেবীমাহাত্ম্য।" সংস্কৃতকালেজের অলঙ্কারাধ্যাপক পণ্ডিতপ্রধান শ্রীযুক্ত প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয় এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের টীকা প্রস্তুত করিয়া মুদ্রিত করাইয়াছেন। মূলগ্রন্থ এতদ্দেশে পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল না। কোন বহুদর্শী পণ্ডিত পঞ্জাব-দেশহইতে তাহা আনয়ন করত "কোন ধনিলোকের স্বস্ত্যয়নকার্য্যে তাহার পাঠের ব্যবস্থা করেন, তাহাতে তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন," এবং সেই অবধি তাহা এতদ্দেশে বিখ্যাত হইয়াছে। উক্ত পঞ্জাবীয় পণ্ডিতমহাশয় ব্যক্ত করেন যে প্রস্তাবিত স্তোত্র মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত সপ্তশতীস্তোত্রের তুল্য আদরণীয়, যেহেতু তাহা মহাদেব-প্রণীত বলিয়া সকলে গ্রাহ্য করিয়া থাকেন; এবং ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তদনুষ্ঠান "মাহাত্ম্যেই অসামান্য প্রতিভা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" এই উক্তি কি পর্য্যন্ত সপ্রমাণ তাহা স্থির করিবার কোন উপায় নাই। বোধ হয় তন্নিমিত্তই মহামান্য তর্কবাগীশ মহাশয় এবিষয়ে আপন অভিপ্রায় স্পষ্ট ব্যক্ত করেন নাই। পরন্তু তদ্বিষয়ের অনুসন্ধান করা বিশেষ প্রয়োজনীয়, যেহেতু এতদ্দেশে অনেক সামান্য ও আধুনিক গ্রন্থ ও বেদ পুরাণ তন্ত্র এবং অনেক বিখ্যাত গ্রন্থ কর্ত্তাদিগের নামে প্রসিদ্ধ হইয়া আসিতেছে, সত্যের অনুরোধে তাহার খণ্ডনকরা কর্ত্তব্য। রচনার চাতুর্য্য দেখিয়া এবিষয়ের মীমাংসা করা দুষ্কর; তাহা সাধ্যহইলেও প্রস্তাবিত গ্রন্থের শ্লোকাষ্টক এতাদৃশ অতুলনীয় বোধ হয় না, যাহাদ্বারা তাহাকে শিবোক্তি বলা যাইতে পারে। শ্লোকগুলি এক বিংশত্যক্ষরা সুগ্ধরাবৃত্তিতে বিরচিত। তা-

হার নিয়ম এই যে প্রত্যেক পাদের সপ্তম চতুর্দ্দশ ও একবিংশতি অক্ষরে যতি থাকিবেক। * তদনুসারে প্রস্তাবিত শ্লোকএকটির প্রায়ঃ সকল স্থানে বিহিত যতি আছে; কিন্তু

" দুর্গাং দেবীং প্রপদ্যে শরণমহমশেষাপদুন্মূলনায় "

পাদে ঐ নিয়মের অন্যথা দৃষ্ট হয়। অপর কেহ কোন প্রামাণিক গ্রন্থে এই স্তোত্রকে শিবোক্তি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন বলিয়া প্রবাদ নাই, অতএব তাহা কোন পণ্ডিতদ্বারা বিরচিত হইয়াছে ইহাই অনুভব হইতে পারে। সে যাহা হউক, শ্লোকগুলি সুচারুরূপে বিরচিত, তাহার সন্দেহ নাই; এবং তাহাতে আশ্চর্য্য কৌশলে সমস্ত চণ্ডীর তাৎপর্য্য সঙ্কলন করা হইয়াছে। ভক্তেরা যে তাহার পাঠে মুগ্ধ হইবেন ইহা অবশ্য সম্ভাব্য। আমরা স্বয়ং পাঠ করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইয়াছি, এবং প্রার্থনা করি যে অন্যে ইহার রসাস্বাদন করুন। ঐ আস্বাদন ও দুঃসাধ্য নহে, যেহেতু তদর্থে সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ তর্কবাগীশ মহাশয় বিশেষ সদুপায় করিয়াছেন তাঁহার টীকার মাহাত্ম্য যথোচিত বর্ণন করিতে আমরা সক্ষম নহি। তাঁহার কৃত রঘুবংশটীকার সাহায্যে আমরা পাঠদশায় কালিদাসের কাব্যমাধুরী আস্বাদন করিয়াছিলাম। তদনন্তর রাঘবপাণ্ডবীয়ের "কপটবিপটিক" নাম টীকা ও পূর্ব্ব নৈষধের টীকা পাঠকরত তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রশংসায় গদগদচিত্ত আছি। যে কোন গ্রন্থের সহিত তাঁহার নাম সংলগ্ন দেখিলেই আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে তাহা অবশ্যই সুচারু হইয়াছে। পরন্তু এই জ্ঞান কেবল আমাদিগেরই আছে এমত নহে। কলিকাতায় যেকেহ সংস্কৃতগ্রন্থের রসাস্বাদন করিতে উদ্যত হইয়া তর্কবাগীশ মহাশয়ের অমূল্য টীকাসকল পাঠ করিয়াছেন তিনিই অবশ্য স্বীকার করিবেন যে দুরূহ সংস্কৃতের ভাবার্থ সরল সংস্কৃতভাষায় ব্যাখ্যা করিতে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা আছে; তৎ সাহায্যে তিনি অতি ক্লিষ্ট গ্রন্থসকল ও সামান্য ব্যক্তির বোধগম্য করিয়াছেন। সে শক্তির সম্ভাবনা হওয়াও আশ্চর্য্য নহে; যেহেতু বিশাল সংস্কৃত শাস্ত্রে তর্কবাগীশ মহাশয়ের অদ্বিতীয় দৃষ্টি আছে, তাহার সাহায্যে তিনি সকল বিষয়ই অনায়াসে বিভাসিত করিতে পারেন। সপ্তশীসার স্তোত্রের ব্যাখ্যাতে পণ্ডিত মহাশয় অনেক গ্রন্থহইতে প্রমাণ সংগ্রহ করত প্রয়োগ করিয়াছেন; তাহাও সাধারণ জনগণের পক্ষে উপাদেয় বোধ হইবে, সন্দেহ নাই। আমরা শ্রুত হইয়াছি, পূজ্যপাদ মহাশয় চাটুপুষ্পাঞ্জলী টীকা শব্দকল্পলতিকা নামক শব্দগ্রন্থ ও কএক খানি অলঙ্কার ও নূতন কাব্য-গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন। তাহার মুদ্রাঙ্কন দর্শনার্থে আমরা সতৃষ্ণনয়ন রহিলাম।

২। "বস্তুপরিচয়, অর্থাৎ ভূতপদার্থের আকৃতিনামধর্ম্মাদির উপদেশগর্ভ পাঠমালা। অপ্রাপ্ত ব্যবহারাশ্রমস্থ ছাত্রদিগের শিক্ষার্থ শ্রীউপেন্দ্রলাল মিত্রদ্বারা অনুবাদিত।" অনুবাদক আপন ভূমিকায় এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন; গ্রন্থ সেই অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবার উপযুক্ত উপায় বটে। তাহার জ্ঞাপনার্থে এস্থলে ঐ ভূমিকা উদ্ধৃত করা গেল; তদ্যথা—

" বালকদিগের পাঠার্থে যে সকল পুস্তক পূর্ব্বাপর প্রচলিত আছে তাহার অভ্যাসে কেবল স্মরণশক্তিরই উত্তেজনা হইয়া থাকে, অন্যান্য জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিশেষ পরিচালনা হয় না। এই দোষের নিরাকরণার্থে অধনা ইউরোপখণ্ডে যে সকল শিশুপাঠ্য পুস্তক প্রস্তুত হইতেছে তাহাতে পূর্ব্বরীতির পরিত্যাগপূর্ব্বক বালকদিগের সহিত কথোপকথন-দ্বারা শিক্ষাকার্য্য নির্ব্বাহের পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে। এই উপায়ে তাহাদিগের

* মুন্ডৈর্যানাং ত্রয়েণ ত্রিমুনিযতিযুতা স্রগ্ধরা কীর্ত্তিতেয়ম্।

সকল জ্ঞানেন্দ্রিয় এককালে ক্রিয়াতৎপর হয়। সম্প্রতি ঐ প্রথা অপ্রাপ্তব্যবহারাশ্রমস্থ ছাত্রদিগের শিক্ষার্থে পরিগৃহীত হওয়াতে, আমি তাহাদিগের সাহায্যাভিপ্রায়ে, মেয়ো সাহেবকৃত "লেসন্স্ অন্ থিঙ্স্" নামক গ্রন্থের কিয়দংশ পরিত্যক্ত ও কিয়দ্বা পরিবর্ত্তিত করিয়া অনুবাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিলাম। ইহাদ্বারা দেশীয় বালকদিগের বস্তুপরিচয়ে সহায়তা হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।"

৩। "মানচিত্রাবলী। অপ্রাপ্তব্যবহারাশ্রমস্থ ছাত্রবিশেষের সাহায্যে প্রস্তুতীকৃতা।" এই চিত্রাবলীতে ভূগোলের পূর্ব্ব ও পশ্চিমার্দ্ধ, আশিআ, ভারতবর্ষ, বঙ্গ, বেহার, উৎকল ও বারাণসী, ইউরোপ, আফরিকা, উত্তর আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমরিকা প্রভৃতি স্থানের মানচিত্র আছে।

৪। "সন্ন্যাসী উপাখ্যান। শ্রীহরিমোহন গুপ্তকর্ত্তৃক প্রণীত।" এই কাব্য ইংরাজি কবি পার্ণেলের বিরচিত "হর্মিট্" নামক কাব্যের বঙ্গানুবাদ; ইহাতে অনুবাদক সমধিক চতুরতা ও রচনাতৎপরতা প্রকাশ করিয়াছেন মানিতে হইবে।

৫। "কোকিল দূত, অর্থাৎ শ্রীশ্যামসুন্দরবিরহে শ্রীমতী রাধিকা অত্যন্ত কাতরা অকস্মাৎ নিধুবনে প্রিয়তমের প্রেরিত দূত জ্ঞানে পিকবরের নিকট শ্রীরাধার বিরহ-বিলাপ-বর্ণন। উক্ত পুস্তক শ্রীযুক্ত বনোয়ারি লাল রায় প্রণীত।" আমরা তাহা পাঠ করি, নাই, এবং তাহার স্থানে২ যে দুই তিন চরণ দৃষ্টি গোচর হইয়াছে তাহাতে পাঠের আশা এককালে বিলুপ্ত হইয়াছে; সুতরাং ইহার সমালোচন করা আমাদিগের পক্ষে অসাধ্য বোধ হইতেছে।

৬। "নলিনীকান্ত" শ্রীকেদারনাথ দত্ত বিরচিত।" ইহাতে গদ্যে নলিনীকান্ত ও কুরঙ্গনার কাল্পনিক উপাখ্যান বর্ণিত আছে, তাহার রচনা বিষয়ে আমরা কএক পঁক্তি উদ্ধৃত করিতেছি, তৎপাঠে সহৃদয় পাঠকবর্গ অনায়াসেই মানস তৃপ্ত করিতে পারিবেন। "নলিনীকান্ত হাস্য, অদ্ভুত, শৃঙ্গার ও করুণ রসাশ্রিত গ্রন্থ কিন্তু করুণ রস ইহার প্রধান আধার। ইহা নাটক ভাবে রচিত কাব্যভাবে বর্ণিত এবং উপাখ্যানাশ্রিত। ইহার ভাব সংস্কৃত-কাব্যোপখ্যানসদৃশ, কিন্তু স্থানে২ আধুনিক-লোক-প্রিয় ইংরাজী উপাখ্যানের পরিশুদ্ধ ভাব ও সুপ্রণালী সমন্বিত।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

৫ পর্ব্ব]　　শকাব্দা ১৭৮০, চৈত্র।　　[৬০ খণ্ড।

হিপ্পটেমস্ ও কুম্ভীলের যুদ্ধ।
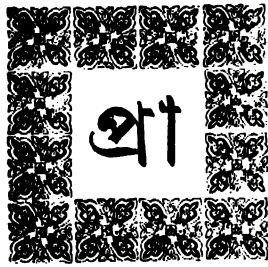
প্রাচীন গ্রন্থে নানাবিধ জীবের বিবরণ ব্যক্ত আছে, যাহার পাঠে অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়; অথচ অধুনাতন প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা তাহার অস্তিত্বের স্বীকার করেন না। বস্তুতঃ পূর্ব্বকালে অনেক মানসিক জীবের কল্পনা করা হইত, তাহারা ব্যক্তিবিশেষের মন ভিন্ন প্রাকৃত সৃষ্টিতে কদাপি উৎপন্ন হয় নাই। ইংরাজী ফিনিক্স্ পক্ষী ও মোসলমানদিগের পক্ষী এই রূপ। কথিত আছে যে উক্ত পক্ষীকে দগ্ধ করিলে সে ভস্মহইতে সদেহে পুনরুত্থিত করে। সমুদ্রসর্প "সি সর্পেণ্ট" ও তদ্রূপ; বাস্তবিক তাদৃশ কোন জীব ভূমণ্ডলে নাই। পরন্তু বর্ণিত অদ্ভুত জীবমাত্রেই এইরূপ কাল্পনিক নহে। বর্ণনার ব্যত্যয়ে অনেক গুলি সামান্য জীবও অদ্ভুত রূপ ধারণ করিয়াছে; অনুসন্ধান করিলে অল্পায়াসেই উক্ত ব্যত্যয় কি, ও কিপ্রকারে তাহাদ্বারা অদ্ভুত জীবসকলের কল্পনা হয়, ইহা নিরূপিত করা যাইতে পারে। উক্ত বর্ণনার ব্যত্যয় নানাপ্রকারে সম্ভাবিত হয়। পুরাকালে লোকের অদ্ভুত বর্ণনে অত্যন্ত স্পৃহা ছিল; সেই স্পৃহাহইতে অনেক অলীক বস্তু-বর্ণনা উৎপন্ন হইয়াছে; অত্যুক্তি তাহাদিগের পিতৃস্বরূপ; শব্দের অর্থান্তর হওয়াও তাহাদের উদ্ভাবনের প্রধান কারণ; তাহার দৃষ্টান্ত হিন্দুস্থানী ভাষায় অনেক প্রাপ্ত হওয়া যায়। অপর ভ্রমণকারিদিগের মিথ্যা-গল্পে আশক্তিরও উল্লেখ করা কর্ত্তব্য; তদ্ভিন্ন বলিবার ভঙ্গী ও যে জীবসকলের বর্ণনা প্রাচীন গ্রন্থে দৃষ্ট হয় তাহার প্রকৃত বিবরণ অধুনা বিকাশিত না থাকা প্রযুক্ত অনেক গোলযোগ হইয়া থাকে। সেই সকল জীব পরিজ্ঞাত হইলেও প্রাচীন বাক্যের ভঙ্গী বিদিত হইলে এ বিষয়ে অনেক ভ্রম দূরীকৃত হইতে পারে। অপর পৃষ্ঠায় যে চিত্র মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা এই বাক্যের বিশেষ পোষক, প্রাচীন বাইবেল-গ্রন্থে কথিত আছে যে পূর্ব্বকালে "বিহিমথ্" "ও লিবিয়েথেন্" নামক দুই ভীষণকায় হিংস্র পশু ছিল। তন্মধ্যে "বিহিমথ্ বৃষের ন্যায় তৃণ ভক্ষণ করিত। তাহার অস্থিসকল পিত্তলের ন্যায় ঘন, এবং লোহদণ্ডের ন্যায় দৃঢ়। সে ছায়াযুক্ত স্থানে শর বা অন্য তৃণ জঙ্গলে বাস করিত। তাহাকে কোন জালে আবদ্ধ করিতে পারে না; তাহার খুঁথি যাহার প্রতি আহত হয় তাহাই ব্যর্থ হয়।" এবংবিধ

হিপ্পটেমস্ ও কুম্ভীলের যুদ্ধ।

বাক্যে কোন্ পশুর উল্লেখ হইয়াছিল তাহা অনেক কাল অত্যন্ত সন্দেহাস্পদ ছিল; এবং তাহার মীমাংসার্থে অনেকে অনেক-প্রকার কল্পনা করিতেন; কিন্তু প্রকৃত পশুর বিবরণ ব্যক্ত না থাকা প্রযুক্ত সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় নাই। সম্প্রতি হিপ্পটেমস্ জীবের বিবরণ ব্যক্ত হওয়াতে সে জল্পনা নিরস্ত হইয়াছে। উক্ত জীবকে এতদ্দেশীয় অনেকে জলহস্তী নামে বর্ণন করিয়াছেন। বোধ হয় উক্ত লেখকেরা প্রস্তাবিত পশুর প্রকৃত বিবরণ জ্ঞাত নহেন; অথবা পদার্থের নাম-করণে কি নিয়মের অবলম্বন করিতে হয় তদ্বিষয়ে অত্যন্ত অমনোযোগী। অশ্ব কি গো শব্দে কোন এক বিশেষ-লক্ষণাক্রান্ত জীবকে জ্ঞাত করে; সেই লক্ষণের বর্ত্তমানে কোন এক সামান্য লক্ষণের যৎকিঞ্চিৎ ইতর বিশেষ ঘটিলে অশ্ব কি গো শব্দের পূর্ব্বে কোন বিশেষণ প্রয়োগ করা যায়। যথা আরব্য অশ্ব ইংরাজী অশ্ব বা দিশী গো গুজরাটী গো হান্সী গো ইত্যাদি। উক্ত সকল জীবে অশ্ব বা গোর সাধারণ লক্ষণ সকল আছে, কেবল কোন সামান্য লক্ষণে পৃথক হয়। হিপ্পটেমসের সহিত হস্তীর তাদৃশ কোন সৌসাদৃশ্য নাই, অথচ তাহাকে হস্তী কহিয়া অজ্ঞদিগকে ভ্রমান্ধকূপে নিঃক্ষিপ্ত করা কোন মতে কর্ত্তব্য নহে। তাহা হইলে হিপ্পটেমস্কে জলফড়িং বা জলসালিক বা জলকুক্কুর বা জলগর্দ্দভ বলিবার বাধা থাকিত না। সে যাহা হউক উক্ত জীব যে বাইবেলের বিহিমথ্ পশু বটে তাহাতে সন্দেহ নাই। উক্ত জীব বৃহৎ মহিষাকৃতি; কিন্তু মহিষের ন্যায় তাহার শৃঙ্গ হয় না। তাহার মুখব্যাদান অতি

বিস্তার এবং তাহাহইতে অতি ভয়ানক দংষ্ট্রা সকল নিঃসৃত হইয়া থাকে। অন্যান্য তৃণ জীবীর ন্যায় ইহা স্বভাবতঃ হিংস্রক নহে, কিন্তু বিরক্ত বা ভীত বা হতাশ হইলে অত্যন্ত অনিষ্টকর হইয়া তখন যে কিছু তাহাদের সম্মুখে পতিত হয়। তৎক্ষণাৎ তাহা চূর্ণ করিয়া ফেলে; তদর্থে তাহাদের কায়িক সৌষ্টবও সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত। মহিষের ন্যায় এই পশুদের দেহে লোম জন্মে না, ও অনাবৃত চর্ম্ম সর্ব্বদা দংশমসকাদিদ্বারা আক্রান্ত হয় বলিয়া স্বভাবতঃ তাহারা নদীজলে বা শরবনে সমস্ত দিবস শরীর নিমজ্জিত রাখে; রজনী-যোগে শীতল সময়ে ক্ষেত্রে বা নদীতটে বিচরণ করত আহার সংগ্রহ করে। মুদ্রিত চিত্রে ইহার বিকট বদন অবিকল প্রতিরূপ হইয়াছে।

বাইবেলোক্ত লিবিএথেন্ জীবের বিবরণ অতি দীর্ঘ, তন্মধ্যে জোব নামক গ্রন্থকারদ্বারা উক্ত এই পদ বিশেষলক্ষণ-জ্ঞাপক যথা “তুমি কি বড়সীদ্বারা লিবিএথেন্‌কে আকৃষ্ট করিতে পার? কিম্বা সূত্র নিঃক্ষেপ করত তাহার জিহ্বাকে আকৃষ্ট করিতে পার? তাহার ত্বচে কি লৌহশলাকা বিদ্ধ করিতে পার; কিম্বা শেলদ্বারা তাহার মস্তক বিদ্ধ করিতে পার? তাহার মুখদ্বার কে বিবৃত করিতে পারে? তাঁহার দংষ্ট্রাসকল গোলাকার ও অতি ভয়ানক; তাহার শল্কসকল তাহার গর্ব্বস্থল।” এইব াক্যে যে কুম্ভীরকে লক্ষিত হইয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই। এতদ্দেশীয় সকলেই এই বিবরণ শ্রবণমাত্র কুম্ভীরকে লক্ষ্য করিবেন, কিন্তু বিলাতে কুম্ভীর না থাকায় পূর্ব্বে অনেকে ইহা তিমিজীবের বিবরণ বোধ করিতেন; অন্যে কহিতেন যে লিবিএথেন্ নামা এক বিশেষ জীব ছিল, এই ক্ষণে তাহা লুপ্ত হইয়াছে; ইহা যে জল্পনামাত্র, তাহা বলা বাহুল্য। এই উভয় জীবের যুদ্ধ হইতেছে এমত সময়ে কুক্কুর সমভিব্যাহারে কএক ব্যক্তি শিকারী আসিয়া উভয়কে আক্রমণ করিতেছে এই ভাব-জ্ঞাপক এক খানি প্রসিদ্ধ চিত্র বিলাতে আছে। তাহা রূবণ্ নামা বিখ্যাত চিত্রকর প্রস্তুত করিয়াছিলেন। উক্ত চিত্রে কল্পিত মনুষ্য ও জীবদিগের ভিন্ন ভিন্ন মনোগত ভাব অতি আশ্চর্য্য কৌশলে তাহাদের বদনে বিকাশিত হইয়াছে, ঐ ভাব-জ্ঞাপনার্থে উক্ত চিত্রের প্রতিরূপ এস্থলে বিকশিত করা গেল।
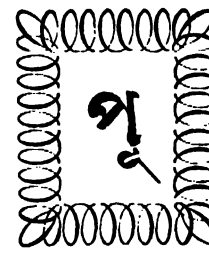
বিশ্বামিত্র।

পূর্ব্বকালে কান্যকুব্জ দেশে ক্ষত্রিয়-বংশোদ্ভব কুশিক নামে নরপতি ছিলেন, গাধিনামে তাঁহার এক পুত্র হয়; বিশ্বামিত্র তাঁহারই অপত্য। বিশ্বামিত্র ত্রেতাযুগে প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহার জন্মিবার পূর্ব্বে গাধিরাজার সত্যবতী নামে এক কন্যা জন্মিয়াছিল। গাধি সেই কন্যাটিকে ভৃগুপুত্র ঋচীক ব্রাহ্মণকে সম্প্রদান করেন। ভিন্নজাতীয় মধ্যে এ প্রকার পরিণয় আশু আশ্চর্য্যজনক বোধ হইতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণদিগের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বংশে দারপরিগ্রহ করিবার বিধি ছিল, অতএব ইহা বিস্ময়কর হইবেক না। ভৃগুনন্দন ঋচীকের স্বীয় পত্নীর প্রতি সাতিশয় প্রীতি জন্মিলে একদা ঋচীক মনে২ চিন্তা করিলেন “আমি ক্ষত্রিয়-বংশে দারপরিগ্রহ করিয়াছি, কিন্তু তাহার গর্ভে যাহাতে ব্রাহ্মণ-গুণ-সম্পন্ন পুত্র লাভ হয় এমত উপায় করা আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এই চিন্তা করিয়া তিনি দ্বিবিধ চরু প্রস্তুত করত, স্বীয় ভার্য্যাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন “ভার্য্যে,

আমি অতিযত্নপূর্ব্বক ত্বদীয় ও ত্বজ্জননীর নিমিত্ত এক২ প্রস্থ চরু প্রস্তুত করিয়াছি। এই চরু তুমি ভোজন করিও, এবং এই চরু তোমার মাতাকে প্রদান করিবে। তোমার চরুর প্রভাবে সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত ব্রাহ্মণ তনয় উৎপন্ন হইবেক, এবং তোমার জননীর চরুদ্বারা দীপ্ততেজস্বী ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ পুত্র জন্মিবে; যাহাকে কোন ক্ষত্রিয় পরাভব করিতে পারিবেক না এবং তিনি ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠদিগকেও দমন করিতে সক্ষম হইবেন। ভার্য্যে, যাহা আদেশ করিলাম তাহা সম্পন্ন করিতে ত্রুটি করিও না; আমি সম্প্রতি তপস্যার্থে গমন করি।"

দৈববশতঃ সেই সময়ে গাধিরাজা তীর্থ যাত্রাপ্রসঙ্গে তনয়াকে দেখিবার নিমিত্ত আপনার মহিষী পৌরকুৎসী সমভিব্যাহারে ঋচীকাশ্রমে আসিয়াছিলেন। সত্যবতী জনক-জননীকে আপন ভবনে প্রাপ্ত হইয়া আহ্লাদে নিমগ্ন হইলেন, এবং স্বামির দত্ত দুই প্রস্থ চরু জননীর নিকট আনয়ন করিয়া বলিলেন, "মাতঃ, স্বামী আমার একটি তপোনিষ্ঠ দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ তনয়ের নিমিত্ত আমাকে এই চরু ভক্ষণ করিতে দিয়াছেন, এবং তোমার একটি অপরাভূত ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ তনয়ের নিমিত্ত তোমাকে এই চরু প্রদান করিতে আদেশ করিয়া তপস্যায় গমন করিয়াছেন; এমৎসময়ে যে আপনকার এ ভবনে আগমন হইয়াছে বড়ই মঙ্গলের বিষয় এইক্ষণে আপনকার চরু আপনি গ্রহণ করুণ।" পৌরকুৎসী কন্যা-প্রমুখাৎ চরুদ্বয়ের ভিন্ন২ গুণ জানিতে পারিয়া বলিলেন, "বৎসে, এখন দুই প্রস্থই চরু আমার নিকট রাখ; সময় বিশেষে আপন২ চরু ভক্ষণ করিব।" সত্যবতী তাহাতে সম্মত হইয়া দুই চরুই জননীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। পৌরকুৎসী দুই চরুই আপন হস্তগত করিয়া মনে২ বিচার করিতে লাগিলেন, "আহাঃ কন্যার চরু সর্ব্ব-বিধায়ে শ্রেষ্ঠ; আমিই তাহা ভক্ষণ করিব, এবং আমার চরু কন্যাকে দিব।" এই রূপ কৃতসঙ্কল্প হইয়া পৌরকুৎসী উভয় চরু পরিবর্ত্ত করিয়া দুহিতার চরু আপনি লইয়া স্বীয় চরু কন্যাকে প্রত্যর্পণ করিলেন।

পরে অল্পদিনের মধ্যে গাধিরাজা মহিষীসমভিব্যাহারে নিজ রাজ্যে চলিয়া গেলেন। এখানে সত্যবতী তাঁহার মাতার চরু ভক্ষণ করাতে ক্ষত্রিয়ান্ত-কর দীপ্তশরীর ঘোরদর্শন শিশুকে গর্ভে ধারণ করিতে লাগিলেন। ঋচীক ঋষি বাটীতে প্রত্যাগত হইয়া ভার্য্যার তাদৃশ গর্ভভার দেখিয়া বলিলেন; "ভদ্রে, কি করিয়াছ? তোমার মাতাকে যে চরু দিয়াছিলাম সেই চরু খাইয়াছ, তোমার গর্ভে ক্রূরকর্ম্মা দারুণ পুত্র উৎপন্ন হইবেক।" সত্যবতী ইহা শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন, এবং স্বামির নিকট জনক-জননীর আগমন-বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া বলিলেন, "স্বামিন, আমি জননীর নিকট দুই প্রস্থ চরুই নিবেদন করিয়াছিলাম, তবে তিনিই চরুর ব্যত্যাস করিয়াদিয়াছেন।" তাহাতে ঋচীক উত্তর করিলেন, "যাহা হউক তোমার মাতার গর্ভে ব্রহ্মযুক্ত তপস্বী শান্ত তনয় জন্মিবেক।" এই প্রকার উক্ত হইলে সত্যবতী সাতিশয় ভীতা হইয়া বিনয়-বচনে বলিতে লাগিলেন, "মুনে, যদি অবশ্যই বংশমধ্যে এক জন ক্ষত্রিয় সন্তান জন্মিবে, তবে কৃপা করিয়া বলুন যেন আমার পুত্র ক্ষত্রিয় না হইয়া বরং পৌত্র তল্লক্ষণাক্রান্ত হয়।"

ঋচীক বলিলেন "ভাল, পুত্র পৌত্র দুইই তুল্য, তবে তাহাই হইবে।" যথাকালে সত্যবতীর গর্ভে এক পুত্র জন্মিল তাহার নাম যমদগ্নি হয়।

ওখানে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ গাধিরাজার মহিষীর গর্ভে ব্রাহ্মণ-লক্ষণ-বিশিষ্ট এক পুত্র জন্মিল; গাধিরাজা তাহার নাম বিশ্বামিত্র রাখিলেন।

কালক্রমে গাধিরাজার পরলোক প্রাপ্তি হইলে বিশ্বামিত্র কান্যকুব্জের অধীশ্বর হইলেন। তিনি ঐ রাজ্য বহুকাল শাসন করেন। একদা তিনি সৈন্যসামন্ত-সমভিব্যাহারে মৃগয়া করিতে গমন করিয়াছিলেন, পথিমধ্যে বশিষ্ঠ-দেবের আশ্রমে উপনীত হইলে বশিষ্ঠ বহুসমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া স্বকীয় কামধেনুর সাহায্যে বিলক্ষণরূপে অতিথি-সৎকার করিলেন। বিশ্বামিত্র ঐ কামধেনুর অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা অবলোকন করিয়া চমৎকৃত ও বিস্মিত হইয়া লক্ষধেনু বিনিময়ে ঐ ধেনু প্রার্থনা করেন। বশিষ্ঠ তাহাতে সম্মত হইলেন না। ইহাতে বিশ্বামিত্র কহিলেন "আমি ক্ষত্রিয়জাতি, যেমন আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না, আমি ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক স্বার্থসিদ্ধি করিব।" বশিষ্ঠ তদুত্তরে বিদ্রূপ করিয়া কহেন "ভাল, তুমি অবিলম্বেই তাহা কর, সাধ্যানুসারে ত্রুটি করিও না।"

ইহাতে বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হইয়া ধেনু আক্রমণ করিলেন; কিন্তু বহুপ্রহার করিলেও ধেনু এক পদও অগ্রসর হইল না, কেবল বশিষ্ঠের দিগে বার২ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া বশিষ্ঠ কহিলেন, "বিগ্রহ ক্ষত্রিয়দিগের বল, এবং সহিষ্ণুতা ব্রাহ্মণদিগের বল, আমার সেই সহিষ্ণুতা আছে; যদি তুমি তোমার অভিরুচি হয় গমন কর, কিন্তু তোমাকে পরিত্যাগ করিবার আমার এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও ইচ্ছা নাই।" কামধেনু এই বাক্যের মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া বিশ্বামিত্রকে ভয় প্রদর্শন করত ক্রোধে চক্ষুঃ আরক্ত বর্ণ ও ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়া ক্ষণে ক্ষণে হম্বারবে গভীর গর্জ্জন ও ঘন২ মস্তক সঞ্চালন করিতে লাগিল, এবং পুনঃ২ উল্লম্ফ ও প্রলম্ফ দ্বারা বিশ্বামিত্রের সৈন্যদিগকে ভয়ার্ত্ত করিল। বিশ্বামিত্র নিজে অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও সাহসিক; তিনি ভীত না হইয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞাকরণপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বশিষ্ঠ এতক্ষণ পর্য্যন্ত নিস্তব্ধ ছিলেন; অবশেষে আর সহ্য না করিতে পারিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া বলিলেন, "কি নরাধম, তুই আমার প্রতি এই রূপ অত্যাচার করিতে লাগিলি? তুই ক্ষত্রিয়; তোর বল কি? আমি ব্রাহ্মণ আমার বিক্রম তুই কি বুঝিবি?" তথা স্বয়ং অস্ত্রধারী হইয়া অগ্রসর হইলেন। এই রূপে উত্তরোত্তর সমরানল বৃদ্ধি হইয়া উঠিল, তাহাতে বিশ্বামিত্রের সৈন্যগণ ক্রমে২ পরাভূত হইয়া আসিল। তখন তত্রস্থ ঋষিমণ্ডলী একত্র হইয়া বলিতে লাগিলেন, "তোমরা উভয়ে স্থির হও। ওহে বিশ্বামিত্র! তুমি ব্রহ্মর্ষির সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইতে পারিবে না, আমরা তোমাকে উপদেশ দিতেছি, ক্ষান্ত হও।" মুনিগণের এবংবিধ বাক্য শুনিয়া বিশ্বামিত্রের জ্ঞানোদয় হইল। তখন ব্রহ্মতেজঃসম্ভূত সেই মহদাশ্চর্য্য ও ক্ষত্রিয় জাতির অকিঞ্চিৎকর বল অবলোকন করিয়া বিশ্বামিত্র যুদ্ধে ক্ষান্ত দিলেন; এবং সাতিশয় ব্যথিত-হৃদয়ে কহিতে লাগিলেন, "ক্ষত্রিয় বলে ধিক, ব্রাহ্মণদিগের তেজোবলই বল! দেখুন এক ব্রহ্মতেজঃ আমার সকল অস্ত্রকে ব্যর্থ করিয়াছে; অতএব আমি ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তির নিমিত্ত কঠোর তপস্যা অবলম্বন করিব।"

এই রূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া মনঃক্লেশে সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে বিশ্বামিত্র বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং কতদিনে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবেন এই রূপ অহরহ জল্পনা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে কোন মতেই স্থির থাকিতে না পারিয়া অদৃশ বিপুল রাজ্য ও অতুল সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া সূর্য্যবংশীয় ত্রয্যারুণ রাজার নিকট আপনার স্ত্রী-পুত্র রাখিয়া সমুদ্রতীরে তপস্যা করিতে গমন করিলেন।

ক্রব্যারুণ রাজার সত্যব্রত নামে এক পুত্র ছিল, তিনি অতিশয় দুর্ব্বুদ্ধি, কামপরবশ ও অধার্ম্মিক ছিলেন। একদা তিনি দেশস্থ কোন ব্যক্তির বিবাহকালে কন্যাকে বলদ্বারা অপহরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। ক্রব্যারুণ তাহার তাদৃশ জঘন্য ব্যবহারে স্বাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বাটীহইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন; কুলগুরু বশিষ্ঠ তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াও প্রতিষেধ করেন নাই। সত্যব্রত গ্রামান্তে এক চণ্ডালগৃহে বাস করিয়া রহিলেন। তদনন্তর ক্রব্যারুণ সংসারে বিরক্ত হইয়া বনে প্রস্থান করিলে রাজ্য অরাজক ও অনাবৃষ্ট হওয়াতে দুর্ভিক্ষপূর্ণ হইয়া উঠিল। বিশ্বামিত্র-পত্নী আপনার অন্যান্য পুত্রদিগের পোষণার্থে মধ্যম পুত্রটাকে গলদেশে বন্ধন করিয়া বিক্রয়ার্থে গমন করিতে বাধিত হইলেন। রাজপুত্র সত্যব্রত বিশ্বামিত্র-পুত্রের এই অবস্থা অবলোকন করিয়া তাহার বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন, এবং আপনি তাহাকে ভরণ পোষণ করিতে লাগিলেন। বিশ্বামিত্রের বনিতা যে সন্তানটীকে গলে বন্ধন করিয়া বিক্রয় করিতে গিয়াছিলেন তাহার সেই কারণবশতঃ গালব নাম হইয়াছিল।

ইত্যবসরে শিষ্যের রাজ্য অরাজক হইয়া নষ্ট হয় দেখিয়া বশিষ্ঠ স্বয়ং রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। সত্যব্রত অজ্ঞতা প্রযুক্ত বশিষ্ঠের প্রতি সাতিশয় জাতক্রোধ হইয়াছিলেন। তিনি এই কথা সর্ব্বদা বলিতেন "পিতা আমাকে রাজ্যহইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন, বশিষ্ঠ তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াও প্রতিষেধ করিলেন না। যৎকালে আমি সেই ললনাকে অপহরণ করিয়া আনিয়াছিলাম তখন তাহার বিবাহ-সংস্কার সম্পূর্ণ হয় নাই, তখনও সপ্তপদী গমনের অপেক্ষা ছিল, তিনি নিয়মাভিজ্ঞ হইয়াও আমার আনুকূল্য করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন।"

বশিষ্ঠ ন্যায়ানুগত বলিয়া যে সত্যব্রতের সাপক্ষে বলেন নাই তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। তিনি নিজদোষচয়হইতে দণ্ডভারকে অতিশয় গুরুতর ভাবিয়া বশিষ্ঠের প্রতি রাগান্ধ হইয়াছিলেন। যাহা হউক সত্যব্রত দ্বাদশবর্ষদণ্ডপালনদ্বারা আপনার পাপের ধ্বংস বুঝিয়া পুনর্ব্বার নিজ জাতি প্রাপ্ত হইতে বাসনা করিলেন। কিন্তু বশিষ্ঠ তাহাতে তৎপর হয়েন নাই; তাঁহার মানস ছিল যে তিনি সত্যব্রতের পুত্রকেই রাজ্যভার অর্পণ করিবেন।

সত্যব্রতের দ্বাদশ বার্ষিক শাস্তিকাল অতীত হইলে একদা তিনি ক্ষুধা-তৃষ্ণায় পীড়িত হইয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমত সময়ে বশিষ্ঠের কামধেনু তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। ক্ষুধা তৃষ্ণা ও মোহের প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "যেমন বশিষ্ঠ আমার প্রতি বিধিমতে অন্যায়াচরণ করিয়াছেন, অদ্য আমি তাঁহার এই কামধেনু বিনষ্ট করিয়া প্রতিফল প্রদান করি।" এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সেই কাম প্রসবিনীকে সংহার করিলেন। বশিষ্ঠ এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সাতিশয় রোষাবিষ্ট হন, এবং সত্যব্রতের নামোচ্চারণপূর্ব্বক বলিলেন, "রে পাপিষ্ঠ নরাধম! তুই যেমন গুরুতর পাপত্রয় আচরণ করিয়াছিস, অদ্যাবধি তোর নাম ত্রিশঙ্কু রহিল!" সেই পর্য্যন্ত সত্যব্রতের নাম ত্রিশঙ্কু হয়।

ওদিকে বিশ্বামিত্র দক্ষিণাঞ্চলে নানাদিগ্‌দেশ ভ্রমণ করিয়া ক্রমে২ মনকে বশীকৃত করিয়া তপস্যা আরম্ভ করিলেন। এই রূপে বহুকাল তপস্যা করিলে ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হওন পূর্ব্বক বলিলেন, "হে বিশ্বামিত্র! তোমার স্তবে দেবতা ও ঋষিরা সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে

রাজর্ষি করিয়াছেন।” বিশ্বামিত্র এই কথা শ্রবণে আহ্লাদিত না হইয়া বরং দুঃখিতান্তঃকরণে বলিতে লাগিলেন, “কি! আমি এত কঠোর তপস্যা করিলাম, ইহাতেও দেবতা ও ঋষিরা আমাকে রাজর্ষি অপেক্ষা উচ্চ খ্যাতি প্রদান করিলেন না? তবে কি আমার এত ক্লেশ বৃথা হইল? ভাল আমি ইহা অপেক্ষাও কঠোর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মর্ষি হইবার উপায় করিব। এখন তবে একবার জন্মভূমি দর্শন করিয়া আসি।” এই কথা বলিয়া তিনি কান্যকুব্জে গমন করেন। বিশ্বামিত্র তথায় উপস্থিত হইয়া শুনিলেন ত্রিশঙ্কু দুর্ভিক্ষ-সময়ে তাঁহার স্ত্রী-পুত্রদিগকে ভরণ পোষণ করিয়াছিলেন, ইহাতে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, “ত্রিশঙ্কু, আমি তোমার উপর প্রসন্ন হইয়াছি, তোমার যাহা অভিলাষ হয়, প্রার্থনা কর।” ত্রিশঙ্কু বলিলেন, “ভগবন্! যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, তবে আমি যাহাতে আমার জাতি ও পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হই এমত উপায় করিয়া দিউন।” মুনি “তথাস্তু” বলিয়া উপযুক্ত যজ্ঞ করাইয়া বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ তাহাতে প্রতিবাদি হইলেও তাঁহাকে সিংহাসন প্রদান করাইলেন।

কিছুদিন পরে রাজা ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গে উঠিবার মানসে একটি যজ্ঞারম্ভের মানস করিলেন, এবং তাহা সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত কুলগুরু বশিষ্ঠকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, “মহর্ষে, আমি একটি যজ্ঞ করিয়া সশরীরে স্বর্গে উঠিবার মানস করিয়াছি; অতএব আপনাকে সেই যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া দিতে হইবে।” বশিষ্ঠ কহিলেন, “ভদ্র, তোমার প্রস্তাব অতি অসঙ্গত, আমার এমন ক্ষমতা নাই যে আমি সে যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে পারি।” রাজা, বশিষ্ঠের নিকট নিরাশ হইয়া গুরু পুত্রদিগের নিকট প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা এই প্রার্থনায় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, “রাজন্! তুমি যখন তোমার গুরুকর্তৃক নৈরাশ্য প্রাপ্ত হইয়াছ, তখন অন্যের নিকট তোমার প্রার্থনা করায় নিতান্ত নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ হইয়াছে। সূর্য্যবংশীয় ভূপালগণ কুলগুরুর বাক্য শিরোধার্য্য করিতেন; তুমি যে বশিষ্ঠের বাক্য অবহেলা করিয়া অন্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছ, ইহার নিমিত্ত তোমার অপরাধের সীমা নাই।” ত্রিশঙ্কু উত্তর করিলেন, “যাহা হউক, যখন গুরু ও গুরুপুত্রেরা অসম্মত হইলেন, তখন আমার অন্যত্রে চেষ্টা করিতে হইবে।” বশিষ্ঠ-পুত্রেরা রাজার আস্পর্দ্ধা-বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অনেক ভৎর্সনা ও শাপ-প্রদান-পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

এই রূপে শাপ-গ্রস্ত নরপতি বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হইয়া আপনার অশেষ দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাহাতে বিশ্বামিত্র তাঁহার দুঃখে অনুতাপিত হইয়া তাঁহার নিমিত্ত যজ্ঞ করিতে এবং সেই শরীরে তাঁহাকে স্বর্গারোহণ করাইতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। আর বলিলেন, “রাজন্! যখন তুমি বিশ্বামিত্রের শরণাগত হইয়াছ তখন নিশ্চয় জানিও স্বর্গ তোমার হস্তগত।” অনন্তর তিনি যজ্ঞার্থ দ্রব্যসম্ভারের সমস্ত আয়োজন করিতে আজ্ঞা করিলেন, আরো বলিলেন “যাবদীয় ঋষি বিশেষতঃ বশিষ্ঠ ও তৎপুত্রগণকে নিমন্ত্রণ কর।” তখন বিশ্বামিত্রের শিষ্যগণ সর্ব্বস্থানে নিমন্ত্রণ করিতে গমন করিলেন, এবং নিমন্ত্রণ সম্পন্ন হইলে তাঁহারা প্রত্যাগত হইয়া বিশ্বামিত্রকে বিজ্ঞাপন করিলেন, “ভগবন্! আপনকার নিমন্ত্রণ শ্রবণে যাবদীয় ব্রাহ্মণবর্গ চতুর্দ্দিগ্‌হইতে আসিতে উদ্যুক্ত হইয়াছেন, কেবল মহর্ষি-বশিষ্ঠ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই। আর তাঁহার পুত্রেরা রোষ-পরবশ হইয়া বলিয়াছেন, “ক্ষত্রিয় যাহার যাজক ও যে স্বয়ং

চণ্ডাল তাহার যজ্ঞান্ন ভক্ষণ করিয়া কে পতিত হইবে? আর কোন্ মহাত্মারাই বা চণ্ডালের প্রদত্ত অন্নগ্রহণে স্বর্গের দ্বার উদ্ঘাটিত করিবে?” বিশ্বামিত্র শিষ্যগণ প্রমুখাৎ এই কথা শুনিবামাত্র ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়া বশিষ্ঠ ও তৎপুত্রগণের প্রতি অভিসম্পাত প্রদান করিলেন। পরে তিনি আগত যত ঋষি ও ব্রাহ্মণ বর্গকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলিলেন, “আপনারাই অনুমতি প্রদান করুণ, যজ্ঞ আরব্ধ করি।” তাহাতে তাঁহারা সকলে তাঁহার উগ্রস্বভাব মনে করিয়া অনুমতি প্রদান করিলেন। এই যজ্ঞে বিশ্বামিত্র স্বয়ং যাজক এবং অপর কএকে ঋত্বিক্‌রূপে নিযুক্ত হন। শেষে যজ্ঞ সমাপ্তি হইলে সকলকে বিশ্বামিত্র স্ব২ অংশ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু কেহই গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না, তাহাতে তিনি ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া, স্রুক্ উত্তোলন-পূর্ব্বক বলিলেন. “তোমরা গ্রহণ না কর ক্ষতি নাই। এখন, হে নরেশ্বর, আমার তপস্যার বল অবলোকন কর, তোমাকে এখনই সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করিব।”

বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুর স্বর্গারোহণের নিমিত্ত অনেক যত্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। সভাসদ্গণ ত্রিশঙ্কুর ও বিশ্বামিত্রের এই রূপ নিষ্ফল আড়ম্বর দেখিয়া নিস্তব্ধভাবে স্ব২ স্থানে প্রস্থান করিলেন। তখন বিশ্বামিত্র অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া শিষ্যগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, “হে শিষ্যগণ, আমি দক্ষিণাঞ্চলে যে তপস্যা করিয়াছিলাম সে সমুদায়ই ব্যর্থ হইল; অতএব এবার সে দিক পরিত্যাগ করিয়া অন্য আর এক দিকে গিয়া পুনর্ব্বার তপস্যা করিতে আরম্ভ করি।” এই বলিয়া তিনি পশ্চিমাঞ্চলে পুষ্করারণ্যে গমন করিয়া পুনর্ব্বার তপস্যার আরম্ভ করিলেন।

কিছুদিন গত হইলে ইক্ষ্বাকুবংশীয় অম্বরীষ নামে কোন নরপতি পুষ্করারণ্য দিয়া ঋচীক মুনির দ্বিতীয়পুত্র শুনঃশেফকে সমভিব্যাহারে করিয়া লইয়া যাইতে ছিলেন। শুনঃশেফ তথায় বিশ্বামিত্রকে দৃষ্টিগোচর করিয়া ক্রন্দন করিতে২ করুণবচনে বলিলেন, “মাতুল, আমাকে রক্ষা করুন।” বিশ্বামিত্র তাহার ক্রন্দন দেখিয়া অম্বরীষকে জিজ্ঞাসা করিলেন “ওহে! তুমি শুনঃশেফকে কি কারণ কোথায় লইয়া যাইতেছ?” অম্বরীষ বিনয়বচনে উত্তর করিলেন, “মহর্ষে, আমি একটি যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহাতে যে পশুটি বলিরূপে নির্দ্ধারিত করিয়াছিলাম তাহা ইন্দ্র অপহরণ করিয়াছেন। আমি এই অমঙ্গল ঘটনায় অনুতাপিত হইলে পুরোহিত ঠাকুর আমাকে বলিলেন; ‘রাজন্, বোধ হয়, আপনকার শাসন কার্য্যে কোন ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকিবে, তন্নিমিত্তই এই অলক্ষণ ঘটিয়াছে; অতএব সেই অপহৃত পশুর পরিবর্ত্তে একটি নরবলি প্রদানই ইহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত দেখিতেছি।’ আমি পুরোহিতের উপদেশানুসারে নানা স্থানে অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কোন স্থানে না পাইয়া অবশেষে ভৃগুনন্দন ঋচীকের নিকট গমন করিলাম। তাঁহার নিকট এক লক্ষ ধেনুর বিনিময়ে তাঁহার একটি পুত্রপ্রার্থনা করিলে তিনি বলিলেন ‘আমি জ্যেষ্ঠ পুত্রটিকে বিক্রয় করিতে পারিব না,’ শেষে তাঁহার পত্নীর নিকট প্রস্তাব করিলে তিনি কহিলেন, ‘জ্যেষ্ঠ পুত্র যেমন স্বভাবতঃ পিতার প্রিয়পাত্র হয়েন তেমনি কনিষ্ঠও মাতার স্নেহাস্পদ হয়েন, অতএব আমিও কনিষ্ঠ পুত্রটিকে বিক্রয় করিতে পারিব না।’ তাহাতে দ্বিতীয় পিতামাতার এই বাক্যভঙ্গিদ্বারা আপনাকে বিক্রীত নিশ্চয় করিয়া আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ‘রাজন্, তবে আমিই বিক্রীত হইলাম;

আমাকে লইয়া চলুন।' আমি তদনুসারে ঋচীক মুনিকে লক্ষ ধেনু প্রদান করিয়া ইহাকে লইয়া পরাবৃত্ত হইলাম, পথিমধ্যে এই আপনকার সহিত সাক্ষাৎ হইল।"

শুনঃসেফ ক্রন্দন করিতে২ বলিলেন, "মাতুল, আমার মাতাপিতা ধনলোভে আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, বান্ধববর্গেরা কেহই আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই, সম্প্রতি আপনকার শরণাগত হইলাম, আপনি না রক্ষা করিলে আমার আর নিস্তারের উপায় নাই।" বিশ্বামিত্র শুনঃশেফকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, "ভয় নাই, স্থির হও, তোমার পরিবর্ত্তে আমার একটি পুত্রকে প্রদান করিব।" বিশ্বামিত্রের পুত্রেরা এই কথা শ্রবণপূর্ব্বক বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "প্রভো, আপনি কি বিবেচনায় আত্মসন্তানদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পর সন্তানের উপকার করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইতেছেন?" বিশ্বামিত্র পুত্রদিগের অসম্মতি অবলোকনে তাহাদিগকে অনেক ভৎর্সনা ও অভিসম্পাত প্রদান করিলেন, এবং শুনঃশেফকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস! আমি তোমার পরিত্রাণের অন্য উপায় করিয়া দিতেছি। যখন তোমাকে রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিয়া গলে রক্ত-মাল্য-প্রদান পূর্ব্বক বলি দিবার নিমিত্ত যূপ সন্নিকটে লইয়া যাইবে, তখন তুমি এই গীতিকা-দ্বয় পাঠ করিও, ইহাতে তোমার অভিলষিত সিদ্ধ হইবে।" এই বলিয়া তিনি তাহাকে দুইটি মন্ত্র শিখাইয়া দিলেন।

শুনঃশেফ এই রূপে উপদিষ্ট হইয়া অম্বীরষের সহিত গমন করিলেন। পরে সে খানে যখন শুনঃসেফকে রক্তচন্দন ও রক্ত মাল্যদ্বারা বিভূষিত করিয়া বলি দিতে লইয়া যায়, তখন তিনি অগ্নিসমক্ষে ইন্দ্র ও বিষ্ণুকে সম্বোধন করিয়া সেই গীতিকাদ্বয় পাঠ করিতে লাগিলেন। দেবরাজ ঐ গানে মোহিত হইয়া শুনঃশেফকে বিনাশ হইতে রক্ষা করত তাঁহাকে দীর্ঘ জীবন প্রদান করিলেন। অম্বীরষও এই যজ্ঞে যথেষ্ট ফল প্রাপ্ত হইলেন।

চর্ম্ম-পুরস্কার-করণের প্রথা।

এতদ্দেশে অধুনা শিল্পবিদ্যার উৎসাহ কিঞ্চিন্মাত্র নাই। যে সকল শিল্পী বর্ত্তমান আছে, এবং যাহাদের শিল্পনিপুণতা দর্শাইয়া আমরা বিদেশীয়দিগের নিকট আস্ফালন করিয়া থাকি, তাহাদের দুরবস্থা দেখিলে পাষাণ-হৃদয়ও ব্যথিত হয়, সন্দেহ নাই। উত্তম ঢাকাই বস্ত্র অদ্বিতীয়শিল্পপদার্থ বলিয়া বিখ্যাত আছে, অথচ তন্নির্ম্মাতা তন্ত্রবায়েরা যৎপরোনাস্তি দুর্দীন, দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া যৎসামান্য অন্নপানেও পরিবারের পোষণ করিতে ক্লেশ পায়। অধিকন্তু জাতীয় প্রথার অনুরোধে তাহারা হীনবর্ণ বলিয়া সর্ব্বত্র হেয় হইয়া থাকে। পরন্তু তন্ত্রবায়ের অপেক্ষা অন্যান্য শিল্পিরা বিশেষ দুরবস্থ; ফলতঃ সকলেই অত্যন্ত অধমের মধ্যে নির্ণীত হইয়া থাকে; এবং তন্নিমিত্তই এতদ্দেশে শিল্পের অত্যয় হইয়াছে। ঐহিক সুখ-স্বচ্ছন্দের নিমিত্ত শিল্পনিপুণতা বিশেষ প্রয়োজনীয়, তদভাবে উত্তম গৃহ, সুচারু বস্ত্র, মনোহর আভরণ, সুন্দর তৈজস, শোভনতম যান, বেগবতী তরি ও পবনবেগ বাষ্প-শকট, কিছুই সুপ্রাপ্য হয় না। চর্ম্মকারদিগকে লোকে অত্যন্ত ঘৃণা করিয়া থাকে, এবং তাহাদের ব্যবসায় দেখিলে স্বভাবতঃ অনেকের মনে বিজাতীয় ঘৃণা জন্মিতে পারে, সন্দেহ নাই; পরন্তু সেই ঘৃণিত শিল্পিদিগের ব্যবসায়োৎপন্ন পুরস্কৃত চর্ম্ম না হইলে উপযুক্ত পাদুকা বিহীনে ক্লেশ পাইতে হইত; অশ্বসজ্জা

রজ্জুদ্বারা সম্পন্ন করিতে হইত; ও সঙ্কোচনীয় যানাবরণের অভাবে বগিগাড়ির ছাদ (হুড্) উপযুক্ত নমনীয় হইবার উপায় থাকিত না। নানা বিধ যন্ত্রের প্রধান অঙ্গ চর্ম্ম; চর্ম্মাভাবে সুতরাং সেই সকল যন্ত্র আমাদিগের বিবিধ উপকার সিদ্ধ করিত না। পুস্তকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বন্ধনদ্রব্য চর্ম্ম, কশার প্রধান অঙ্গ চর্ম্ম, ও সুমধুর মৃদঙ্গাদি বাদ্যযন্ত্র চর্ম্ম না হইলে নিষ্পন্ন হয় না। এই সকল অনুরোধে ভূমণ্ডলে যে পরিমাণে চর্ম্ম ব্যবহৃত হয় তাহার অনুধ্যান করিতে হইলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হইবে। নিরূপিত হইয়াছে যে গ্রেট ব্রিটনদ্বীপে গড়ে প্রত্যেক মনুষ্য প্রতি বৎসর চারি টাকার পাদুকা পরিয়া থাকে, এবং তদর্থে ৭ কোটি টাকার চর্ম্মের প্রয়োজন হয়। তদ্ভিন্ন অশ্বসজ্জাদি অন্যদ্রব্যের নিমিত্ত সর্ব্ব সুদ্ধ আঠার কোটি টাকার চর্ম্ম বিক্রীত হইয়া থাকে। বোধ হয় এতদ্দেশের সমস্ত নীল চীনি ও লবণের বার্ষিক মূল্য সমষ্টি করিলে তত টাকা হইবেক না। পরন্তু ঐ আঠার কোটি টাকার চর্ম্ম কেবল গ্রেটব্রিটনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয়, এবং সেই গ্রেটব্রিটন্ ভূমণ্ডলের শতাংশের একাংশ বৃহৎ হইবেক না। ঐ সকল অংশেই প্রচুর মনুষ্য আছে, এবং তাহাদের পাদুকা-অশ্বসজ্জাদি চর্ম্মদ্রব্য সর্ব্বদা প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে; সেই সকল চর্ম্মের মূল্য নিরূপণ করিলে বোধ হয় বর্ষে২ মনুষ্য শত কোটি টাকারও অধিক মূল্যের চর্ম্ম ব্যবহৃত করিয়া থাকেন সব্যবস্থ হইবেক। এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে, ভরসা করি, আর কেহই চর্ম্মের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিবেন না, এবং আমরা বিবিধার্থে তদ্বিষয়ের আলোচনা করাতে কাহার নিকট অপরাধী হইব না।

চর্ম্মের ব্যবহার অতি প্রাচীন কাল অবধি প্রসিদ্ধ আছে, এবং ঋগবেদাদি সর্ব্বপ্রাচীন গ্রন্থে তাহার উল্লেখ দেখা যায়। এই ঘটনা আশ্চর্য্যও নহে। মনুষ্যের আদিম অবস্থায় যখন বস্ত্রাদি বপনের উপক্রম হয় নাই, তখন দেহ আবরণের নিমিত্ত বল্কল ও চর্ম্মই অনায়াসে প্রাপ্য বোধ হয়। তন্মধ্যে বল্কল সুপ্রশস্ত ও শীতনিবারণের উপযুক্ত প্রায়ঃ হয় না, সুতরাং সকলকেই চর্ম্মের অবলম্বন করিতে হয়। তৎকালে ঐ চর্ম্মের কোন পুরস্কার করা হয় না; অত্যন্ত-শীত-প্রধান-দেশে কেহ২ জীবদেহহইতে চর্ম্ম লইবামাত্র ব্যবহৃত করে, অন্যে তাহাকে কিঞ্চিৎ শুষ্ক করিয়া আপন প্রায়োজন সাধন করে। আশিআ-খণ্ডের মধ্যদেশে অনেক মনুষ্য আছে যাহারা অদ্যাপি ঐ রূপ চর্ম্মের দেহাবরণ করিয়া থাকে। পরন্তু আম চর্ম্ম অন্যপুরস্কার-ব্যতীত কেবল শুষ্ককরিলে অত্যন্ত কর্কশ ও কঠিন হয়, কোন মতে সুখসেব্য বোধ হয় না। অপর তাহা ক্লিন্নতায় পচিয়া যাইতে পারে। এই প্রযুক্ত প্রথমতঃ লবণ দিয়া চর্ম্মের পুরস্কার করণের উপায় কল্পিত হয়; কিন্তু তাহাতে সমস্ত অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় নাই, এই কারণে মনুষ্য নানা উপায়ে চর্ম্ম পুরস্কার করণের প্রথা অবলম্বন করেন; তন্মধ্যে কষায় বস্তুর রসে চর্ম্ম বহুকাল সিক্ত রাখাই সর্ব্বপ্রধান উপায় বলিয়া গণ্য হইয়াছে; অতএব এস্থলে সেই প্রথারই বর্ণন করা কর্ত্তব্য।

মৃত বা হত গবাশ্বমহিষাদি জীবের দেহহইতে চর্ম্ম পৃথক্ করিয়া লইয়া তাহা শুষ্ক করিতে হয়। ঐ শুষ্ক চর্ম্ম "হাইড্" বা অপুরস্কৃত চর্ম্ম নামে বিক্রীত হয়। তদবস্থায় তাহা ব্যবহারের যোগ্য নহে। বিবিধদেশ-হইতে তাহা আনীত হইয়া বিশেষ২ নগরের চর্ম্মকারদিগের নিকট পুরস্করণের নিমিত্ত বিক্রীত হয়। চর্ম্মকারেরা ঐ অপুরস্কৃত চর্ম্মকে ৮—১০ দিবস জলে সিক্ত করিয়া রাখে; তাহাতে চর্ম্ম আর্দ্র ও কোমল তথা পরের

প্রক্রিয়ার উপযুক্ত হয়। ঐ সিক্ত-করণ-সময়ে মধ্যে ২ জলস্থ চর্ম্মকে বিলোড়ন করিয়া দিতে হয়। চর্ম্ম উপযুক্ত মতে সিক্ত হইলে তাহাকে তুলিয়া অতীক্ষ্ণ ছুরিকাদ্বারা তাহার যে পৃষ্ঠে মাংস থাকে তাহা চাঁচিয়া পরিষ্কার করা আবশ্যক; এবং ঐ প্রক্রিয়া সমাপ্ত হইলে চর্ম্মহইতে লোম বিমুক্ত করা কর্ত্তব্য। তদর্থে ঐ চর্ম্মকে সদ্যোদগ্ধ চূণ মিশ্রিত জলে সিক্ত করিতে হয়। চূণদ্বারা লোমের মূল শ্লথ হইয়া থাকে; এবং ঐ অভিপ্রায় শীঘ্র সিদ্ধ না হইলে চর্ম্মকে চূর্ণের এককুণ্ড হইতে অন্য কুণ্ডে নিঃক্ষিপ্ত করিতে হয়; ও প্রত্যহ ঐ চর্ম্মসকলকে এক বা ডেড় ঘণ্টাকালের নিমিত্ত কুণ্ডহইতে বাহির করিয়া পরে তাহা পুনঃ কুণ্ডে নিক্ষিপ্ত করা যায়। এই প্রক্রিয়ার সাধারণ কাল দ্বাদশ দিবস; বায়ুর উষ্ণতা ও কুণ্ডস্থ চূণের পরিমাণভেদে তথা অন্যান্য কারণে এই কালের অন্যথা হইয়া কখন সপ্তাহে কখন বা এক পক্ষে প্রয়োজনীয় পরিমাণে লোম শ্লথ হইয়া থাকে। তাহা হইলে চর্ম্মকারেরা চূণে আর্দ্রচর্ম্মকে কাষ্ঠের গোলাকার আসনে সংস্থাপিত করত এক অতীক্ষ্ণ ও উত্তান ছুরিকাদ্বারা তাহার লোম চাঁচিয়া ফেলে; ও তৎপরে এক ন্যুব্জ ছুরিকাদ্বারা চর্ম্মের মাংস পৃষ্ঠ চাঁচিয়া যে কোন অবশিষ্ট মাংস বা মেদ কণা চর্ম্মে সংলগ্ন থাকে তাহার বিমোচন করে। এই প্রক্রিয়ায় চূণই প্রধান পদার্থ, এবং তাহারই সাহায্যে লোম নির্মুক্ত হইয়া থাকে; কিন্তু চূণ চর্ম্মের বিশেষ হানি করে; এই নিমিত্ত অনেকে গন্ধকদ্রাবক, তক্র, শির্কা, অম্লকাঞ্জিক, বা গমের ভুষি জলে পূত করিয়া তাহাদ্বারা লোম নির্মুক্ত করণের উপায় করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফলোদয় হয় নাই। কেবল সহস্রাংশ জলে একাংশ গন্ধকদ্রাবক মিসাইয়া তাহাতে চর্ম্ম সিক্ত করিলে লোমকূপসকল বিশেষ স্ফীত হয়, তাহাতে চর্ম্মমধ্যে কষায় জল প্রবিষ্ট হইয়া তাহার স্থায়িত্ব সাধন করে।

পূর্ব্বমতপ্রকারে চর্ম্ম পরিষ্কার হইলে তাহা জলে ধৌত করিতে হয়; এবং তদনন্তর পারাবতের বিষ্ঠা কুক্কুটের বিষ্ঠা কিম্বা মেষের বিষ্ঠা জলে গুলিয়া তাহাতে ঐ চর্ম্ম আটদিবস কাল সিক্ত রাখা কর্ত্তব্য। ঐ প্রক্রিয়াদ্বারা চর্ম্মের গাত্র সুচারু কোমল নমনীয় ও দানাবিশিষ্ট হয়। মার্কিন চামড়ার দানা প্রস্তুত করণার্থে তাহা কুক্কুর বিষ্ঠায় সিক্ত রাখা আবশ্যক। মেষ চর্ম্ম প্রস্তুত করণার্থে ঘৃণিত বিষ্ঠার পরিবর্ত্তে গমের ভুসিপচান জলই প্রশস্ত। চর্ম্ম পরিষ্করণের এই প্রক্রিয়াই সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণাজনক; কিন্তু ইহা ব্যতীত উত্তম কোমল চিক্কণ চর্ম্ম প্রস্তুত হইতে পারে না; ফলতঃ এই প্রক্রিয়ার ইতর বিশেষে চর্ম্মের ধর্ম্ম অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। রসায়ন বিদ্যাবিৎপণ্ডিতেরা অনেক চেষ্টা করিতেছেন যে বিষ্ঠার পরিবর্ত্তে অন্য কোন পদার্থদ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ করেণ, কিন্তু অদ্যাপি তাঁহাদের আয়াস সফল হয় নাই।

পূর্ব্ব প্রকরণদ্বারা চামড়া প্রস্তুত হইলে পর তাহা কষজলে দীর্ঘকাল সিক্ত করিতে হয়, তদ্ভিন্ন চর্ম্ম স্থায়ি হয় না। প্রস্তাবিত কষজল ভিন্ন২ প্রকারে প্রস্তুত করা যায়। এতদ্দেশে তদর্থে খদির, বাবলার ছাল, গাব, গরাণের ছাল, বকম কাষ্ঠ, মাজুফল প্রভৃতি দ্রব্যের ব্যবহার আছে; বিলাতে ওক্ বৃক্ষের ছালই প্রসিদ্ধ; পরন্তু তথাও খদির, বাবলা, মাজুফল, ডিবি ডিবি ফল; সুমাক প্রভৃতি দ্রব্য অব্যবহৃত নহে। এই সকল দ্রব্য জলে ভিজাইলে তাহাদের কষায় অংশ জলে দ্রব হয়; সেই জলই চর্ম্ম প্রস্তুত করণের প্রধান পদার্থ৷ তাহার ব্যবহার করণার্থে কাষ্ঠের কুণ্ড বানাইয়া, তন্মধ্যে একস্তর উক্ত কোন

কষায় পদার্থের চূর্ণ ও তদুপরি একখানি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পরিষ্কৃত চর্ম্ম, তদুপরি কষায় চূর্ণ ও তদুপরি চর্ম্ম, এই প্রকারে এক বা দেড় শত চর্ম্ম এক২ কুণ্ডে সাজাইয়া চর্ম্মকারেরা ঐ কুণ্ড জলে পূর্ণ করিয়া দেয়; তাহাতে কষায় চূর্ণের কষ জলে দ্রব হইয়া জলসহকারে চর্ম্মমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। কোন২ চর্ম্মকার কষায় চূর্ণ ব্যবহার না করিয়া আদৌ কষায় পদার্থ জলে ভিজাইয়া সেই জলের ব্যবহার করে। সে যাহা হউক দুই তিন মাস চর্ম্ম ঐ কষজলে থাকিলে জলের কষায়-ভাগসমস্ত চর্ম্মমধ্যে প্রবিষ্ট ও জল নিস্তেজঃ হইয়া যায়; তখন চর্ম্মকে কুণ্ডহইতে তুলিয়া অন্য প্রবল কষজলে ভিজাইতে হয়। এই প্রকারে চর্ম্মের স্থূলত্বানুসারে ৯। ১০। ১২ বা ১৫ মাস কাল চর্ম্ম কষ জলে থাকিলে তাহা উত্তম প্রস্তুত হইয়া থাকে। তখন তাহাকে কষজলহইতে তুলিয়া সুমিষ্ট জলে ধৌত করত অন্য প্রক্রিয়ায় নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। ঐ প্রক্রিয়া বিশেষ আয়াস সাধ্য বা কঠিন নহে। চর্ম্ম পাতলা করিবার মানসে এই অবস্থায় তাহা যন্ত্রদ্বারা চিরিয়া দুই হারা করা হইয়া থাকে; এতদ্দেশে তাদৃশ যন্ত্র নাই সুতরাং চর্ম্ম চিরিবার উদ্যোগ হয় না। ফলতঃ চেরা হউক বা না হউক, কষায় কুণ্ডহইতে চর্ম্ম তুলিয়া তাহা ধৌত ও শুষ্ক করণানন্তর তাহার উপর একটা অতীক্ষ্ণ ছুরিকা ঘর্ষণ করিতে হয়; ও তদনন্তর তাহা লৌহ দণ্ডে পেষণ করা আবশ্যক। এতদ্দেশে লৌহপেষণীর পরিবর্ত্তে বৃহৎ কাষ্ঠ মুদ্গারদ্বারা পেষণ-কার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। অতঃপর চর্ম্মকারেরা তীক্ষ্ণ ছুরিকাদ্বারা চর্ম্ম চাঁচিয়া তাহার সর্ব্বত্র সমস্থূল করে; ও পরে তাহা জলে ভিজাইয়া মুদ্গারদ্বারা আঘাত করত বিস্তৃত করে; এবং অবশেষে আর্দ্র চর্ম্মের উপর কিঞ্চিৎ কড মৎস্যের তৈল ও কিঞ্চিৎ গোমেদ দিয়া তাহা শুষ্ক করে; তাহাতেই চর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে পুরস্কৃত হয়। তৎপরে প্রয়োজনানুসারে কেবল তৈল ও মসিদ্বারা কৃষ্ণবর্ণ সিদ্ধ করা যায়।

মার্কীন চামড়া প্রস্তুত করিতে হইলে ছাগচর্ম্মকে পূর্ব্বমৎপ্রকারে পরিষ্কৃত ও কষায়াক্ত করিয়া তাহাকে নীল বা বকম কাষ্ঠ বা অন্য কোন বর্ণাক্ত জলের কুণ্ডে সিক্ত করা আবশ্যক। সামোয়া চামড়া প্রথমতঃ একপ্রকার পার্ব্বত্য সারের চর্ম্মে প্রস্তুত হইত, এইক্ষণে তাহা মেষ চর্ম্মেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঐ চর্ম্মকে কষায়-কুণ্ডহইতে তুলিয়া দুই হারা করিয়া চিরিতে হয়, ও যে হারায় লোম ছিল তাহা পরিত্যাগ করত যে হারারদিগে মাংস ছিল তাহাই তৈলদ্বারা পুরস্কৃত করিলে ঐ চর্ম্মের বিখ্যাত কোমলত্ব সিদ্ধ হয়।

যবনদিগের ধর্ম্ম-মন্দির।

প্রথম পর্ব্বের ১৪৫ পৃষ্ঠায় কয়রো নগরের কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রকটিত হইয়াছে। পরন্তু তাহাতে মুসলমান দিগের ধর্ম্মমন্দিরের কোন প্রসঙ্গ নাই, অধুনা তদভাব নিরাকরণ করা হইতেছে।

মুহম্মদ-প্রণীত ধর্ম্মের বিবরণ এ স্থলে লেখা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে, বোধ হয় পাঠকবৃন্দ সকলেই তাহা জ্ঞাত আছেন। উক্ত ধর্ম্মের এক প্রধান লক্ষণ এই যে তাহাতে দেবতার প্রতিমূর্ত্তির প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষ আছে। কোন প্রকারে মোসলমানেরা ভজনার সময় কোন কল্পিত মূর্ত্তির অবলোকন করে না, সুতরাং তাহাদের ধর্ম্ম-মন্দিরে মূর্ত্তিমাত্র দৃষ্টি গোচর হয় না; ফলতঃ তাহাদের ধর্ম্ম-মন্দির কেবল
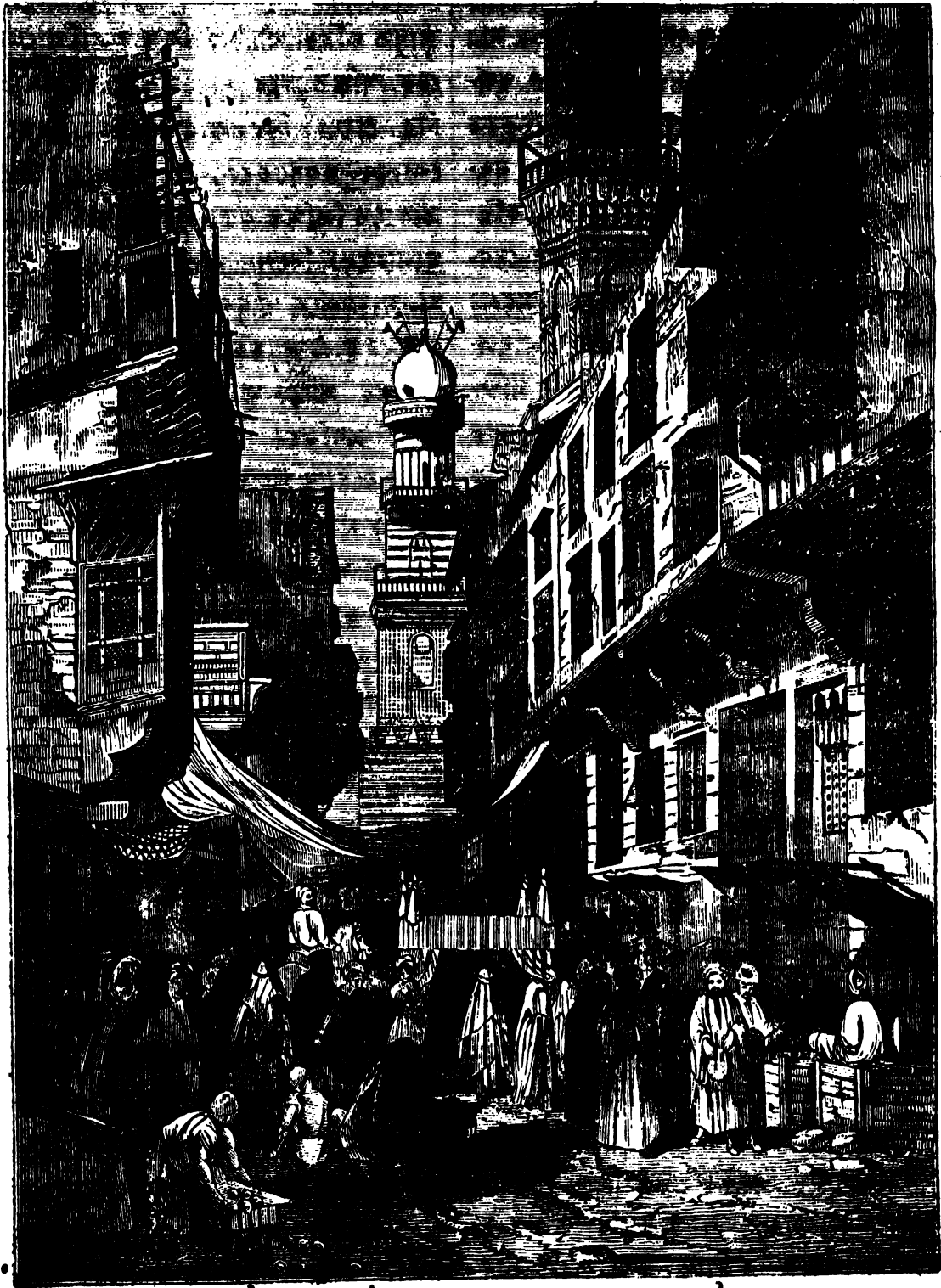
যবনদিগের ধর্ম্ম-মন্দির।

অনেকে একত্র হইয়া উপাসনা করিবার স্থান; তাহাতে ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় কোন পদার্থ লক্ষ্য হয় না। পরন্তু এই বলিয়া মোসলমানেরা তাহাদের ধর্ম্ম-মন্দিরনির্ম্মাণে কোনমতে অপ্রস্তুত নহে; প্রত্যুত তাহারা তদর্থে অনেক ব্যয়সাধ্য অতীববিস্তার যৎপরোনাস্তি মনোহর অট্টালিকাসকল নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। ভারতবর্ষে যে সকল হিন্দুদিগের-দেবমন্দির আছে তাহার সহিত তুলনা করিলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে ধর্ম্মালয়নির্ম্মাণে মোসলমানেরা হিন্দুহইতে অনেক শ্রেষ্ঠ। প্রাচীন মন্দিরের মধ্যে জগন্নাথদেবের মন্দির, কানারকের মন্দির, কৃষ্ণমন্দির, বিজয়নগরম্ প্রদেশের কএক মন্দির অতি প্রসিদ্ধ মানিতে হইবে। কিন্তু তাহার কোন প্রাসাদই সৌন্দর্য্যে দিল্লীনগরের জুম্মামসজিদের সহিত তুলনীয় হইতে পারিবে না। অথচ ভূমণ্ডলের অন্যত্র জুম্মামসজিদহইতে উৎকৃষ্ট যবনদিগের অনেক আরাধনাস্থান আছে। ভারতবর্ষ, কাবুল ও পারস্য দেশে ঐ সকল মসজিদ উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ ও পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া থাকে; তৎকারণ এই যে তাহার সম্মুখে উপাসকেরা দণ্ডায়মান হইয়া উপাসনা-করণ-কালীন মক্কা-প্রদেশের অভিমুখ হইতে পারে। মসজিদের প্রাসাদোপরি নিয়ত কএকটি গুম্বজ ও তাহার পার্শ্বে কএকটি স্তম্ভ (মিনার) গ্রথিত হইয়া থাকে। ঐ অলঙ্কার প্রাসাদের বিশেষ শোভাকর, এবং যবনেরা ঐ গুম্বজ ও মিনার নির্ম্মাণে যে রূপ কার্য্যকুশল, বোধ হয় ভূমণ্ডলে তাদৃশ আর কেহ নাই। অট্টালিকা-নির্ম্মাণে প্রাচীন গ্রীক্ জাতীয়েরা সর্ব্বপ্রধান; তাহাদের তুল্য স্থপতি অপর কুত্রাপি জন্ম গ্রহণ করে নাই; কিন্তু তাহারা গুম্বজ নির্ম্মাণে বিশেষ অনুরক্ত ছিল না, সুতরাং তাহারাও-যে গুম্বজনির্ম্মাণে যবনস্থপতিহইতে শ্রেষ্ঠ ইহা বলা যায় না।

যবনেরা মসজিদের বহিঃপৃষ্ঠ নানা আভরণে আবৃত করিয়া থাকে; কিন্তু কুত্রাপি কোন জীবের দেহ অঙ্কিত করে না। মসজিদের ভিতরের প্রাচীর প্রায়ঃ নিরলঙ্কার থাকে; অথবা কদাপি কোরাণগ্রন্থহইতে কোন ২ মহাবাক্য উদ্ধৃত করিয়া তাহাতে লিখিত হয়। এই উপায়ে উপাসকদিগের মনোমধ্যে বিশেষ মহত্ত্বের অনুভব হইয়া থাকে, অলঙ্কারদর্শনে তাদৃশ হয় না।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে মসজিদমধ্যে কোন পদার্থই থাকে না পরন্তু ইহা বক্তব্য যে প্রায়ঃ সকল মসজিদে কোরাণ গ্রন্থ অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে; এবং তাহার পাঠের নিমিত্ত কোন ২ মসজিদে কাষ্ঠের বেদিও অপ্রাপ্য নহে।

প্রত্যেক মসজিদের সম্মুখে এক ২ চাতাল গ্রথিত হয়; তাহাই উপাসকদিগের উপাসনার স্থান। বর্ষাকালে তথায় জলদ্বারা উপাসকদিগের অনিষ্ট-নিবারণের নিমিত্ত কোন ২ মসজিদে চাতালের উপর ছাদ গ্রথিত হইয়া থাকে। অপর ঐ চাতালের নিকট হস্ত পাদাদি প্রক্ষালনের নিমিত্ত একটা জলাশয় ও উপাসকদিগকে আহ্বান-করণার্থে একটা উচ্চাসন থাকিলেই মসজিদের সকল অঙ্গ সিদ্ধ হয়। যে কোন দেশে যাওয়া যায় সর্ব্বত্রই এই কয় অঙ্গভিন্ন মসজিদের অন্য কোন অঙ্গ দেখা যায় না। মোল্লাদিগের বাস ও অন্যান্য কারণে মসজিদের নিকট অনেক ক্ষুদ্র অট্টালিকা গ্রথিত হইয়া থাকে, পরন্তু তাহা অবশ্যপ্রয়োজনীয় নহে। এই অঙ্গ সকল যথাপরিমাণে নির্ম্মিত হইলে যে কি পর্য্যন্ত সুশোভয়মান হয়, তাহার বর্ণনা করা দুষ্কর; যাঁহারা আগ্রা দিল্লী ও লখনৌর উত্তম মসজিদ দেখিয়াছেন তাঁহারা তাহা অনায়াসে অনুভূত করিতে পারিবেন। আমরা এস্থলে তদ্বিষয়ে অধিক না লিখিয়া পাঠকদিগকে ২৭১ পৃষ্ঠায় মুদিত

চিত্রে অবলোকন করিতে অনুরোধ করি; তাহাতে কয়রো-নগরের প্রধান মন্দিরের প্রতিমা দৃষ্ট হইবে। ঐ চিত্রের মধ্যভাগে রাস্তার অভিদূরে যে স্তম্ভ আছে তাহা উক্ত মসজিদ প্রতিষ্ঠাকারক সুলতান কলউন্ পাদশাহের সমাধিমন্দির। উক্ত পাদশাহ সুবিচারক ও সৎস্বভাব ছিলেন, কিন্তু তদপেক্ষা সুচিকিৎসক বলিয়া তাঁহার সুখ্যাতি বিস্তৃত আছে। কথিত আছে যে তাঁহার সমাধি মন্দিরের মধ্যে এক স্তম্ভ আছে, তাহা স্পর্শ করিবামাত্র নেবারোগের প্রতীকার হয়।

মুদ্রিত চিত্রের সম্মুখে যে জনতা আছে তাহা এক বিবাহের যাত্রী; সম্মুখে বাদ্যকর লইয়া গমন করিতেছে। তন্মধ্যে যে সকল ললনারা শুক্লাম্বরধারিণী তাহারা অবিবাহিতা; তাহাদিগের মধ্যে চারি জন আতপত্র ধারণ করিয়া তাহার নিম্নে কন্যাকে লইয়া যাইতেছে। আতপত্র নানা প্রকারে অলঙ্কৃত ও কলসমণ্ডিত হইয়া থাকে; এবং তাহার ধারণ করা বিশেষ আত্মীয়তার চিহ্ন।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।

জনসমাজের মঙ্গল সাধনই গ্রন্থরচনার মুখ্য উদ্দেশ্য; কি কবি, কি দার্শনিক, কি বিজ্ঞানশাস্ত্রবেত্তা, কি ইতিহাসলেখক, কি অঙ্কশাস্ত্রকার—সকলেই সেই একমাত্র লক্ষ্যের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া আপন২ আয়াস সাধন করিয়া থাকেন, কেহই অন্যের প্রতীক্ষা করেন না। ইতোমধ্যে কবিদিগের উদ্দেশ্য এই, যে কাব্যামৃতদ্বারা জন-সমাজের তৃপ্তি-সাধন করেন; পরন্তু সকল কবি তাহাতেই তৎপর নহেন; অনেকে দুরাচার দমনার্থে সাবক্ষেপ-বাক্যদ্বারা নানাবিধ ব্যঙ্গ্যকাব্য রচনা করিয়া থাকেন। তাহাতে পাঠকদিগের প্রমোদ ও দুষ্টের দমন উভয়ই এককালে উপলব্ধ হয়। ইহা আশু বোধ হইতে পারে যে যাহারা সর্ব্বধর্ম্মপরিত্যাগ-পূর্ব্বক পরলোকে জলাঞ্জলি দিয়া দুষ্কর্ম্মে নিযুক্ত তাহারা কবির ব্যঞ্জনায় নিরস্ত হইবে ইহা সম্ভাব্য নহে; পরন্তু রাজবারা দেশ-প্রসিদ্ধ চাঁদ কবি কহিয়া গিয়াছেন যে "শত্রুর করবালাপেক্ষা কবির বাক্যশেল সহস্রগুণ তীক্ষ্ণ।" যাহারা ভূমণ্ডলের সকল সম্পদ্ পরিত্যাগ করিয়াছে তাহারাও কাব্যে শ্লেষিত হইতে ভয়ার্ত্ত হয়। কবিদিগের গৌরবের এই এক প্রধান কারণ; এই নিমিত্তই অনেকে দুষ্কর্ম্মহইতে নিবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের প্রশংসা প্রার্থনা করে। দেশে কোন দুরাচারের প্রাদুর্ভাব হইলে তাহার দমনার্থে ব্যঙ্গোক্তি কাব্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র বলিয়া গণ্য; তাহাতে সত্বর ইষ্টাপত্তি হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত উদারস্বভাব সহৃদয় মহাশয়েরাও দোষোপহাসকভাষণে অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন। পরন্তু সকলেই যে এই অস্ত্রের ব্যবহারে তুল্য পারগ হন এমত নহে। গাণ্ডীবাদি বিখ্যাত অস্ত্রের ন্যায় ইহার ব্যবহারার্থে বিশেষ বলের সাপেক্ষ করে; তদভাবে ইহা সৎফলপ্রদ হয় না।

যদিচ কবিভিন্ন এই অস্ত্রের ব্যবহার অন্যের পক্ষে দুঃসাধ্য পরন্তু কবিদিগের হস্তে ইহা সর্ব্বদাই পদ্যরূপে প্রকটিত হয় এমত নহে. কখন গদ্যে ও কখন বা পদ্যে ইহার বিকাশ দেখা যায়। অপর ইহার সম্যক্ ফললাভের নিমিত্ত অনেকে ইহাকে নাটকরূপে পরিণত করত তাহার অভিনয়ে দুরাত্মাদিগের বিশেষ তিরস্কার করিয়া থাকেন। সর্ব্বকালেই এরূপ রচনার

প্রচার আছে। ইহার আদর্শস্বরূপ আমরা হাস্যার্ণব নামক প্রহসনের উল্লেখ করিতে পারি। তাহাতে নাটকছলে কামপরবশ মূর্খ রাজা, লোভী মন্ত্রী, অজ্ঞান চিকিৎসক, ভীরু সেনানী প্রভৃতি জঘন্য অকর্ম্মণ্য রাজকর্ম্মচারিদিগের তিরস্কার করা হইয়াছে। যদিচ তাহা সম্যক্‌ হাস্যজনক ও সুতীক্ষ্ণ হইয়াছে বটে, তত্রাপি তাহা অশ্লীলতাদোষে দূষিত হওয়াতে অনেকের পক্ষে আদরণীয় নহে। তৎকালজাত কৌতুকসর্ব্বস্বনাম নাটক তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিতে হইবে। পরন্তু তদুভয়ই সংস্কৃতভাষাজাত; তাহা বাঙ্গালি সাবক্ষেপ-বাক্যের প্রসঙ্গে কেবল উপমাকল্পে উল্লিখিত হইতে পারে। কথিত আছে যে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কোন প্রধান পরিবারের দোষোদ্ভাষণের নিমিত্ত লিখিত হইয়াছিল; কিন্তু সাবক্ষেপকাব্যের প্রধান অঙ্গ ব্যঞ্জনাদ্বারা অরুন্তুদভাষণ, তাহা তাহাতে না থাকা প্রযুক্ত ঐ কাব্য আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তদনন্তর যথার্থ ব্যঙ্গ্যকাব্যের মধ্যে "নববাবুবিলাস" নামক গদ্য পুস্তকের উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। তাহা ত্রিংশতাধিক বর্ষ হইল এক জন সুচতুর ব্যক্তি প্রস্তুত করেন। তাহাতে পিতার অমনোযোগে বালকের বিদ্যাভ্যাসের হানি হইলে স্ত্রৈণ্যতা ও পানদোষে কি পর্য্যন্ত অনিষ্ট ঘটিতে পারে তাহা তোতারাম দত্তের পুত্র বাবু কেশবচন্দ্রের উপন্যাসে প্রজ্বলরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যে সময়ে তাহা প্রস্তুত হইয়াছিল তৎকালে বর্ণিত বাবুর আদর্শ কলিকাতায় অপ্রাপ্য ছিল না। অল্পকালে হতপিতৃ অনেক ধনাঢ্যের চরিত্র অবিকল গ্রন্থোক্ত নববাবুর প্রতিরূপ মনে হইত। এই পুস্তকের আদর্শে অপর কোন রসোল্লাসি ব্যক্তি "নব বীবী বিলাস" নামক ব্যঙ্গ্য প্রস্তুত করেন। ভদ্র স্ত্রী কুলটা হইলে যে দুর্গতি হয় তাহারই বর্ণন করা তাঁহার অভিপ্রেত, এবং সে উদ্দেশ্য গ্রন্থে উত্তম রূপে সিদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে ঐ উভয় গ্রন্থকার কিয়দ্বা উদ্দেশ্যের অনুরোধে এবং কিয়দ্বা সহৃদয়তার অভাবে আপন২ গ্রন্থ অশ্লীলতায় লিপ্ত করিয়াছেন। যদিচ বর্ণিত বিষয় সত্য বটে, তত্রাপি তাহার পাঠে সুহৃদয়দিগকে ব্যথিত হইতে হয়। অতঃপর সুবিখ্যাত শ্রীভবানী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কোন দোষী পরিবারের নিগঞ্জনার্থে দূতিবিলাসনামে এক খানি কাব্য প্রস্তুত করেন। তাহাতে অন্যান্য বাঙ্গালী ব্যঙ্গ্য কাব্যের আদর্শে অনেক জঘন্য অশ্লীলতা আছে, অধিকন্তু তাহার কবিত্ব যৎসামান্য মাত্র। এই সময়ে সংস্কৃত কালেজের পূর্ব্বতন অধ্যাপক ও সমাচারচন্দ্রিকা নাম সংবাদপত্রের বিখ্যাত সম্পাদক পণ্ডিতপ্রধান মৃত প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর মহাশয় ধর্ম্ম সভাবিলাস নামে একখানি সংস্কৃত চম্পূ প্রকাশ করেন। তাহাতে তাৎকালিক ধর্ম্মোদ্দেশী ব্রহ্ম ও ধর্ম্ম সভা সক্রান্ত মহাশয়দিগের চরিত্র লইয়া অনেক গুলি ব্যঙ্গ্যোক্তি বিন্যস্ত আছে। ঐ ব্যঙ্গ্য সকল সরস হইয়াছিল, কিন্তু সংস্কৃতে রচিত হওয়াতে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইতে পারে নাই। ঐ গ্রন্থ ১৭৫২ অব্দে প্রকটিত হয়।

তৎপরে কএক বৎসর মধ্যে উল্লেখের উপযুক্ত কোন ব্যঙ্গ্য কাব্যের প্রকাশ হয় নাই। পাঁচ বৎসর হইল মাসিক পত্রিকা নাম এক ক্ষুদ্র সাময়িক পত্রে "আলালের ঘরের দুলাল" শিরোনামে কএকটি প্রস্তাব প্রকটিত হয়, তাহা তদনন্তর সংশোধিত ও প্রকৃষ্টীকৃত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ হইয়াছে। ঐ পুস্তক সম্বন্ধে আমাদিগের অভিপ্রায় বিবিধার্থের ৫০ খণ্ডে বিবৃত হইয়াছে; অতএব তাহার পুনরাম্রেড়ন, করা বৃথা। ঐ প্রবন্ধের আদর্শ নববাবুবিলাস কেবল বাবুবিলাসের অশ্লীলতা তাহাতে নাই,

এবং নব্য শ্লেষবাক্যে বাবুবিলাসহইতে বিশেষ প্রোজ্জ্বল হইয়াছে।

অধুনা নাটকের সম্যক্ সমাদর হইতেছে; সকলেই নাটক দর্শনে উৎকণ্ঠ; অতএব বর্ত্তমানের কুপ্রবৃত্তিসকল নাটকদ্বারা সুন্দর তিরস্কৃত হইতে পারে, এই বিবেচনায় শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তজ "একেই কি বলে সভ্যতা?" নামে এক খানি ক্ষুদ্র প্রহসন প্রকটিত করিয়াছেন। তাহার উদ্দেশ্য নব বাবুদিগের পানাশক্তির নিগঞ্জন; এবং তাহা প্রকৃষ্টরূপেই সিদ্ধ হইয়াছে। সর্ম্মিষ্টানাটকের সমালোচনে আমরা দত্ত বাবুর ক্ষমতাবিষয়ে যাহা কিছু লিখিয়াছিলাম, তাহা উপস্থিত প্রহসনে সর্ব্বতোভাবে সপ্রমাণিত হইয়াছে। অধুনা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি যে নাটক-রচনায় দত্তজ বাঙ্গালির মধ্যে অদ্বিতীয় হইয়াছেন। মনুষ্যের যথার্থ প্রকৃতির অবিকল অনুভব করিয়া উজ্জ্বল বাক্যে তাহার উদ্ভাষণ যে কবির প্রকৃতধর্ম্ম ও বীণাপানীর মুখ্য-প্রসাদ তাহা দত্তজর উপলব্ধ হইয়াছে; এক্ষণে তিনি ত্বরায় বঙ্গীয় এক জন প্রধান কবি বলিয়া গণ্য হইবেন এমত সম্ভাবনা হইয়াছে; আমরা ভরসা করি দত্তজ এই অবকাশ বৃথা নিঃক্ষেপ করিবেন না।

"ইয়ং বেঙ্গাল" অভিধেয় নব বাবুদিগের দোষোদ্ঘোষণই বর্ত্তমান প্রহসনের এক মাত্র উদ্দেশ্য; এবং তাহা যে অবিকল হইয়াছে ইহার প্রমাণার্থে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে ইহাতে যে সকল ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে প্রায়ঃ তৎসমুদায়ই আমাদিগের জানিত কোন না কোন নব বাবুদ্বারা আচরিত হইয়াছে। পরন্তু এবিষয়ে অধিক না লিখিয়া আমরা আদর্শ-স্বরূপে উক্ত গ্রন্থের কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি; তাহার পাঠে সহৃদয়েরা আমাদিগের উক্তির সার্থতা স্বীকার করিবেন।

প্রহসনের নায়ক নবীন বাবু; তিনি সমবয়স্ক ও সমস্বভাবাপন্ন কতক গুলি নব্যের সহযোগে একটি জ্ঞানতরঙ্গিনী নাম্নী সভা সংস্থাপিত করিয়াছি বলিয়া পরিবারের নয়নে ধলি নিঃক্ষেপ করত এক গোপন স্থানে গিয়া সুরাদি সেবন করিতেন। নাটকের প্রথমাঙ্কে একদা তিনি কি প্রকারে পিতাকে বঞ্চনা করিয়া সেই স্থানে গমন করেন, ও তাঁহার পিতা তাঁহার অনুসন্ধানে এক জন বৈরাগীকে পাঠান, তাহার কি বিড়ম্বনা হয়, তাহার বর্ণনা করিয়া দ্বিতীয়াঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে উক্ত সভার বৈভব কীর্ত্তিত হইয়াছে। বাবু যখন সেই সভায় সম্ভোগ করিতেছিলেন তৎকালে তাঁহার স্ত্রী ও কএক জন ভগিনী ও বাটীর অপর অল্পবয়স্কা ললনারা তাস খেলিতে ছিল, যথা—

প্রসন্নময়ী। এই নেও—

নৃত্যকালী। কি খেল্‌লে ভাই?

প্রসন্ন। চিড়িতনের দহলা।

নৃত্য। আরে মলো, চিড়িতন যে রঙ; ত্রুপ খেল্‌লি কেন?

প্রসন্ন। তুই, ভাই, মিছে বকিস্ কেন? হাতে রঙ না থাকে পায দে যা।

নৃত্য। এই এসো, আমি টেক্কা মারলেম।

হরকামিনী। এই নেও।

নৃত্য। ও কিও, পায দিলে যে?

হর। হাতে ত্রুপ না থাকলে পায দিবো না তো কি করবো।

নৃত্য। এস কমল, এবার ভাই তোমার খেলা।

কমলা। আমি ভাই বিবি দিলায়।

নৃত্য। মরু, ও যে আমাদের পিট, তুই বিবি দিলি কেন?

কমলা। বাঃ, বিবি দোবো না তো কি? সায়েব কোথা?

নৃত্য। এই যে সায়েব আমার হাতে রয়েছে—?

কমলা। আমি তো ভাই আর জান নই।

নৃত্য। মর ছুঁড়ি, খেলার ইসারায় বুঝতে পারিস নে? তোর মোতন্ বোকা মেয়ে তো আর দুটী নাই লা, তুই যদি তাস্ না খেলতে পারিস্ তবে খেলতে আসিস্ কেন?

কমলা। কেন, খেল্‌তে পারবো না কেন?

নৃত্য। একে কি কেউ খেলা বলে? তুই আমার টেক্কার উপর বিবি দিলি।

কমলা। কেন? বিবিটে ধরা গেলে বুঝি ভাল হতো?

হর। আর ভাই, মিছে গোল করিস্ কেন?

নৃত্য। (কমলার প্রতি) কি আপোদ, যখন সায়েব আমার হাতে আছে তখন তোর আর ভয় কি?

কমল। বস, তুই পাগল হলি না কি লো? তোর হাতে সায়েব তা আমি টের পাব কেমন করে লা?

নৃত্য। তুই ভাই যদি তাস খেলা কাকে বলে তা জানতিস্ তবে অবিশ্যি টের পেতিস্।

কমলা। ও প্রসন্ন, শুনলি তো ভাই, এমন কি কখন হয়? বিবি ধরা গেমে, বিবি পালাবার বাগ পেলে কি কেউ তা ছাড়ে?

নেপথ্যে। ও প্রসন্ন—

প্রসন্ন। চুপ্ কর্ লো, চুপ্ কর্, ঐ শোন্, মা ডাকচেন—নেপথ্যে। ও বোউ—

প্রসন্ন। (উচ্চস্বরে) কি, মা—

নেপথ্যে। ওলো, তোরা ওখানে কি করচিস্ লা।

প্রসন্ন। (উচ্চস্বরে) আমরা মা, দাদার বিছানা পাড়চি।

হর। ও ঠাকুরঝি, তাস্ যোড়াটা ভাই নুকোও, ঠাকুরুণ দেখতে পেলে আর রক্ষে থাকবে না।

প্রসন্ন। (তাস বালিশের নিচে গোপন করিয়া) আয় ভাই আমরা সকলে এই চাদর খানা ধরে ঝাড়তে থাকি; তা হলে মা কিছু টের পাবেন না

নৃত্য। আরে মলো—আবার টেক্কা—

কমলা। আরে তাতে বয়ে গেল কি? সাহেব কি বিবি ধরতে পারে না?

হর। তোদের পায়ে পড়ি ভাই চুপ্ কর্, ঐ দেখ ঠাকুরুণ উপরে আসচেন। ধর্, সকলে মিলে এই চাদর খান ধর্;

(গৃহিণীর প্রবেশ)।

গৃহিণী। ওলো, তোরা এখানে কি করচিস্ লা।

প্রসন্ন। এই যে মা, আমরা দাদার বিছানা পাড়চি।

গৃহিণী। ওমা, তোদের সন্ধ্যা অবধি একটা বিছানা পাড়তে গেল? তা হবে না কেন? তোরা এখন সব কলিকালের মেয়ে কি না।

নৃত্য। কেন জেঠাইমা, আমরা কলিকালের মেয়ে কেন?

গৃহিণী। আর তোরা দেখচি একবারে কুড়ের সদ্দার হয়েপড়েচিস। ভাগ্যে আজ সব বাড়ী নেই, তা নৈলে তো সে এতক্ষণ শুতে আসতো।

প্রসন্ন। হ্যাঁ মা, দাদা আজ কোথায় গেছেন গা?

গৃহিণী। ঐ যে রামমোহন রায়—না—কার কি সভা আছে?

কমলা। ছোট্ দাদা কি তবে তাঁর জ্ঞানতরঙ্গিণী সভায় গেছেন?

হর। (জনান্তিকে প্রসন্নের প্রতি) তবেই হয়েচে। ও ঠাকুরঝি, আজ দেখচি তোর ভারি আহ্লাদের দিন। দেখ, হয় তো তোর দাদা আজ আবার এসে তোকে নিয়ে সেই রকম রঙ্গ বাধায়।

গৃহিণী। বউ মা কি বল্‌ছে, প্রসন্ন?

নেপথ্যে। ও বেমোল, মা ঠাকরুণ কোথায় গো? কর্ত্তা মশায় বৈটকখানা থেকে উঠেছেন।

গৃহিণী। তবে আমি যাই, তোরা মা বিছানা করে শীঘ্র নীচে আয়। [প্রস্থান।

হর। (সহাস্য বদনে) ও ঠাকুরঝি? বল না রে সে দিন তোর ভাই কি করেছিল?

প্রসন্ন। আঃ, ছি!

নৃত্য। কেন, কেন, কি করেছিল? বলনা কেন, ভাই?

হর। (সহাস্য-বদনে) বল না ঠাকুরঝি?

প্রসন্ন। না, ভাই, তুই যদি আমাকে এত বিরক্ত করিস্, তবে এই আমি চল্‌লেম।

নৃত্য। কেন? বল না কি হয়েছিল। ও ছোট বউ, তা তুই ভাই বল।

হর। তবে বলবো? সে দিন বাবু জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা থেকে ফিরে এসে ঠাকুরঝিকে দেখেই অমনি ধরে ওর গালে একটী চুমো খেলেন; ঠাকুরঝি তো ভাই পালাবার জন্যে ব্যস্ত, তা তিনি বললেন, যে কেন? এতে দোষ কি? সায়েবরা যে বোনের গালে চুমো খায়, আর আমরা কল্লেই কি দোষ হয়?

প্রসন্ন। ছি, যাও মেনে, বউ।

নৃত্য। ও মা, ছি! ইংরাজী পড়লে কি লোক এত বেহায়া হয় গা।

হর। আরও শোন্ না, আবার বাবু বলেন কি?—

প্রসন্ন। তোর দাদা মদ খেয়ে কি করে লা?

হর। কেন ভাই, সে জ্ঞানতরঙ্গিণী সভাতেও যায় না, আর বনের গাঁয়েও খুঁত দেয় না, আর যা করুক; সে যা হউক, ঠাকুরঝি, তুই ভাই তোর দাদাকে নে না কেন? আমি না হয় বাপের বাড়ী গিয়া থাকি; তোর ভাতার তো তোকে একবার মনেও করে না। তা নৈলে, তুই ভাই, তোর দাদাকে নে।

প্রসন্ন। হ্যাঁ, আর তুই গিয়ে তোর দাদাকে নে থাক।

নেপথ্যে। ছোড় দেও হামকো।

নেপথ্যে। তোমার পায়ে পড়ি, দাদাবাবু, এত চেঁচিয়ে কথা কয়ো না, কর্ত্তামশায় ঐ ঘরে ভাত খাচ্চেন।

নেপথ্যে। ভেম কর্ত্তা মশায়! আমি কি কারো তক্কা রাখি?

কমলা। ঐ যে, ছোট্‌দাদা আসচেন।

নৃত্য। আয়, ভাই, আমরা লুকয়ে একটু তামাসা দেখি।

হর। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) না ভাই, আমার আর ওসব ভাল লাগে না। আঃ, সমস্ত রাতটা মুখ থেকে প্যাঁজ আর মদের গন্ধ ভক্‌ ভক্‌ করে্য বেরোবে এখন, আর এমন নাক্‌ ডাকুনি—বোধ করি মরা মানুষও শুনলে জেগে উঠে! ছি!

কমলা। আয় লো আয়। (সকলের গুপ্তভাবে অবস্থিতি)।

(নব বাবুকে লইয়া বৈদ্যনাথের প্রবেশ)

নব। (প্রমত্তভাবে) বোদে—মাই গুড ফেলো তোকে আমি রিফরম্‌ কত্তো চাই। তুই বুঝলি?

বোদে। যে আজ্ঞে।

নব। বোদে,—একটা বিয়ার—না, ঐ ব্রাণ্ডি ল্যাও।

বৈদ্য। যে আজ্ঞে, আপনি যেয়ে ঐ বিছানায় বসুন। আমি ব্রাণ্ডি এনে দিচ্ছি। (স্বগত) দাদাবাবু যদি শীঘ্র ঘুমিয়ে না পড়ে, তবেই দেখছি আজ একটা কাণ্ড হবে এখন। কর্ত্তা ওঁকে এমন দেখলে কি আর কিছু বাকী রাখবেন।

নব। (শয্যোপরি উপবিষ্ট হইয়া) ল্যাও—ব্রাণ্ডি ল্যাও— জল্‌দি।

বৈদ্য। আজ্ঞে, এই যাই। [প্রস্থান।

নব। (স্বগত) ড্যাম কর্ত্তা—ওল্‌ড ফুল আর কদ্দিন বাঁচবে? আমিপ্রাণ থাকতে এসভা কখনই এবলিশ কর্ত্তে পারবো না। বুড়ো একবার চখ্‌ বুজলে হয়, তা হলে আর আমাকে কোন্‌ শালার সাধ্য যে কিছু বলতে পারে? হা, হা, হা, ওণ্ট আই এঞ্জয় মিসেলফ? (উচ্চস্বরে) ল্যাও—মদ্‌ ল্যাও।

হর। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) কি সর্ব্বনাশ। ওলো ঠাকুরঝি—

প্রসন্ন। (ঐ) কি?

হর। ঐ দেখচিস্‌, কর্ত্তা ঠাকুরুণের ঘরে ভাত খেতে বসেছেন।

প্রসন্ন। তা আমি কি করবো?

হর। তুই, ভাই, কাছে গিয়ে তোর দাদাকে চুপ করতে বল না।

প্রসন্ন। (সভয়ে) ওমা, তা তো ভাই আমি পারবো না।

হর। (সহাস্য-বদনে) আঃ, তায় দোস কি? তুই তো ভাই আর কচি মেয়েটী নস্‌, যে বেটাছেলের মুখ দেখলে ভরাবি? যানা না।

নব। ল্যাও—মদ ল্যাও।

হর। ওমা? কি সর্ব্বনাশ। (অগ্রসর হইয়া) কর কি? কর্ত্তা বাড়ীর ভেতরে ভাত খাচ্ছেন, তা জান?

নব। (সচকিতে) একি? পয়োধরী যে? আরে এসো, এসো। এ অভাজনকে কি ভাই তুমি এত ভাল বাস, যে এর্‌ জন্যে ক্লেশ স্বীকার করে এত রাত্রে এই নিকুঞ্জবনে এসেছ—হা, হা, হা, এসো, এসো। (গাত্রোত্থান)।

হর। ও ঠাকুরঝি, কি বকচে বুঝতে পারিস্‌ ভাই?

প্রসন্ন। (সহাস্য-বদনে) ও ভাই, তোদের কথা, আমি আর ওর্‌ কি বুঝবো।

নব। (পরিক্রমণ করিতে করিতে) এসো ভাই, আমি তোমার ডেম্‌ড স্লেভ্‌। এসো—(ভূতলে পতন)।

হর, প্রসন্ন ইত্যাদি। (অগ্রসর হইয়া) ওমা, একি, হলো? (ক্রন্দন)।

নেপথ্যে। কেন, কেন, কি হয়েছে?

গৃহিণীর পুনঃ প্রবেশ।

গৃহিণী। (নবকুমারকে অবলোকন করিয়া) একি, একি? এ আমার সোনার চাঁদ যে মাটিতে গড়াচ্চে? ওমা, কি হলো? (ক্রন্দন করিতে করিতে) ওঠো। বাবা, ওঠো। ওমা, আমার কি হলো। ওমা, আমার কিহলো ও প্রসন্ন তুই ওঁকে একবার শীঘ্র ডেকে আন্‌ না। (প্রসন্নের প্রস্থান) ওমা, ওমা, আমার কি হলো! (ক্রন্দন)।

নৃত্য। উঃ, জেঠাই মা, দেখ, দাদার মুখদিয়ে কেমন একটা বদগন্ধ বেরুচ্ছে।

গৃহিণী। উঃ, ছি। তাইতো লো। ওমা, একি সর্ব্বনাশ! আমার দুধের বাছাকে কি কেউ বিস্‌ টিস্‌ খাইয়ে দিয়েছে না কি? ওমা, আমার কি হবে! (ক্রন্দন)।

(প্রসন্নের সহিত কর্ত্তার প্রবেশ)

কর্ত্তা। এ কি?

গৃহিণী। এই দেখ, আমার নব কেমন হয়ে পড়েছে। ওমা, আমার কি হবে!

কর্ত্তা। (অবলোকন করিয়া সরোষে) কি সর্ব্বনাশ, রাধেকৃষ্ণ! হা দুরাচার! হা নরাধম! হা কুলাঙ্গার!

গৃহিণী। (সরোষে) এ কি? বুড়ো হলে লোক পাগল হয় না কি? যাও তুমি আমার সোনার নবকে অমন করো বক্‌চো কেন?

কর্ত্তা। (সরোষে) সোনার নব! হ্যাঁ। ওকে যখন প্রসব করেছিলে, তখন ওকে নুন্ খাইয়ে মেরে ফেল্‌তে পার নি?

নব। হিয়র, হিয়র, হুরে।

গৃহিণী। ওমা, আমার কি হলো। এমন এলো মেলো বক্‌চে কেন? ওমা, ছেলেটিকে তো ভূতে টূতে পায় নি।

কর্ত্তা। তোমার কি কিছুমাত্র জ্ঞান নাই? তুমি কি দেক্‌তে পাচ্চ না যে ও লক্ষ্মীছাড়া মাতাল হয়েছে?

নব। হিয়র, হিয়র।

কর্ত্তা। (সরোষে) চুপ্, বেহায়া, তোর কি কিছুমাত্র লজ্জা নাই?

নব। ড্যাম্ লজ্জা, মদ্ ল্যাও।

কর্ত্তা। শুন্‌লে তো?

গৃহিণী। ওমা, আমার এ দুধের বাছাকে এ সব্ কে শেখালে গা?

কর্ত্তা। আর শেখাবে কে? এ কল্‌কেতা মহাপাপ নগর—কলির রাজধানী, এখানে কি কোন ভদ্রলোকের বসতি করা উচিত?

গৃহিণী। ওমা, তাইতো, এত কে জানে, মা?

কর্ত্তা। কাল প্রাতেই আমি তোমাদের সকলকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করবো। এ লক্ষ্মীছাড়াকে আর এখানে রেখে কাজ নেই। চল, এখন আমরা যাই। এ ব্যাটা একটু ঘুমুক—

নব। হিয়ার, হিয়ার, আই সেকেণ্ড দি রিজো-লুশন।

কর্ত্তা। হায়, আমার বংশেও এমন কুলাঙ্গার জন্মে-ছিল।

গৃহিণী। ও প্রসন্ন, ও কমলা, ওলো তোরা মা এখানে একটু থেকে আয়।

[কর্ত্তা এবং গৃহিণীর প্রস্থান।

হর। (অগ্রসর হইয়া) ও ঠাকুরঝি, এই ভাই তোর দাদার দশা দেখ্। হায়, এই কলকেতায় যে আজ্ কাল্ কত অভাগা স্ত্রী আমার মতন এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করে তার সীমে নাই। হে বিধাতা। তুমি আমাদের উপর এত বাম হলে কেন?

প্রসন্ন। তা এ আজ আর নতুন দেখিলি না কি। জ্ঞান তরঙ্গিণী সভাতে এই রকম জ্ঞানই হয়ে থাকে।

হর। তা বই আর কি, ভাই। আজ কাল কলকেতায় যাঁরা লেখা পড়া শেখেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেরই কেবল এই জ্ঞানটী ভাল জন্মে। তা ভাই দেখ দেখি, এমন স্বামী থাকলিই বা কি আর না থাকলেই বা কি। ঠাকুরঝি। তোকে বলতে কি ভাই, এই সব দেখে শুনে আমার ইচ্ছে করে যে গলায় দড়ি দে মরি। (দীর্ঘনিশ্বাস) ছি, ছি, ছি। (চিন্তা করিয়া) বেহায়ারা আবার বলে কি, যে আমরা সায়েবদের মতন সভ্য হয়েচি। হা, আমার পোড়া কপাল। মদ্ মাস খেয়ে ঢলাঢলি কল্লেই কি সভ্য হয়? —একেই কি বলে সভ্যতা?

(যবনিকা পতন)।